INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Wednesday, April, 11, 1973.

The Assembly met in the Legislative Assembly Chamber, Agartala on Wednesday, the 11th April, 1973.

PRESENT

Mr. Speaker, Shri Manindra Lal Bhowmick, Chief Minister, 4 Ministers, 3 Deputy Ministers, Dy. Speaker and, 45 Members.

QUESTIONS.

Mr. Speaker :— To-day in the list of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred question Shri Ananta Hari Jamatia. Starred Question.

Shri Anantahari Jamatia :—Question No. 4.

Shri Sukhamoy Sengupta :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 4.

STARRED QUESTION NO. 4

By Shri Ananta Hari Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

QUESTIONS

১) ১৯৭০ ইং সনের ৫ই জুন আনুমানিক রাত্রি ২ (দুই) ঘটিকায় তেলিয়ামুড়া হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে যে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়াছিল তাহা সরকারের জানা আছে কি ;

২) উক্ত ব্যাপারে ঐ স্কুলের Incharge সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন কিনা ? এবং

৩) দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে সরকার হইতে তদন্ত করা হইয়াছে কি ; এবং

৪) তদন্ত হইয়া থাকিলে উহার ফলাফল ?

ANSWER

১) হাঁ ।

২) হাঁ ।

৩) হাঁ ।

৪) অভিযোগটি তেলিয়ামুড়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৪/৪৪৭/৩৪৭/৪২৭ এবং বিস্ফোরক আইনের ৩ নং ধারায় ৩(৬)৭০ নং এংলাভুক্ত করা হইয়াছিল । তদন্তান্তে মামলাটির ঘটনা সত্য কিন্তু প্রমাণাভাবে সমাপ্ত হয় ।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :— ঘটনা সম্পর্কে জড়িত নাম সহ সেই স্কুলের কতকগুলি ছাত্র অভিযোগ করেছিল বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সম্পর্কে যতটুকু তদন্ত করা হয়েছে তাতে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি কিংবা কোন ছাত্রের নাম আসে নি যার ফলে প্রমাণাভাবে থানার রিপোর্ট দিতে হয়েছে।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :—যে সমস্ত ছাত্র ঐ ঘটনার সংগে জড়িত বলে নাম বলেছিল সেই দরখাস্তের কপি আমার কাছে আছে এবং সেই দরখাস্তের মধ্যে যাদের জড়িত করা হয়েছে তাদের নাম মেনশান করা আছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— যখন তদন্তে যায় তখন মেম্বারকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এবং তখন এই সম্পর্কে কোন কথা বলা হয়নি। তারপর যদি দরখাস্ত করে থাকে সেটা এখানে আসছে না।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যারা দরখাস্ত করেছে তদন্তের সময় তাদের ডাকা হয়েছিল কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, তদন্ত মানেই হল সংশ্লিষ্ট সকলকে জিজ্ঞাসা করা।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :— কত তারিখে তদন্ত হয়েছিল জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, রিপোর্ট যেটা হয়েছে সেই তারিখের কথা বলা যেতে পারে এবং তার সংগে সংগে তদন্ত আরম্ভ হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য তদন্তের তারিখ জানতে চাইছেন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— ঘটনাটা ঘটেছে সিক্সথ জুন, ১৯৭০ সনে। যে রিপোর্ট করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে থানায় এজাহার দেওয়া হয়েছে এবং সিক্সথ জুন আড়াইটার সময়ে ঘটেছে বলা হয়েছে এবং ৬-৬-৭০ ইং তারিখে তেলিয়ামুড়াতে এটা রেজিস্টার্ড হয় এবং তারপর তদন্তের কাজ সুরু হয়।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— এই সম্পর্কে ঊর্ধতন ইন্সপেক্টার তেলিয়ামুড়া থানায় তদন্ত করেছেন কিনা ডি, এস, পি, র‍্যাঙ্কের ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—সেখানে তদন্ত করা হয়েছে, যেহেতু কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি, উপর মহলে সেই রিপোর্টটা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে যে প্রমাণ মিলে নি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১০।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১০।

STARRED QUESTION NO. 10

By Shri Chandra Sekhar Dutta.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Civil Supply Department be pleased to state—

QUESTIONS

১) ত্রিপুরাতে "ভতুরিয়া কোম্পানী" নামে কোন বেসরকারী বাণিজ্যিক কোম্পানী প্রতিষ্ঠান আছে কি ?

২) থাকিলে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে সরকার হইতে কোন কোন পণ্য ব্যবসা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে ?

ANSWERS

১) নাই ।

২) প্রশ্ন উঠে না ।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— আগরতলাতে ভূতুরিয়া কোম্পানী নামে একটা কোম্পানী আছে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন ভূতুরিয়া কোম্পানী নামে কোন কোম্পানী নাই। এমন কোন প্রতিষ্ঠান আছে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত:— মাননীয় সদস্যের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে ভূতুরিয়া ব্রাদারস্ বলে আইস অ্যাণ্ড কোল্ড স্টোরেজ একটা কোম্পানী আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ভূতুরিয়া ব্রাদাস ত্রিপুরা রাজ্যে কি কি ব্যবসায়ের মধ্যে লিপ্ত আছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত:— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা বোধ হয় আর একটা কোয়েশ্চান হতে পারে। কোল্ড ষ্টোরেজে যেটা থাকে সাধারণত কাচা মাল । এটা প্রাইভেট অরগেনাইজেশান যেহেতু সেইহেতু কাচামাল কি কি থাকে সেই সম্পর্কে আর একটা নোটিশ পেলে আমরা বলতে পারি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— ঠাণ্ডা ঘর তৈরী করার জন্য সরকার ভূতুরিয়া ব্রাদারস্‌কে কোন টাকা দিয়েছেন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই সম্পর্কে সরকারের সংগে কোন সম্পর্ক নাই। তাঁরা পারমিট পেয়েছেন শুধু আইস অ্যাণ্ড কোল্ড স্টোরেজের জন্য।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— ভূতুরিয়া ব্রাদারস্ যে ঠাণ্ডা ঘর তৈরী করেছেন তার জন্য সরকার কোন টাকা দিয়েছেন কিনা সেটা লোন হিসাবেই হোক বা গ্রান্ট হিসাবেই হোক, দিয়েছেন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননায় স্পীকার স্যার, তাদের লোন দেওয়া হয়েছে কি না এটা জানা নাই—এটা অনেক দিনের ঘটনা...

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এখানে যে কোল্ড ষ্টোরেজ করেছেন তাতে কতজন কর্ম্মচারী কাজ করেন...

মিঃ স্পীকার :— এটা রিলেটেড নয়

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— স্যার, এটা সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীন আছে সরকারের জানা উচিত সেখানে কতজন কর্মচারী কাজ করে তারা ইনকাম ট্যাক্স কত দিয়েছেন—আমাদের এইসব...

মিঃ স্পীকার :— এটা জড়িত নয়। শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— প্রশ্ন নং ১৫

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— প্রশ্ন নং ১৫ ।

প্রশ্ন

১) শিক্ষা দপ্তর ত্রিপুরা রাজ্য রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতিকে মোট কত টাকা দিয়েছিলেন এবং মোট কত টাকার ইউটিলাইজেশান সার্টিফিকেট পেয়েছেন ?

২) যদি সম্যক টাকা খরচ না হয়ে থাকে তবে বাকী টাকা আদায় করার কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ?

উত্তর

১) সর্ব্বমোট ৪৫,৫০০ টাকা সমিতিকে দেওয়া হয়েছিল এবং মোট ২৫,০০০ টাকার ইউটিলাইজেশান সার্টিফিকেট পাওয়া গিয়াছে।

২) ৪৫,৫০০ টাকার ইউটিলাইজেশান সার্টিফিকেট না পাওয়া পর্য্যন্ত কত টাকা খরচ করার বাকী আছে তা নির্ণয় করা যাচ্ছে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই টাকাটা কে ড্র করেছিলেন—কে বা কাহারা ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— টাকাটা কে ড্র করেছিলেন সেটি আমার জানা নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ঐ সময়েতে ডিরেক্টার কে ছিলেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ঐ সময়ে ঠিক ডিরেক্টার কে ছিলেন বলতে পারছি না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি ঐ টাকাগুলি আদায়ের জন্য কোর্টে একটা মামলা দায়ের করা হয়েছিল কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কোর্টে মামলা হয়েছিল কি না আমার জানা নাই তবে এটা সেন্ট্রাল বোরো অব ইনভেষ্টিগেশানের তদন্তাধীন আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি কোর্টে মামলা দায়ের করার পর যিনি ইনভেষ্টিগেশান অফিসার ছিলেন তিনি এই মর্মে একটা ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন সমগ্র ফাইলটা উধাও হয়েছে এটা তাঁর নলেজে আছে কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা আমার জানা নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা এখানে বলতে পারবেন কি এখন এই সমস্ত কাগজপত্র শিক্ষা দপ্তরে আছে কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম : – মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা সেন্ট্রাল বোরো অব ইনভেষ্টীগেশান এর তদন্তাধীন আছে এবং কাগজগুলি তাদের হেফাজতে আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— আমি ডাইরেক্ট কোয়েশ্চান করছি শিক্ষা দপ্তরের হাতে এই সম্পর্কীয় যাবতীয় কাগজ পত্র আছে না কোনকাগজ মিসিং আছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মিসিং আছে কি না জানি না। যাবতীয় কাগজ সেনট্রাল বুরো অব ইনভেষ্টীগেশানের কাছে আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি যে শ্রীউমেশ লাল সিংহ এই টাকাটা ড্র করেছিলেন এবং তার বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা হয়েছিল—সেই কেইসের

ইনভেষ্টিগেশান অফিসার এই ষ্টেটমেন্ট করেছিলেন আমি আর প্রসিড করতে পারছি না কারণ সেই ফাইল এক্স চীফ মিনিষ্টারের দপ্তর থেকে এটা সরে যায় এটা তিনি অবগত আছেন কি না। যে ফাইলটা চীফ মিনিষ্টারের দপ্তরে টেবিল দেওয়ার পর সেটি মিসিং হয় এর পর তিনি আর প্রসিড করতে পারেন নি।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি পূর্বেই বলেছি এটা আমার জানা নাই।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসমর চৌধুরী এবং শ্রীসুবল দেববর্মা রেকেটেড।

শ্রীসমর চৌধুরী :— প্রশ্ন নং ৩৬

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— প্রশ্ন নং ৩৬

প্রশ্ন

১) সরকারের হাতে বর্তমানে কতখানা রাইস মিলের লাইসেন্স এর দরখাস্ত বিবেচনাধীন আছে এবং ১৯৭২-৭৩ সনে কতখানা আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে এবং তন্মধ্যে উপজাতি প্রার্থীর মধ্যে কতগুলি লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে তার হিসাব ?

২) এই আবেদনকারীদের মধ্যে কতজন তপশীল জাতি ও উপজাতির অন্তর্ভুক্ত ?

৩) বিবেচনাধীন আবেদন সমূহ সম্পর্কে কবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ?

উত্তর

১) ২৭৩ খানা দরখাস্ত সরকারের বিবেচনাধীন আছে। ৫১ খানা পারমিট (৮ই মার্চ ১৯৭৩ইং পর্যান্ত) মঞ্জুর করা হইয়াছে। ৪ খানা পারমিট উপজাতি প্রার্থীদের মধ্যে মঞ্জুর করা হয়েছে।

২) ২৭৩ খানা দরখাস্তকারীর মধ্যে ৪৭ জন উপজাতি প্রার্থী। প্রার্থনাপত্রে প্রদত্ত বিবরণ হইতে তপশিলী জাতির দরখাস্তের সংখ্যা নির্ণয় করা যায় নাই।

৩) তদন্ত কার্য্যাদি শেষ হলে আবেদন সমূহ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হইবে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাতে পারেন ৮ই মার্চ -এর ভিতর যে পারমিট ইস্যু করা হয়েছে তার মধ্যে উপজাতি কতজন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এই প্রশ্নের জবাব আগেই দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি সাব-ডিভিশান ওয়াইজ ব্রেক আপ দিতে পারবেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটার জন্য আলাদা প্রশ্ন করতে হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন লাইসেন্স দেওয়ার ব্যাপারে কোন কোন জিনিষটি বিবেচিত হয়ে থাকে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সাধারণতঃ গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার নির্দেশ অনুসারে হলার টাইপ মেশিনকে এনকারেজ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমাদের এখানে পরিস্থিতি বিবেচনা করে আমরা হলার টাইপ কোন কোন ক্ষেত্রে দিচ্ছি। এই কারণে দিচ্ছি যে এখানে সেলার টাইপ করার পক্ষে কতকগুলি অসুবিধা দেখা দিয়েছে।

যে কারণে অনেকগুলি এ্যাপ্লিকেশান এসে পড়ে রয়েছে, ডিসপোজ্‌ড হচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে আমরা স্থির করেছি সেই দরখাস্তগুলির বিবেচনা করব এবং তার মধ্যে একটা কণ্ডিশান থাকবে যে সেটাকে সেলার টাইপ করতে হবে এক বছর বা দুই বছরের মধ্যে। এর মধ্যে আমরা আরেকটা কণ্ডিশান মেইনলি যেটা দিয়েছি সেটা হল একজন বেকার যুবককে চাকরী দিতে হবে এবং সেই কণ্ডিশানের উপর এই হলার টাইপকে আমরা এখানে দিচ্ছি।

নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এইরকম কোন সর্ত্ত আছে কি না যে বর্ডার এলাকায় এই ধরণের মিল বসান যাবেনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা তদন্তের বিষয়। কোথায় দেওয়া হবে কোথায় দেওয়া হবেনা, সেটার সমস্ত দিকটা বিবেচনা করে দেখতে হবে কিন্তু যাদের দেওয়া হচ্ছে সেখানে একটা কণ্ডিশান ইম্পোজ করা হচ্ছে যে তোমাদের এটাকে সেলার টাইপ করতে হবে এবং এখন যে হলার টাইপ আছে, সেখানে একজন বেকার যুবককে চাকরী দিতে হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে ট্রাইবেলরা যেহেতু কোন ব্যবসায় নাই, অন্য চাকুরীতে নাই, কাজেই তাদের মধ্যে যারা হস্টোবয়ারে মিল বসানোর জন্য দরখাস্ত করবে তাদের দরখাস্তগুলি বিবেচিত হবে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, যেহেতু ট্রাইবেলের কাছ থেকে এসেছে, সেই জন্য এর মধ্যে রিলাকজেশান সম্ভব নয়। এই কণ্ডিশানগুলি যদি ফুলফিল করে, তাহলে এইটুকু কন্সিডার করা যায় ট্রাইবেল এরিয়াতে যে তাদের কেসটা আগে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যারা হলার টাইপ মেশিন কিনেছেন তাদের কোন লোন দিতে রাজী আছেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই পর্যন্ত যারা দরখাস্ত করেছেন, তারা দরখাস্ত করেছেন তারা লোনের জন্য এ্যাপ্লিকেশান করেন নি। যদি করেন তখন সেটা বিবেচনা করে দেখতে হবে।

শ্রীতড়িতমোহন দাসগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যেহেতু গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার কাছ থেকে ডিরেকশান আছে যে সেলার টাইপ অব রাইস মিল করার জন্য, সেই হেতু এই সেলার টাইপ অব মিল করার জন্য গভর্ণমেণ্ট কাউকে ঋণ দিয়েছেন কি না এবং যদি কেউ সেলার টাইপ করতে চায়, তাহলে তাদের ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা হবে কি না ? যেহেতু সেলার টাইপ'এ চাউল অনেক সেফ হয় এবং অনেক কম চাউল নষ্ট হয়, সেই জন্যই গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া চাইছেন সেলার টাইপকে ইনসেণ্টিভ দেওয়ার জন্য। সরকার কাউকে ঋণ দিয়ে সেটা ত্রিপুরা রাজ্যে চালু করার জন্য চেষ্টা করছেন কি না বা করবেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সেলার টাইপের জন্য যত এ্যাপ্লিকেশান এসেছে, সেই সমস্ত এ্যাপ্লিকেশান আমরা দিয়ে দিচ্ছি। যারা সেলার টাইপ করতে চায়, তারা করতে পারে। এবং যদি তারা লোনের জন্য এ্যাপ্লিকেশান করে তাহলে নিশ্চয়ই সেটা দেখা হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি গত ৩০শে অক্টোবর হায়দ্রাবাদে কৃষি মন্ত্রকের যে পার্লামেন্টারী কনসালটেশান কমিটির মিটিং হয়ে গেল, সেখানে রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী এ, পি, সিন্দে বলেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার নীতিগতভাবে সেলার টাইপ মেসিন দিতে উৎসাহিত করলেও, হলার টাইপ দেওয়ার ব্যাপারে নিষেধ করেন নাই, রাজ্য সরকার ইচ্ছা করলে সেটা দিতে পারে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রসংগে এই প্রশ্নটা উঠে না। আমি আগেই প্রশ্নের জবাবে এ কথাটা পরিষ্কারভাবে বলেছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :—কোন সর্ত্ত আরোপ করা হয় নাই নিশ্চয়ই।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা একথা বলেছি যে আমাদের বিশেষ পরিস্থিতির জন্য আমরা হলার টাইপ দিচ্ছি। কারণ প্রথম দিকে গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া নিষেধ করে দিয়েছিল যে হলার টাইপের কোন পারমিশান দেওয়া হবে না। কিন্তু ত্রিপুরার বিশেষ পরিস্থিতির দিক লক্ষ্য রেখে আমরা এটা করেছি এবং এটার সংগে যে কণ্ডিশান করে দেওয়া হয়েছে সেটা ষ্টেটের বেনেফিটের জন্যই করা হয়েছে।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—যেহেতু অধিক সংখ্যক রাইস মিলের লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে, এর আগে যে সমস্ত বিশেষ ভাবে মহিলারা এবং মনিপুরি মহিলারা যারা চাউল ঢেঁকিতে ছেঁটে যারা কাজ করতেন তাদের কর্মসংস্থান এ ভাবে অধিক সংখ্যক রাইস মিল'এর লাইসেন্স দেওয়ার জন্য ব্যাহত হবে, এইজন্য সরকার কি চিন্তা করছেন এই সমস্ত লাইসেন্স দেওয়ার সংগে এই সমস্ত মহিলাদের বিকল্প কর্ম্মের সংস্থান কি করা হবে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্তঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, সাধারণতঃ এইসব কাজে, ইণ্ডাষ্ট্রিই বলুন বা কোন মিলই বলুন, এই সমস্ত মিলগুলিতে মেয়েরাও কাজ পেয়ে থাকে। এখন সেই জবাব পরের কণ্ডিশানটা কি দাঁড়াবে সেটা বুঝে সেই সম্পর্কে চিন্তা করা হবে।

শ্রীসুশীল চন্দ্র সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে ৫১ জনকে লাইসেন্স দেওয়া হল, তার মধ্যে কোন বেকার ছেলে আছে কিনা?

মিঃ স্পীকার :—দিস স্যাড বি এ সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীসুশীল চন্দ্র সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, যে সমস্ত এ্যাপ্লিকেশান পেণ্ডিং আছে, তাদের নুতন করে লাইসেন্স দিতে মন্ত্রী মহোদয়, যাতে বেকাররা ফার্ষ্ট প্রেফারেন্স পেতে পারে লাইসেন্সের ব্যাপারে সেটা চিন্তা করছেন কিনা?

শ্রীসুখময় সেন গুপ্তঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই প্রশ্নটা উঠে না এই প্রসঙ্গে, এই কারণে যে আমার জবাবে আমি অলরেডি বলেছি লাইসেন্স নিচ্ছেন, বেকারদের সুবিধার জন্য

সেখানে কণ্ডিশান করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে যদি কোন বেকার বলে যে আমরা হলার টাইপ মিল করব, তাহলে নিশ্চয়ই তাদেরটা আগে কনসিডার করা হবে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে যাদের লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে তাদেরকে একজন করে বেকারকে চাকুরী দিতে হবে কিন্তু যারা লাইসেন্স পেয়েছেন তারা একজন বেকার যুবককে নিয়োগ করেছেন কি না এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা যখন কণ্ডিশান করা হয়েছে, যদি সেটা ফুলফীল না করা হয়, তাহলে তাদের লাইসেন্স কেন্‌সেল হয়ে যাবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননায় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া যেখানে হলার টাইপ রাইস মিল না দেওয়ার পক্ষে সুপারিশ করেছেন, তারপরও দেওয়া হচ্ছে। এই হলার টাইপ কিসের উপর ভিত্তি করে, কোন্ নীতির উপর নির্ভর করে দেওয়া হচ্ছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সম্পর্কে খুব পরিষ্কার না হলেও আমি বলেছি যে আমাদের এখানকার বিশেষ পরিস্থিতির বিবেচনা করে, এখানকার কাজকর্ম্মে নিয়োগ করার ক্ষেত্র এত সীমাবদ্ধ, যে এই হলার টাইপ করার জন্য বহু লোকের আগ্রহ থাকতে পারে এবং সেখানে একজন বেকারেরও চাকুরী হতে পারে তার কণ্ডিশান করে দেওয়া হয়, তাহলে কিছু সংখ্যক বেকারে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে সেই পরিস্থিতিতে হলার টাইপ মেশিনের পার্মিশান দেওয়ার কথা আমরা বিবেবেচনা করেছি।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার:—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি অবগত আছেন, যে এই যে বিবেচনা করেছেন সেটা ভাল কথা, কিন্তু এস, ডি, ও অফিসে যখন রাইস মিলের জন্য দরখাস্ত করতে যাওয়া হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে তাদেরকে ডিস্‌কারেজ করা হয় যে এইরকম কোন নিয়ম নাই, দেওয়ার, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দরখাস্ত নেওয়া হয়, তার কারণ কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত —এই ধরনের কোন কথা আমাদের জানা নেই। কারণ আমাদের কাছে যতগুলি এ্যাপ্লিকেশান আছে,সবগুলিই আমরা তদন্ত করে দেখছি। প্রত্যেক জায়গায় ইনষ্ট্রাকশান দেওয়া হয়েছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি আশ্বাস দিতে পারেন যে এডুকেটেড বেকার, যারা লাইসেটস চায়, তারা চাকুরী করবে না, যদি লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করে তাহলে তাদের দরখাস্ত বিবেচনা করা হবে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মানতীয় স্পীকার, স্যার, এই প্রশ্নের জবাব আগেই দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাতে পারেন কি যে এই লাইসেন্স বিলি করার ব্যাপারে কিছু লোক নিয়মিতভাবে প্রত্যেকটি লাইসেন্সের ব্যাপারে পাঁচ, ছ শ' টাকা করে ঘুষ নিচ্ছেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার এই রকম ঘটনা যদি মাননীয় সদস্য'এর জানা থাকে—নিশ্চয়ই জানা আছে, হয়তো তিনি এই রকম ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন তা না হলে এই ধরণের ঘটনা তাঁর জানা থাকার কথা নয়।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আশ্বাস দেবেন কি, এই রকম নির্দিষ্ট অভিযোগ উপস্থিত হলে তিনি সেই সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ?

শ্রী এস. এম. সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা বোধ হয় বলার অপেক্ষা রাখে না।

মিঃ স্পীকার :—ইয়েস।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ৪৩ জন উপজাতী প্রার্থী আছে, তার মধ্যে চারজন পেয়েছে, আর বাকীগুলির প্রার্থনাটা না মঞ্জুর করার কারণ কি ? কংগ্রেস ফাণ্ডে টাকা জমা দিতে পারেনি, সেইজন্যই কি তাদের লাইসেন্স দেওয়া হয়নি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সম্পর্কে আমাদের কাছে কোন ইনফরমেশান নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খবর নেবেন কি যে বাঁচাইবাড়ীর শ্রীদেবেন্দ্র দেববর্ম্মা, তার দরখাস্ত প্রায় এক বছর আগে আমি পাঠান সত্বেও সেই দরখাস্ত আজকে কি করে অফিস থেকে মিসিং হল, এটা মন্ত্রী মহাশয় খবর নিবেন কি যে একটা দরখাস্ত তার এলাকার একজন এম. এল. এ পাঠান সত্বেও এবং এই নিয়ে আমি ডিরেক্টরের সংগে দেখা করেছি সেই অবস্থায় সেই দরখাস্ত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সেটা তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সম্পর্কে কথা বলা বড় মুসকিল যদি দেখা যায় যে তিনি দরখাস্ত দিয়েছেন এবং এইটার যদি কোন রেকর্ড থাকে নিশ্চয়ই এইটা করা যায়। আর যদি কোন রেকর্ড না থাকে তাহলে একটা ধরা বড় কঠিন।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :—মাননীয় মন্ত্রী মশায় বলেছেন যে ২৮৩ জনের দরখাস্ত বিবেচনাধীন আছে, আমি এই ২৮৩ জনের দরখাস্ত কার কার এই নামগুলি জানতে পারি কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি হয়তো লিষ্ট দেখে নাম বলে দিতে পারি তাহলে মাননীয় সদস্যদের অসুবিধা হয়ে যাবে, অন্য কোন কোয়েশ্চন আজকে করা যাবে না। আমি, উনি যদি চান, তাহলে সেই লে করা যাবে।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় কি জানতে পারেন যে এই রাজ্যে এই পর্য্যন্ত কতটা মোট রেশন সোপ চালু আছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা বোধ হয় সেপারেট কোয়েশ্চন হয়ে আসলে ভাল হয় তাহলে ডিটেইলসটা দেওয়া যেতে পারে।

বিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় কি জানাতে পারেন যে ইণ্ডাষ্ট্রি থেকে যে ইণ্ডেন্ট দেওয়া হয় তার তদন্ত করা হয়, কি জিনিসের উপর ভিত্তি করে এই তদন্ত রিপোর্টটা দেওয়া হয়?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সাধারণতঃ যারা অ্যাপলিকেশন করেন তাদের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে তদন্ত করা হয় এবং সেই এলাকাতে আর মেশিন আছে কি না, আরও মেশিন চালু আছে কি না, আরও মেশিনের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না এই ধরণের বহু জিনিস দেখে তদন্ত করা হয়। তারপরে সেলার মেশিন দেওয়া হয় এবং আজকের দিনে যেটা সবচেয়ে বড় কথা, যেইটা করা হচ্ছে সেইটা হলো ঐ কণ্ডিশন অনেকে হয়তো মানেন না কিংবা মানতে পারেন না সেই কারণে অনেকটা কেস হয়তো বাদ যেতে পারে।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানেন কি যে পেঁচারথলে মোহন লাল করে নামে এক ব্যক্তি সেলার টাইপের রাইস্ মিল খোলার জন্য দরখাস্ত করেছিল এবং ইন্‌কোয়ারী সব শেষ হয়ে গেছে, হলার এবং সেলার কমবাইণ্ড সেটের মেসিন না দেওয়াতে সেলার টাইপের মেসিন কেনার জন্য রাজী হয়েছে নেওয়ার জন্য তবু কেন আজ পর্য্যন্ত তাকে দেওয়া হলোনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সম্পর্কে পার্টিকুলার কেজ যদি থাকে কিছু সেইটা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আমি নিশ্চয় সেইটা তদন্ত করে দেখবো।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে ইণ্ডিয়ান গভার্ণমেন্ট যখন সেলার মেসিন দিত না তখন থেকে দরখাস্ত করে আজ পর্য্যন্ত পায় নাই তার নাম হলো পীযুষ দে, রামনগর। সে সেলার মেশিনের জন্য দরখাস্ত করেছে দীর্ঘদিন যাবত কিন্তু সে আজ পর্য্যন্ত পায়নি। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই মিলের পারমিট পায় নি। মাননীয় মন্ত্রীমশায় এইটা তদন্ত করে দেখবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে যদি পারমিট না পেয়ে বসে থাকেন তাহলে আমি জানি না। যদি চেয়ে তারপরে বসে থাকেন তাহলে সেইটাকে চালু করার দায়িত্ব তার। আর যদি এইটা হয় যে র-মেটেরিয়েলসের জন্য যেটা সেইটা গভার্ণমেন্ট থেকে দিতে হবে তাহলে হয়তো অনেক ক্ষেত্রে বাঁধা পড়তে পারে।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা হচ্ছে মেশিন পারচেজ করার কথা, মেশিন চালু করবার জন্য যে পারমিট দিতে হয় সেইটা তাকে দেওয়া হচ্ছে না, আমি সেই কথা বলছি।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি কোয়েশ্চনটা ক্লিয়ার করতে চাই ধর্মনগরের রামনগর বাজারে শ্রীপীযুষকান্তি দাস, ১৯৬৫ সালে প্রেয়ার করেছিল এবং প্রেয়ার করার সাথে সাথে সেইটা ইনকোয়ারী হয়েছিল এবং নতুন ইণ্ডেন্টের অর্ডার গেছে সে মেশিন বসিয়ে দিয়েছে এবং মেশিন্ বসানোর পর সেখানকার লোকেল এস. ডি. ও.

এখানে রিপোর্ট দিয়েছে এবং রিপোর্ট দেওয়ার সাথে সাথে স্যার, মিলের পারমিটটা স্যার, সেখান থেকে এস. ডি. ও. বার বার রিমাইণ্ডার দিচ্ছে তবু আজ না কাল এই করে ৪/৫ বছর হলো সে পেল না, সেলার টাইপের মেশিন এবং আমি অফিসে বার বার বলেছি, তারা বলছে হয়ে গেছে, দিচ্ছি, ইত্যাদি। এই যদি অবস্থা হয় স্যার, তাহলে গ্রামের লোক তারা এই মেশিনের পারমিশন কি করে পাবে স্যার ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমি এইটুকু বলতে পারি যে এইটা তদন্ত করে দেখা হবে। যদি পারমিশন দেওয়া হয়ে থাকে এবং তিনি যদি মেশিন এনে বসিয়ে থাকেন তাহলে কেন পারমিশন দেওয়া হচ্ছে না সেইটা আমি তদন্ত করে দেখবো।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার ঃ— তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন যে এইটা যদি তার দিক থেকে কোন অবহেলা না হয়ে থাকে, তার যদি কোন দোষ না হয়ে থাকে যদি ডিপার্টমেণ্ট থেকে কোন গাফিলতি হয়ে থাকে তবে তার যে ক্ষতি হলো সেই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সমস্ত অবস্থাটা না দেখে এই সম্পর্কে কিছু বলা যায় না।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, সাপ্লিমেণ্টারী, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে রবীন্দ্রনগর কো-অপারেটিভ সোসাইটি, সোনামুড়াতে, তাদের একটা হেলার টাইপের মেশিন চালু ছিল গত দুই বছর যাবত সেটাকে কেনসেল করে দেওয়া হয়েছে এবং এই যে কো-অপারেটিভের ব্যবসা সেইটাকে অচল করে দেওয়া হয়েছে কেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, যদি হেলার টাইপের মেশিনের পারমিশন দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে কি কারণে সেইটাকে কেনসেল করা হয়েছে সেইটা না জেনে বলা যায় না।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, যাদেরকে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে তাদের নাম কি কি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই প্রশ্নের তো জবাব দেওয়া হয়েছে, নাম দিতে গেলে অনেক বড় লিষ্ট হয়ে যাবে সেইটা হাউসে লে করছি।

শ্রীসুনীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এখানে বলেছেন যে ত্রিপুরার পারিপার্শ্বিক যে অবস্থা তা বিবেচনা করে হেলার টাইপের অর্ডার দেওয়া হয়েছে, আমি যেহেতু কিছু পূর্ব্বে কিছু সংখ্যক লোক হেলার টাইপের পারমিশন না থাকার দরুন সেলার টাইপের পারমিশন পেয়েছে তারা যদি পারমিশনের সর্ত্তগুলি পূরণ করে নেয়, যে সর্ত্তগুলি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন তাদেরকে কি হেলার টাইপের মেশিন বসানোর পারমিশন দেওয়া হবে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নটা না আসাই ভাল ছিল তার কারণ হলো, যারা সেলার টাইপের মেশিনের জন্য রেডি হয়েছেন, যাদেরকে পারমিট দেওয়া হয়েছে সেলার টাইপের জন্য, তারা সেলার টাইপের মেশিন না করার কোন জাষ্টিফিকেশন থাকে না। কারণ এইটা অনেক সময় গভর্ণমেণ্ট থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪০।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪০ স্যার।

প্রশ্ন

১। বর্তমান বছরে সারা ত্রিপুরায় কতটি রেশন দোকান খোলা হয়েছিল তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ?

২। বর্তমান সময়ে সারা ত্রিপুরায় কতগুলি রেশনের দোকান চালু রহিয়াছে ?

৩। কোন দোকান বন্ধ থাকলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। ১৯৭৩ ইং সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্যান্ত সারা ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ৩০টি ন্যায্য মূল্যের দোকান খোলা হয়েছে। তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল—

সাব্রুম—	১
উদয়পুর—	৪
কমলপুর—	১
খোয়াই—	৫
কৈলাসহর—	১৩
ধর্ম্মনগর—	৬

২। গত ২০/২/৭৩ ইং সন পর্যান্ত মোট ৪২৪টি ন্যায্য মূল্যের দোকান চালু হয়।

৩। কোন ন্যায্য মূল্যের দোকানই বন্ধ হয় নি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, আমার প্রশ্নটা ছিল রেশন সপ, আর উনি বললেন ন্যায্য মূল্যের দোকার। এটা কি ঠিক হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— স্যার, আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে আমাদের এখানে রেশন সপ বলে কিছু নেই, আমাদের এখানে যেটা আছে, সেটা হচ্ছে ফেয়ার প্রাইস সপ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই সব ফেয়ার প্রাইস সপে কি চাউল এবং আটা দেওয়া হয়ে থাকে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— হ্যা, সব ফেয়ার প্রাইস সপেই চাউল, আটা দেওয়া হয়ে থাকে, তাছাড়া কিছু কিছু এসেনসিয়েল কমডিটিজও দেওয়া হয়ে থাকে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এমন কোন ফেয়ার প্রাইস সপ আছে কি না, যেখানে চাউল বা আটা কোন দিনই দেওয়া হয় না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— আমি তো বলেছি যে সবগুলিতেই দেওয়া হয়, কোনটাই বন্ধ হয় নি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে ৪২৪টি ন্যায্যমূল্যের দোকান আছে বলে বললেন, এই ৩০টি কি তার অতিরিক্ত ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের জবাবে বলা যায়—

সদর—	১৫৭
সোনামুড়া—	১৪
খোয়াই—	৭৫
কমলপুর—	১৯
ধর্ম্মনগর—	৪৮
কৈলাসহর—	৩০
উদয়পুর—	২০
বিলোনীয়া—	২৫
অমরপুর—	২০
সাব্রুম—	১৬
মোট :—	৪২৪টি ।

শ্রী চন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই সব ন্যায্য মূল্যের দোকানে চাউল, আটা ছাড়া আর কি কি এসেনসিয়েল কমডিটিজ দেওয়া হয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— স্যার, এসেনসিয়েল কমডিটিজ বলতে প্রায় সব কিছুই এই সব ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফতে দেওয়া হয় ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বড় বড় শহর এবং বাজারগুলিতে অধিকাংশ ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলি থাকে এবং গ্রামাঞ্চলের মানুষকে এইসব জিনিষ নিতে হলে ৬ | ৭ মাইল দূর থেকে আসতে হয় এবং কোন কোন সময়ে ঐ সব জিনিষগুলি দোকানে না থাকাতে তাদের অনেক হয়রানি হতে হয়, কাজেই মানুষের এই যে অসুবিধা হচ্ছে, এটা আপনি অবগত আছেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এই সম্পর্কে বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে যে যাতে পঞ্চায়েত বেসিসে এইসব দোকানগুলি চালু করা যায় কি না, তবে তার জন্য কিছু সময় লাগতে পারে ।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন সাবরুমে ১৬টি ন্যায্যমূল্যের দোকান আছে, কিন্তু আমার জানা আছে যে সেখানে ১৭টি দোকান আছে। কাজেই উনি যে ফিগার দিয়েছেন, তাতে ভুল আছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এই রকম কিছু যদি হয়ে থাকে, তাহলে আমরা সেটা অনুসন্ধান করে দেখব ।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে এই মুহুর্তে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে সব ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলি আছে, সেগুলিতে চাউল আটা কোন কিছুই নেই ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—কোন দোকানে চাউল কিংবা আটা নেই, এমন কোন ইন্‌ফর-মেশন আমাদের কাছে নেই। তবে এক বেলায় না থাকলে অন্য বেলাতে এই সব জিনিষ গিয়ে পৌঁছে, কেননা সেই সব জিনিষ ঐসব দোকানে পৌঁছ করে দিতে হলেও একটা সময়ের দরকার আছে। কিন্তু রেশন দোকান বন্ধ হয়ে গেছে, এমন কোন কথা আমাদের জানা নেই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি বলছি যে এই মাসের ৩/৪ তারিখে সাক্রমের কোন রেশন দোকান থেকে চাউল বা আটা কিছুই দেওয়া হয় নি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই সম্পর্কে অনুসন্ধান করে দেখব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—খোয়াই শহরের ২নং রেশন সপ থেকে গত শুক্রবার থেকে এক কৌটা চাউলও দেওয়া হয় নি, এমন কি আজ বেলা ১০টা পর্য্যন্ত সেই দোকান থেকে কোন চাউল দেওয়া হচ্ছে না অথচ সেখানে রেশন পাওয়ার জন্য মানুষ ভির করে আছে, এই সম্পর্কে আপনি খবর নিবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—ডিলারেরা যদি না নিয়ে থাকে, তাহলে সেটা অন্য কথা। আর এই রকম যদি কিছু হয়ে থাকে তাহলে আমি খুঁজ নিয়ে দেখব।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ডিলারদের দোষে যদি জনসাধারণের এই দুর্ভোগ হয়, তাহলে সেই সব ডিলারকে বাদ দিয়ে অন্য ডিলার দিয়ে নূতন দোকান খোলা হবে কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—ডিলারদের যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ষ্ট্রঙ্গ মেজার নেওয়া হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে মোহনপুর বাজারের মধ্যে কো: রেশন সপটি বন্ধ থাকায় মোহনপুর বড় কাঁঠালিয়াতে চাউলের সের ৩ টাকা পর্য্যন্ত উঠেছে গত বাজারে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যখন বলছেন, তখন এই সম্পর্কে আমি অনুসন্ধান না করে কিছু বলতে পারছি না। কিন্তু আমাদের কাছে যে ইন্‌ফর-মেশান আছে, তাতে দেখা যাচ্ছে কোন রেশন সপই বন্ধ থাকার কথা নয়।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ইহা কি সত্য যে এই খরা পরিস্থিতির জন্য পল্লী অঞ্চলে বিশেষ করে দুর্গম আদিবাসী অঞ্চলে মানুষের রেশন পেতে অনেক অসুবিধা হয়? এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এই বছরের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত মাত্র ৩০টি দোকান খোলা হয়েছে এবং এই সবগুলি মিলিয়ে মাত্র ৪২৪টি দোকান চালু আছে, অথচ আরও বেশী দোকান খোলার প্রয়োজন ছিল, বিশেষ করে আদিবাসী অঞ্চলগুলিতে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে দেখা গেছে যে ১৯৭২ ইং সনেই আমরা অনেক বেশী দোকান খোলে ফেলেছি, আর তা সত্বেও ১৯৭৩ ইং ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত আমরা আরও ৩০টি দোকান খোলার ব্যবস্থা করেছি। আর যেখান থেকে খবর আসছে যে রেশন সপ খোলার দরকার, সেটা আমরা কন্সিডার করছি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ৫২৪টি রেশন সপে যে চাউল এবং আটার দরকার সেটা সরকার দিচ্ছে। কিন্তু আমাদের কাছে যে খবর আসছে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক যে মহকুমা শহরগুলিতে পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয় চাউল বা আটা রেশন সপগুলিতে পাওয়া যাচ্ছে না গ্রামাঞ্চল তো দূরের কথা। কাজেই এই সম্পর্কে সরকার এক্ষুনি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা, এটা আমরা জানতে চাই ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা এই সম্পর্কে এটুকু বলতে পারি যে এটা জরুরী ব্যাপার এবং এইখানে যেহেতু এই সম্পর্কে একটা কথা উঠেছে এটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রতিকার করার জন্য আমরা-চেষ্টা করছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খবর নিয়ে দেখবেন কি যে পেচারথলে গত এক সপ্তাহ দেড় সপ্তাহ যাবত চাল না যাওয়াতে সেখানকার কত লোক গ্রাম ত্যাগ করেছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা গ্রাম ত্যাগ করার প্রশ্ন উঠে না। হয়ত কাজের জন্য তারা অন্য জায়গায় যেতে পারে। চাল নেই বলে গিয়েছে এটা সম্ভব হতে পারে না। সেটা খোঁজ নিয়ে দেখা হবে।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—সরকার কি অবগত আছেন যে জিরানীয়া ব্লকের রাধাপুর মৌজায় একটা রেশন সপ এক মাস পর্য্যন্ত বন্ধ থাকায় সেখানে জনসাধারণ রেশন পাচ্ছে না। আর একটা রেশন সপ জিরানীয়া ব্লকের হরিজয় চৌধুরীপাড়া। এই দুটো দোকানের কার্ড হোল্ডাররা কোন দোকানেই রেশন পাচ্ছে না। এই দুটি পার্টিকুলার ঘটনা উইদিন থ্রি ডেজ তদন্ত করে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি যে এই ধরণের কোন ঘটনার কথা আমাদের জানা নেই, কোন দোকান বন্ধ হয়ে আছে বলে জানা নেই। আমাদের ষ্টোর থেকে যে চাল যাচ্ছে তাতে বলতে পারি যে কোন রেশন দোকান বন্ধ থাকার কথা নয়। তবু যেহেতু এইখানে প্রশ্নটা উঠেছে সেটা ভালভাবে বিবেচনা করে দেখা হবে।

শ্রীমতী লক্ষ্মী নাগ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে মফস্বলের গ্রামগুলিতে এবং পাহাড়ী এলাকায় যেখানে রাস্তাঘাটের অসুবিধা এবং যানবাহনের অভাব সেইসব জায়গাতে রেশন সপে রেশন পৌঁছাবার জন্য কি ব্যবস্থা করেছেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, যেখানে অন্য কোন ব্যবস্থা নাই সেখানে সাধারণতঃ হেড লোডে যায়।

শ্রীমতী লক্ষ্মী নাগ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে হেড লোডে যে ক্যারিং খরচ হয় তার সম্পূর্ণ খরচ দেওয়া হয় না যার জন্য রেশন সপ বন্ধ আছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা আমার জানা নাই।

শ্রীমতী লক্ষ্মী নাগ :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কি জানা আছে যে মুঙ্গিয়াকামী, বাইকুড়া, দশমুড়া এলাকায় রেশন সপে এইসব ক্যারিং বন্ধ আছে যার জন্য মানুষ অনেক কষ্টে দিন যাপন করছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সম্পর্কে ডিলারদের দায়িত্ব রেশন নিয়ে পৌঁছে দেওয়া। তাদের কাছ থেকে এমন কোন অভিযোগ পৌঁছে নি যে তারা হেড লোডে মাল পৌঁছাতে পারছে না কিংবা হেড লোডে মাল নেওয়া যাচ্ছে না।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—গত সপ্তাহে এবং তার আগের সপ্তাহে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে টোটেল অফ টেক কত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা স পর্কে ডেফিনিট কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে আমি এইটুকু বলতে পারি যে মাসে প্রায় ৬ হাজার টনের উপর এখন আমাদের অফ টেক হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন যে যেসমস্ত ইন্‌এক্‌সিসেবল এরিয়াতে ডিলার পাওয়া যায় না অথচ ডিলারদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি আছে সেই সমস্ত জায়গাতে সরকার নিজে ডিপার্টমেণ্টালী রেশন শপ খোলার ব্যবস্থা করবেন?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সম্পর্কে আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি এবং বিশেষ করে যদি কোন ট্রাইবেল এগিয়ে আসে রেশন শপ খোলার জন্য তাহলে আমরা ইন্টারিয়ারে এনকারেজ করব।

শ্রীমতী লক্ষ্মী নাগ :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন যে তিনি যে একটু আগে বললেন যে মুনদারিয়া, বাইকুড়া এবং দশমুড়াতে যে রেশন শপ বন্ধ সেটা তাঁর জানা নেই তবে উনি কি দেখবেন যে এইসব এলাকার লোকের ডিলাররা এস, ডি, ও'দের কাছে কমপ্লেন করা সত্বেও তার কোন সদুত্তর পান নাই এবং সেই কমপ্লেনের একটা চিঠি আমার কাছে দিয়েছে, এই বিষয়ে তদন্ত করে দেখবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, যখন মাননীয় সদস্যার কাছে চিঠি এসেছে তখন নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি অবগত আছেন যে গত রবিবার পর্যন্ত তেলিয়ামুড়ার আণ্ডারে যে সমস্ত রেশন শপ আছে সেই সমস্ত রেশন শপগুলিতে একটুকুও রেশন যায় নি এবং কল্যাণপুর এলাকায় যে রেশন শপ আছে তা কিছুদিন বন্ধ থাকে এবং কিছু দিন হাফ করে দেওয়া হয়েছে, আবার গম মোটেই দেওয়া হচ্ছে না, এটা কি সত্য?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি যে আমাদের এই ধরণের কোন ঘটনার কথা জানা নাই। তবে কিছু ডিফিকালটিজ হতে পারে। তবে যে অবস্থা চলছে আমি আগেই বলেছি যে আমাদের যা চাল আসছে সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিভিন্ন দোকানে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তাতে এক বেলারটা আর এক বেলায় পৌঁছতে পারে। কিন্তু এমন কোন ঘটনার কথা আমার জানা নেই যেখানে দিনের পর দিন মাসের পর মাস বন্ধ হয়ে আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি অবগত আছেন যে এ, এ, রোডের ৩১ মাইল পোষ্ট সেখানে গত ২৫ তারিখে দেবেন্দ্র দেববর্মার কন্যা সুন্দরী দেববর্ম্মা, ৯ বছরের মেয়ে না খেয়ে মারা গিয়েছে। এটা তিনি তদন্ত করে দেখবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সম্পর্কে অনশনে মারা গেছে এইরকম কোন খবর নাই। আর আমাদের কাছে যে সবই ইনফরমেশান দেওয়া হয় অনশনে মারা গেছেন বলে, তার প্রতিটি কেস আমরা তদন্ত করে দেখেছি এবং এলাকায় যারা লীডার তাদেরকেও এই সম্পর্কে প্রশ্ন করে জানা গেছে যে কোন কেসে, এই পর্যন্ত যত কেস এসেছে আমাদের কাছে তাতে এমন কথা কেউ বলেন নি যে অনশনে মারা গেছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মুখ্যমন্ত্রী যখন ষ্টেটমেণ্ট করছেন, আমাদের বলতে হচ্ছে যে যার সন্তান মারা যায় তাকে এবং সন্তানের মাকে জিজ্ঞাসা না করে, তাদের কাছে খবর না নিয়ে কি করে তারা খবর জানেন যে তারা অনাহারে মারা যায় নি। আমি যদি এখানে উপস্থিত করতে পারি তার বাবা এবং মা আমার সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় দেখা করে বলেছেন যে তাদের

সন্তান মারা গেছে, এক পয়সাও তারা সাহায্য পান নি এবং সেই সমস্ত ক্ষেত্রে কোন তদন্ত না করে তাঁর অফিসের কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়েছেন যে দি নিউজ মাষ্ট বি কনট্রাডিকটেড। এই যে তাঁর নির্দেশ যখন অনশনে মৃত্যুর খবর আসবে সেটা কনট্রাডিক্ট করতে হবে, এই হাউসের সামনে চীফ মিনিষ্টারের নির্দেশ উপস্থিত করে আমি বলছি যে এটা হতে পারে না। অনাহারে মানুষ মারা যাবে, তদন্ত করবে না।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার। আমাদের মূল প্রশ্ন রেশন শপ নিয়ে। তার মধ্যে কে মারা গেছে কে না মারা গেছে এটা আসতে পারে কি না স্যার? দ্বিতীয় হচ্ছে, মিনিষ্টার যা উত্তর দেবেন সেটাকে নিয়ে আর একটা তর্ক বিতর্ক আসতে পারে কিনা কোয়েশ্চান আওয়ারে?

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, কোয়েশ্চান আওয়ারে কোন বিতর্ক আসতে পারে না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই সম্পর্কে আমার যেটুকু বলার ছিল আমি বলেছি। উনি পার্টিকুলার একটা কেসের কথা বলেছেন এবং আমিও পার্টিকুলার কেসের অনেক কথা বলেছি এবং যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, সেইসব কেসে এনকোয়ারী করে দেখা হয়েছে, তার ঠাকুরদাদা, তার পাড়ার প্রতিবেশী, তাদের সকলের কাছে। বাপ ছিল মিছিলে তার বাপের সঙ্গে দেখা করা যায় নি, এখানে মিছিল করেছে এবং এইসব পার্টিকুলার আমরাও দিতে পারি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আমরা বুঝতে পারলাম যে যত নষ্টের গোড়া হচ্ছে ডিলাররা এবং যে সমস্ত ডিলার চাল নিচ্ছে না সেখানে এস, ডি, ও,দের এই ক্ষমতা দেওয়া হবে কিনা নূতন ডিলার নিযুক্ত করার?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—স্যার, আমি আগেই বলেছি যে—

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ফুড ডিপার্টমেন্টের মারফতে যদি ডিলার নিযুক্ত করা হয় তাহলে অনেক সময় লেগে যাবে। সেজন্য আমি বলছি যে এস, ডি, ও, দের ক্ষমতা দেওয়া হবে কিনা নূতন ডিলার নিযুক্ত করার যদি ডিলাররা চাল না নেয়।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখনও বোধ হয় আমি যতটুকু জানি যদি ইমিডিয়েট কিছু না হয়ে থাকে তাহলে এটা এস, ডি, ও,দের কাছে।.....

মিঃ স্পীকার :—Now, the question hour is over ...

Shri Kalipada Banerjee :—আমি জানি এস, ডি, ও,দের কাছে ক্ষমতা নেই—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেটি দেখবেন কিনা—এখন নেই সেটি উনি দেখবেন কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত —মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলতে পারি একমাত্র সদর ছাড়া আর সব জায়গাতেই—সব সাবডিভিশনেই এস, ডি, ও,রা ডিল করে থাকেন।

Mr. Speaker :—The Ministers may lay on the Table of the House to the reply to the Unstarred Questions (and also to starred questions which are not answered orally). There are 2 (two) Calling Notices (1) Shri Abdul Wazid and (2) Shri Sunil Dutta ; I would call on the Minister-in-Charge of Home Department to make a statement on the Calling Notice of Shri A bdul Wazid.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :-- মাননীয় স্পীকার, স্যার, "গতকল্য ৫-৪-৭৩ ইং রাত্রি ৯ [illegible] রামনগরের দুইজন পুলিশ (নূর মিঞা ও তাহার পুত্র খুরশেদ আলী) এর বাড়ীতে [illegible] সমাজদ্রোহী কর্তৃক আক্রান্ত হওয়া এবং অমানুষিক মারপিট সম্পর্কে :—

[illegible] কনষ্টেবল শ্রীনূর মিঞা ও তাহার পুত্র খুরসেদ আলীর বাড়ীতে তাহাদিগকে মারপিট করার কথা সত্য নহে। গত ৫-৪-৭৩ ইং রাত্রি পৌনে নয়টায় কোতোয়ালী থানা এক অজ্ঞাত ব্যক্তি হইতে ফোনযোগে খবর পায় যে দক্ষিণ রামনগর নিবাসী কনষ্টেবল শ্রীনূর মিঞা ও তাহার ছেলেকে প্রহার করিয়া তাহাদিগকে কে বা কাহারা রাস্তার উপর ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে। এই সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কোতোয়ালী থানার একজন সাব-ইন্সপেক্টার তথায় গিয়া উপস্থিত হন। সাব-ইন্সপেক্টারবাবু তথায় আসিয়া নূর মিঞা ও তাহার ছেলেকে রাস্তায় জখম হওয়া অবস্থায় দেখিতে পান। তাহাদিগকে তথায় পাইয়া দারোগাবাবু তাহাদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ও নূরমিঞার জবানবন্দী সাদা কাগজে লিপিবদ্ধ করেন। ঐ জবানবন্দী পরে কোতোয়ালী থানায় ১৫(৪)৭৩ নং মোকদ্দমা (ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১/৩২৫/৩৭৯ ধারা মূলে) রেজেষ্ট্রি হয়। জবানবন্দীর সংক্ষিপ্ত মর্মে জানা যায় যে গত ৩/৪/৭৩ ইং তারিখে তাহার বাড়ীর নিকটে এক দোকানের মালিক নারায়ণ সাহা তাহাকে জানায় যে তাহার ছেলে (শিশু মিঞা ৮/৯ বৎসর) নাকি ঐ দোকান হইতে ৫০০ বিড়ি চুরি করিয়াছে। ছেলে ঐ কথা অস্বীকার করায় এবং অস্বীকারের কথা নারায়ন সাহাকে বলায় উক্ত সাহা নাকি নূর মিঞাকে বলে যে যদি বিড়ির মূল্য না দেওয়া হয় তাহা হইলে শ্রী সাহা নূর মিঞার ঘরে আগুন লাগাইয়া পুড়াইয়া দিবে। এই ব্যাপারের মীমাংসার জন্য ঐ এলাকার সম্ভ্রান্ত লোক নিয়া নারায়ণ সাহার দোকানের সামনে নূর মিঞা ৫/৪/৭৩ ইং একটি মিটিং ডাকে। মিটিংএ সমস্ত লোক না আসায় আর একটি দিন ধার্য্য করার জন্য শ্রীনূর মিঞা নাকি শ্রী সাহাকে বলে। কিন্তু শ্রী সাহা রাজী হয় নাই। সাহা ও অন্য কয়েকজন তাহাকে আটক করে এবং ঐ মিটিং ঐ দিনই নিষ্পন্ন করার জন্য বলে এবং তাহারা তৎক্ষণাৎ নূর মিঞার হাত হইতে লাঠি নিয়া নাকি নূর মিঞাকে ঐ লাঠি দ্বারা প্রহার করিয়া তাহাকে জখম করে। এই ঘটনা দেখিয়া নূর মিঞার বড় ছেলে জাহাংগীর মিঞা বাড়ী হইতে দৌড়াইয়া আসে—তাহারা নূর মিঞার বড় ছেলেকেও আঘাত করে। নূর মিঞার পরিধানে সরকারী পোষাক ছিল। তাহার বিবৃতিতে প্রকাশ যে পোষাক রক্তে ভিজিয়া গিয়াছিল। নূর মিঞা আরো অভিযোগ করে যে তাহার সার্টের পকেটে ১০০ টাকার নোট ২টি ও ১০ টাকার নোট ৫টি—মোট ২৫০ টাকা ছিল। সে নাকি উক্ত টাকা আর পাইতেছে না। তাহাদিগকে ভি, এম, হাসপাতালে দেখান হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর ঐ দিনই ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাহাদিগের আঘাত সামান্য। খুরশেদ মিঞা নামক কোন ব্যক্তি প্রহৃত হয় নাই বা কোন আঘাত পায় নাই। আসামীগণ ঘটনার পর হইতে পলাতক আছে। মোকদ্দমা তদন্তাধীন আছে। এখনও কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গেই তদন্তকার্য্য আরম্ভ করে। তদন্তাধীন থাকায় আর বিবরণ দেওয়ার সুবিধা নাই।

শ্রীআবদুল ওয়াজেদ :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যাদের হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল তাহারা এখন কোথায় আছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সম্পর্কে তাদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

মিঃ স্পীকার :—Next Calling Attention of Shri Sunil Chandra Dutta— I would call on the Minister-in-charge of the Police Department to make a statement.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, বিলোনীয়া মহকুমার রাজনগর গ্রামে চাঁদ মিঞা সর্দার নামক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক ব্যাক্তির বাড়ীতে বিগত ২৮শে মার্চ্চ তারিখে বি. এস. এফ-এর লোক কর্ত্তৃক অকথ্য নির্যাতনের ব্যাপারে :—

২৮শে মার্চ্চ কোন ঘটনা হইয়াছে বলিয়া কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তবে বিগত ৩০শে মার্চ্চ বিকাল সাড়ে চারি ঘটিকায় পুরাণ রাজবাড়া থানার প্রকাশনগর নিবাসী শ্রীচাঁদ মিঞার পুত্র শ্রীধনমিঞাকে এবং ঐ সাকিনের শ্রীসোনামিঞার পুত্র শ্রীনানটু মিঞাকে বাংলা দেশ হইতে ত্রিপুরায় আসার সময় রাজনগর বি, ও, পি র স্টাফ তাহাদিগকে ধৃত করিয়া ঐদিনই পুরান রাজবাড়ী থানায় চালান দেয়। থানায় উহাদিগকে ৫৪ সি, আর, পি, সি, ধারা অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হয়। ৩১-৩-৭১ ইং তাহারা বিলোনীয়া কোর্টে প্রেরিত হয়, কোর্ট হইতে ঐদিনই তাহারা জামিনে মুক্তি পায়। প্রকাশনগর নিবাসী শ্রীচাঁদ মিঞার স্ত্রী শ্রীমতী সারিযা খাতুন গত ৩১শে মার্চ্চ বিলোনীয়া কোর্টে এক নালিশ মূলে অভিযোগ করে যে বি, ও. পি ষ্টাফ তাহার নিজ বাড়ী হইতে নানটু মিঞাকে ও অভিযোগকারিণীর পুত্র ধনমিঞাকে গ্রেপ্তার করে এবং তাহার শ্বাশুরী, তাহার পুত্র এবং অভিযোগকারিণীকে মারধর করে। বি. এস, এফ. অভিযোগ অস্বীকার করে এবং তাহারা বলে যে দুই ব্যাক্তিকে বাংলাদেশ হইতে ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশের সময়ই সীমান্তে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। গত ৩ ৪ ৭১ ই তারিখে বিলোনীয়া ম্যাজিস্ট্রেট ও বি, এস, এফ. বিলোনায়াস্থিত এসিঃ কমাডেন্ট তদন্ত করে— তদন্তের রিপোর্ট পাওয়া যায় নাই তবে পুলিশ উভয় মোকদ্দমাই (ধনমিঞা ও নানটু মিঞার অনুপ্রবেশ হেতু গ্রেপ্তার এবং শ্রীমতী সরিযা খাতুন-এর ৩১ ৩. ৭১ ইং তারিখে কোর্টে অভিযোগ) তদন্ত কার্য্য চালাইয়া যাইতেছেন। তৎহেতু আর বিশদ বিবরণ দেওয়ার সুবিধা নাই। ডাক্তারী পরীক্ষাও করান হইয়াছে। ডাক্তারী মতে ধনমিঞার শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন দেখা যায় না।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ২৮ তারিখে কোন ঘটনা হয় নাই। তবে তিনি তাঁর ষ্টেটমেন্টে চাঁদ মিয়া সর্দার নালিশ দিয়েছেন বলে স্বীকার করেছেন। আমি জানতে চাই যে সেই চাঁদমিয়ার বাড়ীতে—তার বাড়ার কাছে থানা অথচ তার বাড়ীতে যেয়ে বি. এস. এফ হামলা করেছেন, তার বৃদ্ধা মাতাকে মারধর করেছে তার ছেলেকে ধরে নিয়েছে, সেই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কোন কিছু বলতে পারেন কি না?

...:—আমি বলেছি যে চাঁদমিয়ার বাড়ীতে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই। এদেরকে বাঙলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশের সময়ে ধরা হয়েছে, এর বেশী কিছু বিবরণ আমরা এখন দিতে পারছি না। দুইটি কেসেরই তদন্ত করা হচ্ছে—একটা অনুপ্রবেশের এবং সেই চাঁদমিয়া সর্দারের .র নালিশ দুইটি সম্পর্কেই এনকোয়েরী করা হচ্ছে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত:—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, দুইটি কেসই তদন্তাধীন আছে বলেছেন। আমার সংবাদ, বিশ্বস্ত সূত্রে সংবাদ পেয়েছি যে এই চাঁদমিয়া সর্দারকে বি এস. এফ বলেছিল বাঙলাদেশ থেকে জিনিষ এনে দেওয়ার জন্য সে তা অস্বীকার করায়, তার উপর নির্যাতন করা হয় এই সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে একটা তদন্তের ব্যবস্থা মন্ত্রী মহোদয় করবেন কি না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত:—মাননীয় স্পীকার, স্যার, তদন্ত'এর প্রশ্ন আছে, তদন্ত হচ্ছে নতুন করে আর কোন কিছু এক্ষুনি করা সম্ভব নয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী:—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাতে পারেন, বি.এস এফ এখন চাঁদমিয়ার সংগে একটা রফা করতে চাইছে কম্প্রমাইস করতে চাইছে, তারা দোষ করেছে বলে?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত:—মাননীয় স্পীকার স্যার এর সম্পর্কে আমি বলেছি তদন্তাধীন আছে, এর সম্পর্কে আবার প্রশ্ন করার প্রয়োজন পরে না।

CALLING ATTENTION

Mr Speaker :—I have received Calling Attention Notice from the following Member Shri Chandra Sekhar Dutta on the subject—

'গত সপ্তাহে (৫ই এপ্রিল শান্তির বাজার লাইগাঙ নদীর উপর পি. ডব্ল্যু. ডি দ্বারা তৈরী পুল থেকে পুল ভেঙে পড়ে জনৈক ব্যক্তির মৃত্যু বরণ সম্পর্কে'

I have given my consent to the Motion of Shri Dutta to-day. I would request the Hon'ble Minister in-charge of the Department to make a statement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to day he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the Order Paper for a statement.

শ্রী এস. এম. সেনগুপ্ত:—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এর সম্পর্কে আমি ১৭ই এপ্রিল বলব।

Mr. Speaker :—Hon'ble Minister will make a statement on 17th April, 1973.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী:—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি একটা কলিং এ্যাটেনশান নোটিশ চেয়েছিলাম, গত ১লা এপ্রিল থেকে আগরতলা শহরে রিক্সা শ্রমিকদের বকেয়া লাইসেন্স ফি আদায়ের নাম করে গত এক সপ্তাহে শত শত রিক্সা শ্রমিকের রিক্সা আটক করে হয়রানি করা হচ্ছে। এই বিষয়ে আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে একটা চিঠি দিয়ে

[illegible]

ছিলাম, তিনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে এই সময়েতে [illegible] না, এসময়ে সেটা আদায় স্থগিত রাখা হবে। কিন্তু কালকে রাত্রিতে যে রেট [illegible] থেকে আদায় করার কথা তার থেকে বেশী আদায় করা হচ্ছে—৭/৮/১০ টাকা এই রকম ভাবে তাদের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে এবং রিক্সা শ্রমিকদের রিক্সা আটক রাখা হচ্ছে। আমার কলিং এ্যাটেনশান নোটিশের কি হল আমার অধিকার আছে জানবার। আমার কলিং এ্যাটেনশান নোটিশ কেন বাতিল করা হল। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করব এই সময়েতে গরীব রিক্সাওয়ালাদের বকেয়া আদায় স্থগিত রেখে তাদের দুরাবস্থার মধ্যে যেন তাদের বাঁচবার সুযোগ দেওয়া হয়, সেইদিকে যেন তিনি নজর দেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনার কলিং এ্যাটেনশান নোটিশ বাতিল করা হয়েছে এইজন্যে যে এর সম্পর্কে একটা শর্ট নোটিশ কোয়েশ্চান আছে, সেটা যেহেতু এ্যাডমিট করা হয়েছে, সেইজন্য সেটা বাতিল করা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আমাকে সেটা জানালে আমাকে আর বলতে হত না।

মিঃ স্পীকার :—আপনি তার উত্তর পান নি? আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হবে।

GOVERNMENT BUSINESS (FINANCIAL)

VOTING ON DEMANDS FOR GRANTS FOR 1973-74.

Mr Speaker : Next business of the day is voting on Demand for Grants for 1973-74 Today in the List of Business 13 Demands viz. Demand No. 27—Public Works, Demand No. 28—Capital Outlay on Public Works within revenue Account, Demand No. 41—Capital Outlay on Public Works, Demand No. 25—Irrigation, Narigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial) Demand No 39—Capital Outlay or Irrigation, Navgation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial), Demand No 26—Electricity Schemes, Demand No 21—Industries. Demand No. 38—Capital Outlay on Industrial and Economic Development. Demand No. 42—Capital Outlay on other Works. Demand No. 22—Comunity Development Projects, National Extension Services and Local Development Works, Demand No. 29—Famine Relief and Demand No. 46—Loans and Advances by the State/Union Territory Governments are to be disposed of.

Moreover, there are two Demands viz. Demand No. 14—Education and Demand No. 2—Land Revenue being carring over from the List of Business for 9th April, 1973 will be taken up first to day the 11th April, 1973.

Now I would request the Deputy Minister in-charge of Education Department to resume his replies to the Debate.

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র ঘোষ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষা সংস্কার সম্বন্ধে বহু সদস্য এখানে আলোচনা করেছেন। সমাজের পরিবর্তনের সংগে সংগে, শিক্ষা যেহেতু সামাজিক প্রয়োজনে, সুতরাং তার পরিবর্তন হবে এবং সেই পরিবর্তনের জন্য আলোচনা আসবে সেটা খুবই স্বাভাবিক সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সেইজন্য সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ভারত সরকার চেষ্টা করেছেন শিক্ষার বর্তমানে যে প্যাটার্ণ, তাকে বাতিল করে কিভাবে শিক্ষাকে জনসাধারণের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কিভাবে কাজে লাগাতে পারেও তার জন্য কারিকোলামকে বদলে দিতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু সেটা রাতারাতি আমূল পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। শিক্ষা হচ্ছে এমন একটা জিনিষ যেটা সমাজের বহুদিনের, বহুকালের বহু সময়ের পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে এটা হয়েছে, তার মধ্যে একটা পরিবর্তনের ফল শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াবে না দাঁড়াবে সেটা ভাবতে হবে। সর্ব্বোপরি ব্যয় বরাদ্দের যে প্রশ্ন তার কথাও ভাবতে হয়। বহু বড় বড় মনিষী বলেছেন, বহু কমিশন বসেছেন, তাঁরা রিকম্যাণ্ড করেছেন, সুপারিশ করেছেন কিন্তু তা গ্রহণ করতে গেলে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, যে পরিমাণ ট্রেণ্ডপার্সন'এর প্রয়োজন, যে পরিমাণ কারিগরির জিনিষপত্রের প্রয়োজন তা রাতারাতি করা সম্ভব নয়। কিন্তু উনারা এটাকে না জেনে যেভাবে এর সমালোচনা করেছেন, আমি সমালোচনার মধ্যে সি. পি এম (এল)-এর প্রতিধ্বনি মাননীয় সদস্যদের মুখে শুনতে পাচ্ছি। ওঁরা বলেছেন যে শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারে জঘন্য। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় মধ্যে দিয়ে আমরা মানুষ সৃষ্টি করতে পারব না। কিন্তু এই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই আমাদের বিধান সভার সদস্য যাঁরা, তাঁরা এসেছেন। তাঁরা এমন ভাবে বলেছেন যে এই শিক্ষা মার্কসের ছাঁকে ফেলে তাকে জীবিকা এবং জীবনকে এক করে দেখে, জীবিকার হাতিয়ার হিসাবে তাঁরা শিক্ষাকে দেখবার চেষ্টা করেছেন এই কথাই তাঁরা বলেছেন। তাঁরা বলেছেন যে কথা আমার মনে পড়েছে কিছুদিন পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন দেশে ডিপ্লোমা বিতরণ হচ্ছিল তখন ইঞ্জিনীয়ারিং স্নাতকরা সেইদিন হাতে ধরে বলেছিলেন যে আমরা এই ডিপ্লোমা চাই না, আমরা চাই চাকুরী। তার প্রতিধ্বনি শুনেছি আজকে এদের কাছে। সুতরাং ওরা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছেন। এই কথা বলে শুধু এখানে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছেন তাই নয় আগামী দিনের মানুষ যারা স্কুল কলেজে রয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছেন। সর্বত্র তার অনিবার্য্য ফলস্বরূপ আজকে শিক্ষায়তনগুলির মধ্যে শিক্ষার যে পরিবেশ সেই পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেছে। এখানে সদম্ভে ঘোষণা করতে আমি শুনেছি এই বিধান সভায় শিক্ষাবাজেটের সমালোচনা করতে গিয়ে তারা বলেছেন যে এই মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি যে আন্দোলনের ডাক দেবে ঐ ছাত্র সমাজ তাই করতে চায়। এই মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি যা করবেন এই সরকারী কর্ম্মচারীরাও তার করবেন। দুর্ভাগ্যের কথা নিঃসন্দেহে এবং এর অনিবার্য্য পরিণাম হিসাবে আমরা দেখতে পাই যখন সেশন আরম্ভ হয় তখন স্কুলে স্কুলে, কলেজে কলেজে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে হরতাল ইত্যাদির মাধ্যমে একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করেন। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা নৃপেন্দ্র বাবুর কথা শুনে

আমি আনন্দিত হয়েছি, তিনি বুঝতে পেরেছেন যে আজকে মার্কসবাদ বিভ্রান্ত, ভুল হয়েছে তাই তিনি গান্ধীজীর কয়েকটা লাইন কোট করেছেন এখানে এবং তিনি বলেছেন এই গান্ধীর লাইন অনুযায়ী আমরা কমিউনিষ্ট ছাত্রদেরকে আমরা সংস্কার করছি। গান্ধীজীর লাইনগুলি কোট করে তিনি বলেছেন যদি আমরা এইভাবে আমাদের পার্টিকে সংগ্রামের দিকে নিয়ে যাই, তাহলে ভাল হবে। গান্ধীজীর লাইনগুলি কোট করে তিনি বলেছেন যে এই সরকারী কর্ম্মচারী ওরা এইভাবে সংগ্রাম করে মোভ করছে। সুতরাং মার্কসের দেউলিয়া মতবাদের দ্বারা তারা যে আর চলতে পারে না, গান্ধীজীর মতবাদের আশ্রয় দিতে পারবেন তার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি রেখে তিনি ভালই করেছেন। আর আরও ভাল হবে তিনি যদি ঐ গোরকাটা ফেলে দিয়ে ঐ ফ্লোর ক্রস করে তারা এইদিকে চলে আসতে পারেন এবং আমরা আশা করছি সেদিন হয়তো আর বেশী দূরেও নয়। কারণ গান্ধীজীকে কোট করে তিনি বার বার বলেছেন যে তিনি গান্ধীবাদকে অনুসরণ করছেন, অনুসরণ করছেন ছাত্রফ্রণ্টে কৃষক ফ্রণ্টে, শ্রমিক ফ্রণ্টে এবং রাজনৈতিক ফ্রণ্টে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তারা তারা কনট্রাডাকটরি কথাবার্তা বলছেন, তারা ভুল তত্ব পরিবেশন করছেন। এই হাউসের প্রসিডিংস যখন দেখা হবে যা লিখা হচ্ছে, পুস্তকারে বেরুবে, তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি মাননীয় সদস্য অনিল সরকার মহোদয়, যে তথ্য পরিবেশন করেছেন আর মাননীয় সদস্য অমরেন্দ্র শর্ম্মা মহোদয় যে তথ্য পেশ করেছেন তার মধ্যে আসমান জমিন ফারাক। তারা এই রকম কথাই বলেন তাদের কাজের আর কথার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান থাকে। তারা বলেছেন মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, উচ্চস্তরে শিক্ষার কথা তার জন্য ব্যয় যেন বাড়ানো না হয় নিম্ন শিক্ষার জন্য। আশ্চার্য্যের সংগে লক্ষ্য করছি তারা কলেজগুলি বাড়ানোর জন্য ডিমাণ্ড করছেন। কনট্রাডিক্টরি কথা। তারা কনট্রাডিকশন করছেন। তাদের নিজস্ব কোন পলিসি নেই। তার জন্য তারা পরস্পর বিরোধী কথা বলে থাকেন। একটা বিভ্রান্ত সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছেন। তাদের নিজস্ব যদি কোন পলিসি থাকতো, যদি কোন প্রোগ্রাম থাকতো, যদি তাদের কর্মসূচী থাকতো, যে কর্ম্মসূচীর দ্বারা দেশের শিক্ষাকে যথাযথভাবে উন্নত করা যায়, সেই রকম কোন কথা তারা বলেন না, তাদের সমস্ত কথাই কনট্রাকটরি। এবং শিক্ষার প্রসঙ্গ ছেড়ে তারা বহুদূরে চলে গেছেন এবং আজকে নন-প্লেন বাজেটের মধ্যে যে কথা আলোচনা করার কথা ছিল মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তারা কাট মোশন এনেছেন তাদের এই ব্রেনটুকু পর্যন্ত নেই যে এইগুলি নন-প্লেন বাজেটের অন্তর্ভুক্ত নয় সুতরাং তারা শুধু আন্দোলন, যে বিষয় বস্তুর উপর আলোচনা করা দরকার সেই বিষয় বস্তুর সম্পর্কে তারা ওয়াকেবহাল নন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়,

শ্রীসমুন্দ্র চৌধুরী :— পয়েনট অব অর্ডা স্যার, যে কাটমোশনগুলি এসেছে সেইগুলি মাননীয় স্পীকারের কাছে উপস্থিত করা হয়েছে এবং মাননীয় স্পীকার সেইগুলি অ্যালাও করেছেন, কাট মোশনগুলি মুভ করার জন্য। কাজেই সেইগুলি প্রাসংগিক না হলে নিশ্চয়ই সেখানে এইগুলি বাতিল হয়ে যেত কিন্তু এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে বিকৃতিমূলক বক্তব্য রেখেছেন তাতে সমস্ত হাউসকে বিভ্রান্ত করছেন।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যেটা সত্য কথা, সেইটা বলবার অধিকার আছে, কাজেই সেই কথা আমি একশোবার লাখবার বলবো। সেই কথা বলবার অধিকার আমার আছে। ওরা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে, ওরা অসত্য কথা বলেছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে তারা চাকুরীর ক্ষেত্রে এসেছেন। সোনামুড়া সাবডিভিশনের তিনজন এম, এল, এ, তার মধ্যে দুইজন মন্ত্রী হয়েছেন। আর জনৈক এম, এল, এ, যিনি এ দাবিতে ভুগছেন এবং তার সংগে যিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তার নাম করে তিনি বলেছেন তিনি নাকি চাকুরীর কথা বলেছেন, লাল ধ্বজা না ধরলে না কি চাকুরী হবে না। তার কারণ হলো তিনি কালকের পত্রিকায় দেখেছেন যে ঐ ভদ্রলোক রাষ্ট্রপতির সৌর্য্য পুরস্কার লাভ করেছেন। তাই তার মাথাটা ঘুরে গেছে। তিনি গোবরে পদ্মফুল হয়েছেন সেখানে তিনি গাধা চড়ে এসেছেন গরুও নয়। তাই তিনি চাকুরীর কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন বাণীর প্রভাবে চাকুরী হয়েছে। আমি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলছি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি যদি প্রমাণ করতে পারেন যে বাণীর বাজারে একটি লোকের চাকুরী হয়েছে তাহলে আমি যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে রাজী আছি। ওরা এই রকম অসত্য ভাষণ দিয়ে বাজীমাত করবার চেষ্টা করে। তারা বলেছে কংগ্রেসে সিণ্ডিকেট হয়েছে তিন জনের মধ্যে ওরা বলছে এই জন্য যে ওরা গাত্রদাহে থাকতে পারছে না ওরা বলছে এই কথা যে কাঠালিয়াতে স্কুল করার জন্য সেখানে মন্ত্রীরা কোথায় ভাত খেয়ে এসেছে। মন্ত্রীরা ভাতই খায়, গোবর খায় না তাদের মত। সুতরাং সাধারণ মানুষের মত তারা ভাতই খায়। তাদের গাত্রদাহের কারন হলো সেখানে যাওয়ার পর বোধ হয় পত্রপাঠ মাত্র সেখান থেকে বিদায় হয়েছেন। সেখানে থাকতে কেউ বলে নাই। সুতরাং শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে তিনি এই সমস্ত অবান্তর কথা টেনে নিয়ে এসেছেন। কারণ যে প্রসংগটা তিনি উত্থাপন করেছিলেন সেটার মধ্যে তথ্য বলে কিছু ছিল না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আর একজন মাননীয় সদস্য তিনি একাধারে বিধানসভার সদস্য আবার একাধারে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকও। তিনি দুই তিনটা বিভাগে কাজ করে ডাবল রেমুনারেশন নিচ্ছেন অথচ তার সহযোগীরা নানা ধরণের করাপশনের কথা বলেছেন। কালকের পত্রিকায় আমি দেখেছি বিশেষ করে প্রধান শিক্ষক এবং এসিষ্টেন্ট সেক্রেটারী সেই স্কুলের শিক্ষকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকাগুলি জমা দেন না। অথচ তারাই করাপশানের কথা বলেন, তারা বেকারের কথা বলেন, তারা চাকুরীর কথা বলে।

.... অথচ তারা বেকারের কথা বলেন তারা চাকুরীর কথা বলেন, যদি কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান তাদের থাকতো, তাহলে তারা এই সব কথা বলতেন না। সুতরাং শিক্ষার [illegible] সম্বন্ধে এই যাবত তারা যা বলেছেন এই হাউসের মধ্যে, তার মধ্যে সামঞ্জস্যহীন বহু কথা তারা বলেছেন। একবার তারা বলেছেন যে উচ্চতর শিক্ষা এই দেশে প্রয়োজন নাই, শুধু প্রাথমিক শিক্ষাই হউক, আবার বলেছেন যে উচ্চতর শিক্ষার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করতে হবে, আরও হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুল এবং কলেজের ব্যবস্থা করতে হবে। সুতরাং তারা কি বলতে চান? তাদের সামনে নির্দিষ্ট কোন পথ খোলা নাই, তাদের নির্দিষ্ট কোন বক্তব্য নাই, তাদের নির্দিষ্ট কোন যুক্তি নাই। অথচ তারা এই ধরণের কথাগুলি বলে যাচ্ছেন। শুধু একটি মাত্র প্রসঙ্গ যেটা তাদের কাট মোশানের মধ্যে এসেছে, সেটা হচ্ছে লেঙ্গুইষ্টিক মাইনরিটি যারা, যাদের অধিকার সম্বন্ধে কনষ্টিটিউশানে গ্যারাণ্টি দেওয়া আছে, সেটা আমিও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি এবং এর সম্পর্কে বলার সময়ে আমি আমার বক্তব্য রাখার চেষ্টা করব। কিন্তু এছাড়া আর যেগুলি বলেছেন, সেগুলি বলে তারা সস্তায় কিস্তি মাত করতে চেয়েছেন—তাকে আমার মনে হচ্ছে ভূতের মুখে রাম নামের মত কতগুলি অবান্তর কথা মিষ্টি মধুর করে বলে গেছেন। তারা আজকে মাও-সে-তুংকে বলে গেছে গান্ধীবাদকে ধরেছে, কাজেই তার যদি সেই গান্ধীবাদকে আশ্রয় করেন এবং তাকে অনুসরণ করেন, তাহলে তাদের পক্ষে সত্যি ভাল কাজ হবে। তারা তাদের বক্তব্যে আবও বলেছেন যে এ দেশে শিক্ষিতের হার বাড়ে নি। অথচ ১৯৫১ সালে এদেশে যখন শিক্ষিতের হার [illegible] ছিল, এখন ১৯৭১ সালে সেটা প্রায় ৩১ পার্সেণ্টে এসে দাঁড়িয়েছে। এই প্রসঙ্গে কালকে আমি যখন বলেছিলাম, তখন মাথার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে মগজ থাকায়, তাদের একজন সদস্য বলেছেন—লোকের সংখ্যা কত বেড়েছে? লোকের সংখ্যা যে বেড়েছে, এটা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু পার্সেণ্টেজ কাকে বলে, শতকরা হিসাবে কাকে বলে, তাদের উর্বর মস্তিষ্কে তখন এটুকু ঢোকে নি। তবে আমি বলব তুলনামূলকভাবে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্য থেকে আমাদের এই রাজ্যে অনেক বেশী লোক লেখাপড়া শিখেছে, এবং লেখা পড়া জানা লোকের সংখ্যা আরও বেশী হত, যদি না আমরা এই রাজ্যে সমস্যায় জর্জরিত না থাকতাম। তার কারণ হচ্ছে যে সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে অনেক শরণার্থী আমাদের এখানে এসেছে, তাদের অধিকাংশ শিক্ষার ধারক বাহক ছিল, তাদের অর্থনীতিও অনেকটা সক্ষম এবং সচ্ছল ছিল। সেই যে মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত মানুষ তাদের অধিকাংশ পশ্চিমবঙ্গ, আসাম বা অন্যান্য রাজ্যের দিকে চলে গিয়েছেন, আর একের বে সর্বহারা মানুষ যারা, তারা শুধু সীমান্ত অতিক্রম করে কোন মতে আমাদের এখানে এসেছেন, তাদের মধ্যে অনেকের শিক্ষার কোন আলো ছিল না। এই কারণে আমাদের এখানে শিক্ষার পার্সেণ্টেজটা এই রকম হয়েছে, আর তা না হলে যদি উল্টো হত তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে শতকরা ৪০ ভাগ মানুষ ত্রিপুরাতে শিক্ষিত হতে বাধ্য। কারণ এই জনসংখ্যার চাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিরক্ষরতার চাপও আরো বেশী পরিমাণে বেড়েছে এবং বিগত কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের এটা অতিক্রম করতে হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সারা ভারতবর্ষের যে শিক্ষার গড়, সেই গড় থেকে আমাদের শিক্ষার গড় গত ১০ বছরে শতকরা ১১ ভাগ বেড়েছে। গত ১০ বছরের সারা ভারতবর্ষে শিক্ষিতের হার যেখানে ফাইভ পার্সেণ্ট, ত্রিপুরাতে যেখানে গত ১০

বছরে শিক্ষিতের হার বেড়েছে ১১ পার্সেন্ট। তারা বলেছেন যে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে জায়গায় জায়গায় স্কুল হয়েছে, তারাই আবার বলেছেন যে স্কুলগুলি দেওয়া হয়েছে এমন জায়গায় যেখানে ছাত্র নাই, তারা বলছেন উপজাতিদের জন্য স্কুল করতে, তারাই বলেছেন উপজাতিরা জুম ছেড়ে চলে যায়, সেখানে স্কুল করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই তারাই তাদের তাদের বক্তব্যের মধ্যে বারবার কন্ট্রাডিকশান করছে। আজকে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে যেখানে দেখা যায় যে প্রতি ১.৩ কিঃ মিটারের মধ্যে একটা প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করা হয়েছে, সেখানে আমরা ত্রিপুরাতে মাত্র ১৪ কিলোমিটারের মধ্যে একটা প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করেছি, যাতে দেশের প্রান্তে প্রান্তে যারা দুর্বল মানুষ, তারা শিক্ষাকে যথাযত ভাবে গ্রহণ করতে পারে, তার জন্য। আমরা জানি কাশ্মিরে বিগত বছরে প্রতি ছাত্র পিছু বাৎসরিক ব্যয়ের গড়পড়তা ছিল ২১৮ টাকার মত অবশ্য এবারের বাজেটে কাশ্মীরে কি হয়েছে, আমরা তা জানি না, তাদের বাজেট প্রকাশিত হলে আমরা সেটা জানতে পারব। কিন্তু আমরা আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ছাত্র প্রতি শিক্ষার ব্যয় ধরা হয়েছে ৩১০ টাকার উপর এবং ৩১২ টাকার মত। এই পর্যন্ত শিক্ষার ব্যাপারে যে সমস্ত রিপোর্ট পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায় যে ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র ত্রিপুরাতে শিক্ষার খাতে সব চাইতে বেশী খরচ করা হচ্ছে। যেখানে স্বাধীনতার পরবর্ত্তী সময়ে শিক্ষার জন্য এক জন লোক পিছু গড়পড়তা ১.৩৩ পয়সা খরচ হত, আজকে সেখানে ১০ টাকার মত খরচ হচ্ছে। তবু আমাদের বিরোধী পক্ষ বলছেন যে কিছুই হচ্ছে না। তারপরে শিক্ষকদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাদের অতি বিপ্লবী মাননীয় সদস্য সমর বাবু ধর্মনগরের ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী সম্পর্কে বলেছেন যে তিনি নাকি সাম্রাজ্য-বাদকে কেড়ে নিয়েছেন। উনার বিরুদ্ধে এই কথা বলার কারণ হচ্ছে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় যেহেতু উনি উনাদের কমিউনিষ্ট পাটির পতাকা ধারণ করে ইনক্লাব জিন্দাবাদ করেন নি, সেহেতু উনার বিরুদ্ধে তাদের এই সব কথা। তারপরে মাননীয় সদস্য সমর বাবু আরও বলেছেন যে কর্ম্মচারীরা যে সমিতি করেছেন, সেটা নাকি তাসের প্রাসাদের মত ভেঙ্গে গিয়েছে এবং তার জন্য মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী নাকি দায়ী। কারণ তাদের সাম্রাজ্যবাদের ঘরে নাকি আজকে পালে বাঘ পড়েছে, তাই কর্মচারী সমিতি নাকি আজকে ভেঙ্গে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। আজকে ওদের দুর্বল নীতির জন্য, ওদের ভ্রান্ত নীতির জন্য, ওদের দেওয়ালিপনার জন্য, ওরা যদি মানুষকে ধরে না রাখতে পারে তার জন্য অপরাধ কি আমাদের? না ওদের দেওয়ালী-পনাই এর জন্য দায়ী? তাই আমি এখানে নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে আজকে তাদের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে, আর এজন্যই তাদের মুখ দিয়ে এই সব কথা বের হচ্ছে, কিন্তু কোন যুক্তি তাদের বক্তব্যের মধ্যে নাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তারা যে কাট মোশান-গুলি এখানে এনেছেন, আমি সেগুলির এক একটা করে জবাব দিচ্ছি, এবং দেখাতে চেষ্টা করছি যে তাদের সেগুলির মধ্যে কোন যুক্তি তর্ক বা বিশ্লেষণ বলতে কিছুই নাই, শুধুমাত্র সস্তায় বাজিমাৎ করবার জন্য এই ১৬টি কাট মোশান এনে কতগুলি কথা বলে গিয়েছেন, যাতে পদার্থ বলতে কোন কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখানে প্রথম যে কাট মোশানটি এসেছে, সেটি রেখেছেন মাননীয় সদস্য গুণপদ জমাতিয়া—সেটা হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে একাধিক

শিক্ষক নিয়োগের নীতি না থাকা সম্পর্কে। এটা বড় আশ্চর্যের কথা মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় যে মাননীয় বিরোধী দলের নেতা নৃপেন বাবু বলে গেয়েছেন যে সমস্ত স্কুলে ১০/১২ জন ছাত্র আছে সেখানে এক শিক্ষক দিয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে অর্থের অপচয় করা হচ্ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় যেখানে সারা ভারতবর্ষের নীতি হচ্ছে প্রতি ৪০ জন ছাত্রের জন্য প্রাথমিক স্তরে একজন মাত্র শিক্ষক দেওয়ার কথা, সেখানে আমাদের ত্রিপুরাতে যে সমস্ত স্কুলে গড়ে ১০ থেকে ১৫ জন ছাত্র আছে সেগুলির মধ্যে একজন করে শিক্ষক দেওয়া হয়, বিশেষ করে উপজাতি এলাকার জনগণের স্বার্থ সংরক্ষনের জন্য। অথচ ওরা একদিকে বলছেন আরও বেশী করে শিক্ষক দেওয়ার জন্য আর অন্যদিকে বলেছেন অর্থের অপচয় বন্ধ করার জন্য। সুতরাং তাদের কথা কোনটা সত্য। আজকে যে অবস্থা দেশের মধ্যে চলছে প্রডাক্টিভ লেবারের জন্য, প্রডাক্শানের জন্য অর্থ ব্যয় বেশী হবে না আন-প্রডাক্টিভ খাতে অর্থ ব্যয় বেশী হবে, এটা আজকে মস্তবড় প্রশ্ন। আমাদের এডুকেশনের প্রয়োজনীয়তা আছে এবং তার জন্য আমাদের ত্রিপুরাতে সব চেয়ে বেশী খরচ করা হয়ে থাকে, যেটা ভারতবর্ষের অন্য কোথাও সচরাচর করা হয় না। কিন্তু তার একটা লিমিটেশান আছে। আজকে প্রডাক্শানের অভাবে ঘরে ঘরে বেকারের সংখ্যা বাড়ছে, এই অবস্থায় এই খাতে ব্যয় বরাদ্দ বেশী না করে, ৩৫টি ছাত্রের জন্য ১৩ জন শিক্ষক দেওয়ার কথা যারা বলে, তারা তাদের অস্থির চিত্ততা ও দুর্বল চিত্ততার পরিচয় দিয়েছেন। সুতরাং তাদের এই কাট মোশানের কোন স্বার্থকতা থাকতে পারে না। আর একটা কাট মোশান এনেছেন, অনিল সরকার মহাশয়—সেটা হচ্ছে বে-সরকারী স্কুল সমূহকে সরকারী স্কুলে পরিণত করায় ব্যর্থতা। ওরা যেহেতু গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন না, ডেমোক্রেসীতে তাদের কোন আস্থা নাই এবং পার্লামেন্টারী ডেমোক্রেসীকে তারা যে স্থান হিসাবে গ্রহণ করেছেন, তাদের মুখেই এই ধরণের কথা বলা শোভা পায়। তারা বলেছেন সে কথা যেসব স্কুলগুলি স্কুলকে সেন্ট্রালাইজড করবার জন্য। কিন্তু শিক্ষা এমন একটা জিনিষ যার সেন্ট্রালাইজড করার যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি বিভিন্ন স্তরে সেটাকে পরীক্ষা করে দেখবার প্রয়োজনও রয়েছে যাতে তার মধ্যে দিয়ে কোন বেটার থিঙ্গস ডেভলভার্ড হয় কিনা। আজকে বে-সরকারী স্তরে স্কুলগুলি থাকলেও তার জন্য ম্যানেজিং কমিটি রয়েছে যারা নাকি জনগণের প্রতিনিধি আর ঐ কমিটি হাতে স্কুলগুলির জন্য রেকারিং এবং নন-রেকারিং গ্রেন্ট দেওয়া হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, সেগুলির মধ্যে শিক্ষক যারা আছেন সেই শিক্ষকদের বেতনের শতকরা ৯০ ভাগ দেওয়া হয়ে থাকে। তাছাড়া তাদেরকে আরও এক তৃতীয়াংশ দেওয়া হয় অন্যান্য খরচের জন্য। তাছাড়া বিল্ডিং ইত্যাদি তৈরী করার জন্য বা খেলাধুলার জন্য যে সমস্ত জিনিষের প্রয়োজন হয়, বোর্ডিং ইত্যাদির জন্য যেটা প্রয়োজন হয়, সেই প্রয়োজন অনুসারে গ্রেন্টস-ইন-এড রুলস মাফিক দেওয়া হয়ে থাকে। সুতরাং এই কাট মোশানটা এখানে আনার কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে এগুলি আনার পিছনে যে কারণ রয়েছে সেটা হচ্ছে সস্তায় বাজি মাত করবার উদ্দেশ্যে, অথচ এগুলির স্বপক্ষে তারা তেমন কোন যুক্তি রাখতে পারেন নাই। সুতরাং তাদের এই ধরনের কাট মোশান আনার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। ....

সুতরাং এটা তাদের এখানে আনবার কোন প্রয়োজন ছিল না। শুধু সস্তায় বাজীমাত করার জন্য এনেছেন অথচ তার সম্পর্কে কোন একটা যুক্তিও তারা রাখতে পারলেন না। আর একটা কাটমোশন এসেছে "উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় সমূহকে উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত করণে বৈষম্য নীতি"। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, স্কুলকে যে আপগ্রেড করা হয় সেটা হচ্ছে প্ল্যানের খাতে। নন্-প্ল্যানের মধ্যে নয় এবং সেগুলি জনসংখ্যার ভিত্তিতে আছে এবং ছাত্র সংখ্যার ভিত্তিতে আছে এবং নিকটবর্তী কতগুলি স্কুল আছে যাতে তারা পড়াশুনার সুযোগ সুবিধা পেতে পারে সেই ব্যবস্থা রয়েছে। এই সমস্ত নীতির ভিত্তিতে স্কুলগুলিকে আপগ্রেড করা হয়। সুতরাং তারা যে কথা বলেছেন এই সম্পর্কে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় এটা তাদের মানসিক রূপের একটা প্রতিফলন মাত্র, আর কিছু নয়। সুতরাং এই কাটমোশনের কোন সার্থকতা থাকতে পারে না। আর একটি কাটমোশন এসেছে—"প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণে সরকারী ব্যর্থতার প্রতিবাদে"! অদ্ভুত কথা। অন্য প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে যদি একটি মাত্র প্রসঙ্গের কথা বলি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় তাহলে দেখা যাবে যে এই প্রসঙ্গ এখানে আসতে পারে না। ১৯৬৮-৬৯ আর্থিক বৎসরের মধ্যে যেখানে ত্রিপুরাতে শিক্ষার জন্য ব্যয় করা উচিত ছিল ৩,৫৬,৫৮,০০০ টাকা, ১৯৬৯-৭০ সালে যেখানে ছিল ৪,৯২,৫১,০০০ টাকা। ১৯৭০-৭১ সালে যেখানে ছিল ৫,৪৭,৫৭,০০০ টাকা, ১৯৭১-৭২ সালে যেখানে ছিল ৬,১০,০৮২ হাজার টাকা, ১৯৭২-৭৩ সালে যেখানে ছিল ৬,৫৭,২৩,০০০ টাকা সেখানে ১৯৭৩-৭৪ সালে বাড়ানো হয়েছে ৭,৬৯,৬৬,০০০ টাকা। সুতরাং এখানে ব্যর্থতার যে প্রশ্ন তারা রেখেছেন, তারা চাচ্ছেন যে সরকার অর্থব্যয় করুক এবং ঐ ছাত্ররা পথে ঘাটে ঘুরুক এবং তাদের দিয়ে তারা ইনক্লাব জিন্দাবাদ করবেন। ওদের যদি তথ্য তালিকা সম্পর্কে কোন জ্ঞান থাকত তাহলে এইসব কাণ্ডজ্ঞানহীন কথাবার্তা বলতেন না। আর একটা কাটমোশন এসেছে "উপজাতি ও তপশিলী জাতির ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেণ্ড বিলি বন্টনের নীতি সম্পর্কে" একটা সুষ্ঠু নীতির মাধ্যমেই এটাকে বিলি বন্টন করা হয় এবং কনষ্টিটিউশন্যাল যে সেফগার্ড দিয়েছেন সরকার সেটা রাখতে বদ্ধ পরিকর। ঐ কনষ্টিটিউশন তারা তৈরী করেন নি। কনষ্টি-টিউশন যারা তৈরী করেছিলেন তাদের প্রতিফলন এই সরকারের মধ্যে রয়েছে। সুতরাং মা'র চাইতে মাসীর দরদ বেশী থাকবার কথা নয়। সুতরাং এই ষ্টাইপেণ্ডের জন্য আবেদন করার ১৫ দিনের মধ্যে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করা অথবা রিনিউয়ালের প্রশ্ন যেখানে সেখানে ১৫ দিনের মধ্যে সেই ষ্টাইপেণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা হয়ে থাকে। তাছাড়াও স্কুল কর্তৃপক্ষের যখনি অর্থের টানাটানি হয় ঐ ফাণ্ড থেকে টাকা দিয়ে যাতে ঐ ছেলেগুলির অসুবিধা না হয় সেই ব্যবস্থা করা হয়। সুতরাং যে কথা তারা বলেছেন সেই কথা এই প্রসঙ্গে আসে না। শুধু একটা সস্তায় কিস্তিমাত করার জন্য এই সব কথা বলা হচ্ছে। সুতরাং এই কাটমোশনের কোন সার্থকতা নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর একটা কাট মোশন এসেছে, "একাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত শিক্ষায় ভাষাগত সংখ্যালঘুদের মাতৃভাষা শিক্ষাদান সম্পর্কে লিংগুয়িষ্টিক মাইনারিটিজ কমিশনারের সুপারিশ কার্য্যকরী না করা "সম্পর্কে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে এই প্রসঙ্গে আমরা সদা সতর্ক, সদা জাগ্রত, সেই সেফগার্ড আমরা নষ্ট করতে চাই না। তাকে রক্ষা করতে চাই। তার জন্য আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করি। ককবরক

তাদের ভাষা, যে ভাষায় অধিকাংশ লোক এখানে কথা বলে, সেই ভাষায় আমরা সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করছি সেই ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করার চেষ্টা করছি। তারা বলেছেন পঞ্চম শ্রেণী পর্যান্ত। কিন্তু সেটা ধাপে ধাপে হবে। প্রথমে আমরা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যান্ত এবং তারপরে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত। এইভাবে আমরা অগ্রসর হব। ত্রিপুরা পাঠ্যপুস্তক উপদেষ্টা কমিটি আমরা এই জন্য গঠন করেছি। শুধু উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেছি তা নয়, একটা লেখা ভাষাতে উত্তীর্ণ করার জন্য তা বিজ্ঞান ভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন। কতগুলি অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন অজ্ঞান মানুষ যারা ভাষা তথ্যের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কিছু জানে না তাদের হাতে একটা ভাষাকে নষ্ট করতে চাই না। তার জন্য সেন্ট্রাল ইন্‌ষ্টিটিউট যেটা আছে মাইশুরে সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষের কাছে আমরা বলেছি, তারা এ সম্বন্ধে তদন্ত করেছেন এবং ককবরক ভাষায় একটা পাঠ তারা তৈরী করেছেন এবং প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন। একমাস তারা ত্রিপুরা ঘুরে গেছেন এবং ঘুরে গিয়ে তারা এই রিপোর্ট তৈরী করেছেন যার ভিত্তিতে একটা মাইনরিটি কমিউনিটির জন্য ককবরক ভাষায় তাদের সাহিত্য রচনা হতে পারে এই জন্য তারা উৎসাহ এবং সরকারের কর্ত্তৃত্বাধানে এই কাজগুলি হয়ে চলেছে। আর বিশেষভাবে আমি অনুরোধ করব মাননীয় সদস্যদের এ সম্পর্কে তারা কথাবার্তা বলবার সময়ে একটু জাগ্রত বোধ নিয়ে যেন তারা এটা চিন্তা করেন। তার জন্য পাশের একটা রাজ্যে ভাষা নিয়ে কি হয়েছে তারা তা দেখেছেন, যা আমি পূর্ব্বেই বলছি যে এটা অত্যন্ত টাচি ম্যাটার। অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়। তাকে নিয়ে যদি যা তা ভাবে নাড়ানো যায় তাহলে যে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে এবং তার জন্য ত্রিপুরার জনমানসের এমন একটা সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে যেটা দুর্ভাগ্যজনক হতে পারে। সুতরাং এই সমস্ত কথাবার্তা না বলে সেটাকে মননশীলতার সংগে সরকার যে চেষ্টা করছেন তার সংগে সহযোগিতা করে সেটা যথোচিতভাবে মাইনরিটিজদের ইন্টারেষ্ট যাতে রক্ষা হতে পারে, তাদের লিংগুয়িষ্টিক যে অধিকার সেটা যাতে রক্ষা হতে পারে তার জন্য তারা সজাগ থাকুন। এই বিষয়টা হচ্ছে এমন একটা বিষয় যাতে নাকি ভয়ানকভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং এই কাট মোশন আনার কোন প্রয়োজন ছিল না।

মাননীয় সদস্য শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাসের একটা কাটমোশন ছিল। তিনি উপস্থিত হন নি। কাজেই কাটমোশনটা আসে নি। মাননীয় সদস্য অমরেন্দ্র শর্মা আমাদের তিনটা সাবডিবিশনে তিনটা ডিগ্রি কলেজ স্থাপনের জন্য কাটমোশান এনেছেন। আমি আগেই এই বিষয়ে বলেছি যে তারা উল্টা পাল্টা কথা বলেন। মাননীয় সদস্য বলেছেন উচ্চ শিক্ষায় বেশী টাকা ব্যয় করা হয়। কিন্তু সব চাইতে জরুরী যে মাধ্যমিক স্কুল তার উপর জোর না দিয়ে তিন ডিগ্রি কলেজের জন্য চেঁচামেচি করছেন। সুতরাং এটা কন্‌ট্রাডিক্টরী। এখন যে কলেজগুলি আছে সেগুলি হচ্ছে সরকারী এবং তিনটা বেসরকারী। নিশ্চয়ই আমরা আরও কলেজ বাড়াব। আমরা যখন ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস করার চেষ্টা করছি তখন তাদের বলার দরকার করে না কলেজ বাড়াবার জন্য। উপযুক্ত সময়ে সেটা করা হবে। সুতরাং এই কাটমোশন আনার দরকার পড়ে না। আর একজন স্পুটনিক বিপ্লবী সমর চৌধুরী একটা কাটমোশন এনেছেন—"সোনামুড়া মহকুমার কাঠালিয়া জুনিয়ার হাই

স্কুলকে উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত করণে বরাদ্দের অনুপস্থিতি সম্পর্কে"—আমি পূর্বেই বলেছি যে তার যদি প্ল্যান নন্‌প্ল্যান প্রোগ্রাম সম্পর্কে জ্ঞান থাকত তাহলে তিনি এটা আনতেন না। তার কারণ প্ল্যানের মধ্যে হচ্ছে স্কুলগুলি, নন্‌-প্ল্যানের মধ্যে না। কাজেই দরকার কতখানি আছে তা বিবেচনার জন্য তার জবাব আমি আগেই দিয়েছি। সুতরাং এটা একেবারে বিবেচনার অযোগ্য বিধায় আর নতুন করে কবে কোন জবাব আমি দিচ্ছি না। আর একটা প্রস্তাব এসেছে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, "একাদশ শ্রেণী পর্যান্ত বাধ্যতামূলক ও বিনা বেতনে শিক্ষা চালু করতে ব্যর্থতা"। সংঘাতিক কথা। একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক বিনা বেতনে শিক্ষা চালু করার ব্যবস্থা। প্রাথমিক স্তরে বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেওয়ার যে ব্যাপারটা গুরুত্ব যারা উপলব্ধি করতে পারেন নি তারা একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত, মাট্রিক ক্লাশ পর্যন্ত তারা বললেও আমরা আশ্চর্য হব না কারণ শিক্ষা সম্বন্ধে যাদের অতি ক্ষুদ্র তারা হয়ত নিঃসন্দেহে বলতে পারেন, এর মধ্যে আর কথার কিছু নাই। কিন্তু বিনা বেতনে পড়ার কথা বলেছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় ক্লাস এইট পর্যন্ত যে ফিরিস্তি পাঠ করেছিলেন সে কয়েকটা রাজ্যে আছে বলে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য নৃপেনবাবু এখানেও ক্লাস এইট পর্যন্ত ছেলেদের জন্য এই সুযোগ আছে। মেয়েদের জন্য ক্লাস এগারো পর্যান্ত আছে কিন্তু সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবের স্কুলের জন্য বিনা বেতনে পড়াশুনার ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া প্রভূতি পরিমানে স্টাইপেণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে। লোয়ার ইনকাম গ্রুপের—যারা স্বল্প আয়ের যারা সরকারী কর্মচারী যারা নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মী আর যারা শিক্ষক শিক্ষিকা তাদের ছেলে মেয়েদের জন্য স্টাইপেণ্ডের ব্যবস্থা আছে ফ্রি এডুকেশানের ব্যবস্থা আছে। যার ফলে ১১শ শ্রেণীতে—৯, ১০ এবং ১১ শ্রেণীতে খুব অল্প সংখ্যক ছাত্রকেই বেতন দিয়ে পড়তে হয় এবং বে-সরকারী স্কুলগুলিতেও তাদের জন্য একটা কোটা রয়েছে। যাতে তাদের ফ্রি এডুকেশান দিতে সুবিধা হয়। সুতরাং অত্যন্ত মাইক্রোস্কোপিক একটা নাম্বার রয়েছে যাদের বেতন দিয়ে পড়তে হয়। এই সম্পর্কে এই হাউসে এই সেশানে মাননীয় সদস্য শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার মহাশয় একটি বে-সরকারী প্রস্তাব এনেছিলেন সেখানে আমরা বলেছিলাম এই সম্পর্কে চিন্তা করা হচ্ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই কথার গুরুত্ব কিছুটা স্বীকার করে নিয়েছি। সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইব তারা অনুন্নত তারা বঞ্চিত ঠিক তেমনই ঐ দুই ক্লাসের মানুষ না হয়েও যারা সত্য সত্যি আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল তাদের কিভাবে সাহায্য করতে পারা যায় তার জন্য সরকার চিন্তা করছেন। তার জন্য সংস্থায় নেতৃত্ব করার জন্য কাটমোশান আনার কোন দরকার হয় হয় না। এক একটি কাটমোশান এসেছিল সেটি এখানে আলোচনা হয়নি। সেজন্য সেই সম্পর্কে আর বলি না। আর একটি কাটমোশান এসেছিল জগবন্ধু পাড়া স্কুল সম্পর্কে সেটিও আলোচনা হয়নি। স্টেডিয়াম সম্পর্কে বলেছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের গ্রামাঞ্চলে একটি কথা প্রচলিত আছে মরা বাঘ শিকার করা। এই প্রস্তাবের মধ্যেও মরা বাঘ শিকার করার মত একটা চিন্তা আছে। আমরা যখন বিগত বর্ষে বাজেটে ছিল না কিন্তু ষ্টেডিয়াম করার জন্য আমরা জন্য আমরা চেষ্টা করব আমরা বলেছিলাম। মাননীয়

উপাধ্যক্ষ মহোদয় স্টেডিয়ামের জন্য আমরা জায়গা নিয়েছি। এবং সেই জায়গা অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আইনের খুটি নাটি সব দেখা হচ্ছে সব কিছু থেকে সেই করতে যাচ্ছি তার জন্য প্ল্যানে ৬০ হাজার টাকার বরাদ্দ রেখেছি যে এই জন্য খরচ হবে। সুতরাং স্টেডিয়াম প্রয়োজন রয়েছে এটা আমরা স্বীকার করি এবং স্বীকার করি বলেই আমরা ৫২ একরের বেশী জায়গা অধিগ্রহণে রত। আর এর মধ্যে একটি কম্প্লিট স্টেডিয়াম হবে এই স্টেডিয়ামের মধ্যে ৪০ হাজার দর্শক বসবার সুযোগ পাবে। এবং প্রথম পর্যায়ে ১৫ হাজার দর্শকের জায়গা করার জন্য আমরা পি. ডাবলিও. ডি. নিকট বলেছি। আমরা করতে চলেছি এই কথা জেনেও তারা মরা বাঘ শিকার করার জন্য এই কাটমোশান এনেছেন সুতরাং এই কাট মোশান আনার কোন প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় যাদের এই শিক্ষা সম্পর্কে সামান্য একটু দরদ আছে তাহলে আমি তাদের বলব যে তারা বিনাশর্তে তাদের এই কাট মোশানগুলি তারা উইথড্র করে তাদের বুদ্ধির পরিচয় দেবেন। এই বলে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ডিমাণ্ড করেছেন এডুকেশানের উপর তাকে সমর্থন জানিয়ে বিরোধী পক্ষের কাট মোশানগুলির বিরোধীতা করে সমস্ত হাউসের নিকট এই ডিমাণ্ড গ্রহণ করার অনুরোধ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করব।

Mr. Deputy Speaker :—Discussion on Demand for Grant No. 14 is over. I am putting the Cut Motions to vote first. There is a Cut Motion of Shri Gunapada Jamatia that the Demand be reeuced to Re. 1/—to discuss on প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে একাধিক শিক্ষক নিয়োগের নীতি না থাকা সম্পর্কে।

It was put to voice vote and lost.

There is a Cut Motian of Shri Anil Sarkar that the Demand be reduced to Re. 1/—to discuss on বে-সরকারী স্কুলসমূহকে সরকারী স্কুলে পরিণত করায় ব্যর্থতা।

It was put to voice vote and lost.

(Mr. Deputy Speaker)

There is a Cut Motion of Shri Bidya Ch. Deb Barma that the Demand be reduced to Re. 1/—to discuss on প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারনে সরকারী ব্যর্থতার প্রতিবাদে।

It was put to voice vote and lost.

There is a Cut Motion of Shri Amarendra Sarma that the Demand be reduced by Rs. 100/— to discuss on ধর্মনগর, উদয়পুর ও খোয়াইতে ডিগ্রি কলেজ স্থাপনের জন্য বরাদ্দের অভাব।

It was put to voice vote and lcst.

There is a Cut Motion yf Shri Samar Choudhury that the Demand to reduced by Rs. 100/— to discuss on সোনামুড়া মহকুমার কাঁঠালিয়া জুনিয়ার হাই স্কুলকে উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত করনে বরাদ্দের অনুপস্থিতি সম্পর্কে।

It was pui to voice vote and lost.

There is a Cut Motion of Shri Annil Sarkar that the Demand be reduced by Rs. 100/— to discuss on একাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত বাধ্যতামূলক ও বিনা বেতনে শিক্ষা চালু করতে ব্যর্থতা।

It was put to voice vote and lost.

I am putting the Demand to vote. Now question before the House that a sum not exceeding Rs. 7,69,66,000/— [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974 in respect of Demand No. 14—Education.

It was put to voice vote and passed.

The House stands adjourned till 3-00 P. M.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ডিমাণ্ড নং ২—ল্যাণ্ড রেভেনিউর উপর আমি আলোচনা করছি। ল্যাণ্ড রেভিনিউ খাতে বরাদ্দ ধরা হয়েছে। আমরা ল্যাণ্ড রেভেনিউর যে অবস্থাটা দেখছি বিশেষ করে ডাইরেক্টরেট অব সেটেলমেন্ট অ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রেকর্ড সেই সম্পর্কে আমার বক্তব্য আমি রাখছি। ১৯৭১ এর ফাষ্ট এপ্রিল আমরা দেখলাম যে ডাইরেক্টরেট অব সেটেলমেন্ট অ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রেকর্ড নামে নতুন একটি বিভাগ সৃষ্টি হলো। এতে ১১ জন অফিসার, কিছু কেরাণী এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী সহ ১৫০ জন কর্মচারী আছেন। কোন পরিস্থিতিতে এইটা জন্ম নিল সেইটুকু আমাদের খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে। ১৯৬৮ সালে ভূমি জরিপ ইত্যাদি কাজ শেষ হয়েছে বলে জরিপ এবং বন্দোবস্ত বিভাগ গুছিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। এই সিদ্ধান্তের ফলে কি হলো, আমরা দেখলাম গোটা বিভাগের কর্মচারীকে উদ্বৃত্ত ঘোষণা করা হলো। এই উদ্বৃত্ত কর্মচারীদের অনেকেই আজ পর্য্যন্ত রয়ে গেছে। আরো দেখছি ১৮৬ জন কর্মচারী আছেন যারা এই ঝুলন্ত অবস্থায় আছে। উদ্বৃত্ত কর্মচারীদের এই দুরাবস্থা হয়েছে। ১০/১৫ বছর চাকুরী করার পরে আমরা তো জানি সরকারী নিয়ম আছে যে সাথে সাথে সেই পদগুলি স্থায়ী বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এই জরিপ বিভাগে এইটা করা হয়নি। এইটা না করে জরিপ অধিকর্তার পদটিকে স্থায়ী করা হয়েছে। আর উদ্বৃত্ত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে কি করা হলো তাদেরকে রিজার্ভ পোষ্ট হিসাবে ব্যবহার করা হলো। ডেপুটেশানে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়, এখান থেকে ওখানে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। একটা অনিশ্চিত অবস্থায় তাদেরকে ফেলে রাখা

হয়েছে। আমরা দেখছি ১৯৬৮ সালে জরিপ শেষ হয়েছে বলা হলো তখন শেষ ঘোষণার সময় আমরা দেখলাম যে অনেক গ্রামের রেকর্ড প্রস্তুত হয়নি, চুড়ান্তভাবে হয়নি। তখন আমরা দেখলাম বহু স্থানে অ্যাটেষ্টেশানের কাজ চলছে। অ্যাটেষ্টেশান এখনও শেষ হয়নি। এখনও আমরা জানি কয়েকটা স্থানে চুড়ান্ত রেকর্ড এখন পর্যান্ত হয়নি। তাছাড়া বহু নামজারী, জমি বন্দোবস্ত, খোরপোদারকে বার্য্যতি সত্ত্ব প্রদান ইত্যাদি বা রেকর্ড সংযোক্তকরণ এইরকম বহু কাজ বাকী আছে। এত কাজ বাকী, এত অসমাপ্ত কাজ রেখে বলা হচ্ছে যে ১৯৬৮ সালে এই বিভাগকে গুটিয়ে নেবার জন্য এই সিদ্ধান্ত কেন নেওয়া হলো। এই সম্পর্কে আমাদের মনে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে কোন বিভাগীয় আমলা তার দপ্তরের কাজ শেষ না হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রমোশনের আশায় এইটা করছেন অথবা জনগণের দুর্ভোগের জন্য, আমাদের বর্তমান সরকার, সমাজ শোষণের আর একটা খসড়া প্রনয়ন করেছেন, আমি জানি না। এছাড়া যখন রেকর্ড প্রস্তুত হয়, বিভিন্ন ধরণের ত্রুটী যেখানে রয়েছে সেখান থেকে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, এইটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। যদি চা বাগানের কথা ধরা যায় সেখানে দেখা যায় প্রাথমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রসিডিংস তৈরী করে চুড়ান্ত আদেশের জন্য সরকারের কাছে পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু দেখা গেল কি যে বাগানগুলিতে, বাগানের কাছের গ্রামগুলিকে প্রাথমিকভাবে পৃথক রেখে চুড়ান্ত স্বত্বলিপি তৈরী হলো। ইদানিংকালে আমরা আবার দেখলাম যে নতুন করে আবার চা বাগানের রেকর্ড প্রস্তুত করণের প্রসিডিংস দায়ের করার জন্য নির্দেশ কর্তৃপক্ষ দিয়েছেন। এই ৫৫টা চা বাগানের কথা সেইটা বিধান সভায় প্রশ্নোত্তরের সময় প্রকাশ পেয়েছে। এইটা সরকারের খামখেয়ালাপনার একটা চুড়ান্ত নিদর্শন। বিশেষ করে এই চা বাগানগুলি সম্পর্কে। কোন কোন মহকুমায় তালুকের সীমানার মধ্যে যে জোত জমি আছে সেইগুলির জন্য বন্দোবস্ত বাবত নজর আদায় করা হলো। আবার কোন মহকুমায় আদায় হলো না। এমন একটা বৈষম্য সৃষ্টি করা হলো। এই বৈষম্য কিসের ভিত্তিতে করা হলো? যেটা তালুকের মধ্যে ইনক্লুডেড তার নজর আদায় করার মানে কি? এইগুলো ফেরত দেওয়ার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। বা এই সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত আজ পর্যান্ত নেওয়া হয়নি। তাছাড়া আমরা দেখছি যে রেকর্ড চুড়ান্ত না হলেও খাস দখলীকৃত জমি থেকে অনেককেই উচ্ছেদ করা হয়েছে। উচ্ছেদ কেন করা হলো, কোন ভিত্তিতে করা হলো? কোন কোন অঞ্চলে দেখছি উচ্ছেদ আবার স্থগিতও রাখা হয়েছে। কিন্তু সব ক্ষেত্রে নয়, এর কারণ কি? যেখানে রেকর্ড চুড়ান্ত হয়নি, সেখানে তো উচ্ছেদের কোন মানেই থাকতে পারে না। যেখানে রেকর্ড চুড়ান্ত হয়নি, সেখানে উচ্ছেদ করার কোন মানে থাকতে পারে না। তাছাড়া আমরা দেখলাম কি? আমরা দেখলাম যে চা বাগানের পাশের বিভিন্ন গ্রাম এবং অন্যান্য কয়েকটা গ্রামের জোত অংশের ফাইন্যাল পাবলিকেশন করা হয়। কিন্তু এমন কোন বিধান নাই যে পার্সিয়েলী ফাইন্যাল পাবলিকেশান করা হবে। অথচ আমরা দেখলাম যে কতকগুলি গ্রামের ক্ষেত্রে সেটা অংশত করা হয়। কাজেই কারণটা কি থাকতে পারে? অনেক ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করে জনসাধারণের অনুপস্থিতিতে বহু জোত জমি খাস রেকর্ড করা হল। আমরা এই ধরণের বহু ঘটনার কথা জানি, যেমন ধর্মনগরের

হলুয়া মাঠে যখন জরীপ করা হয়েছে, তখন সেখানে মাঠের মধ্যে অনেক জল ছিল, তাদের ইচ্ছামত সেখানে জরীপ করা হল এবং কিছু জমিকে খাসে নেওয়া হল। এভাবে ধর্মনগরের আলগাপুরের সুরেশ নাথের কিছু জমি খাস করা হল, কেন এটা করা হল, এর পিছনে কি কোন ভিত্তি আছে, নাকি এটা তাদের সমাজতন্ত্রের জরীপ মন্ত্রী মশাইরা ভাল বলতে পারবেন? এমতাবস্থায় ডাইরেক্টরেট অ্যাণ্ড সেটেলমেন্ট এ্যাণ্ড ল্যাণ্ডস রেকর্ডস চালু করা হল ১৯৭১ সালে। এই যে নতুন বিভাগটা চালু হল, তাতে আমরা দেখছি যে জরীপ কাজ করার মতো উপযোগী কোন ফিল্ড ষ্টাফ নেই. কানুনগো, সার্ভেয়ার এমন পর্যায়ের কোন কর্মচারীর সংস্থান সেখানে নেই। স্যার, একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করার মত, যদিও ফিল্ড ষ্টাফ নেই, যদিও সরে-জমিনে সার্ভে করার মত কোন লোক নেই, ল্যাণ্ড তৈরী করার বা বুঝার মত কোন লোক নেই, অথচ সার্ভের পরবর্তী স্তরে যা কিছু করতে হয়, তার প্রায় সব কিছুই রয়ে গেছে। ফিল্ড বুক গননার জন্য কনট্রাক্টার আছে. ড্রয়িং করার জন্য ড্রাফটসম্যান আছে, ল্যাণ্ড রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য রেকর্ড কীপার আছে, তাছাড়া সরেজমিনে কাজ করার মত লোক না থাকলেও তদারকি করার জন্য অফিসার আছে। কিন্তু ল্যাণ্ড রেকর্ড তৈরী করার ন্য কোন লোক নেই, অথচ ল্যাণ্ড রেকর্ড সংরক্ষনের জন্য রেকর্ড কীপার রয়েছেন এখানে এই রকমই একটা অদ্ভুত অবস্থা আমরা দেখছি এবং এটা তাদের সমাজতান্ত্রিক ধারায় সৃষ্টি করেছেন কিনা, তা তারাই জানেন। শিখড় বা মাটির সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছাড়াই আমাদের বর্তমান সমাজতান্ত্রিক সরকার এখানে এমন একটা বৃক্ষ রোপণ করতে চাইছেন যে বৃক্ষে এই সমাজতান্ত্রিক সরকারের মতোই ফল ধরবে, কিন্তু সেই ফল হচ্ছে মাকাল ফলের মতো। এই যে অবস্থাটা চলছে, তাতে আমরা দেখছি যে এটা একটা অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, এটা একটা অবাস্তব পদ্ধতি। আর এরই জন্য এই ডিপার্টমেন্টের মধ্যে একটা অবাস্তব এবং অবৈজ্ঞানিক সেট-আপের জন্ম হয়েছে, যার ফলে ছোট থেকে বড় যে কোন আমলাকে যথাস্থানে পাঠানো বা তাদের সঠিক কাজ দেওয়া সম্ভব হল না। বিগত ১ বছর যাবত আমরা দেখছি যে অধিকাংশ অফিসার ভূমি রাজস্ব বা ভূমি সংস্কারের বকেয়া কাজগুলি না করে আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার করে বহাল তবিয়তে ও আগরতলাতে বিচরণ করেছেন। জরীপের অসমাপ্ত কাজ শেষ করার অথবা সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত কাজ রয়েছে, সেগুলি শেষ করার মতো কর্মচারী এই বিভাগে নেই। অথচ আমরা দেখছি কি? আমরা দেখছি যে ১৮৬ জন উদ্বৃত্ত কর্মচারীর বিকল্প চাকুরীর কোন ব্যবস্থা নেই, আর যেখানে লোকের প্রয়োজন, সেখানে লোক নেওয়া হচ্ছে না। এমন কি তাদেরকে অন্য বিভাগেও নিয়োজিত করা যেত, কিন্তু তার জন্য সার্থক কোন প্রচেষ্টা সরকার আজ পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নি। সুযোগ ছিল, কিন্তু সেই সুযোগ তারা গ্রহণ করছেন না। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সমস্ত কর্মচারীদের যথেচ্ছভাবে খাটানো হচ্ছে, তাদেরকে ডেপুটেশানে আজ এই ডিপার্টমেন্টে, কাল অন্য ডিপার্টমেন্টে খাটানো হচ্ছে। যেমন বাংলাদেশের যুদ্ধের সময়ে রিফিউজি ক্যাম্প, অর্থাৎ যখন যেখানে খুসী তেমনই করা হচ্ছে এবং মাত্র গত দুই মাস ধরে ঐসব উদ্বৃত্ত কর্মচারীদের পোষ্টের মঞ্জুরী তারা দিচ্ছেন না। কাজেই অবস্থাটা একবার

দেখুন? কর্মচারীদের সম্পর্কে সহযোগিতার মনোভাব নেওয়া হবে বলে এই সরকার বলেছিলেন, তাদের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে। এখন দেখতে পাচ্ছি, তাদের সেই সমস্যাকে জিয়ে রেখেছেন, তাদের সমস্যার সমাধানের কোন পথ তারা আজ পর্যান্তও তাদের সামনে রাখতে পারছেন না। আমরা আরও দেখছি কি? দেখছি ডিষ্ট্রিক্ট এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের হাতে বর্ত্তমানে নাম জারী, ভূমি থেকে উচ্ছেদ এবং ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার মত কাজের ভার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এর জন্য পর্য্যাপ্ত কোন কর্মচারী তাদেরকে দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র বলা হচ্ছে যে সার্ভে সেট আপ তৈরী করা হচ্ছে, তারা এসিষ্ট করবে। কিন্তু সেই এসিষ্টেনস কিভাবে হবে, এটা তো একটা সম্পূর্ণ পৃথক বিভাগ, তার কোন পর্য্যাপ্ত বা একটা সুষ্ঠু পথ আমরা এখানে লক্ষ্য করতে পারছি না। কাজ প্রচুর আছে, অথচ উদ্বৃত্ত যে কর্মচারী তাদের জন্য কোন কাজ নেই। সেখানে ড্রইং এর কাজ অনেক রয়ে গেছে, তাছাড়া অসমাপ্ত কাজ তো অনেক রয়ে গেছে, সেগুলি করার জন্য কোন সুষ্ঠ পথ সরকার আজ পর্য্যন্ত দেখাতে পারছেন না। আজকে আমরা আরও যে অবস্থাটা দেখছি, সেটা হচ্ছে যে সব পরচা জনসাধারণকে দেওয়া হয়েছে, সেইসব পরচা এবং অফিসে যে রেকর্ড আছে তার মধ্যে মিল কোন কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। এই ধরণের বহু ঘটনা সেখানে দেখা যাচ্ছে কেন এটা হল? এটা হচ্ছে অব্যবস্থার ফলে এবং এই অব্যবস্থার ফলে সাধারণ মানুষ আজ দুর্ভোগে ভোগছে। সুতরাং এই অব্যবস্থার জন্য ইমিডিয়েটলি যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে রেকর্ড পুনঃ প্রস্তুত করা। আর যদি রেকর্ড প্রস্তুত করার কাজ করতে দেরী হয়, তাহলে ভূমি সংস্কারের কাজও দেরী হবে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি বর্ত্তমানে যে শাসক আছে, তারা প্রতিশ্রুতি দান করতে ব্যস্ত, তারা আজ পর্য্যন্ত বহু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কোন কাজ আজ অবধি করেন নি। আমরা আরও দেখছি যে আমাদের এই ত্রিপুরা সরকার শাসন ক্ষমতায় এসে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে রি-সেটেলমেন্ট করা হবে এবং ভূমি সংস্কার আইনের পরিবর্ত্তন করে প্রণয়ন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। কিন্তু আমরা দেখছি আজ পর্য্যন্ত সেই রি-সেটেলমেন্টের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। তাই আজকে মানুষের কাছে সমস্ত জিনিষটা স্পষ্ট হয়ে গেছে। আজকে যেখানে আমরা দেখছি যে জনজীবন খরায় এবং দুর্ভিক্ষের ফলে বিপর্য্যস্ত হয়ে গেছে, আজ যে দুর্ভিক্ষ অবস্থা চলছে, এটা স্বীকার করতেই হবে এবং এই অবস্থার মোকাবিলা করতে এই সমাজতান্ত্রিক সরকার যেমন ব্যর্থ হয়েছেন, তেমনি মানুষের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে যে সমস্যা রয়েছে, তার সমাধান করার জন্য সরকার এগিয়ে আসছেন না, বরং তারা নিজেদের কোন্দল নিয়েই ব্যস্ত আছেন। আমরা এখানে ১৯৬৭ সালের কথা বলতে পারি, ১৯৬৭ সালে বর্ত্তমানে যিনি মুখ্যমন্ত্রী তিনি যুক্তফ্রন্টে ছিলেন, তিনি তখন বার বার বলেছিলেন যে তিনি যদি ক্ষমতায় আসেন তাহলে কর্মচারীদের স্বার্থ রক্ষিত হবে। আজকে তিনি মুখ্য মন্ত্রী হয়েছেন এবং ক্ষমতায় এসেছেন, কিন্তু তিনি এখন কোথায়? তাকে এখন কর্মচারীদের স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে না। (কংগ্রেস পক্ষ :- বলছি তো) মুখে বললে হয় না, সেটা কাজে দেখাতে হবে। সেই কাজ দেখাবার মতো এমন কোন পথ আজকে বর্ত্তমান মুখ্যমন্ত্রী

অথবা তার মন্ত্রী সভার সদস্যবৃন্দ আমাদের সামনে রাখতে পারছেন না। যার ফলে আমরা দেখতে পেয়েছি যে এই সরকার ১৯৭২ সালেও কর্মচারীদের স্বার্থ রক্ষায় সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই আমি অনুরোধ রাখব যাতে তাড়াতাড়ি ভূমি সংস্কার সমস্যার সমাধান করা যায় এবং রি-সেটেলমেন্টের মাধ্যমে মানুষের জমির সর্ত্তবলী সম্বন্ধে একটা চুড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন এবং তার সংগে সংগে উদবৃত্ত কর্মচারী যারা রয়েছে, যাদেরকে আজ পর্যান্ত ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সরকার তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসা প্রয়োজন। এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার:—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ২—ল্যাণ্ড রেভিনিউ—এতে সবটা এক্সপেণ্ডিচার ননপ্ল্যান। এতে ৪৬,১ ,০০০ টাকা চাওয়া হয়েছে। এটাকে আমি সমর্থন করি। আর এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে একটা জিনিষের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়। সেটা হচ্ছে সাব-হেড ৮৮। এটা হচ্ছে অ্যালটমেন্ট অব খাস ল্যাণ্ড। সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের যা অবস্থা, আদিবাসীদের যা অবস্থা তাতে ভূমিহীনের সংখ্যা কত তা মন্ত্রী মহোদয়দের বক্তব্য থেকে জানতে পেরেছি। সেখানে ভূমিহীনের সুষ্ঠু পুনর্বাসন দিতে হলে পরে ১২১ টাকার যে স্কীম, যে ব্যয় বরাদ্দ আছে তাতে দেখতে পাচ্ছি য প্রতি বছর ২,০০ এর বেশী পরিবারকে আমরা সেটেলমেন্ট দিতে পারব না। সেখানে একটা জিনিষ দেখা দরকার যে ভূমিহীনরা যারা খাস ভূমি দখল করে আবাদ করছে এবং ফসল উৎপাদন করছে কষ্ট করে, যদিও সেখানে সেচের কোন ব্যবস্থা নাই তথাপি নিজের শ্রম দিয়ে পরিবারের সকলে একসংগে খেটে যে ফসল উৎপাদনের চেষ্টা করছে তাদের প্রতি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার যাতে অন্তত পক্ষে ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত খাস ভূমি রয়েছে সেগুলি সার্ভে করে কতগুলি রিজার্ভ ফরেষ্ট, রিফিউজি কলোনী বাদ দিয়ে, সরকারের কোন প্রতিষ্ঠান করার সম্ভাবনা যেখানে রয়েছে সেই সমস্ত জায়গা বাদ দিয়ে, বাকী জায়গাগুলি সম্পর্কে, খাস ল্যাণ্ড সম্পর্কে সরকারের নখ দর্পণে থাকার কথা। তা না হলে যারা ভূমিহীন, কষ্ট করে ভূমি আবাদ করছে তাদের আমরা ভবিষ্যত অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দিচ্ছি, তা না হলে তাদের কোন আশা ভরসা . . উদাহরণস্বরূপ আমার বহু জায়গা জানা আছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সংক্ষেপে বলছি কারণ আমার সময় কম, ঘোড়াকাপ্পা জিরানিয়া ব্লকে একটা জায়গা আছে। সেখানে সিডিউল্ড কাষ্ট এবং অনগ্রসর সম্প্রদায়ের কতগুলি ভূমিহীন মানুষ পাঁচ বছর ধরে সেখানে অনেক কষ্টে টিলা জায়গা আবাদ করে বসবাস করছে। তারা এই আশা করে যে তারা মাত্র পাঁচ কানি করে ভূমি পাবে, পাওয়ার দরকার, পেতে চায়। কিন্তু আমরা দিতে পারছি না। আজকে আমরা এই কথা বলতে যাচ্ছি না অমরেন্দ্র বাবুর সঙ্গে সুর মিলিয়ে যে আমরা সমাজতন্ত্রের বুলি আওড়াচ্ছি সমাজতন্ত্র যেখানে কায়েম করতে যাচ্ছি সেখানে আমাদের কাজও চলছে সেইভাবে। সেখানে আমরা ভূমিহীন গরীব মানুষকে পাঁচ কানি করে জায়গা দিতে পারছি না সেটা বাস্তবিকই পরিতাপের বিষয়। আমি সরকারকে বলছি না যে এত যে জিনিষটা তারা রাতারাতি করতে হবে। কিন্তু সেই সমস্ত প্রচেষ্টা কোথায়? সেই সমস্ত প্রচেষ্টার অভাব রয়েছে। কারণ সেখানে ভূমিহীন রয়েছে ৫০০ পরিবার, একটা পরিবারকেও আমরা জায়গায় বসাতে পারি নি, সেটেলমেন্ট দিতে পারি নি। তাহলে কি আশায় কি ভরসায় পাহাড় জংগল টিলা জায়গাতে ভূমিহীন মানুষ

যারা খেটে যাচ্ছে যারা কৃষি কাজ ভাল জানে তারা কি করে ফসল উৎপাদন করবে যদি সেই জায়গায় তাদের অধিকারের সামান্য সম্ভাবনা দেখতে না পায়? সেজন্য আমি বলছি স্যালটমেন্ট অব খাস ল্যাণ্ডের সরকারের নখদর্পণে থাকা দরকার কতটুকু ভূমি আছে এবং তার মধ্যে আমরা কতজনকে জায়গা দিতে পারব। তা না হলে পরে ভূমিহীন সমস্যার সমাধান হবে না। আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন দিক দিয়ে বিভিন্ন সাব-ডিভিশনে আজকে ফরেষ্ট রিজার্ভ দখল করছে। কারণ কি? কারণ আজকে তাদের জায়গার প্রয়োজন। বিভিন্ন জায়গায় এলোমেলো ভাবে বসছে। কেউ কেউ বলছে তাদের প্ররোচনা দেওয়া হচ্ছে. আমিও বলছি হয়ত কেউ কেউ প্ররোচনা দিতে পারে। কিন্তু যারা বসছে তারা কিসের আশায় বসছে? তারা বলছে আমাদের এমনিতে পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। তাই আমরা যে যেখানে পারছি বসে যাই। তাই তারা জায়গা দখল করে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বিভিন্ন চা বাগানে অনেক জায়গা আছে যেখানে ভূমিহীনেরা দখল করে আছে। কেন? কারণ তাদের কোন আশা ভরসা নাই। তাদের জন্য একটা গঠনমূলক নীতি নিতে হবে আমাদের সরকারের। তা না হলে অসুবিধা দেখা দেবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আর একটা জিনিষ হচ্ছে ২ এর সি। সেটা হচ্ছে সার্ভে অব বাউণ্ডারী মার্কস। এ বিষয়ে ১৯৭২-৭৩এ এই ল্যাণ্ড রেভিনিউ খাতে ৪৫,২৭,০০০ টাকা ছিল। তারপর রিভাইজড এষ্টিমেটে এটা ৪৪,১২,০০০ টাকা হয়েছে। এবার আমরা ১,৯৮,০০০ টাকা বেশী বাজেটে চেয়েছি। তাহলে কি এটা বলব যে আজ পর্য্যন্ত সার্ভে করার অবস্থা আমরা গড়ে তুলতে পারি নি? পারিনি বলেই আজকে এলোমেলোভাবে চলছে। কাজেই আমি সরকারকে হুঁশিয়ার বা সাবধান করে দিতে চাই যদি তাড়াতাড়ি এই খাস ভূমি, ফরেষ্ট রিজার্ভ কলোনী এবং অন্যান্য আরবন এলাকায় এবং রুর‍্যাল এলাকায় ভাগ করে যদি আজকে সরকারের নখদর্পণে না থাকে সার্ভে করে তাহলে সেটা কিছুতেই চেক করা যাবে না। তার জন্য আগে থাকতে প্রটেকশান দিতে হবে। না হলে পরে অসুবিধা হয়ে যেতে পারে. আজকে বহুদিন যাবত ত্রিপুরা রাজ্যে মহারাজার আইন করে কোন কোন গাঁওসভাকে পার্টলী রিজার্ভ করে রেখেছেন, এনটায়ার গাঁওসভা পর্য্যন্ত, এনটায়ার রেভিনিউ ভিলেজ রিজার্ভ হয়ে আছে। সেখানে কি অসুবিধা? সেখানে অসুবিধা হচ্ছে আদিবাসীদের স্বার্থে আদিবাসীদের জমিতে বসিয়ে রাখার জন্য, আদিবাসীরা যাতে বিভ্রান্ত হয়ে জমি বিক্রি করে চলে যায় তার জন্য আজকে রিজার্ভ করা হয়েছে। এটা আমি মানি। এটা খুব ভাল। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আজকে যে সমস্ত রেভিনিউ ভিলেজগুলি পার্টলী রিজার্ভ করে রাখা হয়েছে, আজকে ট্রাইবেল রিজার্ভ করে রাখা হয়েছে, সেগুলিতে অ-আদিবাসীদের অসুবিধা হচ্ছে। কি করে অসুবিধা হচ্ছে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়? সেটা হচ্ছে এই যে তারা এই পার্টলী রিজার্ভভুক্ত হওয়াতে এবং তার ডিমারকেশান না হওয়াতে আজকে যারা নন-ট্রাইবেল তাদেরও রিজার্ভের মধ্যে ধরা হয়। অথচ তাদের ছেলেমেয়েদের

লেখাপড়ার জন্য, তাদের জীবিকার জন্য, সরকার থেকে লোন নেওয়ার জন্য তারা সেগুলি বিক্রি করতে পারছে না। আজকে তাদের সেটেলমেন্টের কাছে যেতে হয় যে আমার জায়গা রিজার্ভের মধ্যে না বলে সার্টিফিকেট দাও। সেখানেও সেটেলমেন্ট দিচ্ছে না। তাই সেটাও বন্ধ। যদি এটা ঝুলিয়েও রাখা হয় তবু আমি জানি যে সেটা একদিন করতেই হবে। যদি বাউণ্ডারী পিলার দিতেই হয় তাহলে এত গরিমসী কেন করা হচ্ছে? কাজেই আমি বলছি খুব তাড়াতাড়ি সেটা করার জন্য সাজেশান রাখছি সরকারের কাছে এবং তার সংগে সংগে আর একটা বলতে চাই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় যে কেন আজকে খাস ল্যাণ্ডর আবাদ করে ভূমিহীনদের দেওয়ার জন্য বলছি? সেখানে খাস ল্যাণ্ড আবাদ করে ভূমিহীনদের দিলে পরে আমাদের রেভিনিউ বাড়বে। আমরা দেখেছি আমাদের বাজেটের মধ্যে অনুদান নাই। সেখানে আমাদের রেভিনিউ বাড়ানোর প্রয়োজন আছে এবং আমাদের রেভিনিউ বাড়াতে গেলে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখেছি পঞ্চায়েত যে সমস্ত জায়গা সেটেলমেন্ট চাইছে নজর দিয়ে—পঞ্চায়েত থেকে চাইছে আমরা নজর দিয়ে গোচারণভূমি করব পঞ্চায়েত থেকে চাইছে নজর দিয়ে ফিসারী করার জায়গা আমাদের ফিসারী করার জায়গা দেওয়া হউক। পঞ্চায়েত থেকে চাইছে আমাদের হর্টিকালচার করার জন্য আমাদের দখলীকৃত বা আমরা যে সব জায়গা আবাদ করেছি সে সব জায়গা আমাদের বন্দোবস্ত দেওয়া হউক। দিচ্ছে না দিচ্ছে না সরকার থেকে দিচ্ছে না। সরকার কেন দিচ্ছে না আমি জানি না (গণ্ডগোল) মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে স্পেসিফিক অভিযোগ যদি আনেন তাহলে আমরা দেখব। আমি স্পেসিফিক বলছি—স্যার ইষ্টব্লক, জিরানিয়ার অন্তর্গত পুর্ব্বনোয়াগাঁও গাঁও সভা যেখানে পঞ্চায়েত থেকে ৯ বছর পর্য্যন্ত ২৫ কানি খাস ভূমি গোচারণ, ফিসারী এবং বাগান করার জন্য বন্দোবস্ত চেয়েছে। আজকে ৯ বছর হল তারা পাচ্ছে না। নজর দিয়ে নিতে চাইছে পাচ্ছে না। যেখানে সরকার রেভিনিউ পাবে সেখানেও দেওয়া হচ্ছে না। তাই আমি বলতে চাই আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কোন আয় নাই। শুধু ব্যয় তাহলে আমি কেন বলব না পঞ্চায়েত নিতে চাইছে উপযুক্ত নজর দিয়ে তাকে কেন দেওয়া হচ্ছে না। আমি সরকারকে উপলক্ষ্য করে মাননীয় মন্ত্রীদের কাছে বলব যে আপনারা দয়া করে এই সব দিকে নজর দিন। এইগুলি অত্যন্ত ভাল জিনিষ আদর্শ সৃষ্টি করার মত জিনিষ। কেউ কোন সমালোচনা করে দোষ দিতে পারবে না এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার নয় এটা পঞ্চায়েতের ব্যাপার এটা জনসাধারণের সম্পত্তি হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় সেটেলমেন্ট থেকে কিছু কর্ম্মচারীকে অন্য ডিপার্টমেন্টে ঠেলেদিয়েছে —দিয়েছে তাদের কাজ করার জন্য। কিন্তু তাদের চাকুরী এখনও পার্মানেন্ট হয় নাই তাদের ভবিষ্যত কি তারা রিটায়ার করলে তাদের কি অবস্থা হবে তাদের কিছু নাই তাদের এই যে অনিশ্চয়তা এটা অস্বীকার করা যায় না। কাজেই আমি উনার সঙ্গে এক মত আমি মাননীয় সদস্য

অমরেন্দ্র শর্ম্মার সংগে একমত। তবে উনি যে ভাবে বলেছেন সেটি হচ্ছে দলীয় ব্যাপার মাননীয় সদস্য নির্দলীয় সদস্য কিন্তু উনি আর একটি দলের সংগে সুর মিলিয়ে কথা বলেছেন আর আমি সুর মিলিয়ে কথা বলছি না। আমার কথা হচ্ছে সেই সব ষ্টাফদের সম্পর্কে একটা সিকিউরিটি দেওয়া হউক দয়া করে সেজন্যই আমি বলছি। আর একটা কথা হচ্ছে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আপনি শুনেছেন আপনার মাধ্যমে বলা হয়েছিল—মন্ত্রীরা শুনেছেন মাননীয় সদস্যদেরও নজরে এসেছিল সেটি হচ্ছে সেটেলমেন্ট থেকে কিছু নন-গেজেটেড এবং গেজেটেড কর্ম্মচারী ট্রেজারী ইত্যাদি অফিসে ট্রান্সফারড হয়েছেন। যেটি এই হাউসকে ইম্‌প্রেসড করেছেন। সেটি আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় শেষ করব (গণ্ডগোল) সেই ব্যাপারটী হাউসকে পুরাপুরি ইম্‌প্রেস্‌ড করেছে—সেটি হচ্ছে তাদের এনমেলী রয়েছে। তাদের এনমেলী রয়েছে তাদের সেইম ডিউটি তারা করে যাচ্ছে কাজেই তাদের রিপার্কেশান আসা স্বাভাবিক। এই ব্যাপারে তাদের সংকোচ এটা ভেসে উঠে। কারণ তারা একই কাজ করছে তাদের কোয়ালিফিকেশান এক অথচ তাদের বেতনের বেলায় বৈষম্য সেই অবস্থায় কর্ম্মচারীদের মনের অবস্থা কি হবে সেই দিকটা একটু বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করছি। আমি আর বেশী সময় বাড়াতে চাই না এই বিষয়ে। হাউসে অনেক কথা বলেছেন মাননীয় সদস্য প্রফুল্লবাবু উনার প্রশ্নের উত্তরের সময়—তাদের এনমেলিজ আছে এই হাউসের সমস্ত সদস্য একমত এটা দূর করে সেইম স্কেল করা হউক সেজন্য এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই কথা বলতে চাই যে কোন বিষয়ে আজকে সরকার সমানভাবে সুষ্ঠু বন্টন নীতি সুষ্ঠু নীতি নেবেন—সমালোচনা আসবে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় সমালোচনা অপজিশান থেকে আসবে আমাদের দিক থেকেও আসতে পারে কিন্তু সেই সমালোচনাকে ভয় করে সুষ্ঠু নীতির উপর নির্ভর করে সরকার চলবে না এটা কোন মতেই হতে পারে না। এই বলে এই ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় ল্যাণ্ড রেভিনিও ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা করতে গিয়ে আমি প্রথমেই বলতে চাই ভূমি সংস্কার সম্পর্কে সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন গত কয়েক বছর আগে আমরা দেখছি তার সম্পূর্ণ ব্যর্থতা। এইদিকে থেকে আইন আছে তার নিয়মাবলী আছে কিন্তু একটা বর্গাদারও তার শেয়ার এখন পর্য্যন্ত পায়নি। একটা বর্গাদারের নামও রেজিষ্ট্রি হয়নি। আমরা দেখছি উল্টো হচ্ছে ঐ সমস্ত বর্গাদারদের ভূমিদাস হিসাবে মজুর হিসাবে একটা ফর্মে স্বাক্ষর করিয়ে মজুর হিসাবে কাজ করাচ্ছে। তাদের শেয়ার বর্গাদারদের যে অংশ সেই অংশ বর্গাদারদের প্রাপ্য সেটি মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছেন সম্পূর্ণ ভাবে। আমরা আরও দেখতে পাই ল্যাণ্ডলেসদের ব্যাপারে ভূমিহীনদের ব্যাপারে তাদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা আজও সুষ্ঠু ভাবে হয়নি। আমরা আরও দেখতে পাই

সিলিংয়ের ব্যাপার নিয়েও। আমি খুব বিস্তৃত আলোচনায় যেতে চাই না আমরা লক্ষ্য করেছি সাড়ে বাষট্টি জমি রাখতে পারে আইনে আছে। এই সংগে একটা উদাহরণ দিয়ে আমি আলোচনা রাখছি। সোনামুড়া মহকুমাতে একজন বড় তালুকদার তিনি ব্যবসা করে থাকেন কনট্রাকটারী করেন লক্ষ লক্ষ টাকার—অমৃত কুমার রায় তিনি ১০০ কানি জমি কিনলেন। নিজের নামে ডকুমেন্ট করলেন। রেজিষ্ট্রি অফিসে গিয়ে দলিল করলেন। সরকারী আইনে আছে সাড়ে বাষট্টি কাণির বেশী জমি রাখতে একজন রাখতে পারবেন না। তিনি কিনলেন কি করে? কোন নির্দ্দেশ আছে কোন হিসাব আছে? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় শুধু কি তাই—তারপর জানাজানি হল হৈ চৈ হল প্রমাণ হল এই ভাবে বাড়তি জমি নাকি রেখেছেন। ইতিমধ্যে জানাজানি হওয়ার পর নিজের ব্যক্তিগত নামে না রেখে ভাগাভাগি করলেন বাবার নামে মায়ের নামে কাকার নামে ভাইয়ের নামে ভাগাভাগি করলেন। কেউ কেউ নাকি কুকুর বিড়ালের নামেও জমি কিনছেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, শুধু কি তাই, তারপর যখন জানা-জানি হয়ে গেল, হৈ চৈ হল যে এইরকম বাড়তি জমি অনেকের নামে আছে, তখন নিজের ব্যক্তিগত নামে না রেখে বাবার নামে, কাকার নামে, মায়ের নামে, ভাইয়ের নামে নানাজনের নামে ভাগ বাটোয়ারা করে দেওয়া হল। শেষ পর্য্যন্ত কুকুর, বিড়ালের নামে জমি ভাগ করে দেওয়া হল, তাদের ও তাদের পরিবারের অংশিদার করা হল। মাননীয় স্পীকার, স্যার ফেমিলি সম্পর্কে বলতে হয়, ফেমিলি হোলডিং'এর অনেক উপরে জমি রেখেছেন বড় বড় জোতদার ফেমিলি হোলডিং'এর বাড়তি জমি নিজের পরিবারের ভিতর ৫/৬/৭ জন সদস্য, তাদের পাঁচটি পরিবারে ভাগ করে সমস্ত জমি পাঁচ ভাগে ভাগ করে ফেললেন। এই সমস্ত সুযোগ কে করে দিয়েছেন, গতবার বছরে এই সরকার তাদের সুযোগ দিয়েছেন। ওঁরা কৃষি বিপ্লবের কথা শুনান, সবুজ বিপ্লবের কথা শুনান। সমাজতন্ত্রের দিকে বড় দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে না। সেইসব স্বপ্ন দেখান। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ভাইটাল কোয়েশ্চান হচ্ছে ভূমি, জমি এটা সকলেই এখন স্বীকার করছেন। আমরা বারবার এটা সম্পর্কে চীৎকার তুলেছি, সমস্ত ভারতবর্ষের কৃষক বহু আন্দোলন করেছে। ত্রিপুরার কৃষকরা অভুতপূর্ব বীরত্বের সাথে বিভিন্ন লড়াই করেছে এবং তার জন্য বিভিন্ন সময়ে সরকারী আক্রমণের মুখে তাদের পড়তে হয়েছে। আজকে যে কৃষক চাষ করে, যে লাঙলের খুঁটি ধরে, তাদেরকে জমি দিন, মাননীয় স্পীকার, স্যার, তাদেরকে ফসলের পুরো মালিকানা দিন, পুঁজি দিন সেই জমিতে চাষ করার, জমিতে প্রচুর ফসল উৎপাদন করার জন্য, তাতে তার পকেটে পয়সা আসবে, সেই তার উৎ-পাদিত ফসল নিয়ে বাজারে গিয়ে উপস্থিত হবে, এবং তার সংগে সংগে ছোট ছোট ব্যবসায়ী—তাদের পকেটে পয়সা আসতে পারে, তাদের অর্থ সংকট এইভাবে দূর হতে পারে। গ্রামে গ্রামে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকার, তারা প্রত্যেকে টিউশানি করতে পারে গ্রামে প্রত্যেকটা কৃষকের পরিবারে, তারা টিউশানি করতে অক্ষম, কারণ কৃষকরা পয়সা খরচ করতে পারে না, তাদের ঘরে খাওয়া নাই, তাদের হাতে জমি নাই, কৃষক আজকে ভূমি হারা হচ্ছে। কত কৃষক ভূমিহীন হচ্ছে, তার হিসাব আমি এখানে আনছি না। ১৯৭১ সনের সেনসাস রিপোর্ট এবং ১৯৬১ সনের যে সেনসাস রিপোর্ট—এই দশ বছরের

কারাকে কত বেশী ভূমিহীন হয়েছে, সেই সেনসাস রিপোর্টেই প্রকাশ পাচ্ছে। সেই রিপোর্ট দেখলেই দেখা যায় গ্রামের মানুষ যাদের হয়তো অল্প স্বল্প জমি ছিল, তারা আরও বেশী ভূমিহীন হয়ে যাচ্ছে, তারা ক্রমশঃ জমি হারিয়ে ফেলছে সমস্ত বড় বড় জোতদার এবং মহাজনদের কুক্ষিগত হয়ে যাচ্ছে সেই সমস্ত জমি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জমির সিলিং'এর কথা বলতে চাই। ইদানীং কালে কংগ্রেস সংগঠনের নেতাদের কণ্ঠে, কেন্দ্রীয় নেতাদের, এবং মন্ত্রী-দের কণ্ঠে আমরা শুনি যে পঞ্চ বার্ষিকী পরকল্পনায় নানা রকম ছক কেটে শুনানো হয় সিলিং করলে সমস্ত ভারতবর্ষের প্রতিটি কৃষকের মুখে হাসি ফুটবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সিলিং করলেই যে এই সমস্যার সমাধান হবে না, সেটা প্রমাণ হয়ে গেছে। ত্রিপুরা রাজ্যে সিলিং করা হয়েছিল সাড়ে ৬২ কানি হিসাবে, কিন্তু প্রমাণ হয়ে গেছে কিভাবে হাত বদলি হয়ে গেছে, জমি কিভাবে নানাভাবে ভাগ বাটোয়ারা করে সমস্ত পরিবারগুলির ভিতর, স্বজনদের ভিতর ভাগ করে কিভাবে সিলিংএর উপর জমি ভোগ করছেন, তা প্রমাণ হয়ে গেছে। তাই ওরা সিলিং'এর গল্প শুনাচ্ছেন। ওরা একজামশানের প্রশ্ন তুলেছেন, এটা, ওটা একজাম্‌ট করতে হবে, ফেমিলির প্রশ্ন তুলেছেন, কিন্তু তারা ফেমিলি পরিস্কার কোন ডেফিনিশান দিতে পারেন নাই। ছেলে বলছেন আমি একটি পরিবার, বাবা বলছেন আমি একটি পরিবার, মা বলছেন আমি একটি পরিবার, এমনও শুনা যায় যে কোর্টে গিয়ে রেজিস্ট্রী করে তালাক নামা বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে সম্পত্তি ভোগ করার জন্য। একই ঘরে থাকছেন, ঘুমুচ্ছেন, খাচ্ছেন, সম্পত্তির ব্যাপারে বলছেন আমরা আলাদা হয়ে গেছি। এইভাবে সমস্ত চলছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যেও সেই ঘটনা ঘটছে, তার বহু ইতিহাস রয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, সিলিং ঘোষণা করে এই সমস্যার কোনদিন সমাধান হবে না—হতে পারে না। টী গার্ডেনের যে সমস্ত একসেস জমিগুলি আছে, খাস জমিগুলি আছে. নানাভাবে টী গার্ডেনের মালিকরা, মেনেজাররা ভোগ দখল করছেন। সেগুলি কেন সরকার দখল করে নিচ্ছেন না, কেন সেগুলি বিনা ক্ষতিপূরণে নেওয়া হচ্ছে না এবং সেখানে ভূমিহীনদের পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে না, ল্যাণ্ডলেসদের দেওয়া হচ্ছে না? মাননীয় স্পীকার স্যার, ফেমিলী সম্পর্কে নির্দিষ্ট-ভাবে আমরা জানতে চাই, কাকে কাকে নিয়ে পরিবার হবে। আমরা স্পেসিফিক হিসাব চাই সারা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি পরিবারের কোন কোন পরিবার নানাভাবে গোপনে চুরি করে জমি আটক করে রেখেছে। আমরা শুনেছি ত্রিপুরা রাজ্যে বড় বড় অফিসাররা নানাভাবে জমি চুরি করে নিজেদের সম্পত্তি করে রেখেছে। কেউ কেউ আগরতলা সহর থেকে গাড়ী পাঠিয়ে তেলিয়ামুড়া, জিরানীয়া পাঠিয়ে নানা জায়গা থেকে বছরের ফসল মহাজনদের মত পুরো বছরের ফসল'এর অংশ গাড়ী পাঠিয়ে, ট্রাক পাঠিয়ে আনছেন, কেউ কেউ বৎসরের খোরাকী খেয়ে আবার বাজারে বিক্রী করেন বড় বড় অফিসাররা, হাজার টাকা মাইনের অফিসাররা মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখানে বলতে চাই যে বর্তমান যে শাসক গোষ্ঠি এবং তার যে দল, সেই দলের যে দুর্নিতী, সেই দল যে নীতিতে চলছে, সেই নীতিতে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকেরা কোন রকম সমস্যার সমাধান হতে পারেনা। ল্যাণ্ড রেভিনিউর প্রশ্ন, ল্যাণ্ডলেসের প্রশ্ন, এই সব প্রশ্নের সমস্যার সমাধান হতে পারেনা। এই কাঠামোর ভিতর থেকে যত আইন

তৈরী করা হউক না কেন—আইন তৈরী করে করে কৃষককে প্রলোভন দেখান। নানারকম আইন তৈরী করে যত শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি আছে, প্রগতিশীল যারা আছে, যারা বুঝতে পারছে যে কৃষকের সমস্যা সমাধান, ঐ জমিই একমাত্র সমস্যার সমাধান তাদের এই আইন করে করে প্রলোভন দেখান হচ্ছে কিন্তু এই আইন প্রকৃত পক্ষে কোন সমস্যার সমাধান করতে পারবেনা। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা লক্ষ্য করছি দিনের পর দিন ছোট ছোট কৃষক জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে, বর্গাদার এক বছরের বেশী কোন জমিতে টীকতে পারছেনা, কোন বর্গাদারে নামে জমি রেজিস্ট্রী করতে পারছেনা। আমি এস. ডি. ও'র কাছে নিজে পাঠিয়েছি, আমি নিজে ডেপুটেশান দিয়েছি এবং বর্ত্তমান মেম্বার হওয়া অবস্থায় আমি নিজে লিখেছি এস. ডি. ও'র কাছে, আজকে পর্য্যন্ত কোন বর্গাদারের নামে কোন রেজিস্ট্রী হয় নাই। আমাদের বিরোধী দলের নেতা শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী তিনি চিফ সেক্রেটারী, চিফ মিনিষ্টার'এর কাছে বিভিন্ন লিষ্ট পাঠিয়ে পাঠিয়ে, ডি, এম'এর কাছে নাম পাঠিয়েছেন, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত একজন বর্গাদারের নামও রেজিস্ট্রী হয় নাই। এই বর্গাদারদের যে রাইট তা রক্ষা করেননি। মাননীয় স্পীকার স্যার, ভেষ্টেড ইন্টারেষ্টে সমস্ত জমির উপর কায়েমী সার্থ চালিয়ে যাচ্ছেন—বড় বড় জোতদারেরা মহাজনরা এই সরকারের সহযোগিতায় সরকারী সাহায্যে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, একদিক থেকে এর সঙ্গে রয়েছে মহাজন'এর শোষণ এবং অন্যদিক থেকে ভেষ্টেড ইন্টারেষ্টের খেলা। তাদের চাপে পড়ে সমস্ত জমি থেকে তারা উচ্ছেদ হচ্ছে কৃষক। একদিকে মহাজনদের শোষণ অন্যদিকে দারিদ্র সংকটের জ্বালায় তারা বাধ্য হচ্ছে সামান্য জমিটুকু যা তাদের ছিল অল্পদামে মহাজনদের কাছে বিক্রী করে দিতে। এইভাবে আজকে কৃষক জমিহারা হয়ে যাচ্ছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি উল্লেখ করতে চাই, জমি অনেক দেওয়া হয়েছিল। (রেড লাইট) মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার একটু সময় লাগবে। আমি অল্পতে শেষ করব।

মিঃ স্পীকার :—আপনার কতটুকু সময় চাই ?

শ্রীসমর চৌধুরী :—১০ মিনিট।

মিঃ স্পীকার :—আপনি অনুগ্রহ করে পাঁচ মিনিটে শেষ করুন। আরও সদস্য বলবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :—আমাদের তরফ থেকে আর কেউ বলবেননা। আমি কিছুক্ষণ আগেই বলেছিলাম যে আমার আধ ঘন্টা সময় চাই।

আমি বলতে চাচ্ছি মাননীয় স্পীকার, স্যার, ধর্মনগরে লালছড়ি গ্রামে ১০টি পুনর্ব্বাসনপ্রাপ্ত চাকমা পরিবার—এখন মাত্র সেখানে চারটি পরিবার আছে, তাদের সামান্য সামান্য জমি আছে, আর বাকী যে পরিবার গুলি সেই বাড়ীগুলি অসহায় অবস্থায় সেখানকার আশেপাশে ঘুরছে, এই হচ্ছে অবস্থা। মাননীয় স্পীকার, স্যার কমলপুরের কথা বলতে হচ্ছে সেখানে বড় বড় জোতদারদের হাতে কিভাবে সমস্ত টাকা ভূমিহীন পুনর্বাসনের নামে দেওয়া হয়, তারই একটা নমুনা আমি এখানে আনছি। ৬।৪।৭৩ তারিখে সেখানে ৬শ' টাকা করে এক কিস্তির টাকা দেওয়া হয়েছে, আমি তাদের নাম এখানে উল্লেখ করতে চাই। ক্ষীরোদ দেব, পিতা বিনোদ দেব, নিরোদ দেব, পিতা বিনোদ দেব. হরেন্দ্র দেব, পিতা বিনোদ দেব, এরা একই পরিবার

ভূক্ত, কিন্তু আলাদা আলাদা নাম লিখিয়ে তারা পুনর্ব্বাসনের টাকা নিয়ে গেছে এবং পুনর্ব্বাসনের জমি তাদের নামে এ্যালট করিয়েছে। কি করে হয় এইগুলি ? মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আরও উল্লেখ করতে চাই কমলপুরের নাগিছড়া মৌজায় নরেশ দেব, পিতা শ্রীঅক্ষয় দেব, তিনি এক দ্রোণ উপর জমির মালিক, তাকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে, ৬শ টাকা তাকে দেওয়া হয়েছে পুনর্ব্বাসনের টাকা। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই রকম আরও আছে। নরেশ দেব, মাখন দেব, পিতা মৃত কালিকুমার দেব, একজন বড় জোতদার নাগিছড়া গ্রামে তাকে ৬ | ৪ | ৭৩ইং তারিখে ৬শ' টাকা এবং জমিও দেওয়া হয়েছে। কম করে তিনি ৩০ | ৪০ কানি জমির মালিক। এইভাবে আমি দেখাতে চাই কিভাবে ভূমিহীনের পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে এবং কিভাবে তারা বড় বড় জোতদারদের ভেষ্টেড ইন্টারেষ্টকে পোষণ করছেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ঐ নাগিছড়া মৌজাতেই ১৪টি পরিবার, এখানে আমি নাম উল্লেখ করছিনা, উপজাতি পরিবার, অ-উপজাতির নিকট অত্যন্ত কম দামে তারা না খেতে পেয়ে, অত্যন্ত কম দামে তাদের জমি বেচে দিতে বাধ্য হয়েছে। তার একটা লিষ্ট মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি হাউসে পেশ করতে পারি।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি যদি অনুমতি দেন আমি এই হাউসে সেইটা পেশ করতে পারি। পূর্ণচন্দ্র দেববর্মা, সূর্য্যপতি দেববর্মা, মনীশ দেববর্মা, তারা ৫/১০ খানি করে পেয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখানে বলতে চাই শুধু কি এইটুকু। সরকারের এই নীতির মধ্যে, আমি একটা ইতিহাস তুলে ধরতে চাই যে সেটেলমেন্টের, সেটেলমেন্ট দপ্তরের ডি, সি, নাথ তিনি কংগ্রেস কর্মী একটা কাণ্ড করেছেন, এক একটা কেলেংকারীর সৃষ্টি করেছেন। ধর্মনগরের ধীরেন্দ্র দত্ত তিনি একটা কাণ্ড করেছেন আমি শুনেছি যে সাতাশশো টাকা তিনি ধর্মনগরের একটা অঞ্চল থেকে তিনি রেভেনিউ কালেকশন করেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, সরকারের তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল, কয়েকটা বছরের—

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—পয়েন্ট অব অর্ডার, যারা আমাদের হাউসে নেই তাদের নামে তিনি তো স্যার, এখানে কিছু বলতে পারেন না।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই সম্পর্কে বলতে পারি না রোল্‌সে এমন কোন কথা নেই। আমার এই অধিকার আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, ঐ ধীরেন্দ্র দত্ত কংগ্রেসের একজন ঘনিষ্ট কর্মী; তিনি আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর অত্যন্ত পেয়ারের লোক। ওখানকার গ্রামের লোক তাকে ধীরেন্দ্র দত্ত বলে চিনেন না। তিনি অত্যাচারী বলে সেখানে পরিচিত। উনি এসেছিলেন, এখানে বনমালীপুরে থাকতেন তিনি, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ীর কাছেই থাকতেন তিনি। সাতাশশো টাকা কালেকশন করেছেন সেখানকার লোকের কাছ থেকে। এই সম্পর্কে স্পেসিফিক কমপ্লেন করেছেন। কোন ব্যবস্থা হয় নি। আমি শুনেছি আমাদের এখানের মাননীয় সদস্য শ্রীরাধারমণ নাথ তার সম্পর্কেও কমপ্লেন করেছিল কিন্তু এই সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। মাননীয় স্পীকার স্যার, কংগ্রেসী কর্মীদের এই সমস্ত কাণ্ডকারখানা আজ সমস্ত গ্রামে গ্রামে হচ্ছে।

শ্রীরাধারমণ নাথ :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন আমি তার চেলেঞ্জ করছি। আমার সম্বন্ধে এই রকম কোন কমপ্লেন নেই। এইটার তদন্ত করা হোক। এই রকম অসত্য—

শ্রীসমর চৌধুরী :— ঠিক আছে, মাননীয় স্পীকার স্যার, রাধারমণবাবু যখন নিজে আপত্তি করছেন, আমি সেইটা এই হাউস থেকে উইথ্‌ড্র করছি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, উনি বলেছেন যে উনি শুনেছেন কোন শুনা কথাতেই কি কোন ঘটনা হয়?

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্য রাধারমণ নাথের নাম আমি উইথ্‌ড্র করছি।

মিঃ স্পীকার :—The speech in connection with Shri Radha Raman Debnath, M. L. A. should be expunged from the proceedings of the House.

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য রাধারমণবাবুর নাম বলেছিলাম, আমি আর সেই নাম এখানে উল্লেখ করতে চাই এই ব্যাপারে, সেই নাম আমি প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। উনি নিজে আপত্তি করেছেন। কিন্তু আমি বলতে চাই ইনছুব আলী, গোপেন্দ্র দাস তারা কমপ্লেন করেছেন ধর্মনগরের এস, ডি, ও,র কাছে, আমি নির্দিষ্টভাবে নাম উল্লেখ করলাম আমি চেলেঞ্জ করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তথ্য প্রমাণিত হবে।

শ্রীরাধারমণ দেবনাথ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এইভাবে হাউসকে মিসলিড করা বোধ হয় ঠিক নয়। আমি বলছি এইটার ইনকোয়ারী হোক।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলেছিলাম ডি, সি, দেবনাথ, তিনি অ্যাসিস্টেন্ট সেটেলমেন্ট অফিসার, তিনি কুকীর্তির দিক থেকে অনেক—

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে প্রায়—

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সেই ডি, সি, দেবনাথ খোয়াইয়ে তিনি দুই হাজার একর জমি তিনি কল্যাণছড়াতে জমি অ্যালট করেছেন, অ্যালটমেন্ট রেজিষ্টার আছে, সেই অ্যালটমেন্ট রেজিষ্টার দেখা হোক দেখা যাবে সেখানে একটি ভূমিহীনকেও জমি দেওয়া হয় নি। সেখানে নানাভাবে কারচুপি করা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, সারা ত্রিপুরাতে উপজাতি যেসমস্ত জনগণ আছে তাদের সমস্ত জমি হস্তান্তরিত হয়ে যাচ্ছে অউপজাতিদের হাতে। এই অউপজাতীদের হাতে হস্তান্তরিত অবস্থায় এই উপজাতীরা যারা নাকি জুমিয়া বা উপজাতী অনুন্নত ওরা আসতে আসতে অসহায় অবস্থায় পাহাড়ের দিকে জংগলের দিকে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এদের হাতে কোন ব্যবসার সুযোগ নেই, এরা ব্যবসা করা জানে না, এরা উন্নত নয়, কিন্তু তাদের অন্য কোন পথও নেই। একটি মাত্র পথ আছে যে তারা শুধু জমি করে খেতে পারে। আগে জুম করতো কিন্তু তাদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা করতে গিয়ে আজকে সেই অউপজাতীদের হাতে সমস্ত হস্তান্তরিত জমি, যেখানে উপজাতী অধ্যুষিত এলাকা সেই এলাকাতে ফরেষ্ট রিজার্ভ হয়েছে। অবিলম্বে সেই ফরেষ্ট রিজার্ভ যদি তুলে না নেওয়া হয়—

শ্রীমনছুর আলী :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, উনি স্পীকারের দিকে আঙ্গুল নির্দেশ করছেন।

মিঃ স্পীকার :— না উনি স্পীকারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন নি, উনার বোধ হয়—

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, উপজাতী অধ্যুষিত এলাকাকে যদি অবিলম্বে ডিমারকেট না করা হয়, মাননীয় স্পীকার স্যার, সেখানে যে রিজার্ভ সেই রিজার্ভকে যদি মুক্ত করা না হয় তাহলে তারা সেই নিঃসহায় অবস্থায় থেকে যাবে। তাদেরকে চাষবাসের সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। কিন্তু তা করা হচ্ছে না। শুধু কায়েমী স্বার্থকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা সেখানে চলছে।

মিঃ স্পীকার :—I have not received any list of name from the ruling party's membe s to participate in the discussion of the demand No. 2. Only one from the Ruling Party can speak on this demand. Who will speak ?

শ্রীসুনীল দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নং ২—ল্যাণ্ড রেভেনিউ, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই হাউসে পেশ করেছেন আমি তাকে সমর্থন করি। এই সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য সমরবাবু সমস্ত কিছুর দায় দায়িত্ব কংগ্রেসের উপর দিয়েছেন। সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতির দায়িত্ব সরকারের। মাননীয় সমরবাবু হয়তো জানেন না যে ল্যাণ্ড রিফরমস অ্যাক্ট অনুযায়ী সার্ভে সেটেলমেন্ট হয়, সেই সারভে সেটেলমেন্টের সময় কমলপুর, খোয়াই প্রভৃতি মহকুমায় বড় বড় জুতদার জমিদার যারা ছিলেন, যারা কম্যুনিষ্ট পার্টির সমর্থক তাদের জমিতে যে সমস্ত বর্গাদার চাষ করছিলেন, মাননীয় সদস্য বলেছেন সেই সমস্ত বর্গাদার কিছুই পায় নি। জমির স্বত্ব পায় নি। যারা জমি চাষ করেছিলেন, যারা জংগল আবাদ করে দীর্ঘ ১৫/২০ বছর পর্য্যন্ত চাষ করেছিলেন, আইনের পরিপ্রেক্ষিতে, সারভে সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্ট যখন রেকর্ড করতে আরম্ভ করে, তখন কম্যুনিষ্ট পার্টি থেকে, বড় বড় জোতদার জমিদার যারা ১০ দ্রোণ, বিশ দ্রোণ জমির মালিক তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হলো সেই সব বর্গাদারকে উচ্ছেদ করে তাদেরকে তাড়িয়ে দাও যাতে কোন অবস্থাতেই স্থান না পায়। কাজেই যে দাবী তারা করেছেন, কম্যুনিষ্ট পার্টি মার্কিস্ট তাদের সেই দাবী অহেতুক। তাদের সমর্থক বড় বড় জুতদার খোয়াই মহকুমায়, কমলপুর মহকুমায় তাদের বহু নাম আমি বলতে পারি। এই সমস্ত নাম বলে আমি সময় নষ্ট করতে চাই না। সেটেলমেন্টের সময়ে কিছু কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি হয়েছে সেইটা অস্বীকার করার উপায় নেই। এখানে যে প্রশ্ন উঠেছে যে বাগান-গুলির রেকর্ড এখনও তৈরী হয় নি। আগরতলা শহরেও রেকর্ডের কাজ শেষ হয় নি। যার ফলে এই ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা দেখি ল্যাণ্ড রেভেনিউ থেকে আমাদের ব্যয় বরাদ্দ ৪৪ লক্ষ টাকার উপর কিন্তু আয়ের দিক থেকে আমাদের মাত্র ১৪ লক্ষ টাকা। আমাদের রাজ্যে আয় কম, এই আয় আমাদের বাড়াতে হবে। সেই দিকে চিন্তা যারা করবেন ডিপার্টমেন্ট যারা পরি-চালনা করেন দীর্ঘ ১৫/১৬ বৎসর যাবত সার্ভে সেটেলমেন্টের কাজ আরম্ভ হয়েছিল ১৯৬০ সালে।

[illegible] রেভিনিউ খাতে, আমাদের ব্যয় বরাদ্দ ৪৪ লক্ষ টাকার উপর আর আয় হচ্ছে মাত্র ১৪ লক্ষ টাকা। এটা বিগত বছরের হিসাব। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আয় অত্যন্ত কম, আয় আমাদের বাড়াতে হবে, এই যে আয় বাড়াবার চিন্তা, সেই চিন্তা কারা করবেন, ডিপার্টমেণ্ট যারা পরিচালনা করেন। দীর্ঘ ১৫/১৬ বছর আগে এই সার্ভে সেটেলমেন্টের কাজ আরম্ভ হয়েছিল এবং এর জন্য আমাদের কোটি কোটি টাকা ব্যয় করতে হয়েছিল, কিন্তু আয় আমাদের কোন ক্ষেত্রেই ১৪ থেকে ১৬ লক্ষ টাকার বেশী হয়নি, মহারাজার আমলেও এই আয় ছিল। তবে একটা প্রশ্ন হতে পারে খরার জন্য এবং ২/৩ বছর রেভিনিউ মুকুব করার জন্য আমাদের আয় কমে গিয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে ৫৫টি চা বাগান রয়েছে, তার রেভিনিউর হার কি হবে, সেটা দীর্ঘদিন যাবত ফাইনালাইজ করা হয় নি এবং এর জন্য কোন সন্দেহের কারণ আছে বলে আমি মনে করি না। এটা আমরা আরও অনেক আগেই শেষ করতে পারতাম, কেন না এই চা বাগানগুলি থেকে আমরা গত সাত বছর ধরে ১ পয়সা খাজনাও পাই নি। তাছাড়া এই যে আগরতলা শহর, এত বড় একটা শহর যেখানে ৬০ হাজারের উপর লোক বসবাস করে, সেখানে হাজার হাজার যে হোল্ডিং আছে, তার থেকে এক পয়সাও আদায় করা হয়নি। এই যে ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি আছে, এগুলি যদি আমরা দূর করতে পারি, তাহলে আমাদের রেভিনিউ বেশ কিছু পরিমাণে বাড়তে পারে। আর একটা হচ্ছে সেটেলমেণ্ট অপারেশনের সময়ে ট্রাইবেল কলোনীতে যাদেরকে রিহেবিলিটেশন দেওয়া হয়েছে, উদ্বাস্তু কলোনীগুলিতে যাদেরকে ২০/২৫ বছর আগে রিহেবিলিটেশন দেওয়া হয়েছে, নানা অজুহাত দেখিয়ে তাদের দখলীকৃত জমির রেকর্ড তৈরী করা হয়নি যার জন্য তারা সরকারকে খাজনা দিতে পারছে না। কাজেই এই সমস্ত অসমাপ্ত কাজ শেষ করার জন্য বর্তমানে সার্ভে সেটেলমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টে যে কর্মী আছেন, যেখানে নাকি অফিসারের সংখ্যাই বেশী, ফিল্ড ষ্টাফের যেমন কানুনগো, আমিন ইত্যাদির সংখ্যা অত্যন্ত কম। কাজেই এই ডিপার্টমেণ্টটিকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে ঢেলে সাজানোর দরকার আছে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে আয়, সেই আয় বৃদ্ধির দিকে নজর রেখে আমরা ভূমি সংস্কার আইনের সংশোধন এনেছি যাতে বর্গাদারেরা তাদের রাইট পান, আমাদের রেকর্ড অব রাইটস্ যাতে ঠিকমত তৈরী হয় এবং আমাদের আয় যাতে বৃদ্ধি হয়। এই সম্বন্ধে আর একটা কথা বলতে হয়, সেটা হচ্ছে খাজনার হার যেটা নির্দ্ধারণ করা হয়েছে ইতিপূর্বে সার্ভে সেটেলমেণ্ট ডিপার্টমেণ্ট থেকে মারাত্মকভাবে ত্রুটিপূর্ণ। জমির ক্লাসিফিকেশনের যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তাতে দেখা যায় চা বাগানের প্লেনটেশান এরিয়ার যে খাজনার হার তার চেয়ে পার্শ্ববর্তী মৌজা বা সেই মৌজার টিলা জমির খাজনা অনেক বেশী ধার্য্য করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের আইনে ভিটি, ছড়া, নালা প্রভৃতি যে সব শব্দ আছে, সেগুলির সঠিক কোন ডেফিনেশান বা সংজ্ঞা নাই। কাজেই আইনের সংশোধন যখন আমরা করব, তখন এগুলির সংশোধন করার দরকার আছে। তাছাড়া খাজনার হারের মধ্যে যে ত্রুটি আছে যেমন এক একর চা বাগানের খাজনার চাইতে, এক একর টিলা জমির খাজনা কোন অবস্থায় বেশী হতে পারে না। কাজেই জমির খাজনার হার সম্পর্কে আমাদের পুনর্বিবেচনা করতে হবে এবং আইনের মধ্যে এই সব বিষয়ে যে সমস্ত ত্রুটি রয়ে গেছে, সেগুলি আমাদের সংশোধন করতে হবে। তারপরে আর একটা ত্রুটি

আছে ষ্টেণ্ডার্ড একর সম্পর্কে, সেটা হচ্ছে ওয়ান একর নাল অব লুঙ্গা ইজ একরস অব টিলা ল্যাণ্ড। ষ্টেণ্ডার্ড একরের কথা আমাদের বর্তমানে কিছু নাই। কিন্তু খাজনা ধার্য্য করবার সময়ে বা তৌজি স্থাপনের সময়ে এই ষ্টেণ্ডার্ড একরের কথা লেখা হয় না। এখন এক দ্রোণ টিলা জায়গা যার দখলে আছে, সে কত কানি জমি দখল করবে, সে কি ৪৮ কানি জমি দখল করবে। এইসব কোন কথা আমাদের আইনে বা রেকর্ডের মধ্যে বলা নাই। কাজেই যে সব অসুবিধা আছে, সেগুলির প্রতি নজর রেখে আমরা যে আইন করব, সেই আইনের মধ্যে এই সব কথা সান্নবেশিত করা দরকার। এই কথা বলে মুল যে ডিমাণ্ড এই হাউসের সামনে রয়েছে, তাকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীযতু প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার টর প্রতি সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি। আমাদের বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য সমর বাবু ভূমি সংস্কার আইনের প্রযোগ সম্পর্কে সরকারের উপর কতগুলি দোষারূপ করেছেন, আমি এই সম্পর্কে দুই চারটি কথা বলতে চাই। তিনি বলেছেন যে ভূমি সংস্কার আইন অনুসারে, যে আইন আমরা পাশ করেছি তাতে যারা এক বছরের উপর কোন জোতদারের জমি বর্গা করবে তাদের টাইট্যাল এষ্টাব্লিসড হবে। টাইটেল এষ্টাব্লিসড হবে এই কারণে সে জমির মালিক হবে না কিন্তু চিরদিন সে ঐ জমি চাষাবাদ করবার সুযোগ পাবে। এই আইন আমরা তৈরী করেছি, আমাদের প্রগতিমূলক এই যে আইন, তাতে বর্গাদার কখনও উচ্ছেদ হবে না, লাঙ্গল যার জমি তার, জমির উপসত্ব যাতে বর্গাদার চিরস্থায়ী ভাবে ভোগ করতে পারে, তার জন্য আমরা এই প্রগতিমুলক আইন করেছি। কিন্তু তিনি বলেছেন এই আইনের প্রযোগের ক্ষেত্রে আমরা নাকি কারচুপি করছি এবং সরকার কারচুপি করছে। তিনি যে বলেছেন সরকার কোনও বর্গাদারের নাম রেজিষ্টিভুক্ত করেন নি, তাঁর এই কথাটা সত্য নয়। বর্গাদার এই ভূমি রাজস্ব আইনের মধ্যে যে অধিকার পেয়েছে তার সেই অধিকার রক্ষার জন্য, তাকে এগিয়ে আসতে হবে প্রথমে। তবে আমরা দেখছি বিরোধী দলের সদস্য যারা নিজেদের সমাজতান্ত্রিক সমাজবাদী বলে দাবী করেন, তাদের ভূমিকা এই ব্যাপারে কি? আমরা তাদের সেই ভূমিকার কথা ভুলে যায় নি আমরা স্পষ্ট দেখেছি যে ত্রিপুরা বর্গাদারদের, ত্রিপুরা ভূমিহীনদের যদি কেউ ঠকিয়ে থাকে, কেউ প্রতারিত করে থাকে, তাহলে আমি বলব এই বিরোধী দলের সদস্যরাই তা করেছেন। আমি এই দলকে বলতে চাই—এ পার্টি অব দি জোতদার। আমি ত্রিপুরা রাজ্যের সি, পি এম, পার্টিকে এ পার্টি অব দি জোতদার ছাড়া আর কিছু বলব না। কারণ আমরা দেখেছি আমাদের এই হাউসে যারা বিরোধী দলের সদস্য হিসাবে এসেছেন তাদের মধ্যে অধিকাংশ উপজাতি সম্প্রদায়ের থেকে এসেছেন বিশেষ করে ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে তারা এসেছেন। মহারাজার আমলে তাদের জমি পাওয়ার ব্যাপারটা ছিল একটা ফাষ্ট প্রেফারেন্স। এই ত্রিপুরা রাজ্যে মহারাজা যখন ট্রাইবেলদের জমি রিজার্ভ করেন, খোয়াই বা কমলপুরে যে কৃষিযোগ্য জমি ছিল, সেই জমি তাদের জন্য রিজার্ভ করে রাখা হয় আর এই সম্প্রদায়ের থেকে আমাদের অধিকাংশ বিরোধী দলের সদস্যরা এসেছেন

এবং আগে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হত সাবসিডিতে। আমি জানি আমার খোয়াই সাবডিভিশনে ২৫০ থেকে ২৭৫ টাকাতে তাদেরকে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হত।

সেখানে ১৫ থেকে ২০টি নন-ট্রাইবেল জোতদার আর বাকী সবাই ট্রাইবেল, যারা নাকি সি, পি, এম দলের ফলোয়ার্স। আমরা দেখছি যখন এই ভূমি রাজস্ব আইন চালু হয় যখন সেটেলমেন্ট অপারেশন চলতে থাকে যখন বর্গাদারদের রাইট রক্ষা করার প্রয়োজন হয়, তখন তারা বর্গাদারদের কিভাবে ঠকিয়েছে। আমরা এও জানি যে সমস্ত প্রতিনিধি এখানে এসেছেন, তাদের অধিকাংশই জোতদারদের ভিতর থেকে এসেছেন, বিশেষ করে আমার সাবডিভিশন থেকে যিনি এসেছেন, মাননীয় সদস্য বিদ্যাবাবু—হি ইজ এ সন অব তালুকদার। বিগত বাজেট সেসানেও আমি এই কথা বলেছিলাম যে উনার পিতার যে জোত ছিল সেটা পুরুষানুক্রমে বর্গাদারেরা বর্গা করত, সেই বর্গাদারের নামও আমি এখানে বলতে পারি. তার নাম হচ্ছে কপিলা তাঁতি, তারা পুরুষানুক্রমে তাদের জমিগুলি বর্গা করে আসছে, কিন্তু তাদেরকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। এই রকম আরও অনেক তালুকদার আছে—যেমন প্রসন্ন তালুকদার, দিবানন্দ তালুকদার, রাজকুমার তালুকদার এই রকম আরও অনেক বড় বড় তালুকদার এই সি, পি, এম, দলের ফলোয়ার্স। আমরা দেখেছি আমাদের বিরোধী দলের নেতা যখন সেখানে তাঁর পার্টি ওয়ার্কে যেতেন, তখন তাদের বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া করতেন। আর সেই সমস্ত জোতদারের হাজার হাজার বর্গাদার, সাঁওতালী, মুণ্ডা, ওরাং এবং তাঁতী, তাদেরকে তারা সেই জমি থেকে উচ্ছেদ করে দিয়েছে, অথচ তারা পুরুষানুক্রমে সেই সব জমি বর্গা করে আসছে। আমরা জানি যে এই সমস্ত বর্গাদারদের উচ্ছেদ করার ফলে তারা বেকার হয়ে পড়েছিল, তারা জীবিকাশূন্য হয়ে পড়েছিল। আর আমরা সেই সমস্ত বর্গাদারদের আমাদের পার্টিভুক্ত করে তাদেরকে নিয়ে ভূমিহীন কলোনী করেছি। যারা তাদের ঝাণ্ডা উড়াত তারা যখন তাদের পার্টিত্যাগ করে কংগ্রেসের কাছে এলো তখন তাদের আমরা কলোনীভুক্ত করেছি। কাজেই আমি এই কথা বলতে চাই যে পার্টি সব সময় বর্গাদারদের কথা বলছে, যারা বলছে কংগ্রেস সরকার বর্গাদারদের স্বার্থ দেখছে না তারা নিজেদের দোষ ক্ষালনের জন্য উল্টা আমাদের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে। আমি এই কথাই বলতে চাই যে কংগ্রেস যে প্রগতিমূলক কাজ করেছে, যে বর্গাদার, যে ফসল ফলায় তাদের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে ভূমি রাজস্ব আইনে যে ব্যবস্থা রয়েছে এই রকম প্রগতিমূলক ব্যবস্থা ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে নাই। জমিতে যে ফসল হবে তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ জোতদারকে এবং পাঁচ ভাগের চার ভাগ পাবে বর্গাদার। এত প্রগতিমূলক ভূমি রাজস্ব আইন ভারতবর্ষের আর কোথাও চালু হয়নি। কিন্তু দেখা যায় সি, পি, এম, এই রাজ্যে এই আইনটা প্রয়োগ হতে দেয় নি। আমি আরও ভূরি ভূরি

প্রমাণ দিতে পারব। তারা বলেছেন যে অনেক সম্পত্তি যারা কংগ্রেস দলের তারা বেনামী করে রেখেছে। আমি নাম বলে দিতে পারি। দিবানন্দ তালুকদার, তার ছেলে নাই মেয়ে নাই। একটা পোষ্য পালন করেন। তার দুই হাজার দ্রোণ জমি রয়েছে। রামকুমার তালুকদার, তার রয়েছে ৭০০ কাণি জমি। সমস্ত জমি তারা বেনামীতে করেছে, কমিউনিস্ট পার্টির ফলোয়ার। প্রসন্ন তালুকদার, নিবারণ তালুকদার যার বাড়ীতে আমাদের বিরোধী দলের নেতা সব সময়ে থাকেন। আমি জানি এই পার্টির সমস্ত অর্থ দেন একজন তালুকদার, জোতদার। ৫০০ টাকা হাজার টাকা করে প্রত্যেক ফসল পাওয়ার পর তারা পার্টি ফাণ্ডে জমা দেন। তারা কৃষক সমিতি করেছেন, কিন্তু বর্গাদার সমিতি করেন নি। তারা ভূমিহীন সমিতি করেন নি। কৃষক সমিতি কেন করেছেন? কারণ তারা জানেন এই সমস্ত জোতদাররাই হল তাদের স্ট্রেংথ। ওদের যদি স্বার্থ রক্ষা করতে পারেন তাহলে তাদের পার্টি স্ট্রেন্থ বজায় থাকবে। তবে এই জায়গায় আমাদের সরকারের কতগুলি ত্রুটির কথা উল্লেখ করব। আমি দেখেছি আমাদের ভূমি রাজস্বের খাতে আমাদের ভয়ানক ডেফিসিট। রিসিপ্ট আমাদের টাকা নেই বললেই হল। এক্সপেনডিচারে যত রিসিটে আমাদের তত টাকা নেই। আমরা দেখেছি হাজার হাজার ভূমিহীন আমাদের রয়েছে যারা জমির জন্য ব্যাকুল। আমার সাবডিভিশনে আমি জানি ৪৭টি কলোনী রয়েছে। এক একটা কলোনীতে প্রায় ২০০ থেকে ২৫০টি পরিবার নিজেদের উদ্যোগে সরকারী খাস জায়গা চাষাবাদ করে বসে আছে। কিন্তু কোন ফিনান্সিয়াল অ্যাসিস্টেন্স সরকার থেকে পাচ্ছে না; সরকার থেকে কোন অ্যালটমেন্ট পাচ্ছে না। আমি হিসাব করে দিতে পারব এই ৪৭টা কলোনীতে আড়াইশ করে পরিবার রয়েছে। সেই ৪৭টা কলোনীতে আড়াইশ পরিবারকে যদি একত্র করা যায়, তাদের যে জমি রয়েছে, দুই একর করে যদি প্রত্যেক পরিবারের জমি ধরা যায় তাহলে সব কলোনী মিলে যে জমি রয়েছে তাতে যদি একরে পাঁচ টাকা করেও খাজনা ধার্য হয় তাহলেও আমার সাবডিভিশনে মাত্র ৪৭টা কলোনী যেখানে রয়েছে তাদের ভূমি রাজস্ব ২ লক্ষ থেকে আড়াই লক্ষ টাকা সরকারের ঘরে আসে। তাদের যদি ভূমির টাইটেল দিয়ে দেওয়া হয়, তাদের যদি ভূমির অধিকার দেওয়া হয় তাহলে তারা ফসল ফলাতে পারে এবং যদি ফসল ফলাতে পারে তাহলে খাজনা দিতে তারা আপত্তি করবে না। শুধু ৪৭টা কলোনীতে কয়েক হাজার একর জমিতে যদি বন্দোবস্ত তাদের দিই তাহলে আড়াই লক্ষ টাকা সরকারী খাজনা আমরা পেতে পারি। শুধু আমি কয়েকটা কলোনীর কথা বলছি। এই রকম সারা সাবডিভিশনে যে খাস জায়গা পড়ে রয়েছে সেখানে ভূমি-হীনদের পুনর্বাসনের সম্ভাবনা রয়েছে। যে খাস জায়গাতে অনেক ভূমিহীন আছে যারা খাস জায়গা দখল করে বসে আছে, অথচ তাদের অ্যালটমেন্ট দেওয়া হচ্ছে না, কোন ইকনমিক সেটেলমেন্ট দেওয়া হচ্ছে না, তাদের শুধু অ্যালটমেন্ট দিয়ে যদি টাইটেল দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আমি জানি অন্তত আরও এক কোটি টাকা রাজস্ব খাতে আমাদের আয় বাড়বে। এই যে আমরা ষ্টেট হুড পেয়েছি। রাজস্ব নাই আমরা বলছি, কিন্তু সেই রাজস্ব বাড়া-বার যে কর্মপ্রচেষ্টা সেই প্রচেষ্টা কোথায়? সেই আউটলুক কোথায়? আমি জানি যে প্ল্যান

পুনর্বাসনের মধ্য দিয়ে সমাজের এক স্তরের লোকদের গরীবি হঠানোর পরিকল্পনাকে যেমন আমরা সফল করব যেমন আমরা বলি আর একদিকে আমরা দেশের উৎপাদন বাড়াতে পারি। আর একদিকে আমরা দেশের রাজস্ব বাড়াতে পারি। এই যে ত্রিমুখী কল্যাণ যদি কর্মচারী যারা রয়েছে তারা যদি ভূমিহীনদের খাস জমি দেওয়ার কাজকে আন্তরিকভাবে কার্যকরী করার চেষ্টা করেন তাহলে ত্রিমুখী কল্যাণ সাধিত হয়। কিন্তু সেই আউটলুক যেন আমরা এই মেশিনারীর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না। আমি দেখেছি এই অ্যালটমেন্টের জন্য প্রত্যেকটি সবাডিভিশনে সেটেলমেণ্ট ষ্টাফ দেওয়া হয়েছে। আমি জানি সেটেলমেণ্ট ষ্টাফের মধ্যে কোন রকম কর্মস্পৃহা নাই। কেন নাই তার কথাও কিছুক্ষণ আগেই আমাদের মাননীয় সদস্য যতীন্দ্রবাবু বলেছেন যে এদের চাকরীরক্ষেত্রে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এদের ভবিষ্যত নাই। এরা কোন কাজে আন্তরিকতার সহিত এগিয়ে যায় না। এদের চাকরীর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত করতে হবে এবং এদের দিয়ে কাজ আদায় করতে হবে। আমরা দেখেছি এই সমস্ত ষ্টাফ যারা রয়েছে, অ্যালটমেন্টের জন্য কোন কাজ কোন সাবডিভিশানে হয় নি। আমি জানি আমার সাবডিভিশনে যেখানে কয়েক হাজার ফ্যামিলি ভূমি আবাদ করে দখল করে বসে আছে অ্যালটমেণ্ট পাবার জন্য কয়েক হাজার ফ্যামিলির মধ্যে মাত্র ১৫৬টি ফ্যামিলিকে এবার মাত্র ভূমি অ্যালট করে দেওয়া হয়েছে ১৯৭২-৭৩ ইংরেজীতে এবং তাদের এবার ইকনমিক ফিনান্সিয়াল অ্যাসিষ্টেন্স দেওয়া হয় নি। আমি বলতে পারি ১৯৫৪ ইং থেকে এরা বসে আছে খাস জমি আবাদ করে। আজকে ১৯৫৪ ইং থেকে ১৯৭৩ ইং। আর কত কাল তারা অপেক্ষা করবে? যারা নিজের উদ্যোগে, নিজের চেষ্টায় এতখানি এগিয়ে এসেছে সরকারের প্ল্যানে বাজেটের টাক থাকা সত্ত্বেও কেন আমাদের এইগুলি কার্যকরী করা হচ্ছে না সেগুলি আমাদের সরকারকে ভেবে দেখতে হবে। আজকে যে প্রতিশ্রুতি আমরা জনগণের কাছে রেখেছি আমাদের সেই প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে। আমরা গরীবি হঠানোর কথা বলেছি। সমাজের নীচু স্তরের লোকেরা যারা ভূমিহীন তারা যারা নন্-ট্রাইবেল ভূমিহীন তারাই তো সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা নীচু স্তরের লোক। উইকার সেকশান অব দি সোসাইটি। তার জন্য সরকারের নাই আউটলুক বা কর্মোদ্যোগ। এই কর্মোদ্যোগকে যদি আমরা জানতে না পারি, মেশিনারীকে যদি আমরা গাইড না করতে পারি তাহলে আমরা যে প্রতিশ্রুতি জনগণের কাছে রেখেছি সেই প্রতিশ্রুতি ভাঙগার দায় আমাদের ঘাড়ে বহন করতে হবে বলে আমি মনে করি। কাজেই আগামী দিনে এই সমস্তগুলির দিকে দৃষ্টি দেবার জন্য অনুরোধ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণের নিকট জানিয়ে ২ নং ডিমাণ্ডের উপর আমার সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত:—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসের যে দুই নম্বর ডিমাণ্ড এসেছে সেটাকে আমি সমর্থন এবং বিরোধী দল যে কাটমোশন এনেছেন তার বিরোধীতা করি। কাটমোশন একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে এনেছেন বলে আমার মনে হচ্ছে। যেখানে আমাদের সরকার বিগত এক বৎসর ভূমিহীনদের ভূমির বন্দোবস্ত দেওয়ার প্রচেষ্টা, গৃহহীনদের গৃহদানের একটা ব্যবস্থা নিচ্ছেন সেখানে কাটমোশন দরকার পড়ে না। মাননীয়

উপাধ্যক্ষ মহোদয়, উনি একটা কথা বলে গেছেন যে মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরীর সিলিঙের উপরে একটা শঙ্কিত ভাব দেখতে পাচ্ছি। য সরকার যারা বড বড় জোতদার আছে সেই জোতদারদের উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের দেওয়ার যে চেষ্টা ওতে তিনি যেন উনি শঙ্কিত। জানি না উনি জোতদার কি না। আমার মনে হচ্ছে সারা ভারতবর্ষে, বিশেষ করে পশ্চিম বংগে বড় বড় জোতদার যারা আছে তারা সি, পি, এম, এর লোক। হরেকৃষ্ণ কোঙার— উনার নিজের বাবা জমিদার, জ্যোতিবাবু নিজেই জমিদার। যতীনবাবু নিজেই জমিদার। পশ্চিম বংগে এই চিত্র আমরা দেখছি। তেমনি আমরা কেরালাতে দেখছি নাম্বুদ্রিপাদ বিরাট জমিদার। এই যে সামন্ততান্ত্রিকতা সেটা তারা কুক্ষিগত কি করে করেছেন? যেখানে আমরা দেখছি এখনও দেখছি পাহাড়ীয়া ভাইদের যাদের আমরা জমি দিয়ে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে তারা আস্তে আস্তে তাদের জমি বিক্রী করতে বাধ্য হচ্ছে উদের উস্কানীতে যারা কৃষক যারা লাংগল দিয়ে চাষ করবে আগামীদিনে যারা ছেলে মেয়েদের মুখে ভাত দেবে তাদের বলা হচ্ছে চল ইনক্লাব জীন্দাবাদ কর আর রাস্তায় গিয়ে শ্লোগান দাও। আজকে তারা মানুষকে কাজ থেকে বিরত করে মানুষকে পংগু করে নিচ্ছে এরা। পংগু করে রাস্তায় নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে এরা মানুষকে মাঠে ছেড়ে দিচ্ছে। কাজেই আজকে উনাদের ভয় আমাদের সরকার জমি সিলিং করে গরীবকে জমি দেওয়ার যে চেষ্টা করছে সেই চেষ্টার জন্য ওরা শঙ্কিত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় উনারা একটি কথা বলছিলেন তালাক নামা বাবা থেকে ছেলে এফিডিভিট দিয়ে ভিন্ন থাকেন এই রকম নজিরও দেখছি, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমরা দেখছি হরেকৃষ্ণ কোঙ্গার—বাবা তাকে ত্যাজ্য পুত্র করেছে কোর্টে। কিন্তু উনার স্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোঙ্গারের বাড়ীতেই থাকেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় রাজস্ব আয় সম্পর্কে আমাদের ত্রিপুরার রাজ্যের আয় সম্পর্কে বলতে হয় যে আমাদের সোর্স কম। আমাদের আয় সীমিত আয় বাড়ানোর যে চেষ্টার কথা মাননীয় সদস্য যদুপ্রসন্ন বাবু বলে গিয়েছেন যে আমাদের সোর্স আছে আমাদের ইনকাম বাড়তে পারে। আমরা দেখছি যে ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রাইভেট মার্কেটগুলি আছে সেগুলি যদি সরকার টেক আপ করে তাহলে সেখান থেকে সরকারের আয় হতে পারে। আমাদের বহু জমি বে-আইনীভাবে দখল করে আছে সেগুলি যদি ভূমিহীনদের এলটমেন্ট দেওয়া হয় তাহলে আমাদের আয় বাড়তে পারে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আর একটি কথা এইসব প্রচেষ্টার জন্য যে মেসিনারী আছে সেটি অত্যন্ত শম্বুক গতিতে চলছে। বিলোনীয়ায় বহু খাস জমি আছে সেই সব খাস জমি এলটমেন্ট করার ব্যাপারে আমি দেখেছি— আমি গত দিনও বলেছি শালমা, জয়দেবপুর ইত্যাদি এলাকাতে ফরেষ্ট রিজার্ভ। কিন্তু মন্ত্রী সভা থেকে ডিসিশান দেওয়া হয়েছে যেখানে একটি কমিটি করা হয়েছে সেই সব জমি এলটমেন্ট দেওয়া হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ডি, এম, থাকেন তো ডি, এফ, ও, থাকেন না ডি, এফ, ও থাকেন তো ডি, এম, থাকেন না। এমন করে একটি বছর আমরা শেষ করেছি। কিন্তু ওদের কমিটিতে বসতে দেখিনি। কিন্তু আমি বুঝতে পারি না কেন এই ডিফারেন্সটা একে অন্যের সংগে। কিন্তু আমাদের ভূমিহীন যারা আছে তারা দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত ভূমিহীন আছে তাদের পুনর্ব্বাসন দেওয়ার জন্য সরকার চেষ্টা করছেন কিন্তু যে মেসিনারী দিয়ে কাজ করা হবে সেটি

শম্বুক গতিতে চলছে। সেটা যদি আরও গতিশীল না হয় তাহলে আমাদের সামনে বিরাট সমস্যা ভূমিহীন সমস্যা যা আমাদের অর্থনীতির উপর বার বার আঘাত হানছে এবং সেই আঘাতে আমরা প্রায় পংগু হতে চলেছি কাজেই সেই মেসিনারা যদি আরও গতিশীল না হয় সেই মেসিনারা যাতে আরও গতিশীল হয় সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি। আমি ডিমাণ্ডকে সমর্থন জানিয়ে আর বিরোধী দলের কাট মোশানগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— নাও আই উড্ কল অন অনারেবল মিনিষ্টার শ্রীমনোরঞ্জন নাথ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই হাউসের সামনে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যে ডিমাণ্ড প্লেস করেছেন আমি তার সমর্থন করছি এবং বিরোধী দলের যে কাটমোশান এসেছে আমি তার বিরোধীতা করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী উনার বক্তব্যের মধ্যে আমি বুঝতে পেরেছি ল্যাণ্ড রেভিনিও এ্যাক্টের ধার ধারেন না সিলিংয়ের কোন ধার ধারেন না এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমরা পেয়েছি—আমরা দেখতে পেয়েছি যুক্তফ্রন্টের আমলে ২৮ মাসের রাজত্বের সিলিং লিমিট করতে পারেন না। সুতরাং তাদের যে বড় গলায় কথা বলা এটার কোন কারণ নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা দেখেছি তারা ২৮ মাসে ল্যাণ্ড সিলিং করতে পারেন নাই আর এর পরিবর্তে আরম্ভ করেছিল বিপ্লব—বিপ্লব আরম্ভ করেছিলেন—নক্শালবাড়ীর বিপ্লব। তারা আইনের ধার ধারেন না তারা আইনের ভিতর যেতে চান না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তারা আরম্ভ করেছিলেন বিপ্লবের মাধ্যমে দেশের মধ্যে অরাজকতা তারা করেছিলেন সাধারণ গরীব যারা ৫ কাণি ১০ কাণি জমির মালিক যারা ৫ কানি ১০ কানি জমির মালিক তাদের জমি দখল করতে আরম্ভ করল। কিন্তু বড় বড় জোতদারদের জমি দখল করতে চায়নি। কারণ তারা কমিউনিষ্ট পার্টির সাপোর্টার। সুতরাং তাদের এই যে জোর গলায় কথা বলা তাদের এতে অধিকার নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তারা বলেছেন ভূমি সংস্কার আইন কার্যকরী করার নীতি সম্পর্কে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ভূমি সংস্কার আইন পাশ হয় ১৯৬০ সালে এবং সেই আইন ১৯৬১ সালের ১৪ই এপ্রিল ত্রিপুরাতে এফেক্ট দেওয়া হয়। এই সম্পর্কে আমি বলতে পারি যে ত্রিপুরার ল্যাণ্ড রিফর্মস্ এ্যাক্ট ইণ্ডিয়ার যে কোন ষ্টেটের ল্যাণ্ড রিফর্মস্ এ্যাক্টের চেয়ে প্রগ্রেসিভ। সুতরাং এই এ্যাক্টকে ক্রিটিসাইজ করার কোন যুক্তিসংগত কারণ থাকতে পারে না। এই এ্যাক্ট ফোর্স হওয়ার পর প্রজাদের মধ্যস্বত্ব বিলোপ, রায়তি স্বত্ব নির্ধারণও রায়তি, আণ্ডার রায়তি ভূমির মালিকানা হস্তান্তর ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৬১-৬৪ ইং সালের মধ্যে মধ্যস্বত্ব বিলোপের কার্য্য সম্পন্ন হয় আর এতে ৭,১২৬ জন আণ্ডার রায়ত সরাসরি সরকারের অধীনে আসে এবং আমরা ১০,৯৫৮ ৯৮ একর ভূমি সরকারের নিকট ন্যাস্ত হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই সিলিং লিমিটের দরুন আমরা কিছু সংখ্যক জমি পেয়েছি তা অতি নগন্য এই জন্যই আমরা আবার ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্ট এমেণ্ডমেন্ট করতে চলেছি। এবং এর ড্রাফ্টস হয়েছে এবং সেটি সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। আশা করছি আমাদের যে ড্রাফ্টস গভর্ণমেন্ট কনসেন্ট দেবেন। এবং আমরা এই বিল উত্থাপন করতে পারব এই হাউসের সামনে। মাননীয়

অধ্যক্ষ মহোদয় মোট ১২,৮৬৮ জন আগুার রায়ত-এর মধ্যে ১১,৫১০ জনকে রায়তি সত্ব দেওয়া হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তারা বলেছেন সেটেলমেন্ট দপ্তরের কর্তৃপক্ষ খাস জমিতে ভূমিহীন জুমিয়াদের পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যর্থতা সম্পর্কে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তারা যদিও এই কথা জানেন না যে জুমিয়াদের পুনর্বাসন সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্ট করেন না। এর জন্য অন্য ডিপার্টমেন্ট আছে। কিন্তু তাদের কাট মোশান দিতে হবে সেজন্য তারা কাট মোশান দিয়েছে। তাদের কাট মোশানের কোন যুক্তি নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয় নাই তারা বলেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ১৯৭২-৭৩ সাল পর্য্যন্ত ২৫,৬২০ জন জুমিয়াকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বাকি ১,৩৬৮ জন জুমিয়া পরিবারকে পুনর্ব্বান দেওয়ার কার্য্য চলিতেছে এবং বর্ত্তমান আর্থিক বছরে প্রায় ১২শত জুমিয়াকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হতে পারে। তাদের ঘর চুক্তি ইত্যাদি দিতে হয় না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় জুমিয়াগণকে দেওয়ার জন্য ১৯৭২-৭৩ সালে ৩১,৭৫০ টাকা দাদন ইত্যাদি বাবদ দেওয়া হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জুমিয়াগণকে এটা দেওয়া হয়েছে এবং বর্ত্তমানে ১৯৭২-৭৩ সনে ২৬,৭৫০ টাকা দাদন বাবদ দেওয়া হয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাঁরা বলেছেন সেটেলমেন্ট অপারেশন রেকর্ড করার যে ধারা আছে, সেই সমস্ত ধারায় রেকর্ড যদি ঠিকমত না হয়ে থাকে, তাহলে এপীল করার, মোশান করার সুযোগ আইনে রয়েছে, তারা যদি সেটা এভেইল না করেন তাহলে কি করা যায়। সুতরাং বিভিন্ন যে ধারা আছে সেই ধারা মতে না হলে তারা এপীল করতে পারেন, আইনের আশ্রয় নিতে পারেন। তারা বলেছেন যে বর্গাদারের নামে জমি রেকর্ড হয়নি, রেজিষ্ট্রি হয়নি। কিন্তু আইনে এস, ডি, ও'র কাছে নাম রেজিষ্ট্রী করার বিধান নাই। নাম রেজিষ্ট্রি করার জন্য নির্দিষ্ট ফরম আছে, সেই ফরমে সেটেলমেন্ট অফিসারের কাছে আবেদন করতে হয়। যদি সেই অনুসারে নাম রেকর্ড না হয়, তাহলে আইন বলে তারা চীফ কমিশনার বা এ্যাডমিনি-ষ্টেটারের কাছে আবেদন পেশ করতে পারেন। তারা আইনের ধার ধারেন না; শুধু গায়ের জোরে সবকিছু চালিয়ে যেতে চান, কাজেই এই সমস্ত যুক্তি এখানে খাটে না। তারা একটা অবান্তর কথা হাউসের সামনে উপস্থিত করেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা বলেছেন রায়তি সত্ব দেওয়া হয় না। যদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয় এই সম্পর্কে যথেষ্ট বলেছেন। আমাদের ল্যাণ্ড রিফরমস এ্যাক্টে আছে ওয়ান ফিফ্‌ত মালিকেরা পেয়ে থাকেন এবং বাকী যে ফসল সেটা বর্গাদাররা পেয়ে থাকেন। সুতরাং এই ফসল দেওয়া আইনে বিধান রয়ে গেছে। যদি কোন বর্গাদার সেই সুযোগ এভেইল না করে তাহলে কি করা যায়। বর্গাদারদের সেই আইনের সুযোগ গ্রহণ করতে হবে, আইনের আশ্রয় নিতে হবে। আইনে এই সব সুযোগ আছে এবং অনেকে সেই আইনের সুবিধা পেয়েছে আমি জানি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তারা বলেছেন উপজাতিরা অ-উপজাতিদের নিকট জমি বিক্রী করে দিচ্ছে। কিন্তু আইনে বিধান রয়ে গেছে যে কোন উপজাতি বিনা পার্মিশানে অ-উপজাতির নিকট জমি বিক্রী করতে পারে না, রেষ্ট্রীক্‌শান আছে। কনষ্টিটিউশানে বিধান আছে। আইন থাকা সত্বেও বিক্রী করা হচ্ছে, সেটা আমি মানতে রাজী নই। স্পেশাল কারণে অনুমতি নিয়ে হয়তো তা করতে পারে, সেটা

...রে বিধান হয়ে গেছে, সুতরাং অবাধিত ভাবে বিক্রী করছে সেটা আমি মানতে পারি না। যদি কেউ তা করে তাহলে সে আইনের আশ্রয় নিতে পারে, তাহলে সেটা রিলিফ পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং ডিমান্ডকে সাপোর্ট করছি এবং কাট মোশানকে বিরোধিতা করছি।

Mr. Speaker :— Now discussion on Land Revenue is over. I am putting the Cut motions to vote first.

Cut Motion of Shri Purnamohan Tripura. The Demand be reduced to Re. 1 to discuss on—'Settlement দপ্তর কর্তৃক খাস জমিতে ভূমিহীন জুমিয়াদের পুনর্বাসনের ব্যর্থতা সম্পর্কে।

The Cut Motion was negatived by voice vote.

Mr. Speaker :— Cut Motion of Shri Manindra Deb Barma. The Question before the House is that the demand be reduced to Re. 1/- to discuss on—

'ঘরচুক্তি, আড্ডা, সেস্, টোল আদায় রহিত না করা সম্পর্কে'।

The Cut Motion was lost by voice vote.

Mr. Speaker :— Now I am putting the main demand to vote,

The Question before the House is that a sum not exceeding Rs. 46,10,100 [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974, in respect of demand No. 2— Land Revenue.

The Demand was passed by voice vote.

Mr. Speaker :— Now I would request the Hon'ble Finanace Minister to move his Demand Nos. 27, 28, 41, 25, 39, 26, 40 together and the Cut Motions on those Demand is taken as moved. The mover of the Cut Motion who is absent from the House. his Cut Motion will fall through.

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনি একবার রুলিং দিচ্ছেন যে সমস্ত কাট মোশান অলরেডি মুভড। সব যদি এক সংগে মুভ হয়ে থাকে তাহলে ফসল থ...'র প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— যারা উপস্থিত আছেন, তাদেরগুলি মুভড হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— যারা উপস্থিত আছেন, তাঁদের কাট মোশান মুভড হল।

Shri Debendra Kishore Choudhury :— Demand No. 27.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs 5,60,29,000 (exclusive charged expenditure of Rs. 1,10,000) [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974 in respect of demand No. 27—Major Head 50—Public Works.

Demand No. 28. Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs 41,78,000 [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974, in respect of Demand No. 28, Major Head—52—Capital Outlay on Public Works within revenue Account.

Demand No. 41. Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 3,84,01,000 [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974 in respect of demand No. 41, Major Head 103—Capital Outlay an Public Works.

Demand No 25 Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 16,65,000 exclusive of charged expenditure of Rs 10,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974 in respect of demand No. 25. Major Head—44—Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial).

Demand No 39. Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 15,00,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March. 1974, in respect of Demand No. 39, Major Head 100—Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment & Drainage Works. (Non-Commercial).

Demand No. 26. Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,00,00,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account), Bill 1973] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974, in respect of Demand No. 26, Major Head 45—Electricity Schemes.

Demand No 40. Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 4,06,00,000 [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account), Bill, 1973] be granted to defray the charges which will come in

course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974 in respect of Demand No. 40. Major Head 101—Capital Outlay on Electricity Schemes.

Mr. Speaker :— Now Demand for Grant No. 27, there are 12 Cut Motions on this Demand. First is of Shri Manindra Deb Barma. He is absent. Shri Purnamohan Tripura absent. Sri Niranjan Deb absent, Sri Sudhanwa Deb Barma absent. Shri Kalidas Deb Barma absent. Shri Gunapada Jamatia present. Shri Pakhi Tripura absent. Shri Anil Sarker absent. There is no Cut Motion on Demand No. 28. There is no Cut Motion on Demand for Grant No. 41. There is one Cut Motion on Demand for Grant No. 25 of Shri Jitendra Lal Das. He is also absent. There are several Cut Motions on Demand No. 39. First is of Shri Radharaman Deb Nath. He is present. Shri Bhadramani Deb Barma present, Shri Anil Sarker is absent. Now we shall start the discussion on the Cut Motions.

Shri Samar Choudhury :— আমাদের পক্ষ থেকে শ্রীগুণপদ জমাতিয়া বলেছেন স্যার। আমি একটা লিষ্ট দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :— অনারাবল মেম্বার গুনপদ জমাতিয়া।

কক বরক

শ্রীগুণপদ জমাতিয়া :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, অরঅ যে ডিমাণ্ড নাম্বার ২৭-এর উপরঅ যে আনি কাট মোশন বনি উপরনঅ আঙ বিশেষ কইরা বক্তব্য নারিগ-গানু। যে ই যে ২৫ বছর স্বাধীনতা মানমা পরেঅ,' ই যে পিত্রা অঞ্চল বিরাট এলাকা, আরনি দুর্গম হিনুই-বঅ চলি-অ। তিনি ই জাগাঅ সমস্ত সরকারনি সুখ-সুবিধা অবঅ সবকিছু হইতে বঞ্চিত। কারণ, যেখানে পিত্রা অঞ্চলঅ, আরনি-অ যে বঅ হয়তো আনি কনষ্টিটিউশন-নঅ, যে টাকারজলা, বিরাট এলাকা, ১৩,০০০ ভোটার যেখানে তঙ্খা তিনি আরঅ কোনঅ রাস্তা-ঘাটনি বাগুই কোন বরাদ্দ কুরুই। সরকারনি কোনঅ চিন্তাধারা কুরুই যে আবনি পরিকল্পনা নানানি। আবনি বাগুই, বিশেষ করে অ হাউস-অ দৃষ্টি আকর্ষণ থাইঅ, যাতে সরকার বাহাদুর আরনি জনসাধারণ-নঅ বাচকনানি নাই-খুলাই, বনঅ সরকার যদি চিন্তা থাইনানি চেষ্টা থাইকা হিনকাই ই জাগাঅ যাতে রাস্তানি বরাদ্দ, ই বাজেতঅ, অর্থমন্ত্রীনি ই বাজেতঅ কক ছামা তঙ্খামু। কিন্তু ই কক ছামা কুরুই। একদিন আঙ যখন প্রশ্ন থাই-অ আরনি সাধারণ ডাক্তারখানানি সম্পর্কে; একদিকে ডাক্তারখানানি চিন্তা থাই-কুলাই, ডাক্তার, আরঅ ঔষধপত্র ঠিকমত 'থাঙনানি পথ সুগ-গয়া, যেহেতু রাস্তা কুরুই, বর্ষাকাল হিনকালাই, যে আ জাগানি বরক-রগ উদয়পুরঅ তুবঅই, রাস্তানি অভাবে তুই তুইছা পার অঙগুই ৬/৭ মাইল হিমুই বরগ অনেক কষ্ট মানুই তঙ্খা যে রাস্তা কুরুইনি ফলে। বরগ তাম কষ্ট ভোগ থাই তঙ? দিনের প্রতি দিন ই জাগানি কৃষক-রগ, যে মহাজননি শোষননি জর্জরিত। যে রাস্তাঘাট কুরুই জাগা ই মহাজন-রগ বাহাইকে অবস্থা থাই? যেখানে

পাটনি দাম ৫০/৬০ টাকা যখন তঙগামু, আবরগ ৩০/৩৫ টাকা খে পাহ্-অ, আবনি উপর আরনি জনসাধারণ-রগ দাম মায়া। তিনি ইযে দিলারনি ব্যাপার চিন্তা খাইখে ছাআমু যে আরনি-অ যেহেতু আরনি-অ ঠিক ঠিক মত উদয়পুর থেকে আগি নদীনি জল-বাই কোনরকম নৌকা বহন খাই তালাঙগুই আরনি ই দিলার-রগ চাল ছগুই-অ। কিন্তু তাবুক অমতুই কোন উপায় কুরুইখা, পিত্রাছড়া তুই রাকুই থাঙমা ফলে। এই যে অবস্থা তিনি পিত্রাতুই নৌকা-বাই বহন খাইনানি সম্ভব অঙগ-গা। তাছাড়া, গোজামিল এক দিকে, নৌকা অভাব একদিকে, রাস্তার অভাব একদিকে, কোনঅ দিক দিয়া গণতন্ত্রনি যতটুকু পাওনা, ন্যায্যতা দাবী খাইনানি, সব দিয়ে-নঅ বরগ বঞ্চিত, ই জাগাঅ। চিন্তা খাইকুলাই, বিরাট এলাকা। উদয়পুর হইতে আগরতলা, জিরানীয়া-কলাবড়ী পর্যন্ত ই সীমানা। কিন্তু ই জাগাঅ রাস্তানি সুব্যবস্থা কুরুই। তিনি আরনি থাঙনাখে যে অম্পিনগরঅ থাঙনানি পিত্রা অঞ্চল হইতে বা অম্পিনগরঅ থানানি কোনঅ রাস্তা কুরুই, তিনি আরঅ বিরাট মুড়া। আরঅ অনেক জনসাধারণ বসবাস তঙগত। তিনি বড়মুড়াঅ গাঁওসভা, কতকগুলি গাঁওসভা তঙগঅ। এই গাঁওসভ-রগ সমস্ত সরকারনি সুখ-সুবিধা মানানি হইতে বঞ্চিত অঙ তঙগঅ, রাস্তানি অভাবে। ই যে সরকার, ই যে সামান্য আরনি রাস্তা খাইনানি বনঅ পর্যন্ত তিনি অর্থমন্ত্রীনি বাজেত-অ কোন বরাদ্দ আঙ মুগইয়া। তাবুক আঙ সরকার-নঅ অনুরোধ খাইনাই, অ রাস্তা খাইনানি বাগুই খাতে ইতিমধ্যেনঅ সরকার সুন্দর পরিকল্পনা নাফিল-লুই, বাজেত বরাদ্দ খাই-অই, ই রাস্তা তাকলাইনি বিছিঙ-নঅ যাতে আরম্ভ অঙনাতুই, আঙ আছুক সরকারনি থানি আবেদন নারিগঅ। তাই-বঅ ই যে এলাকানি অবস্থা দিনের প্রতি দিন মনুষ্য আরঅ বাচক তঙনানি বঞ্চিত, তামনি কারণে অঙ থাঙকা? যেহেতু, রাস্তার অভাবে জিনিসপত্র বা মালপত্র থানানি কোনঅ সুযোগ কুরুই। ই জাগা-অ বাহাই অবস্থা অঙ থাঙকা? মাইরুঙনি দাম কোনঅ দিনঅ ই ২ টাকা অঙ-য়া, যদিও অন্য জাগা-অ যে বেশী অঙ তঙগুন ই জাগা-অ আগি-অ পাঁচশিকা দেড় টাকা-নি বেশী দর অঙছে মায়া। কিন্তু ও দিনঅ আঙ থাঙ মুক ফাহ্কা—একদিকে দিলারনি অভাব কারণই, একদিকে ব্ল্যাক মারকেট চলে তঙমা ফলে আরনি-অ বাহাই অঙখা হিসাবে ২ টাকা আড়াই টাকা পর্যন্ত ই জাগা-অ মাইরুঙনি দাম অঙ তঙখা। ই অবস্থানঅ যদি সরকার-ছঙ কিছুটা লক্ষ্য নারিগগয়া দিনকাই ই এলাকা-অ দিনের প্রতি দিন বাহাইকে তঙনাই, বাহাইকে থাঙনাই ই ককনঅ ছাঅই মানলিয়া গুজাঅ এলাকানি বরক-রগ। একদিকে দুরের রাস্তা, হাচালমানি ফাইঅই, ৮/৯ মাইল অফিসঅ ফাই উদয়পুর ব্লক রগঅ কিছা কিছা সাহায্য ছান ফাইকাখে বরগ তামঅ অঙনানি বাস্তা, ১টা সময়ছে রাত্রি অরান যদি ফিরগুই মা থাঙনা হিনকাই, বরগ সরকারঅ ফাই যে দাব ছানফাইনানি অব-বখা বড় অসুবিধা অঙ তঙমা রাস্তানি অভাবে। এই অবস্থানঅ তিনি একদিকে সরকার বাই হিনজাগঅ ছামুঙ তাঙয়া, তুমানি নরক হাই কুলাই কুলাই চাহ তঙফাইলাঙ। কিন্তু বরগ ব্যবস্থা খাইনানি অসুবিধা অঙ তঙখা, দিনের প্রতি দিন আরনি জনসাধারণ বঞ্চিত অঙনানি কারণ অঙ তঙখা। তিনি যারা নাকি অরঅ বড় বড় ঘুষখোর খাই মানাই, বড় বড় দাদন রিঅই মাননাই, টাকাওয়ালা, জমিদারওয়ালা, বরগ কাইছাছে ই

জাগাঅ বাচি মানাই। কিন্তু গরীব জনসাধারণ-থে আরঅ বাচিযানি কোনঅ পথ কুরূইথা।

আবনি বাগুই-নঅ আঙ বার বার ই হাউস-অ দৃষ্টি আকর্ষণ থাইঅ যেই রাস্তা থাইনানি বাগুই, যাতে সরকার ই এলাকানি জনসাধারণ নঅ বাচিরূনানি বাগুই, যাতে তাড়াতাড়ি নঅ বাজেত থাই-অই, সুন্দরথে আরনি বরক-রগনঅ আস্থা থাইনামু হিনুই দাও আছুক-নঅ কক ছারুই ইযে ডিমাও কাট মোশাননি উপরঅ সমর্থন থাইঅই আনি বক্তব্য শেষ থাইকা।

বাংলা অনুবাদ

শ্রীগুনপদ জমাতিয়া :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ডিমাও নাম্বার—২৭ এর উপরে যে আমার কাট মোশান সেটার উপরেই আমি বিশেষ বক্তব্য রাখব। এই যে স্বাধীনতা লাভের ২৫ বছর পরে এই পিত্রা অঞ্চল, বিরাট একটী এলাকা, একটি দুর্গম এলাকাও বলা চলে সেটা সমস্ত সরকারী সুযোগ সুবিধা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। আমার নিজের কনষ্টিটিউয়েনসী এই পিত্রা অঞ্চল এবং বিরাট টাকারজলা এলাকা যেখানে ১৩ হাজার ভোটার আছে, কিন্তু এই এলাকায় রাস্তাঘাট তৈরীর জন্য কোন বরাদ্দ নেই। এর জন্য পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সরকারের কোন চিন্তাধারা নেই। এই কারণেই, আমি বিশেষভাবে এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, সরকার বাহাদুর যদি সেখানকার জনসাধারণকে বাঁচাতে চাইতেন এবং সেইজন্য চিন্তা করতেন তাহলে অর্থমন্ত্রীর এই বাজেটে সেই এলাকাগুলিতে রাস্তাঘাট তৈরীর জন্য অর্থ বরাদ্দ উল্লেখ থাকত। কিন্তু এই অর্থ বরাদ্দের কথা উল্লেখ নেই। একদিন আমি সেখানের সাধারণ ডাক্তারখানা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। একদিকে ডাক্তারখানার কথা চিন্তা করলে, সেখানে ঔষধপত্র ঠিকমত পাওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখিনা। যেহেতু রাস্তা নেই। বর্ষাকাল হলে, সেখানকার জনসাধারণকে ভাল রাস্তার অভাবে ৬/৭ মাইল ছেড়া, জল, কাদা পার হয়ে অনেক কষ্ট ভোগ করে উদয়পুরে যাওয়া আসা করতে হয়। রাস্তার অভাবে তারা আরো কি রকম কষ্ট ভোগ করছে? দিনের পর দিন সেখানকার কৃষকরা মহাজনের শোষণে জর্জরিত। যেখানে রাস্তাঘাট নেই, সেখানে এই মহাজনরা কি করেন? যেখানে পাটের দাম ৫০। ৬০ টাকা, সেই জায়গায় তারা ২০। ৩৫ টাকা হিসাবে ক্রয় করে, সেখানকার জনসাধারণ এর চেয়ে বেশী দাম পায় না। আজ এই যে ডীলার সম্পর্কে চিন্তা করলে বলতে হয় যে আগে নদী মারফতে কোনমতে নৌকা করে সেখানকার ডীলাররা উদয়পুর থেকে চাউল আনত। কিন্তু এখন পিত্রাছড়ার জল শুকিয়ে যাওয়ার ফলে সে সুযোগ আর নেই। এই অবস্থায় আজ পিত্রাছড়া দিয়ে নৌকা চলাচল সম্ভব নয়। তাছাড়া, গোজামিল, নৌকার অভাব, রাস্তার অভাব ইত্যাদি হেতু গণতন্ত্রের যতটুকু পাওনা, সেই ন্যায্য দাবী এবং সব দিক থেকেই বঞ্চিত এই এলাকার জনসাধারণ। চিন্তা করে দেখলে বিরাট এলাকা। উদয়পুর থেকে আগরতলার পার্শ্ববর্তী জিরানীয়ার কলাবাড়ী পর্যন্ত এই এলাকার সিমানা। কিন্তু এই এলাকায় রাস্তার কোন সুব্যবস্থা নাই। এই এলাকা থেকে অম্পিনগর কিম্বা পিত্রা অঞ্চল থেকে অম্পিনগর যাওয়ার কোন রাস্তা নেই। মাঝখানে বিরাট একটা পাহাড়, সেখানেও অনেক মানুষের বসবাস। এই বড়মুড়াতেও

কয়েকটি গাঁওসভা আছে। এই গাঁওসভাগুলি সরকারের সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে, শুধু রাস্তার অভাবে। সেই সব জায়গায় সামান্য রাস্তা তৈরীর জন্য এই সরকারের পরিকল্পনা পর্য্যন্ত অর্থ মন্ত্রীর এই বাজেটে আমি দেখি না। এখন আমি সরকারকে অনুরোধ করব, এই রাস্তা তৈরীর জন্য সরকার যাতে ইতিমধ্যেই আবার সুন্দর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, তজ্জন্য বাজেট বরাদ্দ করেন এবং এ বছরের মধ্যেই যাতে এই রাস্তা তৈরীর কাজ আরম্ভ হয় সরকারের কাছে আমি এইটুকু আবেদন রাখি। আর এই এলাকার অবস্থা দিনের পর দিন মানুষের বাঁচার অনুপযোগী কি কারণে হলো ? যেহেতু, রাস্তার অভাবে জিনিসপত্র এলাকায় আমদানী হওয়ার কোন সুযোগ নাই। এই এলাকার অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে ? চালের দাম এইসব জায়গায় কোনদিন দুই টাকা হয় নি। অন্য জায়গায় দাম যতই বেশী হয়ে থাকুক, এইসব জায়গায় পাঁচশিকা দেড় টাকার বেশী হতো না। কিন্তু ওই দিন আমি গিয়ে দেখে এলাম যে একদিকে ডীলারের অভাব, অপরদিকে ব্ল্যাক মার্কেট চালু থাকার ফলে সেখানে চাউলের দাম দুই টাকা থেকে আড়াই টাকায় পর্য্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে। সরকার যদি এই অবস্থার প্রতি সামান্যও লক্ষ্য না রাখেন, তাহলে এই এলাকার অবস্থা দিনের পর দিন কি হবে, এবং এলাকার জনসাধারণ কিভাবে বাঁচবে তারা বলতে পারছেন না। একদিকে দরের রাস্তা ৮।৯ মাইল দরের রাস্তা উদয়পুর ব্লক অফিসে কিছু কিছু সাহায্য চাইতে এলেও তাদের এমন অবস্থা হয় যে রাত ১ টায় তাদের বাড়ী ফিরতে হয়। কাজেই, সরকারের কাছে এসে দাবী যে করবে, এটাও তাদের ভীষণ অসুবিধা হয় এই রাস্তার অভাবে। এই অবস্থায়, একদিকে সরকার বলেন—"কাজ না করে তোমরা কেন এখানে এসে পড়ে পড়ে থাক।" অথচ, নিজেদের জন্য ব্যবস্থা তারা করতে পারছে না, দিনের পর দিন সেখানকার জনসাধারণ বঞ্চিত হয়ে আছে। আজ যারা নাকি বড় বড় সুদখোর, দাদনদার, টাকাওয়ালা, জমিদার শুধু তারাই সেখানে বাঁচতে পারবে। কিন্তু গরীব জনসাধারণের বাঁচার কোন পথ সেখানে নেই।

এই জন্যই আমি বার বার এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করি এই রাস্তা তৈরীর ব্যাপারে যে এই এলাকার জনসাধারণকে বাঁচানোর জন্য যাতে সরকার তাড়াতাড়ি বাজেট করে সেইসব জায়গার জনসাধারণকে সুন্দরভাবে সুযোগ সুবিধা দান করেন—এই কথা বলে এই যে ডিমাণ্ডএর উপর কাট মোশনকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

কক্-বরক

শ্রীভদ্রমনি দেববর্ম্মা :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, তিনি অর কালাছড়া, অর সিমনা, তিনি অর যে বিরাট এলাকা তঙমানি আরজ তিনি যে নাকি কৃষকনি যে সমস্যা তঙমানি, প্রথমত বরগ তিনি আজকে, সিমনা এলাকা-অ, আজকে কালাছড়া নদী তিনুই যে তঙমানি, কৃষকনি সমস্যা, বাঁধ, আবথাই তিনি ৩/৪ বছর যাবত সরকারনি থানি বার বার তিনি আব-অ অনুরোধ ফাইকা, দরখাস্ত রিখা, বি, ডি, ও, বাই পর্যন্ত মালাইখা। এর পরেথে টেষ্ট রিলিফ বাই বাঁধ রিখা। সেই সম্পর্কে আজকে তাই নালাখালা পর্যন্ত ইঙ থাঙকা। কিন্তু সরকারী গতভাবে

তিনি আবঅ দায় থাইয়া, আজকে মোহনপুরনি বি, ডি, ও, পর্য্যন্ত আবন-অ ইনকোয়ারি থাইকা, কিন্তু কোনদিন টাকানি ব্যাপার থাইয়া। আর-অ যদি বাঁধ রিঅই আটকে রিঅই মানখ্যই ৫০০ কি ৬০০ একরনি পর্য্যন্ত জাগা আরঅ তিনি ফসল উৎপন্ন অঙগঅ কিন্তু সরকার অবনঅ কোন দৃষ্টি থায়া। একদিকে ঈশানপুর, আরঅ তেকাইছা আগ্রাইল ছড়া তঙগঅ, আরঅ ১২০০ একর জাগা তিনি প্লেন রিথা, বিভিন্ন সময়া তুই আবনঅ আলোচনা থাইফা, কিন্তু বাঁধ সম্পর্কে সরকার তিনি দায়িত্ব নায়া। তিনি শুধু মাই কুরুই, বাও কুরুই হিনুই ছিমিছে দাদন রিঅই মায়া, বিভিন্ন অজুহাত তিনি কুরুগ-জুই তিনি এলাকানি জনসাধারণ নঅ তুই থরানি সমস্যা, ই আশা ভরসা কুমুক-গুই-নঅ তিনি থাঙকা। কিন্তু সেই সঙ্গে সরকার আজকে চিন্তা থাইনা নাঙগঅ, এতদিন ২৫ বছর যাবত সরকার যে শাসন থাই তঙথাই, দিনের পর দিন আজকে ক্ষুধার্ত্ত ক্ষুধার্ত্তনি জ্বালা অঙথা। কিন্তু কৃষি ক্ষেত্রে দুছুক থাইকা আবঅ কোনঅ। ছানা মানগুলাক, যাবা তিনি ছোট খাটো ২ কানি বা ১ কানি ফসল থাই ২/৩ ফসল থাই তঙথাই সাধারণতঃ ৭০/৮০ টাকা খরচ তিনি থাইনা নাঙথে, কোন কোনঅ সময়অ আ ফসল বুছুক অঙথা এক কানিঅ ৮০ ফুরা, ৭০ ফুরা অঙথা হিনুই, কিন্তু তিনি আরঅ বিরাট একটা মাঠ তঙগঅ। পরিকল্পনা যে সরকার নাঅই যে ত্রিপুরা বাজ্যনঅ বাহাইকে উন্নতি থাই মানঅ, আবনি বাগই বরগ তিনি কিন্তু থাই মায়া। আজকে এলাকাঅ কি অবস্থা তিনি ঘটনা ঘটিথা আবনি সম্পর্কে সিমনা এলাকাধীন, আপনিছঙ ছাঅই মান-নঅ এই যে সরকার তিনি এলাকাঅ এই থরা ঘটিত কি সমস্যা অঙথা। তিনি আজকে চিঠি ফাই ছক-ফাইকা, সম্পূর্ণরূপে মাননীয় স্পীকার ছাই মান-নঅ, বনি দৃষ্টি আকর্ষণ তিনি থাইঅ, যে মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনাকে এলাকার রিপোর্ট দিতে বাধ্য হই, কারণ এক সপ্তাহ থেকে চাউল-ডাল পৌচছেনা, কন্‌ট্রোলের চাউল বাজারে না থাকায় ২·৭৫ হইতে ২·৮০ পর্য্যন্ত তিনি চলছে। সেখানে উপবাস চলছে, জনজীবনে যে হাহাকার চলছে। আজকে বিধান সভায় সে অবস্থা সম্পর্কে আপান যদি সহযোগীতা না করেন আরো কয়েক দিন পবে আপনি মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যাবে।

সেই সম্পর্কে আজকে এলাকাঅ কি অবস্থা অঙথা আপনিছঙ তিনি বিশ্বাস থাঙগয়া-না : এই যে সারা ত্রিপুরানি বরক-বগ, যে তিপ্রারগ যে তিনি তামঅ অঙথা। মন্ত্রী তঙগঅ তিনি, উপজাতি মন্ত্রী তঙগঅ তিনি, এই যে সপ্তা ৭ | ৮ সেরনি জাগা ৩ | ৪ সের থে চাউল রিঅ, এই যে তিনি মাই কুরুই, এই যে মাই মাচায়া, মা ফুঙগ-গা থাই এই জঙ্গলে জঙ্গলে গংগা কুতুগুই সিদ্ধ থাই চাঅ—এই যে অবস্থা আজকে এলাকানি জনসাধারণ এই যে কক সঠিক কিনা, এই যে আজকে মন্ত্রারগ পরিদর্শন থাইনা থাঙকা। এই যে কোনদিনঅ একজন কৃষকনি নগঅ থাঙগুই আজ কৃষকনি সম্পর্কে কোনঅ মাইরুঙ মানদা মাথা, বা কৃষিঋণদা মাথা হিনুই কোনদিনঅ বরক নাইগুলাক। যেখানে দালাল, যে ফককর তঙগঅ আ নগঅ থাঙগুই শোষকথে তিনি চাই তঙগঅ। কিন্তু কোন দিনঅ বরগ অমতুই থাইগুলাক যে কৃষকানি উন্নতি অঙনাতুই।

সেই সম্পর্কে আও মাননীয় স্পীকারনি দৃষ্টি আকর্ষণ থাইঅ এলাকানি এ অবস্থা সম্পর্কে

সরকার যদি তিনি রীতিমত একসান নাথ্যাই, আজকে যদি ই ককনত্র তিনি চিন্তা খাইক.ই অবনত্র আও তিনি অনুরোধ খাইঅ—এই যে আবন মন্ত্রী মণ্ডলীরগ সঠিক কিনা তদন্ত খাইঅই আবনি এলাকানি কৃষকরগ ববতুই অবস্থা অঙগা আবত্র নাইনানি দরকার। তিনি আজকে আও আশা পোষন খাইঅ যে প্রত্যেকটি লোক অফিসজ (গণ্ডগোল)

তাই আজকে মাননীয় স্পীকার স্যার, আও যে সম্পর্কে অ হাউসজ ছামানি সেই সম্পর্কে আজকে সরকার যদি তিনি কাই-ফাই, আজকে তিনি ওয়াতুই কুলাইয়া মাইবুচুলুই কুরুই, চানানি মায়া, আবনি পরে বরগনি এমন যে শোচনীয় অবস্থা অঙখা—সেই বিষয়তুই আও তিনি আছুক ছাঅইনত্র আমি বক্তব্য শেষ খুলাইখা।

বাংলা অনুবাদ

শ্রীভদ্রমণি দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে কালাছড়া, সিমনা, এই যে বিরাট এলাকা রয়ে গেছে, সেখানকার কৃষকদেব সমস্যা রয়েছে। সেখানকার কৃষকদের সমস্যা সমাধানকল্পে সিমনা এলাকায় কালাছড়া নামে যে নদী আছে, সেটাতে বাঁধ দেওয়ার জন্য ৩/৪ বছর যাবত সরকারের কাছে বার বার অনুরোধ করেছি, দরখাস্ত করেছি এবং বি, ডি, ও-র সাথেও সাক্ষাৎ করেছি। এরপরে টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে সেখানে বাঁধ দেওয়া হল, আজ যাবটি ভেংগে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। কিন্তু সরকারী ভাবে এর দায়িত্ব নেওয়া হচ্ছে না। মোহনপুরের বি, ডি, ও, সেটাকে ইনকোয়ারি করেছেন, কিন্তু কোন টাকা মঞ্জুর করেননি। সেখানে যদি বাঁধ দিয়ে টিকিয়ে রাখা যায়, তবে ৫০০ কি ৬০০ একর জমিতে ফসল ফলানো যেতে পারে। কিন্তু সরকার সেদিকে কোন দৃষ্টি দেন না। ওদিকে ঈশানপুরে আথাইলাছড়া নামে অরেকটি ছড়া আছে, এ এলাকায় ১২০০ একর জমি আছে। এলাকার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছি, ঐ ছড়ায় বাধ তৈরীর জন্য প্লেন দিয়েছি, কিন্তু সরকার সে সম্পর্কে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করেন না। কিন্তু আজ চাল নেই, টাকা নেই- খরা সমস্যা, দাদন দেওয়া হচ্ছে না—এমতাবস্থায় এলাকার জনসাধারণকে শুধু আশা-ভরসা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সেই সংগে আজ সরকারের চিন্তা করা দরকার যে এতদিন এবং যে ২৫ বছর যাবত তাদের শাসনের পরেও আজো দিনের পর দিন কেন ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে হচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রে কতটুক করেছেন, তারা বলতে পারবেন না। যারা আজ ছোট খাটো কৃষক ২/১ কানি জমিতে ২/৩ ফসল করে, তাদের সাধারণতঃ খরচ পড়ে ৭০/৮০ টাকা, কিন্তু কানি প্রতি উৎপাদন ৮০/৯০ ধারা (গ্রামে প্রচলিত একটি মাপ) বেশী কোন মতেই হয় না। কিন্তু সেই এলাকায় একটা বিরাট মাঠ আছে। পরিকল্পনা গ্রহণ করে ত্রিপুরা রাজ্যকে কিভাবে উন্নতি করা যায়, সরকার সেটা চিন্তা করেন না। আজকে এলাকায় কি অবস্থা, সিমনা এলাকায় খরা ঘটিত সমস্যা সম্পর্কে আপনারা জানেন। আজ এলাকা থেকে একটা চিঠি এসেছে এবং সে সম্পর্কে মাননীয় স্পীকারের অবগতির জন্য তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনাকে এলাকার রিপোর্ট দিতে বাধ্য হই। কারণ, এক সপ্তাহ থেকে চাউল, ডাল পৌছাচ্ছে না। কন্ট্রোলের চাউল বাজারে

না থাকার ২৭৫ হইতে ২৮০ পর্য্যন্ত আঃ চলছে। আজকে বিধানসভায় সে অবস্থা সম্পর্কে আপনি যদি সহযোগীতা না করেন, আরো কয়েকদিন পরে আপনি মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যাবে।

সেই সম্পর্কে আজকে এলাকার কি অবস্থা হয়েছে, এই যে সারা ত্রিপুরার মানুষদের ত্রিপুরাদের কি অবস্থা হয়েছে— আপনারা হয়তো বিশ্বাস করতে পারবেন না। মন্ত্রী আছেন, উপজাতী মন্ত্রী আছেন, তাঁদের অবগতির জন্য বলছি সপ্তাহে ৭/৮ সেরের পরিবর্ত্তে ৩/৪ সের চাউল দেওয়া হয়, এই যে চাল নেই, অনাহার চলছে, এই যে জঙ্গলে গণ্ডগা। (এক প্রকার বন আলু) খুঁজে এনে সিদ্ধ করে খাচ্ছে এই অবস্থা চলছে আজকে এলাকার জনসাধারণের; আমার কথা সঠিক কি না; মন্ত্রীরা পরিদর্শন করেছেন, সিমনার অবস্থা পরিদর্শন করে এসেছেন। কিন্তু তাঁরা কোনদিন একজন কৃষকের বাড়ীতে গিয়ে যে চাল পায় কি না, কৃষিঋণ পেয়েছে কিনা ইত্যাদি খোঁজ খবর নেন না। যারা দালাল, শুধু তাদের বাড়ীতে গিয়ে তাঁরা শোষণ করে খেয়ে আসেন। কিন্তু কৃষকদের উন্নতি হতে পারে, এমন কাজ তাঁরা কোনদিন করেন না।

তাই, এলাকার অবস্থা সম্পর্কে আমি মাননীয় স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজ আমি এই অনুরোধ রাখছি যাতে সরকার বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করে যথাযথ একসান নেন এবং এলাকার কৃষকদের অবস্থা যাচাই করার জন্য এখানকার মন্ত্রী মণ্ডলী তদন্ত করা উচিত। আজ আমি আশাপোষণ করি যে প্রত্যেকটি লোক অফিসে—(গণ্ডগোল)

তাই আজকে মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যে বিষয়ে এই হাউসে আলোচনা করলাম, সেই সম্পর্কে সরকার যেন বিবেচনা করেন। এখনো বৃষ্টি হচ্ছে না, বীজ ধান নেই, অনাহার চলছে—এলাকার এমন শোচনীয় অবস্থা চলছে— এ সম্পর্কে আজ আমি এতটুকু বলেই আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যে ডিমাণ্ড নাম্বার থার্টি নাইন রাখা হয়েছে, তার উপর আমরা দুইটি কাট মোশান আছে, সেগুলি হচ্ছে (১) সোনামুড়া মহকুমায় নিদয়া তহশিলে কুরুইলা ছড়ার উপর স্থায়ী বাঁধ দ্বারা ছড়ার গতিপথ ঘুরাইয়া দেওয়ার বরাদ্দের অনুপস্থিতি সম্পর্কে) সোনামুড়া মহকুমার কাঠালিয়া তহশীলের কামাই নদী ডাইভার্শান ও বাঁধ দ্বারা জলসেচের ব্যবস্থা করার বরাদ্দের অনুপস্থিতি সম্পর্কে। এছাড়া সাতাইস নাম্বার ডিমাণ্ডের উপর আমার কাট মোশন হচ্ছে ধনপুর হইতে কাকড়াবন রাস্তা পুনঃ নির্মাণও সংস্কারের জন্য বরাদ্দের অভাব সম্পর্কে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এছাড়া ও অন্যান্য ডিমাণ্ড যেগুলি এখানে উপস্থিত করা হয়েছে, সেগুলি সম্পর্কেও আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট যে সমস্ত কাজ করে সেগুলি যদি আমরা বিচার বিবেচনা করি, তাহলে দেখব যে বিভিন্ন এলাকায় রাস্তা উন্নয়নের যে পরিকল্পনা, বিভিন্ন এলাকার এম্বাকমেন্টের প্রশ্নে, বিভিন্ন এলাকার মাইনর ইরিগেশনের প্রশ্নে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যেন কেমন একটা অব্যবস্থা চলছে। অর্থাৎ কাজগুলি যে ধরনের করার প্রয়োজন তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন ভাবে সেগুলি করা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি প্রথমে বিশেষ করে উল্লেখ করতে চাই মাইনর ইরিগেশন সম্পর্কে। গত খরাতে ত্রিপুরার মধ্যে যে

একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, সেটা আমরা সবাই লক্ষ্য করেছি। আজকে একটা চূড়ান্ত খাদ্যের ঘাটতির মধ্য দিয়ে আমরা চলছি। আজকে যেখানে ত্রিপুরার মোট লোক সংখ্যা হচ্ছে ১৫ লক্ষ কয়েক হাজার, সেখানে ১৫ লক্ষ লোককে রেশন দেওয়ার জন্য আমাদের বাইরে থেকে চাউল আনতে হচ্ছে, কেন না খরাতে মাঠের সব কিছু শুকিয়ে গেছে। অথচ মাইনর ইরিগেশনের জন্য এক একটা পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতি বছর বছর একটা মোটা টাকা বরাদ্দ ধরা হয়ে থাকে, কিন্তু সেই টাকা সম্পূর্ণ ভাবে খরচ করা হয় না, সেই টাকা আবার সেন্ট্রালে ফেরত চলে যায়। অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে মাইনর ইরিগেশনের যে টাকা খরচ করা প্রয়োজন, সেটা খরচ করা হচ্ছে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, এবারেও শুনানো হচ্ছে যে টাকা খরচ করা হবে যাতে করে সাধারণ কৃষকেরা তাদের জমিতে ভাল ভাবে ফসল উৎপাদন করতে পারে। কিন্তু সেই খরচের নমুনা যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে একটা জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে টাকা খরচ করা হচ্ছে এবং সেজন্য হিসাব দেওয়া হচ্ছে। কাজেই সেই খরচের নমুনাটা যে কি, তার সম্পর্কে আমি এখানে কিছু তুলে ধরতে চাই। গত জুন জুলাই মাসের অধিবেশনে বর্ত্তমান মন্ত্রী সভার তরফ থেকে তথ্যগুলি দেওয়া হয়েছিল। মাননীয় স্পীকার স্যার আমি আলোচনা করার আগে তাদের হিসাবে একটা অ্যানোমেলি দেখাতে চাই। আমি গত জুন জুলাই মাসের যে অধিবেশন বর্ত্তমান মন্ত্রীসভার তরফ থেকে যে তথ্যগুলি রাখা হয়েছে সেখানে আমি দুটি তথ্য পাশাপাশি রাখতে চাই তাদের হিসাবের নমুনা হিসাবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, একটা হচ্ছে ১০ই জুলাই ১৯৭২ ইং এর সিরিজ টু ভলিউম ফাইভ, আমাদের বিধান সভার যে প্রসিডিংস তাতে আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৬৯—গোমতী লিফট ইরিগেশান মোবাইল ইউনিট সম্পর্কে যে প্রশ্ন ছিল, আমার নিজের প্রশ্ন ছিল। সেই প্রশ্নের উত্তর ১০ই জুলাই আমি পেলাম যে—"একটা ক্ষুদ্র ভ্রাম্যমাণ প্রকল্পের সেচ প্রকল্পের রূপায়ণের কাজ চলছে, এখনও শেষ হয় নি"। তারপর উদ্ভব হয়েছে এ ব্যাপারে ৩৮,১৬৭ টাকা খরচ হয়েছে। তারপর উত্তর হচ্ছে প্রায় ৬০ একর জমিতে জলসেচের লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছে। ১৫ অশ্ব শক্তির দু'টা মেশিন বসানোর ব্যবস্থা করা হইতেছে। ইহার মধ্যে একটা থাকবে বদলী হিসাবে কাজ করবার জন্য। মেশিনের শক্তি ঘণ্টায় ইত্যাদি ইত্যাদি"। মাননীয় স্পীকার স্যার, ১০ই জুলাই তারিখে আমার প্রশ্নের উত্তরে 'মনিষ্টার ইনচার্জ এর কাছ থেকে এই উত্তর পেয়েছি। আবার একই বিষয়ের উপর, সিরিজ টু ভলিউম টু, ২৯শে জুন, ১৯৭২ তারিখে আমার প্রশ্নের উত্তরের আগে মাননীয় সদস্য নিশিকান্ত সরকারের আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৫, তাতে ঐ প্রসিডিংসে উত্তর লেখা আছে সোনামুড়া মহকুমা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে লিফট ইরিগেশান বর্ত্তমান ইউনিট একটা চলিতেছে বটতলীতে ৭৪,৬০০ টাকা। প্রশ্ন ১৯৭০-৭১ ইং সনে— "মাইনর ইরিগেশান ডিপার্টমেন্ট হইতে সেচ, বাঁধ, স্লুইস গেট ইত্যাদি কোথায় কোথায় নির্মিত হয়েছে এবং কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে?" এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এই উত্তরটা। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখন একই প্রসিডিংসে, একই সেসানে মিনিষ্টার ইনচার্জ এর উত্তরের নমুনা দেখাচ্ছি, ওদের হিসাব সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে শোনান যে আমরা এইসব কাজ করছি, কতখানি অসত্য তথ্য দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করেন তার প্রমাণ। আমার প্রশ্ন হচ্ছে ১০ই জুলাই, আর ঐ উত্তর হচ্ছে ২৯শে জুন। ২৯শে জুন তারিখে বলা হল যে লিফট ইরিগেশান

চলছে। তারপর ১৩ই জুলাই তারিখে আমাকে জানানো হল যে এখনও ওটার প্রস্তুতি চলছে প্রকল্প রূপায়ণের এবং ৩৮, ১৬৭ টাকা খরচ হয়েছে এখন পর্যন্ত। দেখুন টাকার হিসাবেও গোলমাল এবং পাঁচ একর পর্যন্ত জমি জলসেচের লক্ষ্য ধার্য করেছে তারা। আমার প্রশ্নের তাঁরা বলেছেন যে, যে নৌকাতে পাম্প বসানো হবে তা এখন উদয়পুরে আছে। পাম্প বসানোর পর উহা সোনামুড়ায় নেওয়া হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রসিডিংস প্রমাণ করে, কারো বক্তৃতার অবকাশ রাখে না। মিনিষ্টার ইনচার্জ বিধান সভার ফ্লুরে যে বক্তব্য রেখেছেন সেই বক্তব্য দিয়ে প্রমাণ করা হচ্ছে কি ধরণের হিসাব, কি ধরণের জলসেচ, কি ধরণের প্রকল্প কি ধরণের হিসাব আমাদের এই মন্ত্রীসভা কিভাবে রাখছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি মন্ত্রীসভাকে একখানি খোলা চিঠি রেখেছিলাম। আমার পত্রে আমি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলাম যে কোথায় কোথায় কি করেছে প্রমাণ দিয়ে যান। কত একর জমিতে জলসেচ করেছেন প্রমাণ দিয়ে যান। তারা উত্তর দিয়েছেন, উত্তর শুনেছি মন্ত্রীসভার একজন সদস্যের কাছ থেকে, কৃষিমন্ত্রী মনসুর আলী সাহেব, তিনি উত্তর দিয়েছেন বাঁধগুলি জলসেচের জন্য করা হয় নি। বাঁধগুলি টেষ্ট রিলিফের কাজের জন্য করা হয়েছে। জল না থাকলেও সে বাবে অনেক কাজ হয়েছে, প্রচুর কাজ হয়েছে। বাঁধ তো জলসেচের জন্য নয়। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি তাই উল্লেখ করতে চাই যে একটার পর একটা বিভ্রান্তিমূলক বিবৃতি তারা দিচ্ছেন। আমি জানি না মন্ত্রীদের তাতে কোন শেয়ার আছে কিনা। আমি জানি না কোন কোন বড় বড় অফিসার এর মধ্যে কত টাকা কিভাবে লুট করেছেন এই এমারজেন্সীর সুযোগে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, তারপরেও এতটুকু টাকা বরাদ্দ হল সেই টাকার কি ব্যবস্থা করেছেন? আমি তার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখতে চাই। কামাই নদীতে বাঁধ। সোনামুড়া মহকুমাতে কামাই নদীতে বাঁধ দিতে গিয়ে প্রথম কয়েক হাজার টাকা তারপর আবার কয়েক হাজার টাকা যে খাতেই বরাদ্দ হোক এটা টেষ্ট রিলিফের লাইনে এসেছে না কোন কাগজে এসেছে আমরা শুনতে চাই না আমরা দেখতে চাই টাকার ইউটিলাইজেশান। কামাই নদীতে বাঁধ দেওয়া হয়েছিল তার জন্য সেই নদীকে ঘুরিয়ে, সেখানকার জনসাধারণ ধরল, সেটাকে মঞ্জুর করা হল, সেটাকে স্বীকৃতি দেওয়া হল, তারজন্য একটা বিরাট চ্যানেল কাটা হল। পাথর কাটতে যে পরিশ্রম হয় সেখানকার গ্রামের মানুষ শুধু একটু জলের স্বপ্ন দেখেছিল। ৫/৬টা গ্রামের মধ্য দিয়ে নতুন নদী বয়ে যাবে। তার ফলে বছরের পর বছর স্থায়ীভাবে জলসেচ হবে। তার স্বপ্ন দেখে নিজেদের খাওয়া, নিজেদের বুভুক্ষায় ভুগছে, যারা অল্প স্বল্প খেতে পায় তারা চলে গেছে, যাদের এক কানি আধ কানি জমি আছে তারা গায়ে খেটেছে। মাত্র দুই টাকা মজুরী মাঝে মাঝে পেয়েছে খাল কাটায় আমি শুনেছি, হিসাব পেয়েছি, ১১.০০০ টাকা খরচ হয়েছিল। তারপরেও ৪.০০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। প্রায় ১৬/১৭ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেল সেই খাল কাটায়। তারপর সেই বাঁধ কয়েকদিন পরে ভেঙে গেল। এখনও কোন বৃষ্টি নাই। মাননীয় স্পীকার, স্যার কোন বৃষ্টি সারা ত্রিপুরাতে খরা এখনও চলছে। সেখানকার মানুষ দাবী করেছিল নভেম্বর মাসের শেষ দিক থেকে, এপ্রিল মাস চলছে এখন সেই বাঁধ ভেঙে গেল। সেই বাঁধকে রক্ষা করা হল না, ড্রেণগুলি করা হল না। বাঁধ ভেঙে গেছে, আবার নতুন করে যদি বাঁধ তৈরী করতে হয় হাজার হাজার টাকা লাগবে। কৃষিমন্ত্রী দেখতে গিয়েছিলেন, নানা মন্ত্রী দেখতে গিয়েছিলেন। চার হাজার টাকা খরচ করে সেখানে স্কুল দিবেন বলে সেখানে গিয়ে খানাপিনা করে এসেছেন, মুরগীর রোষ্ট খেয়েছেন, দই খেয়েছেন ১৬ কেজি।

শ্রীমনছুর আলী :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ক্র্যাশ প্রোগ্রামের মধ্যে স্কুলের কথা এনেছেন। সেটা কাট মোশান হয় না।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মন্ত্রীদের ভূমিকার কথা বলছি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ঠিক এইভাবে একটা বাঁধ দিয়ে সেটা ভেঙে যাওয়ার সংগে তুলনা করে আমি এই হাউসে উপস্থিত করছি যে সারা ত্রিপুরাতে তারা কি ছিনিমিনি খেলছেন টাকা নিয়ে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, সেই বাঁধের ভিতর দিয়ে তারা নিজেদের পকেট ভালভাবে ভরেছেন। তারা ২,০০০/৩,০০০ টাকা তছরূপ করেছেন। এখানেও টাকা লুট করার ব্যবস্থা রয়েছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, কুমিল্লাছড়ার বাঁধ। ৮০০ টাকা খরচ করে একটা ছড়ার উপর বাঁধ দেওয়া হয়েছিল। ৮০ টাকা খরচ করতে মন্ত্রীরা দৌড়েছেন। আজকে এখানে এই হাউসে প্রকাশ করা হচ্ছে এই সম্পর্কে তারা অজ্ঞাত। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ওদের সাহস নাই জনগণের সামনে গিয়ে বলে আমরা এই সম্পর্কে কিছু জানি না। এই হাউসে এই রাজ প্রাসাদের ভিতরে ঢুকে এখানে বসে শুনাচ্ছেন এই সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না, এই সম্পর্কে আমাদের জানা নাই, এই সম্পর্কে আমরা অজ্ঞ। এখানে বসে তারা অগণতান্ত্রিক বুলি শুনাচ্ছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি কুমিল্লাছড়ার বাঁধ ছেড়ে আমি আসতে চাইছি পি, ডাবলিও, ডি.র সাধারণ কাজকর্ম সম্পর্কে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি জানি খুব বেশী সময় আর নেই বেশী বলার সুযোগও নেই। আমি দুই একটি উদাহরণ দিয়ে সারা ত্রিপুরায় একই ধরণের পরিস্থিতি—মাননীয় স্পীকার আমার কাছে তথ্য আছে ধর্মনগরের তথ্য আছে মাননীয় স্পীকার স্যার, কমলপুরের তথ্য আছে, খোয়াইর তথ্য আছে। আমি দুই একটি এখানে তুলে ধরছি এই মন্ত্রীসভার ভূমিকার প্রশ্নে। মাননীয় স্পীকার স্যার, পি ডাবলিউ. ডি সম্পর্কে বলছি। পি ডাবলিউ. ডি র একটি নিয়ম আছে ১১ নম্বর ফর্মে —নিগোসিয়েশান কনট্রাক্ট দেওয়া যায়। যদি জরুরী অবস্থা হয় তাহলে কাজ দেওয়া যাবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, নিগোসিয়েশানে কনট্রাক্ট দেয় আমরা শুনেছি ৭ হাজার টাকা সিলিং লিমিট আছে। এর উপর হলে নিগোসিয়েশানে দেওয়া যায় না। আমি জিজ্ঞাসা করছি মাননীয় মন্ত্রীকে যে লক্ষ লক্ষ টাকার কাজ নিগোসিয়েশানে কনট্রাক্ট কি করে দেওয়া হয়? লক্ষ লক্ষ টাকার কারচুপি করা হচ্ছে নিগোসিয়েশানে গোপনে সমস্ত ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কোন টেণ্ডার নেই কোন নির্দিষ্ট টেণ্ডার কল করে কাজ হয় না (গণ্ডগোল)

শ্রীমনছুর আলী :—স্পীসিফিক কেইস না দিয়ে শুধু লক্ষ লক্ষ টাকা (গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী :- মাননীয় স্পীকার, স্যার, ধর্মনগরের বি ক্লাশ কন্ট্রাক্টার এস. এন ভট্টাচার্য্য উনি পৌনে দুই লক্ষ টাকার কাজ নিগোসিয়েশানে পেয়েছেন (গণ্ডগোল) আমি নির্দিষ্ট নাম উল্লেখ করছি মাননীয় স্পীকার স্যার, এনকোয়ারী হউক আমি চ্যালেঞ্জ করছি এনকোয়ারীতে প্রমাণ হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, (গণ্ডগোল)

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনারা বসুন...(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীর বর্ম্মণ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, উনি ভেগ এলিগেশান আনতে পারেন না

উনি যদি স্পেসিফিক এলিগেশান না আনতে পারেন তাহলে সেটি এক্সপাঞ্জড হবে (গণ্ডগোল)

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— যেটি বলবেন সেটির সম্পর্কে স্পেসিফিক দিতে হবে……

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে বেকার, বেকারদের কাজ দেওয়া হবে। আমি জিজ্ঞাসা করি তাদের ক'জনকে নিগোসিয়েশানে কাজ দেওয়া হয়েছে। বড় বড় ক্লাস ওয়ান কনট্রাক্টারদের নিগোসিয়েশানে সব কাজ দেওয়া হচ্ছে আর আনএমপ্লয়মেন্টদের ছোট ছোট কাজ দেওয়া হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার বক্তব্য খুব বাড়াতে চাই না আমি আর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি পি. ডাবলিউ. ডি. সম্পর্কে। মাননীয় স্পীকার স্যার, মিঃ মণ্ডল এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, মাইনর ইরিগেশান, আমরা জেনেছি তিনি ডিগ্রেডেড হয়েছিলেন মাইনর ইরিগেশানের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের পদ থেকে ডিগ্রেডেড হয়েছিলেন… .

শ্রীমনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একজন অফিসারের নামে এই হাউসে এইভাবে কথা বলা যায় না উনি এখানে উপস্থিত নাই এটা ঠিক নয় স্যার, (গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী :— আমার অধিকার আছে—রুলস আছে—রুলস পড়ে দেখুন এই বিধান সভার রুলস আছে…(গণ্ডগোল)

শ্রীমনছুর আলী :—নূতন এসেছেন আইন আগে দেখে নিন আইন পড়ুন তারপর বলবেন (গণ্ডগোল)

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনারা বসুন (গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সি. বি. আইয়ের তদন্তাধীন থাকা অবস্থায় আমরা জেনেছি তিনি ডিগ্রেডেড হয়েছিলেন মিঃ মণ্ডল—তিনি আবার বর্তমান মন্ত্রীসভায় একজিকিউটিব ইনজানিয়ার পদে প্রমোশান দেওয়া হয়েছে। কি করে দিলেন—সি. বি. আইয়ের তদন্তের কোন সিদ্ধান্ত নাই সি. বি. আই. কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? আমরা জানতে চাই কিভাবে এই সব প্রমোশন হয়? কিভাবে বড় বড় অফিসার যারা দুর্নীতির রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছেন তাদেরই এই মন্ত্রী সভা এই দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন সেই দুর্নীতিকে পালন করেছেন। এই ধরণের আরও অনেক ঘটনা আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার আমার বক্তব্য আর বাড়াতে চাই না। আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

শ্রীসমীর বর্মন :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় একজিকিউটিভ ইনজীনিয়ার মিঃ মণ্ডল সম্পর্কে যা বলেছেন এই কেইসটা হাই কোর্টে পেণ্ডিং আছে—এটা সাবজুডিশ ম্যাটার আমার মনে হয় দিস সুড বি এক্সপানজড (গণ্ডগোল) স্যার, কেইসটা হাই কোর্টে পেণ্ডিং আছে (গণ্ডগোল)

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—আচ্ছা আমি দেখে নেব।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কোন কেইস কোর্টের সাবজুডিশ থাকলে সেই কেইস সম্পর্কে কোন মেম্বার বলতে পারেন না এটা আইনে আছে। সুতরাং এটা একস্‌পাঞ্জড হবে।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—একস্‌পাঞ্জড হবে (গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা কি করে জানব এটা পেণ্ডিং ?

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীর বর্মন :—প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছিল মাননীয় চীফ মিনিষ্টার রিপ্লাই দিয়েছিলেন দি কেইস ইজ পেণ্ডিং ইন দি কোর্ট—এনকোয়ারী ষ্টেজে কোন আলোচনা করা যাবে না এবং মাননীয় স্পীকার এটা এলাউ করেছিলেন যে এনকোয়ারী ষ্টেজে কোন আলোচনা করা যাবে না।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—এটা এক্‌সপাঞ্জড হবে- -বলুন

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার বক্তব্য শেষ করেছিলাম। আবার পয়েন্ট অব অর্ডার উঠায় একটি মাত্র কথা বলেই বসে পরব। সেট হচ্ছে সি. বি. আইয়ের তদন্তধীন যে অভিযোগ রয়েছে সেই অভিযুক্ত ব্যাক্তি কি করে আবার প্রমোশান পায় আমি বুঝতে পারছি না মাইনর ইরিগেশানের একজিকিউটিভ ইনঞ্জীনিয়ার পদ থেকে ডিগ্রেডেড হয়ে আবার একজিকিউটিভ ইনঞ্জীনিয়ার পদে প্রমোশান পেয়েছেন...

শ্রীসমীর বর্মন :—আপনি তো এটা একস্‌পাঞ্জড করলেন স্যার,...

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—এটা একস্‌পাঞ্জড হয়ে গিয়েছে...

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি নাম বলি নাই এটা একস্‌পাঞ্জড হতে পারে না একজিকিউটিভ ইনঞ্জীনিয়ার দীর্ঘদিন থেকে ডিগ্রেডেড হয়েছেন আমি নাম উল্লেখ করছি না (গণ্ডগোল) সি, বি. আই. অভিযুক্ত হয়ে এখন তিনি হাইকোর্টের বিচারাধীন অবস্থায় তার কি করে প্রমোশান হয় এবং ডিগ্রেডেড হয়ে আবার কি করে একজিকিউটিভ ইনঞ্জীনিয়ারের পদে প্রমোশান হল সেটি আমরা জানতে চাই...

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—শ্রীরাধারমন দেবনাথ।

শ্রীরাধারমণ দেবনাথ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ডিম্যাণ্ড নাম্বার ৩৯ 'এর উপর আমার একটা কাটমোশন আছে, তার উপর বলতে গিয়ে আমাকে বলতে হচ্ছে যে সরকার সব সময় বলে থাকেন যে কৃষির উন্নতি করছেন, কিন্তু সেটা কোথায় ? সেখানে মোহনপুর এলাকায় তারাসুন্দরী বাঁধের অর্থের বরাদ্দের অভাব আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে। তাঁরা সব সময়ে বলে থাকেন যে সেচ ব্যবস্থা করব। কিন্তু ত্রিপুরাতে ছোট ছোট নদী, নালা আছে, সেখানে বাঁধ দিতে পারেন, সোনাই নদীতে বাঁধ দিতে পারেন, মোহনপুর বাজারের নিকট একটা ছড়া আছে সেখানে বাঁধ দিতে পারেন, সেখানে বাঁধ দেওয়ার জন্য আমি বলেছিলাম, মাননীয় সদস্য তড়িৎবাবুও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনিও বলেছিলেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত বাঁধের

ব্যবস্থা করা হয়নি। আজকে এই যে অবহেলিত কৃষক, যারা আজকে আমাদের খাওয়া পড়া তৈরী করেন, তাদের কোন উন্নতি এই সরকার এই পঁচিশ বছরে করতে পারেননি। আজকে তারা মুখে বড় বড় বুলি আওড়ান, কিন্তু এই পঁচিশ বছরে তারা কি পেয়েছে সরকার থেকে? তারা তাদের জন্য কি করতে পেরেছেন? তাঁরা রাজবাড়ীতে বিধানসভা বসাতে পেরেছেন, কিন্তু তাদের জন্য সেচের ব্যবস্থা করতে পারেননি। যদি সেচের ব্যবস্থা করতে পারতেন তাহলে কৃষক জমি চাষ করতে পারতেন। মোহনপুর এলাকায় তারাসুন্দরী বাঁধ যদি দেওয়া হত, তাহলে ৫০ দ্রোণ জমি চাষ করার সুযোগ পেত কৃষক আজকে যারা বড় বড় বুলি আওড়ান, নকশাল বাড়ীর কথা বলেন, এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করেন, আজকে ত্রিপুরাতে কি হয়েছে তা বলুন না। আজকে ২৫ বছর স্বাধীনতার পর সামান্য নদী, নালাগুলিতে বাঁধের ব্যবস্থা করতে পারেননি, তাদের লজ্জা হয় না? তাঁদের লজ্জা হওয়া উচিত। আজকে ২৫ বছর দেশ স্বাধীন হওয়ার পর একাধারে তাঁরা ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থায় অধিষ্ঠিত, তাঁদের উচিত ছিল কৃষকদের জন্য সেচের ব্যবস্থা করা, ছোট ছোট নদী নালার উপর বাঁধ দিয়ে। তাঁরা বলেছিলেন খরা পরিস্থিতিকে মিলিটারী মোকাবিলা করবেন, কিন্তু সেখানে আজকে বাঁধের ব্যবস্থা করতে পারেন নি। ত্রিপুরায় বর্তমানে যে খাদ্য সংকট তীব্রতর, সেখানে আমাদের মোহনপুর এলাকায় অনেক রেশান শপে চাউল নাই কেন? আজকে যদি কৃষকদের জন্য বাঁধ'এর ব্যবস্থা করতে পারতাম, তাহলে চাউল উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে পারতাম, সেই ব্যবস্থা কেন করা হয় না। আজকে শত শত মানুষ অনাহারে, অর্দ্ধাহারে না খেয়ে মারা যাচ্ছে, সেখানে সরকার কেন সেই বাঁধ দিয়ে সেচের ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয়েছে? আজকে এই খরা পরিস্থিতিতে এই সরকারের উচিত ছিল প্রতিটি বাঁধকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা। যাঁরা বড় বড় বুলি আওড়ান যাঁরা নিজেদের স্বার্থ দেখেন, তাঁরা জনসাধারণের স্বার্থ দেখতে পারেন না, তাঁরা এই বিধান সভায় বসে সাধারণ মেহনতি মানুষের, সাধারণ গরীব কৃষকের কথা কল্পনা করতে পারেন না। এই ২৫ বছর পারেন নি, আর পারবেনও না পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা, বা কোন কল্পনাই তাঁরা কৃষকের কাজে লাগাতে পারেন নি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে ত্রিপুরার সর্বত্র যে ছোট ছোট নদী, নালা আছে, এইগুলিতে বাঁধ দেওয়ার জন্য টাকার বরাদ্দের অভাব থাকে, কিন্তু বড় বড় আমলাদের এবং মন্ত্রীদের বেতন বাড়ানোর সুযোগ তারা করতে পারেন। আজকে এই খরা পরিস্থিতিতে কৃষিমন্ত্রী কি গ্রামে গ্রামে'এ ঘুরে দেখেছেন কেন সেখানে সেচ ব্যবস্থা করতে পারেন নি?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, পি, ডব্লু'র উপর ডিসকাশান হচ্ছে, কিন্তু উনি কি বলতে চান যে ধানগাছ দিয়ে ব্রীজ করবে?

শ্রীসমর চৌধুরী :—অনেকগুলি ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা হচ্ছে সেখানে ইরিগেশানও আছে।

শ্রীরাধারমন দেবনাথ :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই খরা পরিস্থিতির নয় মাস চলল, কিন্তু কৃষকের কি উন্নতি করেছেন? উন্নতি তাঁরা করতে পারেন না, কি করে করবেন কারণ তাঁদের উন্নতির পরিকল্পনা নাই। তাঁরা বড় বড় বুলি আওড়ান, তাঁরা কৃষকদের

উন্নতি করতে পারেন না, তাঁরা বড় লোকদের স্বার্থ দেখেন, আমলাদের স্বার্থ দেখেন, তাঁরা গরীবের স্বার্থ দেখতে পারেন না, তাঁদের ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সাধারণ মেহনতী মানুষের হয়ে তাদের কাজ তারা করতে পারেন না। গ্রামের মেহনতি মানুষ তাদের জন্য এই ২৫ বছরে কি করেছেন? তাদের উন্নয়নে তারা ব্যর্থ হয়েছেন। (রেড লাইট) আমি আমার বক্তব্য শেষ করার আগে একটা কথা বলব। বর্তমান ত্রিপুরা সরকারকে জানাচ্ছি কারণ ত্রিপুরা সরকারকে জানাচ্ছি কারণ ত্রিপুরা সরকারের কতব্য —আমরা মনে করেছিলাম এই সরকার আসার পর ত্রিপুরার উন্নতি হবে কিন্তু দেখছি তাদের অবনতির দিকে চলছে। এই সরকার আসার পর রাজবাড়াতে বিধান সভা করতে পেরেছে, চিলড্রেন্স পার্কে জুয়ার আড্ডা আমরা দেখেছি এবং এ ছাড়া আর কোন উন্নতি তাঁরা করতে পারেন নি। এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :--শ্রীনিশিকান্ত সরকার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে কয়টি ডিমাণ্ড এখানে রেখেছেন এবং যে অর্থ চেয়েছেন, সেটা আমরা দিচ্ছি, কেন দিচ্ছি? ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন হেডে টাকা রাখা হয়েছে, আমরা সেই টাকা মঞ্জুর করছি। আর বিরোধী দলের তরফ থেকে অনেক কাটমোশন আনা হয়েছিল, কিন্তু অনেক সদস্য চলে গেছেন, কারণ তাঁরা বোধ হয় যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না। কাজেই তারা অনুপস্থিত আমি এটা কেন বলছি? একজন সদস্য পূর্ত বিভাগের উপর বলতে গিয়ে আলু খাচ্ছেন। এক ভদ্রলোক পূর্তবিভাগ সম্পর্কে বলতে গিয়ে চাউল এর মূল্য বৃদ্ধি বলেছেন আর বনের আলুর কথা বলেছেন, অতএব তাঁদের কাটমোশান টিকে না। আরেকজন সদস্য শ্রীরাধারমন দেবনাথ বারবারই বলেছেন নদী, নালা, নদী নালা ইত্যাদি কিন্তু এইগুলির কোন যুক্তি দেখাতে পারেননি তাই আমি এই কাটমোশানের বিরোধীতা করছি। আরেকজন সদস্য অনেক যুক্তি দেখিয়েছেন সোনামুড়া থেকে আরম্ভ করে সব। কিছুই হয় নাই। কিছু যে হয়েছে, সেই সম্পর্কে একটা কথাও বলেন নাই। তাই এই কাটমোশান টিকেনা। এখন আমি এখানে কয়েকটি ডিমাণ্ড সম্বন্ধে কিছু যুক্তি দেব। কারণ আজকে ২০/২৫ বছর এই যে আমাদের পূর্ত বিভাগ কাজ করছে এটা অস্বীকার করবার কিছু কারণ নাই। কারণ আজকে ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত যদি তাকাই, ঐদিকে অমরপুর এর দিকে যদি তাকাই তাহলে বিভিন্ন বনাঞ্চলে তারা রাস্তা করেছে দুরূহ পরিশ্রম করে কিন্তু মাঝ পথে কে বাধা দিল, বাধা দিয়েছে এই সি, পি, এম এর দল, এরা অনেক ক্ষতি করেছে, অনেক লেবার হত্যা করেছে, তাই মাঝখানে আমাদের বাধা পড়ে। তবে এখন আর পারছে না, তাই রাস্তা হচ্ছে। পূর্ত বিভাগের কতগুলি অসুবিধা আছে, এই অসুবিধাগুলি আমার মনে হয় চেষ্টা করলে অনেকটা দূর করা যেতে পারে। এখানে যে কাজ আরম্ভ হচ্ছে সেই সম্বন্ধে সিমেন্টের একটু অভাব রয়ে গেছে. মাঝে মাঝে কিছু সিমেন্টের অভাবেও কাজ হ্যামপার করছে, মাঝে মাঝে কাজ ইটের অভাবে হচ্ছে না, তাই এই হাউসে আমি অনেকবার বলেছি যে ইট আগে থেকে সংগ্রহ করতে হয়। আমরা সময় পাই তিন চার মাস। এর

আগে ইট কাটানো যায় না। আমরা বহু কাজ হাতে নিয়েছি। কিন্তু ইট পাওয়া যায় না তাই আমি এই হাউসে রেখেছিলাম কয়েকবার যে দিন দিন আমাদের পূর্ত্ত বিভাগের কাজ বাড়ছে, তাই ইটের ব্যবস্থা রাখতে হবে। তাই সিমেন্টের ব্যবস্থা রাখতে হবে। লোহা লক্করের ব্যবস্থা সেইভাবে রাখতে হবে। আমার মনে হয় এটার দিকে খুব কম নজর দেওয়া হচ্ছে। আমি প্রস্তাব এখানে রাখব এই যে অর্থ পূর্ত্তবিভাগকে দেওয়া হচ্ছে, এই অর্থ যাতে ঠিক ঠিক ভাবে সময় মত ব্যয় করতে পারে তার জন্য এই সমস্ত মেটেরিয়ালকে আমাদের সংগ্রহ করতে হবে। দিনের পর দিন আমাদের কাজ বাড়ছে, পূর্তবিভাগের কাজ বাড়ছে, তাই ইটের ব্যবস্থা রাখতে হবে, তদ্রূপ সিমেন্টের ব্যবস্থা রাখতে হবে, লোহালক্কর সেই ভাবে রাখতে হবে। আমার মনে হয় এইটার দিকে খুব কম নজর দেওয়া হচ্ছে। তাই আমি এখানে এই প্রস্তাব রাখবো এই যে অর্থ পূর্ত্ত বিভাগকে দেওয়া হচ্ছে সেইটা যাতে ঠিক ঠিক ভাবে সময় মতো ব্যয় করতে পারা যায় তার জন্য এইসব মেটেরিয়েলস আগে থেকেই আমাদের সংগ্রহ করে রাখতে হবে। আর এক দিক দিয়ে পূর্ত্ত বিভাগের, আমি এই হাউসে বহুবার বলেছিলাম যে তাদের এষ্টিমেট কষ্ট বা যেটা নাকি রেট যে রেটগুলি আছে এইগুলি তারা করতে গিয়ে আরও খারাপ করছে। এইটা বলছি কেন? আগের দিনে মাটির হাজার ছিল ৩০/৩৩ টাকার মত। আর এখন নাকি ৩১/৩২ টাকা। এইটা কি ধরণের কথা। ১০০ পার্সেন্ট ২০০ পার্সেন্ট এ ভাবে কাজ করতে হয়। আবার টেণ্ডার ড্রপ করতে গিয়ে তাদের দপ্তরের মধ্যে ঘুরাঘুরি করতে হয়। কন্ট্রাক্টার তার না পোষালে টেণ্ডার দেয় না। তারপর এইটা আসে এস, ইর কাছে, এস, ইর ক্ষমতায় না হলে এইটা আসে চীফ ইঞ্জিনীয়ারের কাছে। এই কারণে একই টেণ্ডার ৪।৫ বার কল করা হয়। পূর্ত্ত বিভাগের যে আইটেমগুলি আছে এইগুলি আরও ঝামেলার ব্যাপার। তাই আমি অনুরোধ রাখবো তারা যাতে এইগুলি এনালাইসিস করে তারা যদি রেট ঠিক করে, আমার মনে হয় কাজ আরও তড়াম্বিত হবে। আর একদিক দিয়ে এই যে পূর্ত্ত বিভাগ বড় বড় কাজ করছে কিন্তু তারা মনে হয় গ্রামের দিকে তাকাচ্ছে না। আজকে শহরের দিকে কাজ সৃষ্টি হচ্ছে বিভিন্ন দিক দিয়ে। আজকাল গ্রামে স্কুল হচ্ছে, হসপিটাল হচ্ছে, বিভিন্ন কাজ হচ্ছে, কিন্তু রাস্তা নেই। ফলে হয় কি সেখানে কোন কর্মচারী ভি, এল, ডবলিউ বলুন, এস, ডি, ও বলুন, বি, ডি, ও বলুন তারা অসুবিধা ভোগ করেন চলার পথে। যেখানে কাজ করা দরকার সেখানে তারা যেতে পারেন না। তাই আমি এই হাউসের সামনে রাখছিলাম যে প্রতিটি সাব-ডিভিশনে এক সংগে সব কাজ করা সম্ভব নয়, একটা একটা করে তোমরা কর যাতে কাজ হয়। আমি একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি যে আমার সাবডিভিশনের কথা বলছি উদয়পুরের যে জামজুরী থেকে গংগাছড়া একটা রাস্তা আছে, এইটা টি, টি, সি'র আমলের রাস্তা, এইট্টা এখনও হয় নাই। উত্তর মহারাণী থেকে গর্জি পর্য্যন্ত একটা রাস্তা আদিবাসী অঞ্চলের মধ্যে প্রায় ১৩।১৪ মাইল আজ পর্য্যন্ত সেইটা হয় নাই। এটাও টি, টি, সি'র আমলের রাস্তা। কাজেই প্রত্যেকটা সাবডিভিশনে মাননীয় সদস্য গুণপদ জমাতিয়া বলেছেন, উনি বোধ ......

হয় জানেন না ওখানে একটা রাস্তা সারভে হয়েছিল, আমি নিজে জানি, টি, টি, সি, সেখানে কাজ করতে চলছিল এবং পূর্ত্ত বিভাগ থেকে তিনগড়িয়া থেকে আরম্ভ করে আপ টু শুপাইছড়ি পর্য্যন্ত একটা রাস্তা তারা কাজ আরম্ভ করেছিল কিন্তু এই কম্যুনিষ্ট পার্টি তারা রাস্তা করতে দিত না। তারা বলতো যে রাস্তা করতে দিও না। রাস্তা করলে তোমাদের সর্ব্বনাশ হবে। তখন আদিবাসী ভাইয়েরা টাক্কাল নিয়ে বসে থাকতো, উনি বোধ হয় সেইটা জানেন না। তাই আমি অনুরোধ রাখবো যে অন্ততঃ এই অঞ্চলে ১৪/১৫ মাইলের মধ্যে উদয়পুর শপাইছড়ি থেকে গোমতীর উপর একটা ব্রিজ আছে এখান থেকে একটা রাস্তা গেছে রাজনগরের মধ্যে দিয়ে এই রাস্তাটা এবং উদয়পুর থেকে তিনগড়িয়ার যে রাস্তাটা সারভে হয়েছে, যাতে এই রাস্তাগুলি বাজেটে ধরা হয় আমি সেই দিকে অনুরোধ রাখবো। কেন রাখছি সেখানে পাচটা গাঁওসভা, রাস্তাঘাট তাদের নেই, বিভিন্ন কর্মচারী, আমাদের সেখানে যেতে অসুবিধা হয়, একদিনে ফিরে আসা যায় না, বড়ই অসুবিধা হয় সেখানে। আর একটা পাগমা থেকে নলছড় পর্য্যন্ত একটা রাস্তা সারভে হয়ে বোধ হয় বিবেচনাধীন আছে বোধ হয় সেটা যাতে হয় এবং গংগাছড়ার রাস্তাটা শুনেছি এইটাও নাকি সেংশন হয়েছে। তারপরে বড়পাথারী থেকে যে কাকড়াবন রাস্তাটা এইটা বোধ হয় আরম্ভ হয়েছে যাতে এইটা তাড়াতাড়ি হয় সেই জন্য অনুরোধ করছি। এই সমস্ত অনুন্নত জায়গার মানুষ নানারকমভাবে অসুবিধা ভোগ করছে। যেমন আমরা যেটা দুইটাকা দিয়ে খাই তারা সেইটা সাড়ে তিন টাকা দিয়ে খায়। এমন কি চার টাকা পর্য্যন্ত। কারণ একটা জিনিস দুইটাকা থাকে উদয়পুরে সেইটা সেখানে ৪ টাকায় বিক্রী করতে হয়। তার কারণ একটা লেবার ২/৩ টাকার নীচে আসে না। আর একদিক দিয়ে আমি অনুরোধ করবো এই যে কয়েকটা ডিমাণ্ড সবগুলি আমি এক সংগে বলছি। আজকে কেন মাননীয় সদস্যরা চীৎকার দিচ্ছে, আমি জানি না। এই যে প্রজেক্ট, গোমতী প্রজেক্ট এইটা একটা দরুণ ব্যাপার। কিন্তু আমার মনে হয় তারা আগেরকার প্রতিশ্রুতি ঠিক রাখতে পারে না। শরণার্থীর সময় হয়তো কাজ বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু আমি জানি এই হাউসের মধ্যে তার সেংশন দিয়েছিল যে সেইটা ১/২ বছরের মধ্যে শেষ হবে। কারণ তখন কাজ করতে গিয়ে তারা মনে হয় সিমেন্ট লোহালক্কর ইত্যাদি সবটা বোধ হয় তারা নেয় নাই। একমাস যদি কাজ বন্ধ থাকে তাহলে সরকার বহু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই আমি বলবো এইসব মেশিনারার দিকে নজর রেখে যাতে কাজটা হয় সেইদিকে যেন তারা লক্ষ্য রাখেন। এখানে আমার এক সদস্য বলেছে যে নদা পুষ্করিণী কিছুই কাটানো হয় না। তিনি হয়তো ভুলে গেছেন এই যে এত বড় একটা কাজ, আজকে যদি আমরা গোমতী প্রজেক্ট করতে পারি তাহলে হবে কি, উদয়পুর সাবডিভিশন, অমরপুর এবং সোনামুড়া, আমাদের কৃষি কাজের অনেকটা সহায়তা হবে। এই

যদি আমি পূর্ত বিভাগের সম্বন্ধে যা বললাম, আরও কিছুটা বলার ছিল। কিন্তু সময় কম। প্রত্যেকটা সাব-ডিভিশনে যদি গ্রাম্য রাস্তাগুলি একটা একটা করে যাতে সুরু হয় তাতে হবে কি ? এই খরা পরিস্থিতিতে মানুষ কাজকর্ম করে খেতে পারবে। যেখানে আজকে টেষ্ট রিলিফের কথা উঠে দেড়টাকা থেকে আরম্ভ করে ৪ টাকা ৬ টাকা কিন্তু পূর্ত বিভাগ যদি কাজ আরম্ভ করে তাহলে আজ এই খরা পরিস্থিতিকে কিছুটা মোকাবিলা করতে পারবো, আমি মনে করি। আস্তে আস্তে মেনটেইন করা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এক সঙ্গে করা হচ্ছে না। এটা যাতে এক সংগে করা এহয়, সেজন্য আমি সরকারের কাছে অনুরোধ জানাব। এখানে বিরোধী পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে এর মধ্যে নাকি অনেক ত্রুটি আছে, কিন্তু এই ত্রুটিগুলি কি সেটা তারা বলেন নাই। এই মাইনর ইরিগেশন সম্পর্কে আমি আগেও অনেক কিছু বলেছি, কিন্তু আমার সেই সব প্রস্তাব সম্পর্কে কিছু করা হয়নি। কাজেই আমার প্রস্তাব দিয়ে গেলেও সেই সেই প্রস্তাব মত কাজ করা হয় না। আজকে মাইনর ইরিগেশান ডিপার্টমেন্টকে এগ্রিকালচারের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া দরকার। কারণ তাহলে পরে সাধারণ কৃষক এই মাইনর ইরিগেশান থেকে উপকার পেতে পারে, আর তা না হলে পরে ঠেলাঠেলির ঘর খোদার রক্ষা কর, এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হবে যাতে করে কোন কিছুই হবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার আর কটা কথা হচ্ছে উদয়পুরে একটা লিফট ইরিগেশান স্কীম আছে, এই রকম লিফ্ট ইরিগেশান ব্যবস্থা আমার লক্ষ্মীছড়াতেও আছে। কিন্তু এইগুলি কন্‌ট্রোল করে কে? ষ্টাফ কন্‌ট্রোল করে পি, ডবলিউ, ডি. আর ইলেক্ট্রিসিটি কন্‌ট্রোল করে ইলেক্ট্রিসিটি ডিপার্টমেন্ট কিন্তু এদের মধ্যে কো-অর্ডিনেশানের অভাবে কোন কাজই করা যাচ্ছে না। সেজন্য এই সব দপ্তরকে বিশেষ করে যে সব দপ্তর নাকি এগ্রিকালচারের সঙ্গে জড়িত সেগুলিকে এগ্রিকালচারের সংগে যুক্ত করা হউক, এই আবেদন আমি সরকারের কাছে রাখছি। তারপরে আছে ইলেক্ট্রিসিটি। ইলেক্ট্রিসিটি সম্পর্কে বলতে গেলে স্যার, সত্যি আমাদের পাওয়ার বাড়ছে আর তা না হলে পরে আমরা বাতি পাচ্ছি কি করে ? আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে প্রতি বছর বছর দুই চারটি গ্রামে বাতি দেব, মফঃস্বল শহরগুলিতে বাতি দেব। আমাদের আসাম থেকে লাইন আনার কথা ছিল কিন্তু এটা কত বছরে আসবে তার কোন কিছু ঠিক নাই। তাই আমার মনে হচ্ছে যে এর জন্য আমাদের ডাবল খরচ করতে হচ্ছে শুধুমাত্র তদারকী করার অভাবে। আজকে আসাম গভ: আমাদের এখান থেকে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তাদের থেকে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় পাওয়ার পাচ্ছি না। আজকে, যদি মাঠের মধ্যে গভীর নলকূপ করা হয়, তার জন্য পাওয়ার দরকার হবে এবং তাতে করে আমাদের কৃষকেরা

তাদের জনস ফলাতে উপকৃত হবে। কিন্তু এই সম্পর্কে যদি প্রশ্ন করা হয়, তাহলে সরকার বলবে পাওয়ার না থাকলে আমরা কি করে দেব? এটা অবশ্য সত্যি কথা কেন না আজকে আমাদে হাসপাতালগুলিতে পাওয়ারের অভাবে বাতি জলে না। তাছাড়া আমাদের বহু মেসিন পড়ে আছে, যেগুলি নাকি বড় জেনারেটর মেসিন, সেগুলি খারাপ হয়ে পড়ে আছে। কাজেই এগুলিকে যাতে ঠিক ভাবে চালু করা হয় সেজন্য আমি সরকারকে অনুরোধ করব। এগুলিকে ত্রিপুরার মধ্যে মেরামত করা হচ্ছে না কিন্তু দরকার হলে বাইরে থেকে লোক এনে এগুলি মেরামত করার দরকার আছে। লক্ষ লক্ষ টাকার মেসিন যদি এই ভাবে পড়ে থাকে তাহলে সেগুলি কিনে টাকা নষ্ট করার কোন কারণই থাকতে পারে না, কাজেই সেগুলি পড়ে থাকার চাইতে যদি মেরামত করে কাজে লাগানো যায়, সেই ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। তাই আমি এই ডিমাণ্ডকে সমর্থন করছি আর বিরোধী পক্ষ থেকে যে সব কাট মোশান আনা হয়েছে সেগুলির কোন যুক্তি নাই। এ প্রসঙ্গে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একটা গল্প বলতে চাই। গল্পটা হচ্ছে এক গ্রামে এক শ্বশুর ছিল, সে বুড়ো হয়ে গেছে, এই ধরুন আমার মতোই বুড়ো হয়ে গেছে আর [illegible] তার কাশের ব্যারামের জন্য কবিরাজের ঔষধ খেত। কবিরাজ আসার কথা ছিল দুপুর বেলায় কিন্তু সেই সময়ে [illegible] বুঝি অন্য গ্রামে বাড়ীতে বেড়াতে গেছে [illegible] যাওয়ার সময় বৌকে বলে গেল, বৌমা কবিরাজ আসলে আমার ঔষধগুলি আর [illegible] অনুমান [illegible] ভাল করে জেনে রেখো। [illegible] কবিরাজ মশায় আসলেন, বাড়ীর সামনে এসে বলতে লাগলেন মধুকের মা বাড়ীতে আছে নাকি। বৌমা শুনতে পেয়ে কবিরাজকে বললো আসুন, শ্বশুর অন্য বাড়ীতে একটু [illegible] গিয়েছে যাওয়ার সময় আমাকে বলে গেছে আপনি আসলে উনার ঔষধ আর অনুমান গুলি ঠিকভাবে জেনে নেওয়ার জন্য। কবিরাজ মশাই লক্ষ্মী বিলাস বড়ি দিয়ে বল্লেন এগুলি বাসক পাতার রস, আর দুই ফোটা মধু দিয়ে খেতে দিতে বলো। কিন্তু বৌমা ভারী বিপদে পড়ে গেল, কেননা যে অনুমান দেওয়া হয়েছে, তাতে তার শাশুরীর নাম, ভাসুরের নাম এবং স্বামীর নাম যুক্ত রয়েছে। আগের দিনে শ্বশুর, শ্বাশুরী আর ভাসুর এবং স্বামীর নাম বৌরা বলতো না, এই আর কি। তাই শ্বশুর এসে যখন বৌমাকে জিজ্ঞাসা করলো বৌমা কবিরাজ এসেছে কি, কি বড়ি আর কি অনুমান দিয়ে গেল সব ঠিক মত জেনে রেখেছ তো? বৌ বল্লো হাাঁ শ্বাশুরী মা [illegible] ঠাকুরান বিলাস বড়ি দিয়ে গেছে শ্বাশুরীর নাম লক্ষ্মী কিনা তাই ঠাকুরান বিলাস হয়ে গেল) আর অনুমান দিয়ে গেছে ভাশুর ঠাকুরের রস (ভাশুরের নাম বাসক কিনা, তাই ভাসুর ঠাকুরের রস হয়ে গেল। আর ঘরের মানুষের দুই ফোটা (অর্থাৎ স্বামীর নাম মধু কিনা, তাই ঘরের মানুষের দুই ফোঁটা হল) মাননীয় স্পীকার স্যার, তাই বলছিলাম যে আমরা তো বক্তৃতা দিয়ে গেলাম, ডিমাণ্ডকেও সমর্থন করলাম, এখন কাজগুলি হলেই হল। এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Dy Speaker :—The House stands adjourned till 11 A M. of to-morrow Thursday, 12th April, 1973

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE—A

STARRED QUESTION NO. 395

By Shri Kalidas Deb Barma M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭০ এ ধর্মনগরে শ্রীদেবেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ কি নিহত হয়েছেন;

২) নিহত হয়ে থাকলে ঐ সম্পর্কে যে সকল আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের নাম;

৩) ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে কতজন হাজতে আছেন ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) মোকদ্দমায় ধৃত আসামীদের নাম দিয়ে দেওয়া হইল।

নাম	মন্তব্য
১) শ্রীশুকদেব নাথ, পিতা মৃত চৈতন্য নাথ সাং দেওছড়া, ধর্মনগর।	পুলিশ গ্রেপ্তার করে।
২) শ্রীকানাই দেবনাথ, ওরফে মহেশ দেবনাথ পিতা মৃত কৈলাশ নাথ সাং দেওছড়া, ধর্মনগর।	
৩) শ্রীদেবেন্দ্র নাথ, পিতা নদীয়া নাথ সাং ঐ	
৪) শ্রীরাজেন্দ্র নাথ, পিতা নদীয়া নাথ সাং ঐ	
৫) শ্রীভূপেন্দ্র নাথ, পিতা মৃত ভাবত নাথ সাং দেওছড়া, ধর্মনগর।	
৬) শ্রীনরেন্দ্র নাথ, পিতা মৃত বৈদ্যনাথ সাং দেওছড়া, ধর্মনগর।	
৭) শ্রীমহেন্দ্র নাথ, পিতা মৃত শরৎ নাথ সাং দেওছড়া, ধর্মনগর	
৮) শ্রীনদীয়া নাথ, পিতা মৃত বৈদ্যনাথ সাং ঐ	কোর্টে আত্মসমর্পণ করে।
৯) শ্রীকামদেব নাথ চৌধুরী, পিতা মৃত স্বরূপ চৌধুরী সাং রামনগর।	
১০) শ্রীঅমূল্য চন্দ্র নাথ, পিতা মৃত সমর চন্দ্র নাথ সাং দেওছড়া, ধর্মনগর।	

৩) ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহই বর্তমানে হাজতে নাই।

STARRED QUESTION NO. 259

By Shri Anil Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ২৯/১/৭৩ ইং রাত্রে সোনামুড়া শহরের আমীর হোসেন ব্যাপারীর বাড়ীতে একদল সশস্ত্র লোক ডাকাতি করিয়াছিল ?

২) এবং এই বাড়ীটি থানার খুব সন্নিকটে কি ?

৩) তাহা হইয়া থাকিলে এই ঘটনা সম্পর্কে কাহাকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে কি ?

উত্তর

১) হাঁ। ২৯/৩০-১-৭৩ ইং রাত্রিতে।

২) থানা হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে অবস্থিত।

৩) হাঁ। পুলিশ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে গ্রেপ্তার করিয়াছে এবং গ্রেপ্তারের তারিখ প্রত্যেকের নামের পাশে দেওয়া গেল।

১) আবদুল মালেক

২) আবদুল খালেক বেজীমারা থানা, সোনামুড়া ১-২-৭৩ ইং

৩) বেণু মিয়া

৪) সোনামুড়া থানার অধীন শ্রীমন্তপুরের সেকেন্দার আলী ও ১-২-৭৩ ইং তারিখে গ্রেপ্তার হইয়াছে। বেণু মিয়া ব্যতীত বাকী তিনজন আদালত হইতে ...-৭৩ ইং তারিখে জামিনে মুক্তি পাইয়াছে। বেণুমিঞা ৭-২-৭৩ ইং তারিখে জামিনে মুক্তি পাইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 260.

By Shri Anil Sarkar, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Home Department be pleased to state—

QUESTIONS

1. Whether a devastating fire broke out at Agartala town on 9-2-73 ?

2. Losses caused by that fire accident and relief given to the fire victims.

3. Whether the fire brigade stationed at Agartala was sufficiently effective to control and extinguish the fire in time ?

4. If not, the reasons therefor ?

ANSWERS

১। হাঁ।

২। প্রায় ২৬ লক্ষ টাকা। ১০,৫০০ টাকা খয়রাতি সাহায্য বাবত ১৪০ জন ব্যক্তিকে দেওয়া হইয়াছে।

৩। হাঁ।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 189.

By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTIONS

১। ধর্মনগর Jhergheria Islamia Senior Madrassa কি হারে Grant-in-aid পান,

২। ইহা কি সত্য যে তারা বর্তমানে Maktab এর প্রাপ্য Grant-in aid পাচ্ছেন ; এবং

৩। যদি তাহা সত্য হয় তাদের Grant-in-aid বাড়ানো হবে কিনা ?

ANSWERS

১। ধর্মনগর Jherjheria Islamia Senior Madrassa নামে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে Grant-in-aid দেওয়া হয় না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 627.

By Shri Bichitra Mohan Saha & Shri Chandra Sekhar Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTIONS

১) বর্তমান বছরে শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক ১ম ও ২য় শ্রেণীর পাঠ্য-পুস্তক সরবরাহ করা হইবে বলিয়া নির্দেশ দিয়াছিলেন কি ?

২) যদি এই ধরণের নির্দেশ দিয়া থাকেন, তবে জানুয়ারী—ফেব্রুয়ারী দুই মাস উত্তীর্ণ হওয়া সত্বেও পাঠ্য-পুস্তক সরবরাহ করা হয় নাই কেন ?

ANSWERS

১) হ্যাঁ।

২) ২) ফেব্রুয়ারীর শেষভাগে বাঙলা দুইটি পুস্তক ছাপা হইয়া আসিয়াছে। অঙ্কের পুস্তক দুইটি অপ্রত্যাশিত কারণে এখনও ছাপা হইয়া আসে নাই। সেই জন্য বইগুলি স্কুলে সরবরাহ করিতে বিলম্ব হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 463.

By Shri Susil Rn. Saha, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-In-charge of the Home Department be pleased to state—

QUESTION

১) ত্রিপুরাতে ট্রাফিক পুলিশের কোন ভিন্ন ইউনিট আছে কিনা ?

ANSWER

১) হ্যাঁ।

STARRED QUESTION NO. 478

By Shri Tapas Dey, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

QUESTION

১) ১৯৬৭ ইং হইতে ত্রিপুরা রাজ্যের কতজন পুলিশ অফিসার রাজ্য চাকুরীতে ইস্তফা দেওয়ার জন্য দরখাস্ত করেছেন? কোন rank এর কতজন? এবং তার কারণ কি?

ANSWER

১) প্রাপ্ত রেকর্ড মূলে যে হিসাব পাওয়া গেছে তাহাতে দেখা ১৯৬৭ ইং হইতে ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩ ইং পর্য্যন্ত নিম্নে বর্ণিত বিভিন্ন পদের ৪৯ জন পুলিশ কর্মচারী চাকুরীতে ইস্তফা দেওয়ার দরখাস্ত করিয়াছেন।

১।	কনেষ্টবল—	৪০ জন
২।	নায়েক—	১ ,,
৩।	হেড কনেষ্টবল—	৩ ,,
৪।	এ, এস. আই—	৪ ,,
৫	এস, আই—	১ ,,
		৪৯ জন

ভাল চাকুরী, ব্যক্তিগত কারণ, পারিবারিক ব্যাপার, স্বাস্থ্যের দরুণ, প্রশিক্ষণ কার্য্যে শারীরিক অসামর্থতার ইত্যাদি কারণে।

STARRED QUESTION NO 513

By Shri Tapas Dey, M. L A

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food & Civil Supply Deptt. be pleased to state—

QUESTIONS

১) ১৯৭১-৭৩ সালের মধ্যে সরকারী গুদামে কোন খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হয়েছে কি ? এবং

২) যদি হয়ে থাকে তবে তার কারণ কি ও পরিমাণ কত ?

ANSWERS

১) হঁ্যা।

২) দীর্ঘদিন গুদামজাত থাকায় এবং পরিবহনকালীন দুর্ঘটনা।

চাউল—৫০৩৫ কেজি।

গম—১২৬০ কে.জি।

STARRED QUESTION NO. 87

By Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) আমতলী J. B. Schoolটি কোন মাসে পোড়া গিয়েছিল (Bishalgarh Block)এ ,

২) এ সম্পর্কে স্কুল কমিটি শিক্ষা বিভাগে জানিয়েছিল কি এবং অগ্নিকাণ্ডে কি পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে ?

উত্তর

১) বিশালগড় ব্লকে আমতলী জুনিয়র বেসিক স্কুল নামে স্কুল নাই।

২) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO 49

By Shri J K Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় মধ্যশিক্ষা পষদ গঠন করা হইযাছে কি ?

২) হইলে, কখন ইহা গঠন করা হইয়াছে ?

৩) গঠন করা না হইলে কত দিনের মধ্যে ইহা গঠন করা হইবে ; এবং

৪) মধ্য শিক্ষা পর্ষদ গঠন করিবার পদ্ধতি কি ?

উত্তর

১) এখনও না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) আশা করা যায় যথা সম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে ত্রিপুরায় একটি মধ্য শিক্ষা পর্ষদ গঠন করা হইবে।

৪) রাজ্য আইন সভায় এই সম্পর্কে আইন প্রণয়নের পর রাজ্য সরকারই মধ্য শিক্ষা পর্ষদ গঠন করিতে পারিবেন।

STARRED QUESTION No. 188

By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in charge of the Home Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) গত দুই বছরে TRTC'র Truck ও বাস চালকদের কতজনের বিরুদ্ধে Over-load টানার অভিযোগের Case দেয়া হইয়াছে এবং তাদের কতজনের শাস্তি হয়েছে ?

উত্তর

১) TRTC'র ১৪৫ জন ড্রাইভার অভিযুক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩৩জন ড্রাইভারকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে এবং বাকি ড্রাইভারের বিরুদ্ধে মামলা বিচারাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO. 484

By Shri Amarendra Sarma M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) গত ১০শে জানুয়ারী, ১৯৭৭ইং তারিখে ধর্ম্মনগরের পশ্চিম চন্দ্রপুরের দুই বাড়ীতে যে ডাকাতি সংঘটিত হযেছে সে সম্পর্কে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১) এ সম্বন্ধে ধর্ম্মনগর থানায ভারতের দণ্ড বিধির ৩৯৫/৩৯৭ ধারা অনুযায়ী (ডাকাতি' খুনের প্রচেষ্টা সহ ডাকাতি অথবা গুরুতর আঘাত) ১৫(১)৭৩ নং মোকদ্দমা এৎলাভুক্ত করা হইয়াছে এবং অনুসন্ধান কার্য্য গ্রহণ করা হইযাছে। কিছু সংখ্যক সন্দেহকারীকে গ্রেপ্তার করা হইযাছে। মোকদ্দমা পুলিশ তদন্তাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO. 84

By Shri Niranjan Deb M.L.A

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) গত পূজার বন্ধে জম্পুইজলা সিনিয়র বেসিক স্কুলে চুরি হযে ছিল কি ?

২) যদি চুরি হযে থাকে, তাহলে থানাতে জানানো হয়েছিল কি ? এবং

৩) কি কি জিনিষ চুরি গিযাছে তার হিসাব।

উত্তর

১) হ্যাঁ—

২) হ্যাঁ—

৩) জমা বহি, পাঠাগারের বহি. ছাত্রাবাসের হিসাব বহি, ফুটবল, গ্লাস, রুলার, প্রধান শিক্ষকের সিল মোহর, টেবিল ঢাকনা ইত্যাদি।

STARRED QUESTION NO. 436
By Shri Kalimoni Reang Chowdhury

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, কাঞ্চনপুরের দুর্গারাম পাডা এস, বি, স্কুলকে হাইস্কুলে উন্নীত করিয়া এখানকার জনসাধারণ চালাইয়া যাইতেছেন অথচ অদ্য পর্য্যন্ত সরকার ইহাকে সাহায্য করিতেছেন না ?

উত্তর

১) বিদ্যালয়টি সরকারী পরিচালনাধীন হওয়ায় সরকারই ইহাকে উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত করিতে পারেন। বস্তুতঃ কোন সরকারী স্কুলকে জনসাধারণ বেসরকারী ভাবে উন্নীত করিতে পারেন না। কাজেই সাহায্য দানের প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

STARRED QUESTION NO. 363
By—Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা সরকার তার বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থাকরণে মোট কতগুলি ১ম ও ২য় শ্রেণীর Gazetted Officer এর পদ পূর্ণ রাজ্য হিসাবে ত্রিপুরাকে ঘোষণা করার দিন থেকে আজ অবধি ২১শে ফেব্রুয়ারী '৭৩ সৃষ্টি করেছে।

২) এর ফলে ত্রিপুরা সরকারের মোট অতিরিক্ত কত টাকা খরচ হবে ?

৩) এতগুলি নূতন পদ সৃষ্টির কারণ কি ?

উত্তর

১) প্রথম শ্রেণীর.. ৩০টি পদ।
২য় শ্রেণীর ...১২১টি পদ।

২) যদি সবগুলি পদ পূরণ করা হয় তবে বার্ষিক প্রায় ১১,৯৪,[illegible] টাকা সরকারের অতিরিক্ত ব্যয় হইবে।

৩) ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্যে পরিণত হওয়ায় বিভিন্ন দপ্তরগুলি যাবতীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ও বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক পরিকল্পনাগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ভারত সরকারের সহিত যোগাযোগ ব্যাতিরেকে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্যে পরিণত হওয়ার পূর্বে প্রশাসনিক অনেক বিষয় ভারত সরকারের অনুমোদন ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রচলন ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে সেই সেই বিষয়গুলি এখানে বিষদভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর এখানেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যার জন্য অতিরিক্ত পদগুলি সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা হইয়াছে। পূর্ণরাজ্যের দায়িত্ব পালনের জন্য কয়েকটি দপ্তর যথা জিলা প্রশাসন, শিক্ষা, শিল্প ইত্যাদি দপ্তরগুলি পুনর্গঠনের ফলে কতগুলি নূতন পদ সৃষ্টি করা প্রয়োজন হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 158

By Shri J. K. Majumder,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) আগরতলা Music College এ বর্ত্তমানে Non-Gazetted ও Gazetted কতটি শিক্ষক কাজ করিতেছেন এবং

২) Recruitment Rules অনুসারে তাহাদের কি কি General ও Musical Qualification থাকা দরকার ?

৩) ঐ কলেজে Music Instructor কত জন আছেন ?

উত্তর

১) ১ জন গেজেটেড ও ২০ জন নন্ গেজেটেড শিক্ষক কাজ করিতেছেন।

২) গেজেটেড পার্টির Recruitment Rules এখনো চুড়ান্ত করা হয় নাই। নন্-গেজেটেড শিক্ষকগণ যেসব বিভিন্ন পদে কাজ করিতেছেন Recruitment Rules অনুসারে তাহাদের নিম্ন উল্লিখিত শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা থাকা আবশ্যক—

ক) ইন্‌সট্রাক্টর (১৭৫—৩২৫) —(১) ন্যূন পক্ষে ম্যাট্রিকুলেশান বা সমতুল্য পরীক্ষায় পাশ।
বেতন হার)

(২) সঙ্গীত বিশারদ অথবা নৃত্য বিশারদ অথবা বিশ্ব ভারতী বা রবীন্দ্র ভারতী বা অন্য কোনও অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের রবীন্দ্র সঙ্গীতের কমপক্ষে ৩ বৎসরের ডিপ্লোমা অথবা কোন অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বি মিউজ (বর্ত্তমান পদাধীকারীদের বেলায় এগুলি প্রযোজ্য নয়)।

(খ) ইন্‌সট্রাক্টার (১২৫—২০০ বেতন হার)	(১) সঙ্গীত বিশারদ অথবা নৃত্য বিশারদ অথবা বিশ্বভারতী অথবা রবীন্দ্র ভারতী বা অন্য কোন অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের রবীন্দ্র সঙ্গীতে কমপক্ষে তিন বৎসরের ডিপ্লোমা অথবা কোনও অনুমোদিত বিশ্ব বিদ্যালয়ের বি, মিউজ (উপরোক্ত যোগ্যতা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শিথিল যোগ্য)
	(২) শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া সংস্কৃষ্ট বিষয়ে হাতে কলমে কাজ করার পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা এবং কাজ চালানোর মত বাংলায় জ্ঞান থাকা আবশ্যক।
(গ) একম্প্যানিষ্ট	(১) সঙ্গীত বিদ্যার বিশেষ শাখায় বিশারদ বা সমতুল্য পরীক্ষায় পাশ (বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শিথিল যোগ্য)।
	(২) বাংলা ভাষায় কাজ চালানোর মত জ্ঞান।
	(৩) একম্প্যানিষ্ট হিসাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা।

STARRED QUESTION No. 203

By Shri Sudhanwa Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

(১ আগরতলা শহরে গত ১০ বছরে কয়টি প্রাথমিক, মাধ্যমিক, হাই ও হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল গঠিত হইয়াছে এবং তার মধ্যে সরকারী উদ্যোগে কয়টি এবং বে সরকারী উদ্যোগে কয়টি, এবং

(২) জন সংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে ইহা যথেষ্ট কি?

উত্তর

(১) ১৯৬৩ ইং হইতে ১৯৭২ ইং সন পর্যন্ত ১০ বছরে আগরতলা শহরে ৩টি নূতন প্রাথমিক স্তরের স্কুল ও ১টি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এ ছাড়াও ৪টি প্রাথমিক স্তরের স্কুলকে মাধ্যমিক স্তরে এবং ৭টি মাধ্যমিক স্তরের স্কুলকে উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করা হইয়াছে। নবস্থাপিত প্রাথমিক স্তরের স্কুল গুলির মধ্যে ২টি সরকারী ও একটি বেসরকারী এবং নব স্থাপিত উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি বেসরকারী পরিচালনাধীন। মাধ্যমিকস্তরে উন্নীত স্কুলগুলির মধ্যে ৩টি সরকারী ৩টি বেসরকারী এবং উচ্চতর মাধ্যমিকস্তরে উন্নীত স্কুলগুলির মধ্যে ৩টি সরকারী ও ৪টি বেসরকারী।

(২) হ্যাঁ

STARRED QUESTION NO. 144

By Sri Subal Chandra Biswas.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে বেসরকারী স্কুলের জন্য Triple Benifit Scheme এর মধ্যে অবসর প্রাপ্ত শিক্ষকদের পেনসন দেওয়ার ব্যবস্থা আছে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ

STARRED QUESTION NO 426

By Shri Jitendra Lal Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বিলোনিয়া কলেজকে Govt Sponsored Scheme এ গ্রহণ করার কোন পরিকল্পনা ত্রিপুরা সরকারের আছে কিনা ?

২) যদি থাকে তবে কবে পর্যন্ত তা কার্যকরী হবে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) সত্বরই কার্যকরী হইবে।

STARRED QUESTION No 631

By Shri Bichitra Mohan Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) পুবাথল রাজনগরে (সাব—রা) অরবিন্দ জুনিয়র বেসিক স্কুলটিকে সিনিয়র বেসিক স্কুল করার সরকারের প্রস্তাব আছে কি ?

২) থাকিলে বর্তমান বছরে স্কুলটিকে সিনিয়র বেসিক স্কুলে রূপান্তরিত করা হবে কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ

২) সিনিয়র বেসিক স্কুলে রূপান্তরিত করার পরিপ্রেক্ষিতেই এই বছর উক্ত বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণী খোলার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 96

By Shri Bidya Cnandra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) বর্তমান আর্থিক বছরে যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী, ছাত্রাবাসে থাকিয়া লেখাপড়া করিতেছে তাহাদের ষ্টাইপেণ্ড বাড়ানোর জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২) যদি থাকিয়া থাকে তাহা হইলে তাহাদের কোন মাস হইতে দেওয়া হইবে ?

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 342

By Shri Achachi Mag

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

গত আর্থিক বছরে (১৯৭২ ইং মার্চ হইতে ১৯৭৩ ইং মার্চ পর্যন্ত) শিক্ষা অধিকর্তা, সহ শিক্ষা অধিকর্তা, উপ শিক্ষা অধিকর্তা ত্রিপুরার বিভিন্ন মহকুমার কতটা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয় ও অন্যান্য বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়াছেন ?

উত্তর

তথ্য সঙ্গীয় বিবরণীতে দেওয়া হইল।

মহকুমা	বিভিন্ন পর্যায়ের স্কুল	যে সকল অফিসার স্কুল পরিদর্শন করিয়াছেন (স্কুলের সংখ্যা সহ)			
		শিক্ষা অধিকর্তা	অতিরিক্ত শিক্ষা অধিকর্তা	উপশিক্ষা অধিকর্তা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	
১। সদর	হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল	৭	১	১১	অন্য কোন স্কুল পরিদর্শন করা হয় নাই।
	হাই স্কুল	—	—	২	
	মাধ্যমিক পর্য্যায়ের স্কুল	১	—	—	
২। ধর্মনগর	হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল	—	—	৪	অন্য কোন স্কুল পরিদর্শন করা হয় নাই।
	প্রাথমিক পর্য্যায়ের স্কুল	—	—	২	
৩। কৈলাশহর	প্রাথমিক পর্য্যায়ের স্কুল	—	—	২	অন্য কোন স্কুল পরিদর্শন করা হয় নাই।

৪। কমলপুর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল	—	—	২ অন্য কোন স্কুল পরিদর্শন করা হয় নাই।
৫। খোয়াই হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল	—		৪ অন্য কোন স্কুল পরিদর্শন করা হয় নাই।
৬। সোনামুড়া হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল	—	—	৭ অন্য কোন স্কুল পরিদর্শন করা হয় নাই।
৭। উদয়পুর হাই স্কুল	—	—	১ অন্য কোন স্কুল পরিদর্শন করা হয় নাই।
৮। অমরপুর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল	--	—	১ অন্য কোন স্কুল পরিদর্শন করা হয় নাই।
৯। বিলোনীয়া হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল	১	—	· অন্য কোন স্কুল পরিদর্শন করা হয় নাই।
১০। সাব্রুম হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল	—	—	২ অন্য কোন স্কুল পরিদর্শন করা হয় নাই।

STARRED QUESTION NO 457

By Shri Bulu Kuki

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state .—

প্রশ্ন

১) অমরপুর বিভাগে নগরাই বাজারে মান্দাইবাড়ী জুনিয়র বেসিক স্কুল তৈয়ার করার জন্য কত টাকা sanction হয়েছে? ইহা কি সত্য স্কুল তৈয়ার করার টাকা sanction হওয়া সত্বেও তৈয়ার হইতেছে না? সত্য হইলে ইহার কারণ?

২) ইহা কি সত্য উক্ত স্কুলে চেয়ার, টাবল, ব্ল্যাক বোর্ড, ছাত্রদের বসার টুল, বেঞ্চ পর্য্যন্ত দেওয়া হয় না, যাহার ফলে শিক্ষকদের এইগুলি ছাড়াই পড়াশুনা করাইতে হইতেছে?

উত্তর

১) স্কুল ঘরটি মেরামত করার জন্য ১৯৭২ ৭৩ সালে টাকা ১০১০ ০০ মঞ্জুর করা হইয়াছে এবং মেরামত কার্য্য যথা সম্ভব অল্প সময়ে সম্পন্ন করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। কাজেই প্রশ্নের পরবর্তী অংশ উঠে না।

২) ইহা সত্য নহে।

STARRED QUESTION NO. 430.

By Shri Raimoni Reang Chowdhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

Question.

১ ইহা কি সত্য যে আনন্দবাজার জুনিয়ার বেসিক স্কুলকে সিনিয়ার বেসিক স্কুল

করার আদেশ হইয়াছিল? কিন্তু পরে এ স্কুলটি সিনিয়ার বেসিক না করিয়া ধর্মনগরের আনন্দবাজার জে, বি, কে, এস, বি করা হয়েছে।

২ সত্য হইলে পূর্ব্বের আদেশ বলে বর্তমান শিক্ষা বৎসরে আনন্দবাজার জে, বি, কে (কাঞ্চনপুর) এস, বি তে উন্নীত করা হইবে কি?

২। না হইলে ইহার কারণ কি?

Answers

১। আনন্দবাজার জুনিয়ার বেসিক স্কুল (কাঞ্চনপুর) কে সিনিয়ার বেসিক স্কুলে উন্নীত করার কোন আদেশ পূর্ব্বে দেওয়া হয় নাই কাজেই ইহার পরিবর্তে ধর্মনগরের আনন্দবাজার জুনিয়ার বেসিক স্কুলকে উন্নীত করা সম্পর্কে প্রশ্নই উঠে না।

২। প্রশ্ন উঠে না। তবে আনন্দবাজার জুনিয়ার বেসিক স্কুল (কাঞ্চনপুর) কে সিনিয়ার বেসিকে উন্নীত করার উদ্দেশ্যে বর্তমান শিক্ষা বর্ষে উক্ত স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর খোলার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 327.

By Shri Sunil Chandra Datta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

ক) Senior Basic ও Junior High স্কুলগুলিতে ত্রিপুরাতে মোট কতজন স্নাতক শিক্ষক আছেন?

খ) তন্মধ্যে মোট কতজন স্নাতক শিক্ষকের বেতনহার পান না? এবং উহার কারণ কি?

উত্তর

ক) ১০৪৮ জন

খ) ৫১২ জন। এই শিক্ষকগণ প্রাইমারী এষ্টাবলিসমেন্টের পদে নিযুক্ত এবং তাহাদের বেতনের স্কেল ১২৫-৩-১৪০-৪-১৫৬ ইবি-৪-২০০। সিনিয়র বেসিক ও জুনিয়র হাই স্কুলে প্রাইমারী শাখাও আছে।

STARRED QUESTION NO. 359.

By Shri Ajoy Biswas.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় বে-সরকারী স্কুলের অশিক্ষক কর্মচারীর বেতন ও ভাতা Grant-in-aid rule এর আওতায় পড়ে কি না;

২। না পড়লে কারণ কি ?

৩। কতদিনের মধ্যে সমস্ত অশিক্ষক কর্মচারীদেরকে Grant-in-aid এর আওতায় আনা হবে।

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 171.

By **Shri Nripendra Chakraborty**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state –

QUESTIONS

1. Total aid given to Dhupchherra Jatindra Kumar Jr. B. School, Sadar, during 1965—72.
2. Total Number to Teachers and students in the School.
3. If there is any complaint about misuse of School funds during this period if so, nature of the complaints.

ANSWERS

1. Rs. 28,543·19
2. No. of Teachers—4.
   No, of Students—163.
3. No. 1

STARRED QUESTION NO. 391

By **Shri Kalipada Banerjee**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় Higher Secondary, School Final পরীক্ষায় গত বৎসর কত ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়াছে এবং বর্তমান বৎসরে ঐ দুই পরীক্ষায় কতজন পরীক্ষা দিবে ?

উত্তর

১ ১৯৭২ সনে ত্রিপুরা হইতে যথাক্রমে ৬৯৬২ ও ৫৯৪ জন ছাত্রছাত্রী হায়ার সেকেণ্ডারী ও স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়াছিল। বর্তমান বৎসরে এই রাজ্য হইতে যথাক্রমে ৮১৬২ ও ৭২১ জন ছাত্রছাত্রী ঐ দুই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইবে আশা করা যায়।

STARRED QUESTION NO. 11.

By Shri Chandra Sekhar Datta.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বিলোনীয়াতে "বড়পাথরী প্রাইমারী বিদ্যালয়" নামে কোন বিদ্যালয় আছে কি;

২। ঐ বিদ্যালয় কোন গাঁও সভায় অবস্থিত,

৩। থাকিলে ঐ গাঁও সভায় আর কোন প্রাইমারী বা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় আছে কি, এবং

৪। থাকিলে প্রতি বিদ্যালয়ে কতজন ছাত্র-ছাত্রী, কতজন শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রী আছেন?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। বীরেন্দ্রনগর গাঁও সভায় অবস্থিত।

৩। আরও তিনটি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় আছে।

৪। কৃষ্ণরাম পাড়া নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়—১৬ জন ছাত্রছাত্রী ও ১ জন শিক্ষক
শ্রীকান্তবাড়ী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়—২০ জন ,, ও ১ জন ,,
পতিছড়ি সুজাও নিঃ বুঃ বিদ্যালয়—৬ জন ,, ও ১ জন ,,

STARRED QUESTION NO. 534

By Shri Susil Ranjan Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTION

1. What is the total number of sorters in the Government Libraries of Tripura ?
2. What is their present pay-scale and when it was introduced ?

ANSWER

1. 27.
2. The Present pay-scale of sorters is Rs. 100-3-136-4-140/-, and it was introduced with effect from 9. 2. 1973.

STARRED QUESTION NO. 95

By Shri Bidya Chandra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state:—

QUESTIONS

১) ইহা কি সত্য যে খোয়াই ও কল্যাণপুর হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের যে সমস্ত ছাত্রাবাস আছে, উক্ত ছাত্রাবাসে কোন মেডিকেল কনসেশন, ভাল আসবাবপত্র, কমন রুম, এক্সারসাইজ রুম ও ওয়াটার সাপ্লাই এবং থালা বাসন নাই,

২) যদি তাহা সত্য হয় তবে সরকার এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন?

ANSWERS

১) ছাত্রাবাসগুলিতে চিকিৎসার সুযোগ, কমন রুম, লাইব্রেরী রুম ও ব্যায়ামাগারের ব্যবস্থা নাই কিন্তু প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, থালাবাসন এবং জল সরবরাহের ব্যবস্থা আছে।

২) এই বিষয়গুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 437

By Shri Raimani Riyan Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

QUESTION

১) ইহা কি সত্য যে কাঞ্চনপুরের রায়চরণ পাড়া, আনন্দবাজার, রাধামাধবপুর, জে, বি, স্কুলে মাত্র একজন করিয়া শিক্ষক আছেন?

ANSWER

১) না।

STARRED QUESTION NO. 124

By Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

QUESTIONS

১) স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কি Stipend, Book-grant, Hostel facilities, Admission প্রভৃতির জন্য কোন Certificate দরকার হয়;

২) যদি দরকার হয়ে থাকে, কারা এই certificate দিতে পারেন;

৩) এই ধরণের Certificate প্রথা বাতিল করার কথা সরকার চিন্তা করবেন কি?

ANSWERS

১) হাঁ।

২) সংসদ সদস্য, বিধান সভার সদস্য, মহকুমা শাসক এবং গেজেটেড অফিসার।

৩) না।

STARRED QUESTION NO. 576.

By Shri Nishi Kanta Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

QUESTION

১) উদয়পুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য কত একর ভূমি একোয়ার করা হইয়াছে;

২) কতজন জোতদারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে এবং মোট কত টাকা?

ANSWER

১) ১৫·৮৭৫ একর;

২) জোতদার ও দখলদারের সংখ্যা ২৯ এবং মোট ক্ষতিপূরণের টাকার পরিমাণ ১,৬২,২৬৭ টাকা ৬৫ পয়সা।

STARRED QUESTION NO. 13

By Shri Chandra Sekhar Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরাতে খেলাধূলার জন্য কি ষ্টেডিয়াম করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে;

২) হয়ে থাকলে ঐ ষ্টেডিয়াম নির্মাণ করার স্থান নির্ব্বাচন কোথায় হইয়াছে; এবং

৩) হয়ে থাকলে ঐ স্টেডিয়াম নির্ম্মাণের কাজ কখন শুরু হবে?

উত্তর

১) হাঁ;

২) সদর মহকুমার বাধারঘাট অঞ্চলে।

৩) সময় নির্দ্ধারিত হয় নাই।

STARRED QUESTION NO. 526

By Shri Naresh Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ঈশানচন্দ্রনগর বিধান সভা নির্ব্বাচন কেন্দ্রে ১৯৭২-৭৩, ১৯৭৩-৭৪ সনে কোন Junior

Basic স্কুলকে Senior Basic স্কুলে উন্নীত করার অথবা কোন Senior Basic স্কুলকে হাই অথবা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছেকি না?

২) ঐ নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে উপরোক্ত সময়ে কোন নূতন হাই বা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

৩) থাকিলে কোন্ কোন্ স্কুলকে উন্নীত করা হইবে এবং কোন্ কোন্ নূতন স্কুল করা হবে উহাদের নাম; এবং

৪) না থাকিলে তার কারণ?

উত্তর

১) ক) ইং ১৯৭২-৭৩ সনে এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

খ) ইং ১৯৭৩-৭৪ সন এখনও শুরু হয় নাই। শুরু হইলে প্রস্তাবগুলি অন্যান্য প্রস্তাবের সঙ্গে যথাসময়ে পরীক্ষা করা হইবে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

৪) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 517

By Lakshmi Nag

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment and Services Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) কতজন অফিসার ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিসের পদে ad-hoc (এড-হক) ভিত্তিতে নিযুক্ত হইয়াছে এবং কতদিন তাহারা উক্ত পদে নিযুক্ত থাকিবে?

২) কখন ত্রিপুরা জুনিয়র সিভিল সার্ভিস রুল প্রবর্তিত হইয়াছে। এই পর্যান্ত কতজনকে উক্ত সার্ভিসে নেওয়া হইয়াছে?

উত্তর

১। ৪৬ জন অফিসার ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস গ্রেড টু (Grade II) ডিউটি পোষ্ট এ (duty post) অথবা সম পর্য্যায় পদে এড্-হক (ad-hoc) ভিত্তিতে নিযুক্ত হইয়াছে। তাহারা যে পর্যান্ত ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিসএ নিয়মিত না হন সেই পর্য্যন্ত সেই পদে থাকার সম্ভাবনা আছে। তাহাদের সিভিল সার্ভিস পদে নিয়মিতভাবে নিযুক্তির বিষয় এখন সরকারের বিশেষ বিবেচনাধীন।

২। ২৭-১-১৯৬৯ ইং সাল হইতে ত্রিপুরা জুনিয়র সিভিল সার্ভিস এর রুল প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন পর্য্যন্ত ২৬ জন অফিসারকে ত্রিপুরা জুনিয়র সিভিল সার্ভিস এর ডিউটি পোষ্ট এ (duty post) অথবা সমপর্য্যায় ভুক্ত পদে অফিসিয়েটিং (Officiating) এবং এড্‌হক (ad-hoc) ভিত্তিতে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 450.

By Sri Bulu Kuki.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment & Services/ Finance Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কোন সরকারী কাজের জন্য ত্রিপুরার উপজাতিদের Income Certificate দেওয়ার প্রয়োজন হয় কি না ?

উত্তর

১। নিযুক্তির ক্ষেত্রে অন্যান্য সর্তাবলী সবার জন্য একই রকম বিবেচনা করিয়া স্থির হইয়াছে যে, যে সব কর্মপ্রার্থীর পরিবারে কোন উপার্জনশীল ব্যক্তি বা পরিবারের আয়ের কোন ব্যবস্থা নাই এবং যাহাদের পরিবারের আয় নগণ্য শুধু সেই পরিবারের কর্মপ্রার্থীদের বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য আয়ের নিদর্শন পত্র চাওয়া হইয়াছিল।

STARRED QUESTION NO. 490.

By Shri Amarendra Sarma. M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment and Services Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাস থেকে এপর্যন্ত কতজন তপশীল জাতিভুক্ত ব্যক্তি সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত হয়েছেন (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) ;

২। তপশীল জাতিভুক্ত নন এমন কোন কোন ব্যক্তি তপশীল পরিচয় দিয়ে চাকুরী পেয়েছেন বলে তপশীল জাতি সমিতি ধর্মনগরের নিকট থেকে কোন অভিযোগ সরকার পেয়েছেন কি ?

৩। পেয়ে থাকলে ঐ সম্পর্কে কোন তদন্ত হয়েছে কি ?

উত্তর

১। সর্বমোট ১৪০ জন তপশীলভুক্ত ব্যক্তি ১৯৭২ ইং সালের নভেম্বর হইতে ১৯৭৩ ইং সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত হইয়াছে উহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

সদর বিভাগ—	৭৭ জন
সোনামুড়া বিভাগ	৫ জন
খোয়াই বিভাগ—	৩ জন
উদয়পুর বিভাগ—	১১ জন
অমরপুর বিভাগ—	৮ জন

বিলোনিয়া বিভাগ— ৬ জন

সাবরুম বিভাগ— ৬ জন

কমলপুর বিভাগ— ৭ জন

কৈলাসহর বিভাগ— ৬ জন

ধর্মনগর বিভাগ— ১১ জন

২। এমন কোন অভিযোগ পাওয়া যায় নাই,

৩। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 258.

By Shri Anil Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment & Services Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭২ ৭৩ সালে (৩১ শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত) কয়জন ব্যক্তি (ক) ডেপুটি সেক্রেটারী (খ) আণ্ডার সেক্রেটারী (গ) জয়েন্ট সেক্রেটারী (ঘ) এস, ডি, ও (ঙ) বি ডি ও (চ) পি ই ও এবং এস্ ডি সি পদে নিযুক্ত বা উন্নতি হইয়াছে।

২। এস. ডি. ও, পি ই ও, বি. ডি. ও এবং এস ডি সি গণও কি কেডার অফিসারের সমতুল্য ক্ষমতা ও অধিকার প্রয়োগ করিতে পারেন?

৩। যদি না পারেন তার কারণ?

উত্তর

১। ১৯৭২-৭৩ সালে (৩১শে জানুয়ারী পর্যান্ত) ডেপুটি সেক্রেটারী, আণ্ডার সেক্রেটারী, জয়েণ্ট সেক্রেটারী, এস. ডি ও, বি ডি ও, পি. ই. ও এবং এস, ডি. সি, পদে উন্নীত অথবা নিযুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

(ক) ডেপুটি সেক্রেটারী— ২ জন

(খ) আণ্ডার সেক্রেটারী— ৪ জন

(গ) জয়েন্ট সেক্রেটারী— ১ জন

(ঘ) এস. ডি ও ৭ জন

(ঙ) বি. ডি ও— ৫ জন

(চ) পি. ই. ও— ৪ জন

(ছ) এস. ডি সি— ৩ জন

২। প্রশ্নের এই অংশটি সুস্পষ্ট নহে। মনে হয় মাননীয় সদস্য মহাশয় জানিতে চান যে কেডারভুক্ত এবং কেডারভুক্ত নন এমন অফিসারগণ যখন এস. ডি. ও, পি. ই. ও- বি. ডি. ও এবং এস. ডি সি. পদে নিযুক্ত হন, তখন সমতুল্য ক্ষমতা এবং অধিকার

প্রয়োগ করিতে পারেন কি না। যদি প্রশ্ন তাই হয়, তবে বলা যায় যে কেডারভুক্ত অফিসার এবং কেডারভুক্ত নন এমন অফিসারগণ সকলেই নির্দ্দিষ্ট পদে সমতুল্য ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 329

By Shri Sunil Chandra Datta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

ক) ইহা কি সত্য যে কমলপুর কৃষ্ণচন্দ্র গার্ল'স হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল হইতে ৪ জন শিক্ষককে চলতি শিক্ষাবর্ষে বদলীর অর্ডার দেওয়া হইয়াছে তাহাদের পরিবর্ত্তে অন্য কোন শিক্ষক না দিয়ে ?

খ) সত্য হইলে এরূপ চরম অব্যবস্থার কারণ কি ?

উত্তর

ক) না।

খ) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 97.

By Shri Bidya Chandra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department b pleased to state :—

প্রশ্ন

১) চলতি আর্থিক বৎসরে খোয়াই বিভাগের মধ্যে যে সমস্ত হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে ছাত্রাবাস আছে উক্ত ছাত্রাবাসগুলি সম্প্রসারণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১) চলতি আর্থিক বৎসরের মধ্যেই সম্প্রসারণ করার কোন পরিকল্পনা নাই তবে, খোয়াই মহকুমার অন্তর্গত কয়েকটি স্কুলের ছাত্রাবাস সম্প্রসারণের প্রস্তাব রহিয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 599

By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, রেশনশপগুলিতে কি আটা সরবরাহ করা হচ্ছে না ?

২) যদি সত্য হয় কবে থেকে আটা সরবরাহ বন্ধ এবং তাহার কারণ ?

৩) অবিলম্বে আটা সরবরাহ করা হবে কি না ?

উত্তর

১) না ; তবে আদিবাসী এলাকায় ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফত জনপ্রতি বরাদ্দকৃত চাউলের রেশন ছাড়াও দেয় গম/আটার বরাদ্দকৃত পরিমাণ চাউল হিসাবে দেওয়া হইতেছে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 47.

By Shri Kalipada Banerjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

ক) বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরায় খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ কত ? এবং

খ) এই ঘাটতি পূরণে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

ক) স্বাভাবিক বৎসর সমূহে ন্যায্য মূল্যের দোকান মাধ্যমে বণ্টনের জন্য কেন্দ্রীয় খাদ্য ভাণ্ডার হইতে ২০,০০০ হইতে ২৫,০০০ টন খাদ্য ত্রিপুরার প্রয়োজন হয়। ১৯৭২ ইং সনে প্রচণ্ড অনাবৃষ্টি হেতু আউস, জুম এবং আমন স্বাভাবিক উৎপাদনের চেয়ে অনেক কম উৎপন্ন হয়। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফত খাদ্য বিক্রয়ের পরিমাণ (মার্চ্চ মাসের অবশিষ্ট দিনগুলি সহ) চাউল—৭৪,০৯৭ টন

গম— ৫,০২৬ ,,

খ) বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে কেন্দ্রীয় খাদ্য ভাণ্ডার হইতে মোট ৭২,০০০ টন চাউল এবং ১২,০০০ টন গম আমরা চাহিয়াছিলাম।

STARRED QUESTION NO. 489

By—Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা সরকার এফ, সি, আই থেকে চাল ও চিনি কিনে থাকলে, কুইন্টল প্রতি কি দরে কেনেন এবং রেশন সপ মারফত কি দরে বিক্রি করেন ?

২) ত্রিপুরা সরকার যে দরে কেনেন সে দরে রেশন সপ মারফত চাল বিক্রির কোন ব্যবসার কথা সরকার চিন্তা করেন কি ?

৩) ১৯৭২ ইং সনের এপ্রিল থেকে এ পর্য্যন্ত কি পরিমাণ চিনি ক্রয় করে বণ্টন করা হয়েছে ?

উত্তর

১। ক) ন্যায্য মূল্যের দোকান মাধ্যমে বিক্রীর জন্য ত্রিপুরা সরকার এফ, সি, আই থেকে চাউল ক্রয় করেন। বিভিন্ন প্রকারের চাউলের ক্রয় মূল্য এবং বিক্রয় মূল্য নিম্নে দেওয়া হইল।

নাম	ক্রয় মূল্য কুইন্টাল প্রতি	বিক্রয় মূল্য কুইন্টল প্রতি
সাধারণ চাউল	টাকা—১০০·০০	টাকা—১১১·০০
মাঝারি চাউল	টাকা—১১১·০০	টাকা—১২৬·০০
মিহি চাউল	টাকা—১২০·০০	টাকা—১৪১·০০

খ) ন্যায্য মূল্যের দোকান মাধ্যমে বিক্রয় করার জন্য কোন চিনি এফ, সি, আই থেকে বর্তমানে ত্রিপুরা সরকার ক্রয় করেন না।

২। না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 361

By Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment & Survice Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা I A S Cadreএর Officerদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা করে মাসিক Special allowance মঞ্জুর করা হয়েছে কি না ?

২) হয়ে থাকলে কোন তারিখ থেকে এই allowance দেওয়া হচ্ছে এবং কি কাজের জন্য ?

উত্তর

১) I A S Cadreএর কয়েকটি পদে মাসিক ৩০ টাকা করে Special pay মঞ্জুর করা হয়েছে।

২) এই Special pay ১৯৭২ ইং সালের ২১শে জানুয়ারী হইতে মঞ্জুর করা হয়েছে, কারণ এই সকল Officerদের কাজের গুরুত্ব ও দায়িত্ব অনেক বেশী।

STARRED QUESTION No 85

By Shri Niranjan Deb

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য সদর 'B"র অধীনে Dariathal Senior Basic Schoolএ accommodation এর অভাবে একই শিক্ষক দুই Shift এ ক্লাশ করেন, এবং

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও নূতন স্কুল ঘর তৈরীর ব্যাপারে সরকার বিবেচনা করবেন কি

উত্তর

১) না, বর্ত্তমানে স্কুলটি দুই শিফটে বসে না।

২) প্রশ্ন উঠেনা।

STARRED QUESTION NO. 335
By Shri Hangsha Dhwaj Dewan

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কাঞ্চনপুর দশধা সিনিয়র বেসিক স্কুলটি আগামী ১৯৭৩-৭৪ইং সনের আর্থিক বৎসরে হাই স্কুলে উন্নীত করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২। না থাকিলে তাহার কারণ?

উত্তর

১। না।

২। বিদ্যালয়টির এলাকা এখনও উচ্চ বিদ্যালয় পাওয়ার সর্ত পূরণ করে নাই।

STARRED QUESTION NO. 464.
By Shri Susil Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ৭৩-৭৪ আর্থিক বৎসরে অমরপুর সিনিয়ার গার্লস হাই স্কুলকে হাই স্কুলে পরিণত করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি?

২। যদি না থাকে তাহার কারণ কি?

উত্তর :

১। ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বৎসর এখনও শুরু হয় নাই। শুরু হইলে প্রস্তাবটি যথা সময়ে অন্যান্য প্রস্তাবের সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখা হইবে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 161
By Shri Radharaman Nath

Will the Honble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বিগত সাধারণ নির্ব্বাচনের পর হইতে ধর্মনগরের অন্তর্গত পানিছড়া বিধান সভা কেন্দ্রে ও কদমতলা বিধানসভা কেন্দ্রে অনবরত নরহত্যা ও ডাকাতি হচ্ছে?

ক) যদি সত্য হয় তাহলে এ পর্য্যন্ত কতটা নরহত্যা ও ডাকাতি হয়েছে;

খ) সরকার ইহার প্রতিকারের কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন।

গ) যেসব নরহত্যা হয়েছে তাদের পরিবারের জন্য সরকার কোন সাহায্যের ব্যবস্থা করেছেন কি?

ঘ) যদি কোন সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তাহলে তাহার বিস্তৃত বিবরণ?

উত্তর

১। এই এলাকাদ্বয়ে গত বৎসর কয়েকটি নরহত্যা ও একটি ডাকাতির খবর আছে।

ক) এ পর্যন্ত প্রায় এক বৎসরে শনিছড়া বিধানসভা কেন্দ্রে তিনটি ও কদমতলা বিধানসভা কেন্দ্রে দুইটি মোট পাঁচটি নরহত্যা; শনিছড়া বিধানসভা কেন্দ্রে একটি মাত্র ডাকাতি সংঘটিত হওয়ার খবরই থানায় দেওয়া হইয়াছে।

খ) পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন ও পুলিশের টহলকার্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

গ) কোন কোন স্থলে।

ঘ) মৃত দারোগা মনীন্দ্র দাসের স্ত্রীকে কনেষ্টবলের পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। উক্ত পরিবারকে সরকার হইতে এক কালিন ২০০০ টাকা সাহায্য দেওয়া হইয়াছে এবং পুলিশ কর্মচারীগণ নিজেরাও চাঁদা সংগ্রহ করিয়া ১৫০০ টাকা উক্ত পরিবারকে দিয়াছেন। নিহত চৌকিদারের ছেলেকে চৌকিদার পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং ৩০০ টাকা নগদ সাহায্য করা হইয়াছে।

STARRED QUESTION No. 455

By Shri Bulu Kuki

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Home Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে তুইদ বাজার ক্রয় বিক্রয় কো-অপারেটীভ সোসাইটির Ex-Manager শ্রীতহবিল কলই এর নামে উক্ত সোসাইটির টাকা তছরূপ করায় অমরপুর কো-অপারেটিভ Inspector Ex-Manager এর নামে Police case করিয়াছেন:

২। যদি করিয়া থাকেন তাহা হইলে কত টাকা তছরূপের case হইয়াছে?

৩। ইহা কি সত্য যে উক্ত Ex-Manager কংগ্রেস কর্মী বলিয়া তাহার বিরূদ্ধে কোন action নিতেছে না?

৪। নেওয়া হইয়া থাকিলে কি action নেওয়া হইয়াছে এবং না হইলে ইহার কারণ।

উত্তর

১। হাঁ।

২। টাঃ ৩৮৮১.৬৬ পয়সা।

৩ না।

৪। অভিযুক্ত তহবিল কলইকে ৫।৩।৭৩ইং তারিখে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহাকে কোর্টে হাজির করা হইয়াছিল এবং সে হাজতে আছে (১২।৩।৭৩ইং তারিখ পর্যন্ত)।

STARRED QUESTION NO. 222

By Shri Bhadramani Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। সদর কাতলামারা কাঞ্চার সেকেণ্ডারী স্কুলের বাড়ীঘর, আসবাবপত্র ও শিক্ষকের অভাব সম্পর্কে সরকার কি অবগত আছেন ?

২। যদি অবগত থাকেন, ঐ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 476

By Shri Tapas Dey

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাম ঠাকুর কলেজকে সরকারের নিজ দায়িত্বে নেওয়া সম্পর্কে সরকারের কোন প্রস্তাব আছে কি ?

উত্তর

১। না। তবে ১৯৭৩ইং সনের ১নং জরুরী বিধি বলে রাম ঠাকুর কলেজের পরিচালন ও নিয়ন্ত্রন ভার বিগত ১০—৮—৭৩ইং তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরের জন্য সরকারের উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 204

By Shri Sudawana Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the S A. Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীরা T.A, D.A & Perquisite বাবত ১৯৭২-৭৩ সন পর্য্যন্ত কে কত টাকা নিয়াছেন, তার হিসাব—

উত্তর

১। শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত, মুখ্যমন্ত্রী— ১৪,৫৬০ টাকা

২। শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস, বনমন্ত্রী ৬,১৭৩.৭০ পয়সা

৩। শ্রীমনোরঞ্জন নাথ, স্বাস্থ্যমন্ত্রী— ৪,৪৩৪ টাকা

৪। শ্রীহরিচরণ চৌধুরী উপজাতি উন্নয়ন মন্ত্রী ৩,২৮৬ টাকা

৫। শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী,—অর্থমন্ত্রী ৪,৫৬৬.৭৫ পয়সা

৬। শ্রীমুনসর আলী, উপমন্ত্রী কৃষি ইত্যাদি— ৩,৬৪২.৬৫ পয়সা

৭। শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী, উপমন্ত্রী,

সমাজশিক্ষা—৭,০৮৩.৭৫ পয়সা

৮। শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম, উপমন্ত্রী,

শিক্ষা ইত্যাদি—৪,৫৮৭.০৫ পয়সা

২) মুখ্যমন্ত্রী কলিকাতা ও দিল্লী যাওয়া বাবত এই বৎসরে মোট কত টাকা খরচ হয়েছে তার হিসাব—

২) ১) দিল্লী যাওয়া আসা ও অবস্থান বাবত—১২,২০০ টাকা

২) কলিকাতা যাওয়া আসা অবস্থান বাবত— ৫৫০ টাকা

STARRED QUESTION No. 1135

By Shree Subal Ch. Biswas

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাসকারী ভূমিহীন সৈনিক (কর্মরত এবং প্রাক্তন) দের ভূমি দেওয়ার জন্য কোন সরকারী প্রকল্প আছে কিনা।

২) থাকিলে ত্রিপুরার এমন কতজন সৈনিক (কর্মরত এবং প্রাক্তন) ত্রিপুরার অধিবাসী এবং তাহাদের পরিবার পিছু কি পরিমাণ ভূমি দেওয়া হইবে এবং কোন এলাকায় দেওয়া হইবে।

৩) যদি কোন সৈনিক খাস জমিতে দখল নিয়ে বসবাস করে তাহা হইলে তাহারা পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় পড়িবে কি না।

উত্তর

১) সম্ভবস্থলে ত্রিপুরা (এলটমেন্ট অব ল্যাণ্ড) রুলস্ ১৯৬২ইং অনুসারে ত্রিপুরার ভূমিহীন প্রাক্তন সৈনিকগনকে এবং কর্মরত সৈনিকগনকে পুনর্বাসনের জন্য দুই ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর পরিমিত খাসের জমি আবেদন ক্রমে দেওয়া হয়।

২) এই পর্যান্ত ৫৮৫ জন ভূমিহীন প্রাক্তন সৈনিককে পরিবার পিছু দুই ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর জমি বিভিন্ন মহকুমায় বণ্টন করা হইয়াছে। তাহারা সকলেই ত্রিপুরার স্থায়ী বাসিন্দা। বর্তমানে প্রাক্তন সৈনিকদের মধ্যে ৫,৮৬৪ জন এবং কর্ম্মরত সৈনিকদের মধ্যে ১১৬৩ জন ত্রিপুরার অধিবাসী।

৩) যদি কোন প্রাক্তন সৈনিক বা কর্মরত সৈনিক খাস জমি দখল করিয়া বসবাস করে তাহা হইলে তাহার নিকট হইতে বন্দোবস্তের জন্য আবেদন পত্র পাওয়ার পর যদি তদন্তে দেখা যায় যে আবেদনকারী প্রকৃতই ভূমিহীন প্রাক্তন সৈনিক বা কর্ম্মরত সৈনিক এবং তাহার দখলীকৃত ভূমিতে কোন বিরোধ নাই এবং উক্ত ভূমি অন্য কোন সরকারী কার্য্যে প্রয়োজন হইবেনা তবে গুনানুসারে সেই ভূমি (দুই ষ্ট্যাণ্ডার্ড একরের অধিক নহে) তাহার নামে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইতে পারে।

STARRED QUESTION NO. 130

By Shri Jatindra Mujumder

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) নূতন রেশন সপ (F. P. Shop) এর ডিলার নিযুক্ত হওয়ার নিয়ম কি ?

২) গ্রাম প্রধান, বি, ডি, ও এরিয়া ফুড ইনসপেক্টর স্থানীয় এম এল এ যদি একজন প্রার্থীকে অনুমোদন করেন তিনি ডিলার নিযুক্ত হইতে কোন আইন সঙ্গত বাধা আছে কি ?

উত্তর

১) ন্যায্য মুল্যের দোকানের ডিলার নিযুক্ত করার কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী নাই। যে নিয়ম চালু আছে তাহা এই যে যখন কোন এলাকায় নূতন দোকান খোলার প্রয়োজন হয় তখন ডিলারশিপের জন্য প্রাপ্ত আবেদনগুলি এলাকার যুক্ত ইনসপেক্টরের নিকট তদন্তক্রমে আবেদন কারীদের আর্থিক অবস্থা এবং অন্যান্য বিবরণ সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করার জন্যে পাঠানহয়। যাহার ভাল আর্থিক অবস্থা এবং উক্ত কাজের উপযুক্ততা আছে বলিয়া বিবেচিত হয় তাহাকেই নিযুক্ত করা হয়।
যদি প্রচলিত পরিবহন রিবেটের হারে ডিলার সিপের জন্য কোন আবেদন না পাওয়া যায় তবে পরিবহন খরচ নির্দ্ধারনের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হয় এবং যোগ্য ব্যক্তিকে ডিলার তথা পরিবহন ঠিকাদার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়।

PAPERS LAND ON THE TABLE

ANNEXURE "B"

UNSTARRED QUESTION NO. 178.

By Sri Nripendra Chakraborty, M. L. A.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food Department be pleased to state :—

1) Total foodgrains imported during 1970-71, 71-72 and 1972-73 (upto January, 31st) :
2) Total loss in transit' during each of these periods :
3) Names of the carrying agents appointed for carrying those foodgrains and loss in transit suffered by each of them.

ANSWER

1.

Year	Commodity	
	Rice	Wheat
1970-71	18180 MT	2300 MT
1971-72	67159 MT	10110 MT
1972-73 (upto January, 1973)	10009 MT	1723 MT

2.

Year	Rail transit loss		Road transit loss		Total transit loss	
	Rice	Wheat	Rice	Wheat	Rice	Wheat
1970-71	671 MT	53 MT	·165 MT	·6 MT	671·165 MT	53 6 MT
1971-72	1796 MT	395 MT	2·326 MT	33·81 MT	1798·326 MT	428 81 MT
1972-73	22 MT	5 MT	·342 MT	1·545 MT	22·342 MT	6·545 MT

3.

Year		Name of carrying agents	Quantity of road transit Loss Rice	Wheat
1970-71	1.	M/s All Tripura Truck Owners' Association	·75 MT	·6 MT
	2.	M/s Hardit Co.	—	—
	3.	Apex Marketing Co-oprative Societies.	—	—
	4.	Late S. C. Saha	—	—
	5.	Shri D. K. Dey	—	—
	6.	Shri M. L. Banik	—	—
	7.	M/s Gobindapur Large Size Coop. Society Ltd.	·09 MT	—
1971-72	1.	Tripura Road Transport Corporation	·777 MT	·01 MT
	2.	Tripura Motor Workers' Union	1·482 MT	33·8 MT
	3.	Late S. C. Saha	—	—
	4.	Gobindapur Large Sized Coop. Societies Ltd.	—	—
	5.	Sri G. B. Gupta	·67 MT	—
	6.	Sri D. C. Dey	—	—
	7.	Sri R. L. Roy	—	—

1972-73 (upto January, 73)	1.	Tripura Road Transport Corporation	·212 MT	1·545 MT
	2.	Sri M. R. Saha	—	—
	3.	All Tripura Truck Owners' Association	·13 MT	—
	4.	Gobindapur Large Sized Coop. Society Ltd	—	—
	5.	Sri R. L. Roy	—	—
	6.	Sri G. B. Gupta	·	—
	7.	Sri S. Roy & P. Chakraborty	—	—

For rail transit shortage claims have been preferred with Railway. No road transit shortage is allowed to carrying agents. So value of road transit shortage has been recovered from the individual carrying agent.

UNSTARRED QUESTION NO. 191

By Sudhanwa Deb Barma M. L. A.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Civil Supply Department be pleased to state :—

1. In 1972 what quantity of yarn has so far been imported to Tripura ?
2. The name of the agents through whom this yarn has been imported and the amount of the quantity of yarn imported by each of the agents : and
3. The names and addresses of the carrying agents of the imported yarn.

ANSWER

1. 11,677 Bales of yarn has been imported to Tripura (upto November, 1972)
2) List showing the names of agents with quantity of yarn lifted by each is enclosed vide Annexure "A".
3. Name and address of the carrying Agents are furnished below :-

i) M/S. Planters Airways (P) Ltd, Agartala
ii) ,, Speed Transport Ltd, Agartala
iii) ,, Air Lift, Agartala
iv) ,, Assam Bengal Carrier, Agartala
v) ,, Surekha Air Transport Agartala
vi) ,, Air Transport Corporation, Agartala
vii) ,, Everest Roadways, Agartala
viii) ,, Assam Bengal Roadways, Agartala
ix) ,, Central Transport, Agartala
x) ,, Continental Transport Agency, Agartala
x) ,, Assam Travels Shipping Service, Agartala

ANNEXURE 'A'

Sl. No.	Name of Agents		Total No. of bales lifted.
1.	Shri Swadesh Roy	Agartala	17 Bales.
2.	Shri Sukhlal Saha	,,	66 ,,
3.	Sanker & Co.	,,	36 ,,
4.	Purushattam Das Suresh Kumar.	Calcutta	65 ,,
5.	Sadhan Bardhan	Agartala	5 ,,
6.	Beni Gupta	,,	5 ,,
7.	Ramkrishna Trading	,,	14 ,,
8.	Ganapati Debnath	,,	14 ,,
9.	G. C. Saha	Calcutta	30! ,,
10.	M. S. Saha	Agartala	33 ,,
11.	N. C. Debnath	,,	224 ,,
12.	Suresh Saha	,,	13 ,,
13.	Matilal Saha	,,	2 ,,
14.	R. L. Saha	,,	16 ,,
15.	Ramesh Ch. Saha	,,	22 ,,
16.	Sachindra Saha	,,	7 ,,
17.	Kalipada Banik	,,	6 ,,
18.	Bhagaban Ram Gopal	Calcutta	5 ,,
19.	R. D. Basak	Agartala	44 ,,
20.	S. C. Roy	,,	9 ,,
21.	Dipak Das	,,	26 ,,
22.	Basak Bros.	,,	12 ,,
23.	B. K. Basak	,,	52 ,,
24.	Basak & Co.	,,	87 ,,
25.	Debendra Roy	,,	7 ,,
26.	Matilal Banik	,,	8 ,,
27.	K. M. Dutta	,,	5 ,,
28.	S. Lal M. Lal & Co.	,,	3 ,,
29.	M. M. B. K. Paul	Calcutta	873 ,,
30.	Chicanjiblal Mahabir lal Prasad.	,,	36 ,,
31.	P. K. Banik	Agartala	3 ,,
32.	Annapurna Textiles	,,	239 ,,
33.	S. Dutta	,,	63 ,,
34.	Polly commercial Enterprise.	Calcutta	12 ,,
35.	B. K. Das	Agartala	3 ,,
36.	Kshetra Mohan Paresh Chandra Banik	Agartala	65 ,,
37.	N. G. Chakraborty	,,	13 ,,
38.	Narayan Textiles	,,	294 ,,
39.	Pabitra Roy	,,	5 ,,
40.	Kamal Sankar Laxmi Sanker	Calcutta	1 ,,
41.	J. Paul	Agartala	41 ,,
42.	Laxmidas Purushattam Das.	Calcutta	53 ,,
43.	Bansidhar Nandalal Bros.	,,	457 ,,
44.	Ramanik Lal Nandalal	,,	534 ,,
45.	B. K. Das Thakkur	,,	14 ,,
46.	Sujata Trading Corp.	Agartala	277 ,,
47.	R. K. Debnath	,,	264 ,,
48.	Mohan Lal Saha	,,	32 ,,
49.	B. Roy	,,	22 ,,
50.	Paresh Ch. Saha	,,	1 ,,
51.	M. K. Agarwal	Calcutta	14 ,,

1	2	3	4
52.	Anil Ch. Debnath	Agartala	51 Bales
53.	H. Paul	,,	41 ,,
54.	S. Paul	,,	99 ,,
55.	M. Giridhari lal	Calcutta	3 ,,
56.	Nepal Banik	,,	366 ,,
57.	Srish Chandra Saha	,,	284 ,,
58.	Rohini Saha	Agartala	16 ,,
59.	R. Saha	,,	26 ,,
60.	Calcutta Traders	,,	430 ,,
61.	Mahendra Debnath	,,	12 ,,
62.	Mahendra Bhander	,,	2 ,,
63.	Anil Saha	,,	10 ,,
64.	R. T. Company	,,	18 ,,
65.	Pradip & Co.	Calcutta	20 ,,
66.	Excell Dying & Chemical	,,	128 ,,
67.	H. Saha	,,	13 ,,
68.	Lotal Krishna Paul	,,	11 ,,
69.	Yarn Syndicate	,,	1612 ,,
70.	R. G. Hosiery Mills	,,	201 ,,
71.	Brijlal Pursuttam Das	,,	606 ,,
72.	Jyoti Traders	,,	249 ,,
73.	Textile Agency	,,	193 ,,
74.	Indian Yarn Syndicate	,,	80
75.	B. W. Ltd.	Calcutta	5 ,,
76.	Nathani & Co.	,,	11 ,,
77.	Ratan Stores	Agartala	5 ,,
78.	Majumder & Co.	,,	2 ,,
79.	Tripura Trading	,,	2 ,,
80.	Indralaya	,,	10 ,,
81.	Ratan Textiles	,,	2 ,,
82.	H. N. Agarwala	,,	12 ,,
83.	Satindra Chandra Saha	,,	266 ,,
84.	K. G. Industries	,,	291 ,,
85.	Sukh lal Banik	,,	43 ,,
86.	H. P. Gupta & S. Brahma	,,	71 ,,
87.	Atal Saha	,,	72 ,,
88.	Prafullya Ch. Saha	,,	1 ,,
89.	Sunil Textiles	,,	6 ,,
90.	B. B. Saha	,,	,,
91.	Sasthi Bhander	,,	2 ,,
92.	Finish Dress	,,	7 ,,
93.	Sanker Tailoring	,,	2 ,,
94.	P. K. Das	,,	17 ,,
95.	Adharsa Yarn Traders	Calcutta	4 ,,
96.	B. P. Dying Co.	,,	10 ,,
97.	New Bhubanaswari Bhander	Agartala	174 ,,
98.	W. C. Paul	Calcutta	1 ,,
99.	Joyguru Bhander	Agartala	14 ,,
100.	B. R. Saha	,,	5 ,,
101.	Asstt. Dir. of Industries	,,	1 ,,
102.	Dipak Ch. Saha	,,	1 ,,

1	2	3	4
103.	Haripada Sarkar	Agartala	1 Bales
104.	Jowharmal Millup Chand	,,	3 ,,
105.	Indian Yarn Trading Corp.	Calcutta	27 ,,
106.	A. N. Roy	Agartala	124 ,,
107.	K. L. Bhowmick	,,	1 ,,
108.	Abani Mohan Debnath	,,	348 ,,
109.	Dulal Dasgupta	,,	3 ,,
110.	P. N. Basak	,,	3 ,,
111.	K. C. Dey & Sons	Calcutta	111 ,,
112.	S. Munilal	,,	2 ,,
113.	Priya Ranjan Saha	Agartala	1 ,,
114.	Parswanath Stores	,,	46 ,,
115.	Srigouranga Stores	,,	72 ,,
116.	Sudhir Chandra Saha	,,	10 ,,
117.	Handloom Cloth Stores	,,	33 ,,
118.	G. K. Supply Agency	Calcutta	10 ,,
119.	Roy & Saha	Agartala	322 ,,
120.	S. C. Deb	,,	6 ,,
121.	Sri Prakash Stores	,,	5 ,,
122.	Maya Weaving Factory	Calcutta	9 ,,
123.	Giwandas & Co.	,,	4 ,,
124.	P. C. Dey, N. K. Dey & Bros.	,,	30 ,,
125.	K. C. Roy	,,	1 ,,
126.	Agartala & Co.	Agartala	137 ,,
127.	Sundar Das Thakour	,,	22 ,,
128.	J. C Roy	,,	10 ,,
129.	Dr. Saha	,,	5 ,,
130.	Bhupal Banik	,,	81 ,,
131.	A. K. & Co.	,,	55 ,,
132.	B M. Paul.	,,	1 ,,
133.	T. Dutta	,,	1 ,,
134.	Laxmi Narayan Cloth Agency	,,	2 ,,
135.	Yarn Supply Co.	Calcutta	5 ,,
136.	S. C. Paul	Agartala	2 ,,
137.	Sridurga Bhander	,,	1 ,,
138.	Textile Trading Co.	,,	14 ,,
139.	Samir Das	,,	10 ,,
140.	S. C. Saha	,,	16 ,,
141.	Abhoy Charan Kundu	,,	2 ,,
142.	Banu Ranjan Saha	,,	13 ,,
143.	Radha Gobinda Bastralaya	,,	1 ,,
144.	Gobinda Chandra Dey.	,,	5 ,,
145.	Shri Mahim Ghosh	Kamalpur	1½ ,,
146.	Hiralal Saha	,,	½ ,,
147.	Bishnu Sinha	,,	1½ ,,
148.	Brajadhan Sinha	,,	5 ,,
149.	Sashi Mohan Nath & Sons	Dharmanagar	26 ,,
150.	M/s. Marathi Brothers	,,	81 ,,
151.	Matilal Roy	Khowai	27 ,,
152.	Nitu Roy	,,	2 ,,
153.	Madhusudan Banik	Kailashahar	16 ,,
154.	Kshitish Choudhury	,,	2½ ,,
155.	M/s. Gour Hari Das	,,	26½ ,,
156.	Vowalal Jain	,,	3 ,,
			11,677

UNSTARRED QUESTION NO. 357

By Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Deptt. be pleased to state—

QUESTIONS

1. Govt. and Non-Govt. Agencies by which Cement and G. C. I sheets have been imported to Tripura during 1970, 71 and 72 amount of cement, G. C. I. sheet imported by each of them ?
2. The total alloted quota of cement and G. C. I. sheet released to each of them during the period ?
3. If there is a difference in any case between the quota released and the quota relieved, the reasons therefor ?

ANSWERS

1, 2, 3 } Material is under collection.

UNSTARRED QUESTION NO. 520

By Shri Naresh Ch. Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Apptt & Services Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সরকারের অধীনে ২০ (বিশ) বৎসরের অধিককাল temporary employee হিসাবে temporary post এ কাজ করে এরকম সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা কত? এবং

২। তাহারা কোন্ Department এ কোন্ post এ কাজ করে ?

উত্তর

১। ১০ জন কর্মচারী ২০ বৎসরের অধিককাল অস্থায়ী কর্মচারী হিসাবে অস্থায়ী পদে কাজ করিতেছেন।

২। তথ্যাদি সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হইল।

STATEMENT SHOWING NUMBER OF TEMPORARY EMPLOYEES SERVING TEMPORARILY FOR MORE THAN 20 YEARS (DEPTT-WISE).

Sl. No.	Name of the Department/Office.	Number and designation of the temporary posts in which they are serving.	
1	2	3	
1.	Rehabilitation Department.	Office Superintendent—	2
		Senior Clerk—	1

1	2	3	
2.	Office of the Asstt. Transport Commissioner.	Chowkidar-cum-Nightguard	1
3.	Food & Civil Supplies Department.	Store-guard—	2
4.	L. S. G. Department.	Project Officer—	1
		Community Organiser—	1
5.	Settlement & Land Records Department.	Agri. Census Officer—	1
		Assistant Amin—	1
		TOTAL :	10

UNSTARRED QUESTION NO. 304

By **Shri Samar Choudhury**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment and Services Department be pleased to state—

QUESTIONS

1. How many employees have been appointed against different posts in the office of the Controller of Supplies, Government of Tripura Calcutta and what are their duties ?
2. What is the total year-wise expenditure incurred for the employees of Calcutta office during the last three years ?

ANSWERS

1. Statement enclosed in annexure "A"
2. i) 1969-70 ... Rs. 74,239·70

   ii) 1970-71 ... Rs. 81,344 06

   iii) 1971-72 ... Rs. 78,459·73

ANNEXURE "A"

Sl. No.	Name and designation of the posts.	Number of posts.	Duties entrusted.
1	2	3	4
1.	Controller of Supplies Calcutta Office.	1	To act as officer-in-charge of the office of the Controller of Supplies, Calcutta and Circuit House attached with it.
2.	Liaison Officer.	1	To assist Controller of Supplies Calcutta.
3.	Head clerk–Cum Accountant.	1	General Supervision of office works confidential matters, Accounts, stablishment.

1	2	3	4
4.	Inspector.	2	Outdoor work in connection with supervision of despatch or rice, essential commodities/Building materials etc. from various despatching points of West Bengal and outside West Bengal.
5.	Stenographer.	1	Attached to Controller of Supplies, Calcutta.
6.	Accounts Clerk.	1	Preparation of bills and matters relating to leave and liveries.
7.	Lower division clerk	4	Dealing with cash, general correspondence relating to matters of Calcutta office and Circuit House, Stores Stationeries, type, receipt, despatch etc.
8.	Overseer.	1	Outdoor works in connection with works of PWD.
9.	Driver.	3	For driving 3 vehicles attached to Calcutta Office.
10.	Gestetnor Operator.	1	For operation of the duplicating machine.
11.	Care Taker	1	Attached to the Circuit House and Dak Banglow.
12.	Class IV staff.	6	To attend various indoor and outdoor work of Calcutta Office Circuit House, Dak Banglow. guarding and sweeping the office Circuit House and Dak Banglow.

UNSTARRED QUESTION NO. 492

By Shri Amarendra Sarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment & Services Department be pleased to state :--

QUESTIONS

১) ত্রিপুরার কোন মহকুমায় কতজন গেজেটেড অফিসার রাজনৈতিক নির্যাতীত কর্মী হিসাবে চাকুরীর সময়সীমা বৃদ্ধির (extension) সুযোগ পেয়েছেন ?

২) ধর্মনগরের কোন কোন অফিসার (গেজেটেড) এই extension পেয়েছেন (Department এবং post held এর উল্লেখ সহ গেজেটেড অফিসারদের নাম) ।

ANSWERS

১) মোট ৪ জন গেজেটেড অফিসারকে রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে চাকুরীতে extension পেয়েছেন, উহাদের মধ্যে একজন ধর্মনগর ও তিনজন সদর (আগরতলা) মহকুমায়।

২) শ্রী এইচ, কে, দত্ত, সহ-নির্বাহী বাস্তকার (Asstt. Engineer), পূর্ত বিভাগ, ধর্মনগর মহকুমা।

UNSTARRED QUESTION NO. 227

By Shri Kalidas Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state—

QUESTIONS

১) ১৯৭২—৭৩ সালে ত্রিপুরার কোন কোন এলাকা থেকে হাই অথবা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের জন্য গ্রামবাসী আবেদন করেছেন তার লিষ্ট ; এবং

২। ১৯৭৩ সালে কোথায় কোথায় হাইস্কুল দেবার প্রস্তাব হয়েছে তার নাম।

ANSWERS

১) মহকুমা ভিত্তিক তালিকা এই সঙ্গে প্রদত্ত হইল।

২) প্রদত্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত নিম্নলিখিত বিদ্যালয়গুলিকে উন্নীতকরণের প্রস্তাব ১৯৭৩ইং সনে অনুমোদিত হইয়াছে :—

ক) নন্দননগর সিনিয়ার বেসিক স্কুল।

খ) জম্পুইজলা সিনিয়ার বেসিক স্কুল।

অধিকন্তু, আগরতলা সহরের বিদ্যালয়গুলির উপর ছাত্র ভর্তির চাপ থাকা বিধায় জয়নগর সিনিয়ার বেসিক স্কুলকে সম্প্রতি নবম শ্রেণী খোলার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

যে সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত করিবার জন্য গ্রামবাসীরা আবেদন করিয়াছেন তাহার মহকুমা ভিত্তিক তালিকা।

সদর মহকুমা ঃ

১) জম্পুইজলা সিনিয়ার বেসিক স্কুল
২) বড়কাঠাল সিনিয়ার বেসিক স্কুল
৩) পেকুয়ারজলা সিনিয়ার বেসিক স্কুল
৪) লালসিংমুড়া সিনিয়ার বেসিক স্কুল
৫) গামছা কোবরা সিনিয়ার বেসিক স্কুল
৬) মধুবন সিনিয়ার বেসিক স্কুল
৭) নন্দন নগর সিনিয়ার বেসিক স্কুল
৮) আড়ালিয়া সিনিয়ার বেসিক স্কুল
৯) অরুন্ধতীনগর সিনিয়ার বেসিক স্কুল

১০) পূর্বলক্ষীবিল সিনিয়ার বেসিক স্কুল

১১) বামাসুন্দরী সিনিয়ার বেসিক স্কুল

১২) কোবরা খামার সিনিয়ার বেসিক স্কুল

১৩) মধুবন কাঠালতলী সিনিয়ার বেসিক স্কুল

১৪) রাণীর বাজার গার্লস স্কুল

১৫) মুড়াবাড়ী সিনিয়ার বেসিক স্কুল

১৬) বিশালগড় টাউন জুনিয়ার বেসিক স্কুল (গার্লস)

১৭) অফিসটিলা সিনিয়ার বেসিক স্কুল

১৮) নূতন নগর সিনিয়ার বেসিক স্কুল

১৯) রাধাকিশোরগঞ্জ সিনিয়ার বেসিক স্কুল

খোয়াই মহকুমা :

২০) বীরচন্দ্রপুর সিনিয়ার বেসিক স্কুল

২১) বাইজলবাড়ী সিনিয়ার বেসিক স্কুল

২২) ফাল্গুনা চৌধুরী সিনিয়ার পাড়া বেসিক স্কুল

২৩) রতনপুর সিনিয়ার বেসিক স্কুল

২৪) গৌরাঙ্গটিলা সিনিয়ার বেসিক স্কুল

২৫) তৈচন্দ্রাইবাড়ী সিনিয়ার বেসিক স্কুল

২৬) মোহরছড়া সিনিয়ার বেসিক স্কুল

২৭) উত্তর ঘিলাতলী সিনিয়ার বেসিক স্কুল

২৮) ঘিলাতলী বাজার সিনিয়ার বেসিক স্কুল

সোনামুড়া মহকুমা

২৯) খাস চৌমুহনী সিনিয়ার বেসিক স্কুল

৩০) দুর্লভ নারায়ণ সিনিয়ার বেসিক স্কুল

৩১) নলছড় সিনিয়ার বেসিক স্কুল

৩২) কাঠালিয়া জুনিয়ার বেসিক স্কুল

৩৩) কুলুবাড়ী সিনিয়ার বেসিক স্কুল

৩৪) শান্তিনগর সিনিয়ার বেসিক স্কুল

৩৫) সাউথ পাহাড়পুর সিনিয়ার বেসিক স্কুল

৩৬) মেলাঘর গার্লস সিনিয়ার বেসিক স্কুল

উদয়পুর মহকুমা :

৩৭) পিত্রা সিনিয়ার বেসিক স্কুল

৩৮) নোয়াবাড়ী সিনিয়ার বেসিক স্কুল

৩৯) গঙ্গাছড়া সিনিয়ার বেসিক স্কুল

৪০) তুলামুড়া সিনিয়ার বেসিক স্কুল

৪১) মির্জা সিনিয়ার বেসিক স্কুল

৪২) গর্জি সিনিয়ার বেসিক স্কুল

৪৩) জামজুড়ী সিনিয়ার বেসিক স্কুল

৪৪) কাকড়াবন (গার্লস) স্কুল

অমরপুর মহকুমা :

৪৫) জগবন্ধু পাড়া সিনিয়ার বেসিক স্কুল
৪৬) অমরপুর গার্লস সিনিয়ার .বসিক স্কুল

বিলোনীয়া মহকুমা :

৪৭) রাংগামাটি সিনিয়ার বেসিক স্কুল
৪৮) নীহার নগর সিনিযার বেসিক স্কুল
৪৯) রাজনগর সিনিযার বেসিক স্কুল
৫০) রাংগামুড়া সিনিয়ার বেসিক স্কুল
৫১) মতাই সিনিয়ার বেসিক স্কুল
৫২) পশ্চিম বগাফা সিনিয়ার বেসিক স্কুল
৫৩) কৃষ্ণনগর সিনিয়ার বেসিক স্কুল
৫৪) আলযছড়া সিনিযার বেসিক স্কুল
৫৫) সারাসীমা সিনিয়ার বেসিক স্কুল

সাবরুম মহকুমা :

৫৬। ব্রজেন্দ্রনগর সিনিযার বেসিক স্কুল
৫৭) হরিনা সিনিয়ার বেসিক স্কুল
৫৮) জলেফা সিনিয়র বেসিক স্কুল
৫৯) হাজাছড়ি সিনিযার বেসিক স্কুল

কমলপুর মহকুমা

৬০) ফুলছাড় সিনিযার বেসিক স্কুল
৬১) মরাছড়া সিনিযার বেসিক স্কুল
৬২) চাম্প্রাইপাড়া সিনিযার বেসিক স্কুল
৬৩) বড়লুতমা সিনিয়ার বেসিক স্কুল

কৈলাসহর মহকুমা :

৬৪) রাতাছড়া সিনিয়ার বেসিক স্কুল
৬৫) টিলাবাজার সিনিযার বেসিক স্কুল
৬৬) গোলধরপুর সিনিযার বেসিক স্কুল
৬৭) দুধপুর সিনিয়ার বেসিক স্কুল
৬৮) পাবিযাছড়া সিনিযার বেসিক স্কুল
৬৯) কাউলিকুরা সিনিযার বেসিক স্কুল

ধর্ম্মনগর মহকুমা :

৭০) কৃষ্ণপুর সিনিয়ার বেসিক স্কুল
৭১) তিলথৈ রিফিউজি কলোনী সিনিয়ার বেসিক স্কুল
৭২) দেওছড়া সিনিযার বেসিক স্কুল
৭৩) বাগবাসা জুনিয়ার বেসিক স্কুল
৭৪) কালাছড়া জুনিয়ার হাই স্কুল
৭৫) হাফলং ভিলা সিনিযার বেসিক স্কুল
৭৬) চন্দ্রপুর সিনিয়ার বেসিক স্কুল (ধর্ম্মনগর টাউন গার্লস)
৭৭) দুর্গারাম চৌধুরী পাড়া সিনিয়ার বেসিক স্কুল
৭৮) লেদ্রাই দেওয়ান জুনিয়ার হাই স্কুল

PAPERS LAID ON THE TABLE

UNSTARRED QUESTION NO. 77

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) সোনামুড়া মহকুমায় কতজন শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী একাদিক্রমে শহর ও শহরপার্শ্ববর্ত্তী সিনিয়ার বেসিকগুলিতে পাঁচ বৎসরাধিক কাল আছেন,

২) ঐ মহকুমার দূরবর্ত্তী গ্রামাঞ্চলের স্কুল সমূহে নিযুক্ত শিক্ষকদের কতজন গত পাঁচ বছরে মহকুমা শহরে বদলী হয়ে আসার সুযোগ পেয়েছেন ; এবং

৩) একাদিক্রমে দশ বৎসরের অধিক কতজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সোনামুড়া মহকুমার স্কুলগুলিতে কাজ করছেন অথচ আবেদন করেও হোম সাব ডিভিসনে বদলী হতে পারেন নি

উত্তর

১) ১৯

২) ১৫

৩) ১০

UNSTARRED QUESTION NO. 81

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার ১৯৭২ শিক্ষা বর্ষ শেষে কত সংখ্যক ছাত্রছাত্রী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাঠক্রম শেষ করে ষষ্ঠ শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে এবং কত সংখ্যক উচ্চ বুনিয়াদী পাঠক্রম শেষ করে নবম শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে ?

২) ১৯৭৩ শিক্ষা বর্ষারম্ভে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে কত সংখ্যক নূতন ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি হয়েছে এবং উচ্চ মাধ্যমিক বা উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে এই ভর্ত্তির সংখ্যা কত ?

উত্তর

১ ও ২) তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 666

By Shri Purna Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) গত ৩০-১-৭২ তারিখে রাত্রে ময়নামা হাই স্কুলে অগ্নিকাণ্ডের ফলে ক্ষতির পরিমান কত ?

২) উক্ত ঘটনার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলের জন্য সরকার হইতে কত সাহায্য দেওয়া হইয়াছে ?

৩) উক্ত স্কুলের ঘর পাকা দালানে পরিণত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

৪) উক্ত স্কুলের বোর্ডিং সম্প্রসারণ করা হইবে কি ?

উত্তর

১) আনুমানিক ২৩,৭৩০·০০ টাকা ।

২) সকলের জন্য একটি অস্থায়ী গৃহ নির্মাণের জন্য ৮,৪০০ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে ।

৩) হ্যাঁ,

৪) স্কুল সংলগ্ন ছাত্রাবাসটি সম্প্রসারণ করার প্রস্তাব আছে এবং এই সম্পর্কে প্রাথমিক কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে ।

UNSTARRED QUESTION NO. 79.

By Shri Samar Chowdhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :—

QUESTION

1. How many Overloading cases had been instituted by police in Sonamura Sub-Division under Motor Vehicles Act., within the period from 1968 to 1972 (Thana wise and year-wise break up) ;

ANSWER

Number of over loading cases under M. V Act from 1968 to 1972 of Sonamura Sub-Division (year wise & Thana-wise).

Name of Police Stations.	YEARS					Total
	1968	1969	1970	1971	1972	5 years
Sonamura	233	241	315	208	165	1162
Jatrapur	Nil	9	22	16	23	70
Kalamchoura	4	10	12	Nil	1	27
Total Sonamura Sub-Division.	237	260	349	224	189	1259

UNSTARRED QUESTION NO. 295.

By—Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে নিদয়া উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে অদ্যাবধি in charge দিয়ে কাজ চালান হচ্ছে।

২। যদি তাহা সত্য হয় তবে, সেখানে কবে designated Headmaster দেওয়া হবে।

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। শীঘ্রই

UNSTARRED QUESTION NO. 221

By Shri Bhadramani Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার কোন কোন হাই ও হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের সংলগ্ন কোন ছাত্র বোর্ডিং নাই তার তালিকা;

২) ঐ সমস্ত স্কুলে বর্ডিং না থাকার কারণ

৩) বোর্ডিং স্থাপনের জন্য সরকার কি কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ?

উত্তর

১) স্কুল গুলির তালিকা সংগে দেওয়া গেল।

২) ছাত্রাবাস খোলার প্রয়োজনীয় শর্ত পুরন না করায় এবং সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষ এই সম্পর্কে কোন প্রস্তাব না দেওয়ায় ঐ স্কুলগুলিতে এখনো ছাত্রাবাস খোলা হয় নাই।

৩) যে সকল স্কুল ছাত্রাবাস খোলার প্রয়োজনীয় সর্ত পুরন করিয়াছে এবং সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষ এই সম্পর্কে যথা যথভাবে প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন সেইসব স্কুলে ছাত্রাবাস খোলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

১নং প্রশ্নের উত্তরে উল্লিখিত তালিকা —

১। অভয়নগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

২। অরুন্ধুতীনগর , , ,

৩। নবগ্রাম , , ,

৪। সুখময় , , ,

৫। পল্লীমঙ্গল , ,

৬। তালতলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
৭। কামালঘাট , , ,
৮। মোহনপুর , , ,
৯। আনন্দনগর , , ,
১০। ঈশানপুর , , ,
১১। সেকেরকোট , , ,
১২। সুতার মুড়া , , ;
১২। বোধজং উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয
১৪। বিজয় কুমার , , , ,
১৫। বীরেন্দ্রনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১৬। মধুপুর উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়
১৭। বানীবিদ্যাপীট উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয।
১৮। প্রাচ্যভারতী , , ,
১৯। ঈশানচন্দ্রনগর পরগনা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়
২০। রাম ঠাকুর পাঠশালা , , , (বালিকা)
২১। স্বামী দয়ালানন্দ , , ,
২২। বেহলাবাড়ী , , ,
২৩। বিবেকানন্দ , , ,
২৪। রামকৃষ্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
২৫। বক্সনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
২৬। বিদ্যানগর ,
২৭। নদীয়া , , ,
২৮। সোনামুড়া . , বালিকা .
২৯। ত্রিপুরাসুন্দরী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয
৩০। কাকড়াবন , , ,
৩১। শালগড়া , , ,
৩২। ডলুগাঁও , , ,
৩৩। চন্দ্রপুর , , ,
৩৪। হালাহালি , , ,
৩৫। ঋষ্যমুখ , , ,
৩৬। বাইখোরা , , ,
৩৭। বিলথৈ , , ,
৩৮। কদমতলা , , ,
৩৯। ধর্মনগর . . ,
৪০। ডি, এন বিদ্যামন্দির
৪১। শ্রীনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
৪২। সাবরুম , , ,

UNSTARRED QUESTION NO. 485

By Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the be Education Department pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা শিক্ষা বিভাগের অধীনে নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি থেকে কতজন ছাত্র এবং কতজন ছাত্রী যথাক্রমে ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীতে ১৯৭২ শিক্ষা বর্ষের বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)।

২) ত্রিপুরার বিভিন্ন উচ্চ বুনিয়াদী, উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ঐ উত্তীর্ণ ছাত্র ও ছাত্রীদের মধ্যে কতজন ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার আবেদন জানাতে পেরেছিল এবং এই দুই শ্রেনীর কোন শ্রেণীতে কতজন ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১)
২) } তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 146

By Shri Subal Chandra Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food & Civil Supply Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) উত্তর ত্রিপুরা জেলায় সাধারণ ক্রেতারা যাহাতে ন্যায্য মূল্যে টিন ও সিমেন্ট পায় তাহার জন্য সরকারী ব্যবস্থা কি? এবং

২) ইহার জন্য কোন ডিলার নিযুক্ত থাকলে তাহাদের নাম ও প্রাপ্তি স্থান।

উত্তর

১) ঢেউ টিনের মূল্য এবং বন্টনের উপর সরকারের কোন বিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ নাই।

১৯৬৭ ইং সনের সিমেন্ট কন্ট্রোল অর্ডারের বিধান অনুযায়ী সরকার কর্তৃক নির্দ্ধারিত মূল্যে সিমেন্ট ক্রয় করা হয়।

২) যে সকল ডিলার সরাসরি ফ্যাক্টরী হইতে ঢেউটিন সংগ্রহ করেন তাহাদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১) শ্রীঅমর চক্রবর্ত্তী, সেন্ট্রাল রোড, আগরতলা।

২) মেসার্স ষ্টিল এণ্ড আয়রণ ট্রেডিং সিণ্ডিকেট, সেন্ট্রাল রোড আগরতলা।

৩) মেসার্স ত্রিপুরা পেইন্ট এণ্ড হার্ডওয়ার ষ্টোরস্, সেন্ট্রাল রোড, আগরতলা।

৪) মেসার্স ষ্টীল এণ্ড কেপট, মেলার মাঠ, আগরতলা

৫) মেসার্স সূর্য্য কান্ত পাল এণ্ড ব্রাদার্স, আগরতলা।

৬) মেসার্স ত্রিপুরা হোল সেইল কন্‌জিউমার্স কো-অপারেটিভ ষ্টোরস, মটর ষ্ট্যাণ্ড, আগরতলা ।

৭) মেসার্স সুজিত কুমার বণিক, এইচ, জি, বি, রোড, আগরতলা।

ফ্যাক্টরী হইতে সরাসরি যে সকল ডিলার সিমেণ্ট সংগ্রহ করেন তাহাদের নাম ও ঠিকানা

১) মেসার্স অমর চক্রবর্তী, সেনট্রাল রোড, আগরতলা ।

২) মেসার্স রাজমোহন সাহা গং আগরতলা।

৩) মেসার্স পলাশ চন্দ্র পাল এণ্ড ব্রাদার্স, আগরতলা ।

৪) মেসার্স এইচ. জি, রায় এণ্ড কোং, আগরতলা ।

৫) মেসার্স রাধামাধব জুট এজেন্সী, আগরতলা ।

৬) মসার্স ধীরেন্দ্র চন্দ্র পাল, আগরতলা।

৭) মেসার্স ইষ্টার্ণ ফাইবার, আগরতলা।

৮) মেসার্স পি, কে, ইমারতী ভাণ্ডার আগরতলা।

৯) মেসার্স অটল বিহারী সাহা এণ্ড সন্স, আগরতলা।

১০) মেসার্স পূর্ব্বাঞ্চল পেপার ট্রেডিং করপোরেশান, আগরতলা।

১১) মেসার্স রাধামাধব জুট এজেন্সী, বিলনীয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা।

১২) শ্রীফণী ভূষণ সাহা, রাধাকিশোরপুর, উদয়পুর, দক্ষিণ ত্রিপুরা।

১৩) মেসার্স কল্পনা বিলডার্স, উদয়পুর- দক্ষিণ ত্রিপুরা।

১৪) মেসার্স হর চন্দ্র রায় এণ্ড কোং. ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা।

১৫) মেসার্স নারায়ণ দত্ত এণ্ড সন্‌স, ধর্ম্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা।

১৬) বিশ্বাস ব্রাদার্স, ধর্ম্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা।

১৭) মেসার্স ইউনাইটেড ট্রেডার্স, ধর্ম্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা।

১৮) মেসার্স অখিল চন্দ্র ঘোষ, কৈলাসহর, উত্তর ত্রিপুরা।

UNSTARRED QUESTION NO. 365

By Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the SA Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) দিল্লীতে ত্রিপুরার মন্ত্রীরা ও মুখ্য সচিব Tourism Deptt থেকে ব্যবহারের জন্য Taxi ভাড়া হিসাবে নেন কিনা।

২) যদি নেন তবে দিল্লীর Tourism Deptt. কে এই বাবদ কত টাকা ১৯৭০, ১৯৭১, ৭২ সালে দেওয়া হয়েছে তার বছর ভিত্তিক হিসাব এবং কোন কোন মন্ত্রীর জন্য তাদের নাম ও টাকার পরিমাণ। মুখ্য সচিবের জন্য কত ব্যয় হয়েছে তারও হিসাব।

উত্তর

১) হ্যাঁ। ১৯৭২ হইতে

২) ১৯৭২ সালে মন্ত্রীদের জন্য ২,৬৫২.৭৭ পয়সা (মন্ত্রী ভিত্তিক হিসাব আমাদের জানা নাই)

,, মুখ্য সচিব এবং অন্যান্য অফিসার'দের জন্য ৪,৪৪৮.৭৬ পয়সা।

UNSTARRED QUESTION NO. 270.

By Shri Bidya Ch. Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য মোন্দিহাওয়ার বালোযারী স্কুল খোলার জন্য স্কুলঘর তৈরীর পর এবং স্কুলমাদার ইত্যাদি দেওয়ার পর ও সরকারের পক্ষ হইতে অদ্য পর্যন্ত কোন Sanction দেওয়া হয় নাই।

২) যদি তাহা সত্য হইয়া থাকে ত হা হইলে চলতি আর্থিক বৎসর দেওয়া হইবে কিনা ?

উত্তর

১) মোন্দিহাওয়ার বালোযারী স্কুল সরকার কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত।

২) প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 285

By Shri Bidya Ch Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) চলতি আর্থিক বৎসরে খোয়াই বিভাগের অন্তর্গত হাতকাটি সিনিয়র বেসিক স্কুল ও বাইজল বাড়ী সিনিয়র বেসিক স্কুলকে হাইস্কুলে পরিণত করা হইবে কি ?

উত্তর

১) না।

STARRED QUESTION NO. 7

By—Shri Bajuban Riyan

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state—

১) অমরপুরে গাইপাকা (প্রাইমারী অথবা জে, বি) স্কুলে টীন জঙ্গলে পঁচে নষ্ট হচ্ছে ইহা সরকারের জানা আছে কি ? এবং

১) বর্তমানে ঐ স্কুলে ঘর নেই, মাষ্টার মহাশয় স্কুল করেন না, বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়া হয় ঐ সম্পর্কে সরকার কি কার্য্যকরী ব্যবস্থা করিতেছেন ?

উত্তর

১) হ্যাঁ

২) বর্তমানে গাইপাকা জুনিয়র বেসিক স্কুলে নিজস্ব ঘর না থাকায় স্কুলটি একটি নিকটবর্তী একটি বেসরকারী ঘরে বসে। স্কুলের মাষ্টার মহাশয় রীতিমত স্কুল করেন এবং বিগত বার্ষিক পরীক্ষাও নেওয়া হইয়াছে। স্কুল গৃহটি পুনর্নির্মাণের বর্তমান আর্থিক বৎসরে টাঃ ২৫০০.০০ মঞ্জুর করা হইয়াছে এবং এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ওয়ার্ক অর্ডার ইতিমধ্যেই দেওয়া হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 51
By Shri Jatinda Kumar Mukherjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State :—

১) বর্ত্তমানে শিক্ষা বৎসরে (১৯৭৩ ইং) ত্রিপুরার কোন জুনিয়ার বেসিকে সিনিয়ার বেসিক ও কোন কোন সিনিয়র বেসিকে হাই/হায়ার সেকেণ্ডারীতে উন্নীত করা হইয়াছে ?

২) সদর "বি/এ" ইন্সপেক্টারে কার্য্যাধীন কোন কোন স্কুলকে উল্লিখিত বৎসরে উন্নীত করা হইয়াছে ?

৩) কোন ধরনের অবস্থা হইতে উন্নীত করিতে হইলে criteria কী ?

উত্তর

১) বর্তমান বৎসরে এখন পর্যান্ত নিম্নোক্ত জুনিয়ার বেসিক স্কুলগুলিকে যথাক্রমে সিনিয়ার বেসিক ও হাই স্কুলে উন্নীত করা হইয়াছে :—

(ক) যেসমস্ত জুনিয়ার বেসিক স্কুলকে সিনিয়ার বেসিক স্কুলে উন্নীত করা হইয়াছে :—

(১) ঢাকার বাড়ী জুনিয়ার বেসিক স্কুল
(২) ব্রহ্মাছড়া ,, ,, ,,
(৩) জুমের ঢেফা সাউথ জুনিয়ার বেসিক স্কুল
(৪) গর্জনমুড়া ,, ,, ,,
(৫) উদয়পুর মডেল ,, ,, ,,
(৬) বাংকারায় পাড়া ,, ,, ,,
(৭) আভাংছড়া ,, ,, ,,
(৮) মনুতহশীল ,, ,, ,,
(৯) চোবাই বাড়ী ,, ,, ,,
(১০) ছনতৈল ,, ,, ,,
(১১) কৃষ্ণনগর বি, এস, ,, ,, ,,
(১২) লামুছড়া ,, ,, ,,

(খ) যে সমস্ত সিনিয়ার বেসিক স্কুলকে হাই স্কুলে উন্নীত করা হইয়াছে :-

(১) নন্দননগর সিনিয়ার বেসিক স্কুল
জম্পুইজলা সিনিয়ার বেসিক স্কুল।

২। সদর "বি" ও "এ" ইন্সপেক্টরের অধীনে নিম্নোক্ত স্কুলগুলিকে যথাক্রমে সিনিয়ার বেসিক ও হাই স্কুল বর্তমান শিক্ষা বৎসরে এ পর্য্যন্ত উন্নীত করা হইয়াছে :—

যে সমস্ত জুনিয়ার বেসিক স্কুলকে সিনিয়ার বেসিক স্কুলে উন্নীত করা হইয়াছে :—
সদর "বি"—ঢাকার বাড়ী জুনিয়ার বেসিক
সদর "এ"—একটিও না।

যে সমস্ত সিনিয়ার বেসিক স্কুলকে হাই স্কুলে উন্নীত করা হইয়াছে :—
সদর "বি"—জম্পুইজলা সিনিয়ার বেসিক .
সদর "এ"—নন্দননগর ,,

৩। মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পর্য্যায়ে কোন বিদ্যালয়কে উন্নীত করিবার প্রস্তাব নিম্ন বর্ণিত ধারার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হয় :—

সিনিয়ার বেসিক পর্য্যায়ে উন্নীত করনের মাপকাঠি

(ক) লোক সংখ্যা—সমতল অঞ্চলে অনূন—১,০০০
পার্বত্য অঞ্চলে ,,— ৭০০

(খ) স্কুল এলাকায় অবস্থিত সব কয়টা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একত্রে ৫ম শ্রেণীর মোট পড়ুয়া সংখ্যা

সমতল অঞ্চলে—২০

পার্ব্বত্য অঞ্চলে—১৫

(গ) নিকটবর্তী মিড্‌ল স্কুলের দূরত্ব ৪ কিঃ মিঃ উপর। হাই/হায়ার সেকেণ্ডারী পর্যায়ে উন্নীত করণের মাপকাঠি

(ক) লোক সংখ্যা—অন্যূন ১০,০০০

(খ) স্কুল এলাকায় অবস্থিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির ৮ম শ্রেণীর মোট পড়ুয়া সংখ্যা :—

সমতল অঞ্চলে ৬০—৭০

পার্ব্বত্য অঞ্চলে ৪০—৫০

(গ) নিকটবর্তী উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দূরত্ব ৭ কিঃ মিঃ-র উপর।

UNSTARRED QUESTION NO. 209

By Shri Pakhi Tripura M L A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭২-৭৩ সালে এ পর্যন্ত মোট কয়টি ডাকাতি হয়েছে এবং তার কয়টি ক্ষেত্রে নরহত্যা আগ্নেয় অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে, তার বিবরণ। (স্থানের নাম উল্লেখ করে)

২। কয়টি ক্ষেত্রে আসামীদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে?

উত্তর

১। } উভয় প্রশ্নের উত্তর সঙ্গীয় তালিকায়
২। } লিপিবদ্ধ করা হইল।

Encio :—অত্র সঙ্গে দেওয়া গেল।

১ নং এবং ২ নং প্রশ্নের প্রযোজনীয় তথ্য নিম্নে বর্ণিত হইল।

গত ১৯৭২-৭৩ সালে (জানুয়ারীর ১৯৭২ ইং হইতে ৫ই মার্চ ১৯৭৩ ইং পর্য্যন্ত) যতগুলি ডাকাতি, নরহত্যা ও আগ্নেয় অস্ত্র ব্যবহার হইয়াছে তাহার তালিকা ঘটনাস্থলের নাম সহ নিম্নে দেওয়া গেল।

ডাকাতির সংখ্যা	যে সমস্ত ক্ষেত্রে ডাকাতির সংগে নরহত্যা হইয়াছে।	যে সমস্ত ক্ষেত্রে ডাকাতির সংগে আগ্নেযাস্ত্র ব্যবহার হইয়াছে।	ঘটনাস্থলের নাম	যে সমস্ত ক্ষেত্রে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং তাহার সংখ্যা।	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	
৪৬	৫	১৮			
			১। তেলিযামুড়া থানা, গলিছড়া	ডাকাতি ও তৎসহ নরহত্যার সংখ্যা ২য় কলমে দেখানো হইয়াছে।	১। ৩
			২। চাম্পাহাড়া, জিরানীযা থানা।		২। ৩
			৩। ঈশানপুর বৈরাগী টিলা. সিধাই থানা।		৩। X
			৪। ঃ গর্জি, রাধাকিশোরপুব থানা।		৪। ১১
			৫। ঃ মুখছড়ি, যতনবাড়ী থানা।		৫। X
			* (৪) গর্জি, রাধাকিশোরপুব থানা।	X	
			* (৫) মুখছড়ি, যতনবাড়ী থানা।	X	
			(৬ বরখালি—গণ্ডাছড়া থানা	X	
			(৭) প্রবর্ব কাববার্ব—গণ্ডাছড়া থানা।	X	
			(৮) স্বর্গমনি—গণ্ডাছড়া থানা।	X	

১	২	৩	৪	৫	
			৯। কয়াছড়ি—সাত্রম থানা —	১	ডাকাতি ও তৎসহ আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার
			১০। সাতছড়ি— কাঞ্চনপুর থানা —	X	
			১১। দামচন্দ্র বাড়ী ঐ	৩	
			১২। খেদাছড়া—দামছড়া থানা —	X	
			১৩। খগেন্দ্র চৌধুরী পাড়া—ঐ	X	
			১৪। নাটিমনু—ছামনু থানা —	X	
			১৫। থালছড়ি — ঐ	X	
			১৬। দিগ্বিজয় পাড়া—ঐ	X	
			১৭। কুলুবাড়ী সোনামুড়া থানা	৩	
			১৮। নিজ বক্সনগর—কলমচোরা থানা	১	
			১৯ উমাকান্ত একাডেমির পূর্ব দিকস্থ গেইট—কতোয়ালী থানার অন্তর্গত।	৬	
			২০। বেজিমারা—সোনামুড়া থানা	৫	
			শ্চম প্রমোদনগর—কল্যাণপুর থানা	১	
			২২। দক্ষিণ গোকুলনগর—তেলিয়ামুড়া থানা।	৩	
			২৩। আথড়াবাড়ী— কল্যাণপুর থানা	২	
			২৪। মোহনপুর—৩, সিধাই থানা	৬	
			২৫ রতনপুর (গুরুপদ ট্রাইবেল কলোনী) —জিরানীয়া থানা	৬	
			২৬। গোবিন্দবাড়ী—জিরানীয়া থানা	১৩	

১	২	৩	৪	৫
			২৭। মহারাজগঞ্জ বাজার—কতোয়ালী থানা	৬
			২৮। দুর্গানগর—বিশালগড থানা	১১
			২৯। শুভমানি পাড়া—জিরানীয়া থানা	৪
			৩০। বডমুড়া—জিরানীয়া থানা	৭
			৩১। রামসাধু সর্দার পাড়া—ঐ	৭
			৩২। মেলাঘড বাজার—সোনামুড়া থানা	২
			৩৩। লালছড়া—মনু থানা	৩
			৩৪। লংথরাই—ছামনু থানা	২
			৩৫। রাজধর— ঐ	৫
			৩৬ আলতাছড়া—ফটিকরায় থানা	৪
			৩৭। যুবরাজনগর—কৈলাসহর থানা	৪
			৩৮। আভাংগা—কমলপুর থানা	X
			৩৯। দুডধর বিযাং পাড়া—ঐ	X
			৪০। ইছাইবুডোকান্দি—ধর্মনগর থানা	২
			৪১। বাটাসরি— ঐ	৫
			৪২। উত্তর পদ্মবিল— ঐ	১১
			৪৩। পশ্চিম চন্দ্রপুর— ঐ	X
			৪৪। শনিছাড়া— ঐ	
			৪৫। চালতাছড়ি—সাক্রুম থানা	৪
			৪৬। একছড়ি—যতনবাড়ী থানা	১

UNSTARRED QUESTION NO. 383

By Shri Pakhi Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :

১) গত ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৩এর ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় কোন মহকুমায় কতটি খুন হয়েছে তার হিসাব এবং নিহত ব্যক্তিদের নাম (মহকুমা ভিত্তিক)।

২) এই সকল খুন সম্পর্কে কতজন আসামী ধরা পড়েছে, কতজন আসামী জেলে আছে, কতজন শাস্তি পেয়েছে।

উত্তর

১) কতটা খুন — নিহত ব্যক্তির নাম

ধর্ম্মনগর
১) এস-আই মনীন্দ্র দাস, ধর্ম্মনগর
২) চৌকিদার বসন্ত নমঃ
৩) শিক্ষক পান্নালাল ভট্টাচার্য
৪) দেবেন্দ্র দেবনাথ পানিসাগর
৫) লাবণ্য নাথ, লক্ষ্মীনগর
৬) তারি বিবি
৭) সুকুমার ঘোষ, ঈশাই লালছড়ি
৮) বিনন্দা রিয়াং, কাঞ্চনপুর
৯) গঙ্গাসুন্দরী দেবনাথ
১০) সুলেখা দেবনাথ, পানিসাগর,

কমলপুর
১) গোবিন্দ দাস
২) ভারত ছেত্রী

কমলাসহর
১) নরবাহাদুর বাহাদুর
২) নারায়ণ পড়ুয়া
৩) বাহাদুর বার

খোয়াই
১) বুদ্ধ চন্দ্র দেববর্মা
২) অগ্নী দেববর্মা
৩) করুণ চাঁদ দেববর্মা
৪) নিবারণ দেবনাথ
৫) বরণী দেববর্মা

		৬) রাধারমণ দেববর্ম্মা
		৭) সূর্য্যকুমার দেববর্ম্মা
		৮) শচীন্দ্র দেববর্ম্মা
১	সোনামুড়া	১) শশীমোহন দাস
	সদর—আগরতলা	১) কুমুদিনী সাহা
		২) সুরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্ম্মা
১০		৩) বাবুল দেব
		৪) অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি
		৫) ক্ষির গোপাল দেব
		৬) বাদল চক্রবর্ত্তী
		৭) সুবল সরকার
		৮) অজ্ঞাত পরিচয় পুরুষ
		৯) রবিচরণ দেববর্ম্মা
		১০) সন্ধ্যারাণী দেব
	উদয়পুর	১) নারায়ণ নন্দী
২		২) রেখারাণী মজুমদার
	বিলোনীয়া	১) অভিজিৎ বণিক
৪		২) অজিত রায়
		৩) পরিমল মজুমদার
		৪) কৃষ্ণ কুমার সরকার
	অমরপুর	১) নিবারণ চন্দ্র দাস
২		২) পূর্ব্বজয় রিয়াং
	সাবরুম	১) পারুলবালা নাথ
৪		২) ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী
		৩) রাধালক্ষ্মী ত্রিপুরা
		৪) চৈলকপরা মগ

কতজন আসামী ধরা পড়েছে		কতজন জেলে আছে	কতজন শাস্তি পেয়েছে	মন্তব্য
১		২	৩	৪
ধর্ম্মনগর				
১)	১৮	২	—	তদন্ত মূলতুবী আছে
২)	৪	—	—	ঐ
৩)	১১	—	—	ঐ

৪)	১১	—	—	ঐ
৫)	৬	১	—	ঐ
৬)	—	—	—	ঐ
৭)	২	২	—	ঐ
৮)	৭	—	—	ঐ
৯) } ১০) }	১	১	—	ঐ
কমলপুর				
১)	৬	৩	—	ঐ
২)	৩	৩	—	ঐ
কৈলাসহর				
১)	৩	৩	—	ঐ
২)	৩	—	—	ঐ
৩)	৪	১	—	ঐ
খোয়াই				
১)	২	২	—	ঐ
২)	৩	৩	—	ঐ
৩)	২৫	—	—	ঐ
৪)	৪	—	—	চার্জ্জ শিটেড
৫)	২	২	—	ঐ
৬)	—	—	—	ঐ
৭)	৪	—	—	এফ্ আর টি
৮)	৪	—	—	তদন্ত মুলতুবী আছে
সোনামুড়া				
১)	১	—	—	চার্জ্জ শিটেড
সদর—আগরতলা				
১)	১	১	—	ঐ
২)	৫	—	—	ঐ
৩)	১৯	—	—	এফ-আর-টি
৪)	১	—	—	ঐ
৫)	১১	—	—	চার্জ্জ শিটেড
৬)	১	—	—	তদন্ত মুলতুবী আছে
৭)	৩	—	—	ঐ
৮)	৩	—	—	ঐ

৯)	১	—	—	ঐ
১০)	১	১	—	ঐ
উদয়পুর				
১)	১	১	—	চার্জ্জ সিটেড
২)	২	—	—	ঐ
বিলোনীয়া				
১)	১	১	—	ঐ
২)	১	—	—	এফ্-আর-টি
৩)	৫	—	—	তদন্ত মুলতুবী আছে
৪)	১	১	—	ঐ
অমরপুর				
১)	৫	১	—	চার্জ্জ সিটেড
২)	৩	—	—	ঐ
সাবরুম				
১)	—	—		চার্জ্জ সীট দেওয়া হইয়াছে।
২)		৬	—	ঐ
৩)	—	—	—	এফ্-আর-টি
৪)		—	১	ঐ

UNSTARRED QUESTION NO. 1113.

By Shri Chandra Sekhar Dutta.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা সরকার কোন কোন শ্রেণীর কর্মচারীকে সরকারী গাড়ী ব্যবহার করতে সরকার দেন।

২) গাড়ী পাওয়ার যোগ্যতা কি ;

৩) কিছু সংখ্যক সরকারী কর্মচারী ব্যক্তিগত কাজে সরকারী গাড়ী ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ আছে কি ?

উত্তর

১) সকল সরকারী কর্মচারী সরকারী কাজের প্রয়োজনে সরকারী গাড়ী ব্যবহার করিতে পারেন।

২) উপরে বর্নিত উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

৩) হ্যাঁ, "ষ্টাফ কার রুলস্" এর বিধান অনুযায়ী বেসরকারী কাজে সরকারী গাড়ী সর্তসাপেক্ষে ব্যবহার করা যায়

UNSTARRED QUESTION NO. 78.

By **Sri Samar Choudhury.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :—

QUESTIONS

1 Number of Criminal cases instituted by Police in Sonamura Sub-Division from 1968 to 1972 (Thana wise and year-wise break-up) ;

2. How many of those were charge-sheeted, finally reported and under investigation for more than six months ?

ANSWERS

1.

Name of the P.S	Year	Number of cases.
Sonamura.	1968	147
	1969	181
	1970	190
	1971	159
	1972	62
		742
Kalamchora.	1968	6
	1969	44
	1970	40
	1971	14
	1972	29
		192
Jatrapur.	1968	55
	1969	43
	1970	56
	1971	23
	1972	17
		199

2.

Name of the P.S.	Year.	Chargesheeted	Finally reported	Investigation more than six months.
Sonamura.	1968	71	76	...
	1969	73	108	...
	1970	77	113	...

	1971	56	103	...
	1972	27	26	2
	Total :	304	426	2
Kalamchora.	1968	18	47	
	1969	15	29	...
	1970	22	18	...
	1971	5	8	1
	1972	7	20	2
	Total :	67	122	3
Jatrapur.	1968	17	38	...
	1969	16	32	...
	1970	16	40	...
	1971	11	11	1
	1972	7	10	.
	Total :	67	131	1

UNSTARRED QUESTION NO. 14.

By Shri Chandra Sekhar Dutta.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরাতে ১৯৭২ ইং মার্চ্চ মাস হইতে ১৯৭০ ইং জানুয়ারী মাস পর্যান্ত আত্মহত্যা-জনিত মৃত্যুর সংখ্যা কত এবং ইহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ?

উত্তর

১। ২৪৮টি ঘটনা।

মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

পশ্চিম ত্রিপুরা

১। সদর আগরতলা— ৮৫

২। সোনামুড়া— ২৩

৩। খোয়াই— ৩০

১৩৮

দক্ষিণ ত্রিপুরা

১। উদয়পুর— ১৬

২। বিলোনীয়া— ৩৩

৩। অমরপুর— ৮

৪। সাব্রুম— ৮

———

৬৫

———

উত্তর ত্রিপুরা

১। কৈলাশহর— ১৬

২। ধর্ম্মনগর— ১৪

৩। কমলপুর— ১৫

———

৪৫

———

UNSTARRED QUESTION No. 73.

By Sari Samar Choudhury.

QUESTIONS

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food and Civil Supplies Department be pleased to state—

1. How many licensed rice mills of huller type are functioing at present in Tripura ? The names and addresses of the license holder persons or samities :
2. How many applications for installation of huller type of rice mil were received by the Government during the last two years ?
3. The applications of which persons or samities have been rejected and for what reasons ?

ANSWERS

1. 170 numbers.
   Names and addresses of the licence holders of the huller type of rice mills are enclosed in the statement at Annexure—A.
2. 133.
3. One application of Shri Jatindra Ch. Roy of Bishalgarh, Tripura, dated 19. 7. 69 was rejected by the Government in January, 1973 as this was not recommended by the S. D. O. concerned.

STATEMENT SHOWING NAMES OF LICENCE HOLDERS OF RICE MILLS FUNCTIONING IN DIFFERENT SUB-DIVISIONS OF TRIPURA.

Name of Sub-Division		Name and address of licence holders.	Type of rice mill.
KAILASHAHAR	1.	Shri Bhawarlal Jail, Srirampur, Kailashahar	Huller type -do-
	2.	Shri Sarada Kanta Das, Panichowki-bazar, Kailashahar	-do-
	3.	Shri Sailajananda Dhar, Gobindapur	-do-
	4.	Shri Suklal Dey Barman, Fatikroy bazar, Fatikroy	-do-
	5.	Shri Adhu Ranjan Das, Paithurbazar	-do-
	6.	Shri Barada Kanta Das, Panichowki-bazar	-do-
	7.	Shri Nagendra Kr. Das, Kacharghat	
	8.	Shri Bindu Madhab Singh, Ichabpur	-do-
	9.	Shri Benoy Bhusan Gupta, Kubjar	-do-
	10.	Shri Darpanarayan Das, Saidarpar	-do-
	11.	Shri Gopendra Kr. Paul, Radhanagar	-do-
	12.	Shri Kshitish Ch. Paul, Noagoan	-do-
	13.	Shri Krishnapada Deb, Pabiacherra, Kumarghat	-do-
	14.	Kamini Mohan Paul, Ratacherra-bazar	-do-
	15.	Shri Subimal Bose, Jubarajnagar, Kailashahar.	-do-
	16.	Shri Satish Ch. Dey, Gournagar, Kailashahar.	-do-
	17.	Shri Naresh Ch. Datta, Fatikroybazar; Fatikroy.	-do-
	18.	Shri Tarini Kanta Das, Gobindapur, Kailashahar.	-do-
	19.	Shri Abinash Ch. Dey, Kanchanbari, Kumarghat.	Sheller Type

1	2	3
UDAIPUR	1. Shri Nishi Kanta Sarkar, Udaipur.	Huller type.
	2. Shri Chitta Ranjan Saha, Noabari	-do-
	3. Shri Somendra Sengupta, Udaipur	-do-
	4. Shri Nabın Ch. Saha, Kakraban	-do-
	5. Shri Somendra Sengupta, Udaipur	-do-
	6. Shri Shyama Sankar Ghosh, Udaipur	-do-
	7. Shri Prafulla Kumar Saha, Udaipur	-do-
	8. Shri Hirendra Kr. Das, Udaipur	-do-
	9. Shri Nikhil Kr Saha, Udaipur	-do-
	10. Shri Ramesh Ch Saha, Chandrapur	-do-
	11 Shri Priyalal Chakraborty, Tulamura	-do-
	12. Shri Bharat Ch Majumder, Mirja	-do-
	13. Shri Tarini Mohan Paul, Bagma	-do-
	14. Shri Suresh Ch Ghosh, Garjee	-do-
	15. Shri Ashutosh Deb, Icchacharra	-do-
	16 Shri Padma Mohan Jamatia, North Maharani.	-do-
	17. Shri Akhil Ch Debnath Salgarh	-do-
	18. Shri Nihar Ranjan Saha, Pabitrrambari	-do-
	19. Shri Sukumar Das, Udaipur	-do-
	20. Shri Subal Ch. Banik, Gangacherra	-do-
	21. Shri Phani Bhusan Saha, Udaipur	-do-
	22. Shri Kumud Behari Saha, Udaipur	-do-
	23. Shri Putul Rani Das, Udaipur	-do-
	24 Shri Nikil Ch. Saha & Rakhal Kr Saha, Salgarh.	-do-
KHOWAI	1. Shri Sudhanshu Ranjan Dhar, Subash park, Khowai town.	Huller type
	2. Shri Sudhir Ch. Deb Saker, Durganagar. Khowai	-do-
	3. Shri Jagadish Prasad Bhowmick, Moharcherra under Teliamura block.	-do-
	4. Smti Subarna Prava Debnath, Subash park, Khowai town.	-do-

1	2	3
	5. Shri Sukumar Krishnadhan Saha, Kalyanpur bazar.	Huller type
	6. Shri Rajmohan Saha, Teliamura	-do-
	7. Shri Animesh Chandra Ghosh, Durganagar, Khowai.	-do-
	8. Shri Madan Mohan Saha, Moharcherra under Teliamura block.	-do-
	9. Shri Narayan Chandra Saha, Icharbill under Teliamura block.	-do-
	10. Shri Sashi Mohan Deb Sarker, Singhicharra under Khowai Block.	-do-
	11. Shri Harendra Kr Choudhury, Subhashpark, Khowai town.	-do-
	12. Shri Sashi Mohan Sarker, Dwarikapur under Kalyanpur area.	-do-
	13. Shri Makhan Lal Banik, Teliamura bazar.	-do-
	14. Shri Kalinda Paul & Bros., Chebribazar under Khowai block.	-do-
	15. Shri Sridamhari Jamatia, Tuichindrai under Teliamura Block.	-do-
	16. Shri Sachindra Chandra Deb Barma, Behalabari under Khowai block.	-do-
	17. Shri Sukumar Majumder, Bachaibari under Khowai block.	-do-
	18. Shri Ardundhu Sekhar Paul, Teliamura bazar.	-do-
	19. Shri Bhigu Moni Jamatia, Chalitabari under Teliamura block.	-do-
	50. Shri Jadhu Prasanna Bhattacharjee, Office Tilla, Khowai.	Huller Sheller combined.
SADAR	1. Shri Gobinda Ch. Roy, N. S. Road, Agartala.	Huller type

1	2	3
SADAR	2. Shri Somendra Ch. Sen, Central Rd. Agartala.	Huller type.
	3. Somendra Ch. Sen, Banamalipur, Agartala.	-do-
	4. Shri Girindhar Kunda, N. S. Road, Agartala.	-do-
	5. Shri Brajanath Saha, Town pratapgarh, Agartala.	-do-
	6. Secretary, Ranirbazar Co-op. G. S. Ltd. Ranirbazar (at Nalgaria).	-do-
	7. Shri Naresh Ch. Das, Devinagar, Ranirbazar.	-do-
	8. Shri Gouranga Ch. Paul, Nalgaria, Ranirbazar.	-do-
	9. Shri Nagendra Kr. Dutta, Ranirgoan, Ranirbazar.	
	10. Secretary, Ranirbazar, S.S.S.S. Ltd. Ranirbazar.	-do-
	11. Shri Rajendra Kr. Paul, Ranirbazar.	—do—
	12. Shri Nani Gopal Bhuya, Devinagar, Ranirbazar.	—do—
	13. Shri Sukhlal Saha, Devinagar, Ranirbazar.	—do—
	14. Shri Rajendra Kr. Paul, Nalgaria, Ranirbazar.	—do—
	15. Shri Jogesh Ch. Das, Nalgaria Ranirbazar.	—do—
	16. Shri Sachindra Chandra Debnath, Ranirbazar.	—do—
	17. Shri Surja Kr. Saha, Nalgaria, Ranirbazar.	—do—
	18. Shri Jogesh Ch. Saha, Devinagar, Ranirbazar.	—do—
	19. Shri Tripureswari Rice & Oil Mill, Devinagar, Ranirbazar.	—do—
	20. Shri Monoranjan Saha, Asarampara, Ranirbazar.	—do—
	21. Shri Dinendra Ch. Saha, and Harendra Ch Saha, Asarampara, Ranirbazar.	—do—

1	2	3
	22. Shri Haripada Dasgupta. Mohanpur (E).	Huller type
	23. Shri Gopendra Ch Dey, S. N. Road, Agartala.	—do—
	24. Shri Jagabandhu Debnath, Muddapara, Old Agartala.	—do—
	25. Shri Surja Kr. Saha, Krishnanagar, Agartala.	—do—
	26. Shri Manindra Narayan Das, Reshambagan, Agartala.	—do—
	27. Shri Nabakumar Debbarma, Jampai, Takarjala.	—do—
	28. Shri Makhanlal Podder, Asarampara, Ranirbazar.	—do—
	29. Shri Loknath Bhowmick, Debinagar, Ranirbazar.	—do—
	30. Smti. Sishubala Saha, Bishalgarh.	—do—
	31. Shri Pritimoy Sengupta Motor Stand Road, Agartala.	—do—
	32. Shri Lalmohan Debnath, Durganagar, Ranirbazar.	—do—
	33. Smti. Kamini Sundari Debnath, Bisramganj	—do—
	34 Shri Sarajalal Debnath, Devinagar, Ranirbazar.	—do—
	35. Shri Gopal Krishna Majumder, Mohanpur (N).	—do—
	36. Shri Amulya Ch. Dutta, Battalabazar.	—do—
	37. Shri Sitanath Saha, Bishalgarh.	—do—
	38. Shri Jagneswar Laskar, Ranirbazar.	—do—
	39. Shri Subodh Ch. Bardhan, Jirania.	—do—
	40. Shri Sudhir Rn. Dutta, Bisramganj	—do—
	41. Shri Jogendra Ch. Das, Gabordi.	—do—
	42. Shri Amar Ch. Dutta, Bisramganj.	—po—
	43. Shri Santosh Saha, Gabordibazar.	—do—
	44. Smti. Usha Rani Debnath, Banamalipur. Agartala.	—do—

Name of Sub-Division.	Name & Address of licence holders.	Type of rice Mill
KAMALPUR	1. Shri K. R. Dutta, Ambassa.	Huller Type.
	2. Shri Monoranjan Chakraborty, Ambassa.	—do—
	3. Shri Haripada Choudhury & Prabhat Paul, Kulai.	—do—
	4. Shri Ananda Das, Salema.	—do—
	5. Shri Sudhir Ch. Sarker, Salema.	—do—
	6. Shri B. T. S. S., Manik Bhander.	—do—
	7. Shrimati Monorama Ghosh, Manikbhander.	—do—
	8. Shri Kanakranan Ghosh, Fulcherri.	—do—
	9. Shri Narendra Nath Bhowmick, Kamalpur.	—do—
	10. Smti. Sivarani Dutta, Kamalpur Town.	—do—
DHARMANAGAR	1. Shri Haridas Chowdhury, Dharmanagar Town.	—do—
	2. Shri Hukum Chand Ghorwath, Dharmanagar Town.	—do—
	3. Shri Pranesh Ch. Das, Dharmanagar Town.	—do—
	4. Shri Nitya Gopal Das, Dharmanagar Town.	—do—
	5. Shri Nilopada Sarker, Dasda.	—do—
	6. Shri Anil Chandra Choudhury, Kanchanpur.	—do—
	7. Shri Pravat Ranjan Paul, Radhapur.	—do—
	8. Shri Jatindra Ch. Paul and others, Radhapur.	—do—
	9. Shri Gopendra Chandra Mitra, Kachimnagarbazar.	—do—
	10. Shri Kamdeb Choudhury, Tulthai.	—do—
	11. Shri Kshirode Ch. Nath, Deocherra.	—do—
	12. Shri Paresh Ch. Roy, Bilthai.	—do—
	13. Shri Sefali Ranjan Choudhury, Kanchanpur.	—do—

	2	3
	14. Shri Lalit Chandra Paul Bhowmick, Halflong.	Huller type
	15. Shri Thakurmani Debnath, Jubarajnagar.	—do—
	16. Shri Birendra Kumar Malakar, Jualebasa.	—do—
	17. Shri Jogesh Ch. Debnath, Kalachar.	—do—
	18. Shri Kinacharan Talukdar, Bhatimacherra.	—do—
	19. Shri Rabindra Kr Bhattacharjee, Bilthai.	—do—
	20. Shri Nitai Das, Kadamtala.	—do—
	21 Smti. Kanakprova Paul Choudhury, Panisagar.	—do—
	22. Shri Rabindra Lal Roy. Dharmanagar Town	—do—
	23. Shri Raj Kumar Das, Panisagar.	—do—
	24. Shri Janardhan Banerjee, Panisagar.	—do—
SONAMURA	1. Shri Naresh Ch. Saha, Melaghar.	—do—
	2. Shri Hiralal Majumder, Nalchar.	—do—
	3. Shri Nandalal Saha, Sonamura.	—do—
	4. Shri Tarini Kanta Saha of Melaghar.	—do—
	5. Shri Gopika Ranjan Saha of Sonamura.	—do—
	6. Shri Nandala Saha of Sonamura.	—do—
	7. Shri Biraj Mohan Saha, Melaghar.	—do—
	8. Shri Nagendra Ch. Saha of Melaghar	—do—
	9. Shri Sudhir Kumar Paul of Dhanpur.	—do—
	10. Smti. Usha Rani Saha, Melaghar.	Huller-Sheller combined.
BELONIA	1. Shri Rebati Mohan Majumder, Barpatharai.	Huller Type.
	2. Shri Rebati Mohan Podder, Belonia Town.	—do—
	3. Shri Benilal Saha, Belonia Town.	—do—
	4. Shri Nripendra Kr. Saha, Muharipur.	—do—

1.	2	3.
	5. Smti. Chandrakukhi Das, Santirbazar.	Huller type
	6. Smti. Kunjabashi Sarker, Santirbazar.	—do—
	7. Shri Bikrama Kumar Baidya, Betaga.	—do—
	8. Shri Sudhanshu and Himanshu Majumder, Betaga.	—do—
	9 Shri Barada Kumar Sen, Jolaibari.	—do—
	10. Shri Labrachai Mahajan, Jolaibari.	—do—
	11. Shri Manindra Ch. Malakar, Pillak.	—do—
	12. Shri Bimal Kumar Majumder, Hrishyamukh.	—do—
	13 Shri Jyotish Ch. Majumder, Sarashima	—do—
	14. Shri Labrachai Mahajan, Lalshi	—do—
	15. Smti. Suruchibala Deb, Belonia	—do—
SABROOM	1. Shri Mon Mohan Debnath, Jalefa	—do—
	2. Shri Sarat Chandra Debnath, Bejoynagar	—do—
	3. Shri Akshoy Kumar Paul, Katalutma, Kamalpur.	—do—
	4. Late Pulin Behari Nath, Manu	—do—
AMARPUR	1 Shri Khagendra Kr. & Nagendra Saha, Amarpur Town	—do—
	2 Shri Haladhar Bhowmik, Amarpur Town	—do—
	3 Shri Chinta Haran Saha, Amarpur Town	—do—
	4. Shri Abani Mohan Saha, Amarpur Town	—do—

UNSTARRED QUESTION NO. 252

By Shri Niranjan Deb

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭২ সালে ত্রিপুরায় কোথায় কোথায় নূতন প্রাইমারী স্কুল স্থাপন করা হয়েছে তার লিষ্ট।

২। কতটি প্রাইমারী স্কুলের আবেদন বিবেচনাধীন আছে তার লিষ্ট।
৩। ঐ সকল আবেদন কবে বিবেচিত হবে?

উত্তর

১। তথ্য সম্বলিত ১নং বিবরণীতে দেওয়া হইল।

২। তথ্য সম্বলিত ২নং বিবরণীতে দেওয়া হইল। ৩। বিবরণীতে উল্লিখিত সব কয়টি প্রস্তাবই বর্তমান শিক্ষা বর্ষে কার্যকরী করা হইবে আশা করা যায়।

বিবরণী নং ১

২৫২ নং বিধান সভা প্রশ্নের ১ম খণ্ডের উত্তরে উল্লিখিত বিবরণী।

ইন্‌স্‌পেক্‌টরেটের নাম	স্কুলের নাম
১	২
কৈলাশহর	১) কালীটীলা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়।
	২) ধর্মজয় রোয়াজা পাড়া নিঃ বুঃ বিদ্যালয়।
	৩) দেবছড়া ,, ,, ,,
	৪) পশ্চিম মাছলী ,, ,, ,,
	৫) উলটাছড়া ,, ,, ,,
	৬) মঙ্গল বল্লভ রোয়াজা পাড়া নিঃ বুঃ বিদ্যালয়।
	৭) মধ্য চৈলেংটা ,, ,, ,,
	৮) আওয়ার মুনি ,, ,, ,,
	৯) দিব্য কুমার রোয়াজা পাড়া ,, ,, ,,
	১০) থোওরাবিল ,, ,, ,,
ধর্মনগর	১) থাওমা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়।
	২) লক্ষাধর ,, ,, ,,
	৩) জরিহাম পাড়া ,, ,, ,,
	৪) পশ্চিম বিলথৈ ,, ,, ,,
	৫) পুন্দাবায় পাড়া ,, ,, ,,
	৬) আমতুলাল পাড়া ,, ,, ,,
	৭ গোপালপুর ,, ,, ,,
	৮) হেমানপুর ,, ,, ,,
	৯) কিনাচাঁদ তালুকদার পাড়া নিঃ বুঃ বিদ্যালয়।

১	২
কমলপুর	১) উত্তর সিঙ্গিনালা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়।
	২) নালীছড়া ভূমিহীন কলোনী নিঃ বুঃ বিদ্যালয়।
	৩) রাইধন চৌধুরী পাড়া ,, ,, ,,
	৪) নালাছড়া ভূমিহীন জুমিয়া কলোনী ,, ,, ,,
	৫) পদ্মকুমার পাড়া ,, ,, ,,
	৬) নাকাশী চৌধুরী পাড়া ,, ,, ,,
	৭) কাটালুৎমা সাবধান পাড়া ,, ,, ,,
খোয়াই	১) জিয়লছড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়।
	২) পদ্মমোহন ,, ,, ,,
	৩) যজ্ঞ কোবরা ,, ,, ,,
	৪) তাকচাইয়া ,, ,, ,,
	৫) নালিয়া বাড়ী কলোনী ,, ,, ,,
	৬) পণ্ডিতরাম বাড়ী ,, ,, ,,
	৭) অফিস টীলা ,, ,, ,,
	৮) পশ্চিম রাজনগর ,, ,, ,,
সদর 'ক'	১) পশ্চিম নোযাবাদা নিম্ন বুনিযাদী বিদ্যালয়।
	২) বাজার বাঁধ ,, ,, ,,
	৩) বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির ,, ,, ,,
সোনামুড়া	১) চাকবস্তী জগৎরামপুর নিঃ বুঃ বিদ্যালয়।
	২) ভগুরামপাড়া ,, ,, ,,
উদয়পুর	১) ছুংথিং ছড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়।
	২) পশ্চিম পতিছড়ি ,, ,, ,,
	৩) তরপাদ্রম হিন্দুপাড়া ,, ,, ,,
	৪) দক্ষিণ ব্রজেন্দ্র নগর ,, ,, ,,
	৫) কাচিগাং ,, ,, ,,
	৬) করইরা মুড়া ,, ,, ,,
অমরপুর	১) মাইলাক নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়।
	২) দক্ষিণ অমরপুর টাউন ,, ,, ,,
	৩) গর্জ্জন খোলাবাড়ী ,, ,, ,,

১	২	৩
বিলোনীয়া	১) পিথারাই রিয়াং পাড়া	নিম্ন বুঃ বি
	২) মধ্য বগাফা	,, ,, ,,
	৩) রত্নমণি রাযাজা পাড়া	,, ,, ,,
	৪) গ[illegible]ব টীলা	,, ,, ,,
সাবরুম	১) মনুবাজার (দক্ষিণ)	,, ,, ,,
সদর 'খ'	১ গোলক ঠাকুর পাড়া	,, ,, ,,
	২) অর্জ্জুন ঠাকুর পাড়া	,, ,, ,,
	৩) বংশী বাড়ী	,, ,, ,,
	৪) পূর্ব্ব পদ্মনগর	

বিবরণী—২

২৫২ নং বিধানসভা প্রশ্নের ২য় ও ৩য় খণ্ডের প্রশ্নের উত্তরে উল্লিখিত বিবরণী।

ইন্সপেক্টরেটের নাম	যেসকল বসতি এলাকায় ১৯৭২-৭৩ (১৯৭৩ শিক্ষাবর্ষ সনে নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপনের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।
	২
সদর 'ক'	১) মধুবন ঋষি পাড়া
	২) পূর্ব্ব চাম্পামুড়া
	৩) বি, এস, এফ, জুনিয়র বেসিক স্কুল
সদর 'খ'	১) বালুছড়া (বালুবাড়ী)
	২) উত্তর গকুলনগর
	৩) দক্ষিণ কানানিয়া রতন চৌধুরী পাড়া
	৪) সুখময় ভুমিহীন কলোনী
	৫) উত্তর তারানগর
	৬) বি, এস, এফ, জুনিয়র বেসিক স্কুল
সোনামুড়া	১) গৌরাঙ্গটিলা
	২) আশাবাড়ী
	৩) ছাতিয়ান টীলা
	৪) কুকিয়াণ্য (বড়মুড়া)

১	২
সোনামুড়া	৫) বাগাইবচর (নির্ভয়পুরের নিকট)
	৬) পঞ্চালিয়া (আদিবাসী)
	৭) কালিখোলা
	৮) ঝরঝরিয়া
	৯) পশ্চিম তকসাপাড়া
	১০) আদমপুর
	১১) পদ্মের ঢেপা
খোয়াই	১) দুর্গাপুর ভূমিহীন কলোনী
	২) দক্ষিণ প্রমোদনগর ভূমিহীন কলোনী
	৩) মুড়াবাড়ী
	৪) বড়ছড়া ভূমিহীন কলোনী
	৫) বড়লুঙ্গা ভূমিহীন কলোনী
	৬) রামকৃষ্ণপুর আদিবাসী কলোনী
	৭) লেম্বুছড়া (পূর্ণচন্দ্র কারবং পাড়া)
	৮) বি, এস, এফ, জুনিয়র বেসিক স্কুল
	৯) গণকী ভূমিহীন কলোনী
উদয়পুর	১) পশ্চিম বড়ভাইয়া
	২) নরশুম পাথর (কলাবন)
	৩) তাইধুম
	৪) ২নং বিপিণনগর কলোনী
	৫) মুণি থাংবাড়ী
সাবরুম	১) গরিফা
	২) পাতাইমগ পাড়া (সিংগুল পাথর)
	৩) পূর্ব্ব মনুঘাট জে, বি, স্কুল
	৪) পূর্ব্ব কাঠালছড়ি
	৫) পূব লুধুলা (মনচন্দ্র পাড়া)
	৬) দুর্গানগর
	৭) আলামারা
	৮) মনাইগ্রাম

১	২
অমরপুর	১) লেংছড়া
	২) হাফাইয়া
	৩) তাইচাকলাক (তইদু রেঞ্জ অফিসের নিকট)
	৪) ঠাকুরছড়া (শম্মা)
	৫) জয়চন্দ্র পাড়া
	৬) পশ্চিম মালবাসা
	৭) দোলং বাড়ী
বিলোনীয়া	১) কৃষ্ণপুর
	২) মগন রিয়াং পাড়া (পশ্চিম বেতাগা)
	৩) পূর্ব্ব হরিপুর
	৪) পূব তাইচামা
কমলপুর	১) উত্তর কচুছড়া
	২) মঙ্গলসিং চোধুরী পাড়া (তইদুবাড়ী)
	৩) ডাকরী ছড়া (কালীজয় চৌধুরী পাড়া)
	৪) মহাবীর জে,বি, স্কুল
কৈলাশহর	১) পশ্চিম দেমদুম
	২) ব্লক কলোনী (করমছড়া)
	৩) উত্তর পশ্চিম কাঞ্চন বাড়ী কলোনী
	৪) রাধা গোবিন্দপুর
	৫) উত্তর করাতি ছড়া
	৬) অঘোর সরকার পাড়া
	৭) ঈশান রোয়াজা পাড়া
	৮) চিচিং ঘেরা
	৯। সূর্য্য কুমার রোযাজা পাড়া
	১০। গয়াম ছড়া

ইনসপেক্টরেটের নাম	নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় খোলার নির্দ্ধারিত নীতি অনুসারে যথোপযুক্ত বিবেচনা হইলে যে সকল বসত এলাকায় স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব কার্যকরী করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।'
১	
সদর "ক"	১) তুলাকোণা পঞ্চায়েত টিলা

১	২
সদর "খ"	১) তামাকারী ও দামাকারী মৌজা
	২) ধুপছড়া ও বান্নাছড়া (পশ্চিম মোহনপুর)
	৩) চন্দ্র মোহন চৌধুরী পাড়া
	৪) কানিবাড়ী
	৫) ব্রজনগর
	৬) গুরুপদ আদিবাসী কলোনী
	৭) উজান পাথালিয়া
সোনামুড়া	১) সাতছানী টিলা
খোয়াই	১) ভাটী ময়দান
	২) ৪৮ মাইল কৃষ্ণমনি চৌধুরী পাড়া
	৩) দক্ষিণ ঘিলাতলী
সাবরুম	১) সোনাইছড়ি
	২) পূর্ব চটকছড়ি
	৩) গর্জন টিলা
	৪) পূর্ব কৃষ্ণনগর
বিলোনীয়	১) রাধা কিশোরগঞ্জ
	২) গর্জনীয়া
	৩) উত্তর পূর্ব্ব ভারত চন্দ্র নগর এলাকা
	৪) পত্তিছড়ি (তকমাছড়া)
ধর্ম্মনগর	১) চাঁদপুর (মুজিরাম চালাম পাড়া
	২) গোপালপুর
	৩) রামদুলাল পাড়া (দক্ষিণ মাছমারা এলাকা)
কমলপুর	১) পশ্চিম নোয়াগাঁও
	২) ইন্দিরা নগর
কৈলাশহর	১) ডম্বারায় বাড়ী লোলছড়া টি, এম, সি'র উত্তর পর্ব্ব

UNSTARRED QUESTION NO. 240.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Appointment and Services Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার কোন কোন ট্রাইবেল বোর্ডিংএ কতজন ছাত্রছাত্রী আছেন তার হিসাব।

২। উদয়পুর, সাবরুম, সোনামুড়া, কমলপুর, কৈলাসহর এবং ধর্ম্মনগর শহরে ট্রাইবেল ছাত্রীদের জন্য কোন বোর্ডিং আছে কি?

৩) যদি না থাকে, তবে ঐ বোর্ডিং কবে করা হবে?

উত্তর

১। ত্রিপুরায় কেবলমাত্র ট্রাইবেলদের জন্য কোন বোর্ডিং হাউস নাই। ত্রিপুরায় বিভিন্ন স্কুল সংলগ্ন যে সকল ছাত্রাবাস আছে সেগুলিতে, উপজাতি ছাত্রছাত্রী ছাড়াও তপশিলী জাতি এবং সকল যোগ্য উপজাতি ও তপশিলী জাতির ছাত্রছাত্রীদের স্থান সংকুলানের পর আসন পাওয়া সাপেক্ষে অন্যান্য সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীরাও

থাকিতে পারে। বর্ত্তমানে ত্রিপুরার স্কুল সংলগ্ন বিভিন্ন ছাত্রাবাসে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা সংগীয় বিবরণীতে দেওয়া হইল।

২) উদয়পুর উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, কৈলাসহর উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় এবং কমলপুর কৃষ্ণচন্দ্র উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন ছাত্রাবাস সমূহে উপজাতি ছাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা আছে। বর্ত্তমানে সাবরুম, অমরপুর, সোনামুড়া এবং ধর্ম্মনগর শহরে ছাত্রীদের জন্য কোন ছাত্রাবাস নাই।

৩) সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলি ছাত্রাবাস পাওয়ার প্রয়োজনীয় সর্ত্ত পুরণ করিলে এবং স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ এই সম্পর্কে যথোপযুক্তভাবে প্রস্তাব পেশ করিলে উপরোক্ত সহরগুলিতে ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস খোলার বিষয় বিবেচনা করা যাইতে পারে।

২৪০নং বিধানসভা প্রশ্নের ১ম খণ্ডের উত্তরে উল্লিখিত বিবরণী—

যে সকল স্কুল সংলগ্ন ছাত্রাবাস আছে	ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা
১। উমাকান্ত একাডেমী, আগরতলা	৫৫ জন
২। বোধজং হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, আগরতলা	৫০ ,,
৩। মহারাণী তুলসীবতী হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, আগরতলা	৮২ ,,
৪। নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন, আগরতলা	২ জন ছাত্রাবাসের গৃহ নির্ম্মাণের কাজ চলিতেছে।
৫। প্রগতি বিদ্যাভবন, আগরতলা	১৯ জন
৬। মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়েল হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, আগরতলা	৩ ,,
৭। রামঠাকুর পাঠশালা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল (বালক), আগরতলা	২৮ ,,
৮। বড়দোয়ালী হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, আগরতলা	১৬ ,,
৯। রাণীরবাজার বিদ্যামন্দির, সদর	২০ ,,
১০। ত্রিপুরা লোক শিক্ষালয়, সদর	৭৫ ,,
১১। কাতলামারা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, সদর	১৩ ,,
১২। চড়িলাম জুনিয়ার হাই স্কুল, সদর	১৫ ,,
১৩। করইমুড়া হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, সদর	৩০ ,,
১৪। বিশালগড় হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, সদর	৮ ,,
১৫। বিশ্রামগঞ্জ হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, সদর	৫০ ,,
১৬। এন, সি, ইনষ্টিটিউশন, সোনামুড়া	২৫ ,,
১৭। কে, বি, ইনষ্টিটুশন, উদয়পুর	৩০ ,,
১৮। রমেশ হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, উদয়পুর	১৮ ,,
১৯। চন্দ্রপুর কলোনী সিনিয়র বেসিক স্কুল, উদয়পুর	৯ ,,
২০। বি, কে, ইনষ্টিটুশেন, উদয়পুর	২১ ,,
২১। বিলোনীয়া গার্লস্ হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, বিলোনীয়া	১৫ ,,
২২। বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ, বিলোনীয়া	১০ ,,
২৩। বগাফা আশ্রম হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল বিলোনীয়া	৬৭ ,,
২৪। জোলাইবাড়ী হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, ,,	১৫ ,,
২৫। বড়পাথারী হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, বিলোনীয়া	৮ ,,
২৬। মুহুরীপুর হাই স্কুল, বিলোনীয়া	৭ ,,
২৭। কলসী সিনিয়র বেসিক স্কুল, বিলোনীয়া	৪ ,,
২৮। সাবরুম হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, সাবরুম	২০ ,,
২৯। মনু হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, সাবরুম	৫৮ ,,

৩০।	খোয়াই হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, খোয়াই	৫৫	,,
৩১।	খোয়াই গার্লস হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, খোয়াই	২৯	,,
৩২।	শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতন, খোয়াই	১২	,,
৩৩।	কল্যানপুর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, খোয়াই	৫০	,,
৩৪।	চেবরী হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, কমলপুর	৩০	,,
৩৫।	কমলপুর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, কমলপুর	২৪	,,
৩৬।	হরচন্দ্র হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, কমলপুর	২৪	,,
৩৭।	মরাছড়া সিনিয়ার বেসিক স্কুল, কমলপুর	৯	,,
৩৮।	আর, কে, ইনষ্টিটিউশন, কৈলাশহর	২৪	,,
৩৯।	কৈলাশহর গার্লস হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল	২০	,,
৪০।	ফটিকরায় হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, কৈলাসহর	১৪	,,
৪১।	ঘোমগু সিনিয়র বেসিক স্কুল, কৈলাসহর	১৬	,,
৪২।	মৈনামা সিনিয়র বেসিক স্কুল, ,,	১৬	,,
৪৩।	বি, বি, ইনষ্টিটিউশন, ধর্ম্মনগর	১৯	,,
৪৪।	কাঞ্চননগর হাই স্কুল, ,,	২০	,,
৪৫।	জম্পুই হাই স্কুল, ,,	৪৫	,,
৪৬।	লেদরাই দেওয়ান জুনিয়র হাই স্কুল, ধর্মনগর	৫	,,
৪৭।	পেচারথল হাই স্কুল, ধম্মনগর	৬	,,
৪৮।	দামছড়া সিনিয়ার বেসিক স্কুল, ধর্মনগর	৪	,,
৪৯।	অমরপুর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল	৪০	,,
৫০।	সেন্ট পলস সিনিয়র বেসিক স্কুল, সদর	১১৯	,,
৫১।	সালেমা হাই স্কুল, কমলপুর	১০	,,
৫২।	সিপাইজলা হাই স্কুল সদর	১০	,,
৫৩।	বড়কাঠালিয়া সিনিয়র বেসিক স্কুল,	১৩	,,
৫৪।	পাবিয়াছড়া সিনিয়র বেসিক স্কুল, কৈলাশহর	৬	,,
৫৫।	কাঞ্চনবাড়ী হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, ,,	৮	,,
৫৬।	তেলিযামুড়া হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, খোয়াই	২০	,,
৫৭।	নূতন বাজার হাই স্কুল, অমরপুর	১৩	,,
৫৮।	মেলাঘর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, সোনামুড়া	৩০	,,
৫৯।	চারিপাড়া হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, সদর	৫৩	,,
৬০।	কুলাই হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, কমলপুর	৩০	,,
৬১।	কে, সি, গার্লস হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, ,,	৩০	,,
৬২।	জম্পুইজলা হাই স্কুল	৮	,,
৬৩।	উদয়পুর গার্লস হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল	২০	,,

UNSTARRED QUESTION NO. 271

By Shri Bidya Chandra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

QUESTION

১) ইহা কি সত্য ব্যাকসুই বাড়ী প্রাইমারী স্কুলে ২।৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন মাষ্টার নাই উক্ত স্থানের ছাত্ররা মাষ্টারের অভাবে সর্দ্দু করকরী স্কুলে আসিয়া ভর্তি হয়;

২) যদি তাহা সত্যি হইয়া থাকে তাহা হইলে উক্ত স্কুলে মাষ্টার দিয়া সেখানকার ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার সুব্যবস্থা করিয়া দিবেন কি?

ANSWER

১) ব্যাকসাই বাড়ী প্রাইমারী স্কুলে ২ জন শিক্ষক আছেন এবং স্কুলটি নিয়ামতভাবে চলিতেছে। এই স্কুলে মাষ্টার না থাকায় স্থানীয় ছেলেমেয়েদের সর্দ্দু করকরী স্কুলে ভর্তি হইতে হয় এইরূপ কোন অভিযোগ পাওয়া যায় নাই।

২) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 200

By Shri Pakhi Tripura

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Education Department be pleaesed to state :—

QUESTION

১) ১৯৭২—৭৩ সালে এপর্য্যন্ত কতটি কলেজ ও স্কুলে ধর্ম্মঘট হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষক সংক্রান্ত দাবীর উপর ঐ ধর্ম্মঘট হয়েছে তার বিবরণ:

১) কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ঐ দাবী স্বীকৃত হয়েছে?

ANSWER

১)
২) } তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 243

By Shri Niranjan Deb

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

QUESTION

১। খোয়াই গৌরনগর জে. বি. স্কুলের ঘরটি কি ভেঙ্গে পড়েছে?

২। ইহা কি সত্য যে ঘরের অভাবে স্কুলটি একটি মণ্ডপে বসে?

৩। ঐ ঘরটি নির্ম্মাণের জন্য কি কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে?

ANSWER

১। না, তবে স্কুল ঘরটি অব্যবহার্য্য অবস্থায় আছে।

২। হ্যাঁ।

৩। ঘরটি পুনঃ নির্ম্মাণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY
ASSEMBLED UNDER THE PROVISSIONS
OF THE CONSTITUTION OF INDIA

Thursday the 12th April, 1973.

The Assembly met in the Legislative Assembly Biulding (Ujjwyanta Palace), Agartala on Thursday the 12th April, 1973 at 12-30 P. M.

PRESENT

Mr Speaker, Shri Manindra Lal Bhowmick, Chief Minister, 4 Ministers, 3 Deputy Ministers, Dy. Speaker and, 46 Members

Mr Speaker :— To-day in the list of Business of the following questions to be answered by the Ministers concerned Short Notice question—Now I call on Shri Anil Sarkar and Shri Nripendra Chakraborty to read out the number.

Shri Anil Sarker –Question No. 1458.

Mr Speakar—1458

Shri Kshitish Ch Das—Question No. 1458

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে গত ৪-৪-৭৩ ইং তারিখে আগরতলায় মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকে প্রায় ২ শত রিক্সা আটক করা হয়েছিল?

২। যদি আটক করা হয়ে থাকে তার কারণ ?

৩। বর্তমান খরা, দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে রিক্সা শ্রমিকদের গাড়ী সহ আটক করার কার্য্যকলাপ থেকে সরকার বিরত থাকবেন কি ?

উত্তর

১। গত ৪-৪-৭৩ ইং তারিখে সর্বমোট ৫৪টি রিক্সা আটক করা হয়।

২। উক্ত ৫৪টি রিক্সা চালকের রিক্সা পরিচালনা করার বৈধ লাইসেন্স না থাকার দরুন ৫৪টি রিক্সা আটক করা হয়।

৩। বর্তমান আর্থিক সংকটের কথা বিবেচনা করিয়া রিক্সা পরিচালনা করার লাইসেন্সপুনরায় নূতন করার সময় দেওয়া হইয়াছে। বাংলা সন (বাংলা আর্থিক বৎসর) প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে অর্থাৎ ৩০শে চৈত্র আসার দেরী নাই এবং এই তারিখের মধ্যে রিক্সা চালনা করার লাইসেন্স পুনরায় নূতন করিতে হয় এই নিয়ম। প্রতি লাইসেন্স পুনরায় নূতন করার খরচ মাত্র ৩-৫০ পয়সা। এই অবস্থায় রিক্সা চালনা করার লাইসেন্স পুনরায় নূতন করার কাজ বিরত রাখা সম্ভব হয় নাই।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় রিক্সা চালকের সংখ্যা কত ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার রিক্সা চালনোর লাইসেন্স তার সংখ্যা ১,৪৪০

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এ বছর এর মধ্যে কয়টি লাইসেন্স রিনিউড করা হয়েছে এবং যারা করেনি—কেন করা হয় নাই তার কারণ কি ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—এ বছর এ পর্য্যন্ত ৯০৭টি লাইসেন্স করা হয়েছে।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়ায় কতগুলি রিক্সা আছে ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—১,১৭২টি

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই যে রিক্সা লাইসেন্স করতে হয় বলা হয়েছে এটা আমাদের যে মিউনিসিপ্যালিটি এ্যাক্ট সেই মিউনিসিপ্যালিটি এ্যাক্ট অনুসারে কি না।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মিউনিসিপ্যালিটি এ্যাক্ট অনুসারেই বলা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দেখাতে পারেন কি মিউনিসিপ্যালিটি এ্যাক্টের মধ্যে এই ধরণের কোন ব্যবস্থা আছে কিনা—রিক্সা লাইসেন্স দেওয়ার মধ্যে—আমাদের মিউনিসিপ্যালিটি এ্যাক্টে এই রকম কোন ধারা নাই এটা কি অস্বীকার করতে পারবেন ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৫৭ ত্রিং রিক্সা নিয়ামক আইন অনুসারে এই লাইসেন্স গ্রহণ করা হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ১৯৫৭ ত্রিং এই আইনটা কে করেছিল ? স্যার, এটা মহারাজার আমলের আইন মন্ত্রী মহাশয় জানেন না সেজন্যই এইরকম উত্তর দিচ্ছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করবেন কি এই আইনটা মহারাজার আমলের আইন ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা মহারাজার আমলের আইন তা আমি স্বীকার করছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি এই যে বিধি এই বিধিটা মালিকেরা মানেন না এই বিধিতে আছে দুই টাকা করে নিতে হবে মালিকেরা ৪ টাকা করে নিচ্ছেন। এটা অবগত আছেন কি ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রকম কোন খবর আমার জানা নাই। (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—প্লীজ ওয়ান এট এ টাইম ..

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি ত্রিপুরা রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট ডেপুটেশান দিয়ে তারা প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন যে এই বিধিটা পরিবর্তন করা হবে এবং সেই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী বলতে পারেন কি এই বিধিটা পরিবর্তন করার জন্য কি করা হয়েছে ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি এই কথা বলতে চান এক হাজার রিক্সা চালকের মধ্যে ৯০০ রিক্সা চালক তাদের লাইসেন্স রিনিউ করেছেন তার মধ্যে নূতন লাইসেন্স প্রাপ্ত লোকও আছে?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই তথ্য আমার কাছে এখন নাই পরে প্রশ্ন করলে জানাব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি নূতন রিক্সা লাইসেন্স দেওয়া হয় না চালকদের এই রকম কোন ব্যান আছে কি না যে নূতন রিক্সা চালকের লাইন্সে দেওয়া হবে না?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই রকম কোন ব্যান আছে এটা আমার জানা নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অনুসন্ধান করবেন কি কত দরখাস্ত নূতন লাইসেন্সের জন্য পড়ে আছে এবং ইউনিয়নের তরফ থেকে লিষ্ট দেওয়া হয়েছে তা সত্বেও তাদের নূতন লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে না যেহেতু সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট এর একটি নির্দেশ আছে এই ধরণের লাইসেন্স তারা নূতন করে দেবেন না গাড়ীরও না এবং ড্রাইভারেরও না এটা অবগত আছেন কি না?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কোন ব্যান আছে কি না সেটা আমার জানা নাই।

শ্রীসুশীলরঞ্জন সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি ১,১৪০টি লাইসেন্স ছাড়া মিউনিসিপেলিটি এরিয়াতে আরও রিক্সা আছে ওইদাউট লাইসেন্সে?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— প্রশ্নটি আবার বলুন আমি বুঝতে পারি নাই।...

মিঃ স্পীকার :— প্রশ্নটি আবার বলুন...

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে ১,১৪০টি লাইসেন্স আছে এছাড়া আরও রিক্সা আছে লাইসেন্স বহির্ভূত —এটা স্বীকার করেন কি না?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মিউনিসিপেলিটির বাইরে থাকতে পারে ভিতরে আছে বলে আমার জানা নাই।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি আজকেও একটি রিক্সা আটক করা হয়েছিল মিউনিসিপেলিটি এরিয়াতে ওইদাউট লাইসেন্সে অর্থাৎ আমি প্রমাণ দিচ্ছি যে আছে।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় প্রমাণ দিলে আমরা দেখব।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ১,১১২টা রিক্সা লাইসেন্স আছে এবং ১,১৪০টি শ্রমিক লাইসেন্স আছে এবং বাকী ৩২টি অতিরিক্ত রয়েছে এইগুলি কারা চালায়?

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার ইট ইজ বিয়ণ্ড দি স্কোপ অব সর্ট নোটীশ কোয়েশ্চান।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, মালিকরা যারা রিক্সার মালিক তারা তাদের রিক্সা ভাড়া দেন, এছাড়া রিক্সা শ্রমিক নিজেরা রিক্সা কিনেছেন অথচ লাইসেন্স পান নি, সেইরকম সংখ্যা কত জানা আছে কি না, আউট সাইড মিউনিসিপ্যাল এরিয়া ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে আউট সাইড মিউনিসিপ্যাল এরীযা থাকতে পারে, কারণ মিউসিপ্যাল এরীয়ার বাইরে লাইসেন্স দরকার হয় না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি অধিকাংশ রিক্সাই দুই জন লোক দুই বেলা টানেন, এবং ড্রাইভারের সংখ্যা তিনি যা বললেন তার তিন গুণ হবে, তিন ডবল লোক এর উপর বেঁচে আছে। নূতন লাইসেন্স যদি না দেওয়া হয়, ওরা যে হয়রানি হবে সেটা মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করবেন কি ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— লাইসেন্স যারা মিউনিসিপ্যাল এরীয়ার বাইরে থাকে. তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় না, সহরে লাইসেন্স ছাড়া আছে বলে আমাদের জানা নাই।

মিঃ স্পীকার :— নাও ষ্টারড কোয়েশ্চান। শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮৩।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮৩ স্যার।

QUESTION

1. Whether on 18-11-55 it is was notified in Tripura Gazette that the Tea Garden workers shall be allowed a day of rest with average pay in every period of seven days provided they work for 5 days, full work or 40 hours in the week ;
2. If so, whether the workers enjoy that day of rest at present ;
3. If not, the reasons therefor.

ANSWER

1. No, but a notification published iu the Tripura Gazette on 18-11-55 provided a day of rest to all tea garden workers if they worked for five full days or for 40 hours in the week.
2. Yes.
3. Does not arise.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি একথা বলেছেন যে চা শ্রমিকরা সপ্তাহে একদিন বেতন সহ ছুটি পান ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— না বেতন সহ ছুটি পান না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— আমরা জানতে পারি কি, কি কারণে তারা বেতন সহ ছুটি পান না যেখানে নোটিফিকেশানে আছে ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— নোটীফিকেশানে বেতন সহ ছুটির কথা লিখা নাই। সপ্তাহে পাঁচ দিন অথবা ৪০ ঘন্টা কাজ করলে বিশ্রাম পায়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— প্রশ্ন আছে যে the Tea Garden workers shall be allowed a day of rest with average pay একথা কি ১৮/১১/৫৫ গেজেটে কি একথাটা নেই—উইদ এভারেজ পে কথাটি কি নেই ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— না, এভারেজ পে কথা নাই।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৮০৯।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৮০৯ স্যার।

প্রশ্ন

১) Public Health Engineering এ পয়লা এপ্রিল ১৯৭২ হইতে ২৮শে ফেবরুয়ারী ১৯৭৩ পর্য্যন্ত কোন সময় কে কে Executive Engineer এর Charge এ ছিলেন এবং তাদের মধ্যে কাদের Public Healt Engineering সম্বন্ধে Qualification ছিল ?

উত্তর

১) ১লা এপ্রিল ১৯৭২ হইতে ২৮ শে ফেবরুয়ারী ১৯৭৩ পর্য্যন্ত নিম্ন লিখিত অফিসারগণ বিভিন্ন সময়ে পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের Charge এ ছিলেন।

১) শ্রী টি, আর, চাটার্জী :—	১৭-৩-৭২ হইতে ২৮-৬-৭২ ৬-৭-৭২ হইতে ২২-৮-৭২
২) শ্রী বি, কে, নন্দী ,—	২৯-৬-৭২ হইতে ৫-৭-৭২ (শ্রী টি, আর, চাটার্জির ছুটিকালে অস্থায়ীভাবে)।
৩) শ্রী পি, কে, রাথ :—	২৩-৮-৭২ হইতে ২১-৯-৭২ ৩০-১০-৭২ হইতে আজ পর্য্যন্ত
৪) শ্রী এস্, নাগ :—	২১-৯-৭২ হইতে ৩০-১০-৭২ (শ্রী পি, কে, রাথ্ র ছুটিকালে অস্থায়ী ভাবে)

উক্ত ইঞ্জিনীয়ারগণের মধ্যে একমাত্র শ্রী বি, কে, নন্দী ছাড়া অন্যান্য সকলেই সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং এ স্নাতক প্রাপ্ত ছিলেন। শ্রী বি, কে, নন্দী সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং এ ডিপ্লোমা প্রাপ্ত ছিলেন। [সকলেরই পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনীয়ারিং পেপার পড়াতে হয়েছে। ডিপ্লোমাদের তুলনায় স্নাতকদের ঐ সম্বন্ধে আরও গভীরভাবে পড়াতে হয়। তাদের মধ্যে কেহই বিশেষ ভাবে পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনীয়ারিং এ ডিপ্লোমা প্রাপ্ত নন]

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, এই ডিভিশনে আনকোয়ালিফায়েড লোক থাকায় ওয়াটার ওয়ার্কসের এই অবস্থা হয়েছে এটা ঠিক কি না ?

শ্রী এস. এম. সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কথাটা ঠিক নয় এইজন্যে যে ইঞ্জিনীয়ারিং যারা পড়েন, পাবলিক হেলথের একটা পেপার তাদের প্রত্যেককে নিতে হয়, সেইজন্য এই সম্পর্কে তাঁদের যথেষ্ট জ্ঞান আছে, তাঁরা পাবলিক হেলথএর কাজ করতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারদের এই যে ঘন ঘন পরিবর্তন করলে পরে সেই ডিপার্টমেণ্ট ভাল ভাবে চলতে পারে কি না, সেটা মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাই।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমরা যাতে এই ব্যাপারে যেসব লোক নিয়োজিত হবেন, তাঁদের প্রপার কোয়ালিফিকেশান যেটা ডিগ্রী বা ডিপলোমা সেটা থাকে, তার জন্য ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—অন্যান্য ডিভিশনের চার্জে থেকে ঐ ডিভিশনে অতিরিক্ত কাজ হিসাবে করছেন, এটা ঠিক কি না ?

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার. স্যার, এটা কোন কোন ক্ষেত্রে হতে পারে অস্থায়ীভাবে কেউ যদি চার্জ নিয়ে থাকেন, তাহলে হতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এই ডিভিশনে ফুল ফ্লেজেড ইঞ্জিনীয়ার রাখা হবে কিনা।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই সম্পর্কে জবাব আমি দিয়েছি. আমাদের লোকের অভাব আছে, আমরা ট্রেনিং'এর ব্যবস্থা করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী বুলু কুকা। শ্রীকালিপদ ব্যানার্জি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯১৩।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীকালিপদ ব্যানার্জি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নং ৯১৩।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোশ্চেন নং ৯১৩।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ১৯৭০-৭১, ৭১—৭২ চলতি বৎসরের ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩ পর্য্যন্ত আগরতলা ইলেক্ট্রিকেল ডিভিশন নং ১ এর ষ্টোরের কেপাসিটির বহু উর্দ্ধে বিভিন্ন ধরণের মালামাল খরিদ করা হইয়াছে ?

২) যাহার ফলে বহু মূল্যবান মালামাল বাহিরে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ইতস্তত ছড়ায় আছে এবং তজ্জন্য বহু মূল্যবান মাল নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং খোয়া যাইতেছে ?

উত্তর

১) হাঁ, তামার তারের পরিবর্ত্তে এলুমিনিয়াম তার ব্যবহার চালু হওয়ায় এবং তার ফলশ্রুতি হিসাবে কার্য্য ব্যবস্থার পরিবর্তন জনিত কারণে অতিরিক্ত মালামাল যাহার প্রয়োজনীয়তা আগে উপলবদ্ধি হয় নাই, খরিদ করিতে হইয়াছিল।

২) মালামাল বিভিন্ন জায়গায় রাখা হইয়াছে এই সব মাল এক জায়গায় নেওয়া হইতেছে। একজায়গায় রাখার নিমিত্ত উপযুক্ত জায়গা একোয়ার করা হইয়াছে। সেন্ট্রাল স্টোরে ঐ সব মালামাল রাখিবার জন্য উপযুক্ত গোদাম ঘর তৈরী করা হইতেছে। কোন মালই খোয়া যায় নাই। কাজের নিয়মবিধি স্পেসিফিকেশন পরিবর্ত্তিত হওয়ার জন্য কিছু মাল অংশ্য বর্ত্তমানে কাজের অনুপযোগী হইয়া পরিয়াছে। এই সব অনুপযোগী মাল গুলির বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা করার জন্য প্রচেষ্টা নেওয়া হইতেছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি ১৯৭১-৭২, ৭২-৭৩ এই তিন বছরে যে জিনিষ কিনা হলো সেইগুলি ব্যবহার হলো না কেন ? তাইতো বলেছেন মন্ত্রীমশায় ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে অনেক মাল কিনা হয়েছিল। একটা স্পেসিফিকেশন যেটা বলা হয়েছে সেইটা তামার তারের ব্যাপারে সেইটা অ্যালুমিনিয়াম নূতন স্পেসিফিকেশন, নূতন যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তাতে অ্যালুমিনিয়াম তার লাগে, সেইজন্য তামার তারগুলি অকেজো হয়ে পড়েছে, কোন কাজে লাগানো যাচ্ছে না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী:—মাননীয় স্পীকার স্যার, বলা হয়েছে যে তামার তারকে বদলিয়ে অ্যালুমিনিয়াম তার লাগানো হচ্ছে, তিন বছর যাবত কাজটা হচ্ছে না, যতটা কাজ এই ডিপার্টমেন্ট করার কথা সেই কাজ তারা হাতে নেন নি অথচ মাল কিনা হয়েছে এইটা কি ঠিক ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নটা উঠে না এই কারণে যে পি, ডবলিউতে অনেক মাল অগ্রিম কিনা হয়ে থাকে, বিশেষ করে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এইটা করতে হয় যাতে কাজের কোন রকম অসুবিধা না হয়। সেইজন্য অগ্রিম মাল কিনা হয়েছিল কিন্তু তারপরে দেখা গেল যে স্পেসিফিকেশন চেন্‌জ করেছে। চেন্‌জ করার ফলে এই অবস্থাটা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— সাপ্লিমেন্টারী, মাননীয় মন্ত্রীমশায় বলেছেন কোন মালের ক্ষয়ক্ষতি হয় নি বা খোয়া যায় নি। মাননীয় মন্ত্রীমশায় কি বলতে পারবেন যে ১৯৭১ সালের পর কোন ষ্টক রেজিষ্টার ভেরিফিকেশন হয়েছে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে ভেরিফিকেশনের কাজ চলছে এবং হচ্ছে। কাজেই এখন পর্যন্ত বলা যায় না সেই জন্য বলা হয়েছে খোয়া যায় নি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে স্কীম তৈরী করার আগেই এই মাল কেনা হয়েছিল কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, স্কীম তৈরী করেই কিনা হয়েছিল। প্রথমে যে স্কীম এবং স্পেসিফিকেশন ছিল সেই অনুযায়ীই কিনা হয়েছিল পরে সেইটার স্পেসিফিকেশন চেন্‌জ করেছে, এইট্রা অল ইণ্ডিয়ার ব্যাপারেই হয়ে যায় কাজেই এইটা ইউজ না করার ফলে মালটা রয়ে গেছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে কোন কোন অফিসার তাদের নিজেদের খেয়ালখুসী মতই এই মাল খরিদ করেছিলেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার দরকার আছে বলে মনে করি না। তার কারণ হলো যেটুকু দরকার প্ল্যান স্কীমের অনুযায়ীই সেগুলি কিনা হয়েছিল। কিন্তু আজকে যেহেতু সেগুলি ব্যবহার করা যাচ্ছে না সেই জন্য অকেজো মনে হচ্ছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যে প্রশ্ন করেছি, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে এইটার জবাব দেওয়ার প্রয়োজন তিনি মনে করেন না। এইটা কি উনি বলতে পারেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এঃটার জবাবটা আমার জবাবের মধ্যে এসে যায় সেই জন্য আমি ঐ কথাটা বলেছি যে যারা তখন কিনেছিলেন সেই অফিসাররা রেস্‌পন্‌সিব্যল না। যে স্কীম করা হয়েছিল সেই স্কীমের মধ্যে এইটা আছে এবং এইটার ভিত্তিতেই অফিসাররা ক্রয় করেছিলেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাল শুনেছি যে কোন কোন অফিসারের খেয়ালখুসীমত কিনে, স্কীম তৈরী না করে, সরকারের অর্থ অপচয় হয়েছে সেই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী কোন তদন্ত করবেন কি না? এইটা আমি জানতে চাই।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটার ভেরিফিকেশন হয়ে গেলে পরে যদি তাতে আমরা সেটিসফাই না হই তাহলে হয়তো স্পেসিয়েল অডিট করা হবে এবং তার পরে আমি অবস্থাটা বুঝতে পারবো।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, উনি বলেছেন স্কীম তৈরী করেই মাল কিনা হয়েছে অথচ সেই মাল ব্যবহারের অযোগ্য, স্পেসিফিকেশন পাল্টে গেছে প্রতি বছর স্পেসিফিকেশন পাল্টে যায় এইটা কি রকম কথা? এর সংগে আমি একমত হতে পারছি না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আগেই বলেছি যে পি, ডব্লিউ এইটাকে একটা সাধারণভাবে কিনে চলে না। কারণ মালটা আগে খরিদ করতে হয়। এইটা স্কীম তৈরী করার সংগে সংগেই মালটা আগে কিনে রাখতে হয় তা না হলে কাজটা অগ্রসর হতে

পারে না। সেই জন্য কিছু মাল অগ্রিম খরিদ করতে হয় তা না হলে কাজটা একটু লেট হতে পারে, অন্য মাল না আসার জন্য হয়তো একটু অসুবিধা হয়ে গেছে কিন্তু যখন আবার কাজের দরকার হলো তখন দেখা গেল যে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মাল আনা হয়েছিল সেইটা ঠিক নয় এবং সেইটার জন্য চেন্‌জ হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি ১৯১১, ১২, ১৩ এই তিন বছরের মধ্যে কি কি মাল কিনা হয়েছে এবং কত টাকার মাল কিনা হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যর, এই সম্পর্কে আমি আগে বলেছি যে এইটা আমরা ভেরিফিকেশন করছি এবং অনেকগুলি আইটেমে মাল খরিদ করা হয়েছে সেই আইটেমের লিষ্ট এখানে দেওয়া সম্ভব না তবে ১৯১০-১১ সালে নং অব আইটেম পারচেজড ২৮৫ অ্যাট এ কষ্ট অব ২৪,৫৯০০০·৩১ তার মানে হলো ২৪,৫৯০০০। ১৯১১-১২ এ টোটেল নাম্বার অব আইটেম পারচেজড ১৮৯ অ্যাট এ কষ্ট অব ১৮,১০১৬০ ৬৫। ১৯১২-১৩ সালে টোটেল নাম্বার অব আইটেম পারচেজড ১৩৯ অ্যাট এ কষ্ট অব ১০,৩৪,১১৯·৩৮।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে নূতন ইলেক্‌ট্রিফিকেশনের জন্য, রুরেল ইলেক্‌ট্রিফিকেশনের জন্য যেসব জিনিস কিনা হয়েছিল সেই সব কাজে কি গভর্ণমেন্ট হাত দিয়েছেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যে স্কীমের জন্য কিনা হয়েছিল আমি আগেই বলেছি যে এইগুলি রুরেল বা ইলেকট্রিফিকেশনের জন্য, একটা স্কীমে অনেকগুলি জিনিস থাকে যেমন তামার তার থাকতে পারে আরও অনেক জিনিস আছে কিন্তু হোল জিনিসটার লাইনটা চেনজ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমরা কাজে লাগাতে পারি নি ট্রেনসফরমারের অভাবে। এইটা এই হাউসে অনেকবার ডিস্‌কাশন আজকে ট্রেন্‌সফরমারের অভাবে আমরা সেইটা তখন কাজে লাগাতে পারি নি। আজকে যখন ট্রেন্‌সফরমার আসার প্রশ্ন এসেছে তখন দেখা গেল যে অ্যালুমিনিয়াম তার লাগবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে তার শুধু তারই নয় এমন অনেক জিনিস কিনা হয়েছে, উনি বলেছেন অনেক আইটেম, আমি সেইগুলি জানতে চাই না, আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে যে কাজের জন্য ১৯১০-১১ সনে জিনিস কিনা হলো। কিন্তু তার মধ্যে এই ১৭৮টি আইটেমের মধ্যে কি সবগুলিই অকেজো হয়ে গেল ? স্পেসিফিকেশনে হলো না ? রুরেল ইলেট্রিফিকেশনের জন্য যে জিনিসগুলি কিনা হলো, আমি পারটিকুলারলি জিজ্ঞাসা করছি সেইসব জায়গাতে তার টাংগানো হয় নি, কোন স্কীম ইমপ্লিমেনটেড হয় নি এই কথা কি সত্য ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা টোটেল ফিগারটা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যেও কোন কোন আইটেম আছে যেগুলি ইউজড হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলেছি যে কাজের জন্য ১৯১০ সালে কিনা হয়েছে স্কীম করে, উনি বলেছেন স্কীম করে, সেই সময়ে স্পেসিফিকেশন কি ছিল ?

ট্রেনসফরমারের কথা যেটা বলা হচ্ছে সেইটা আসামের লাইনের জন্য কিন্তু অন্য যে সব জায়গাতে নূতন ইলেট্রিফিকেশনের কথা আছে যার জন্য বাজেটে বরাদ্দ আছে এবং বাজেটের বরাদ্দের অ্যাগেনস্টেই এই জিনিসগুলি কিনা হযেছে তাহলে সেই স্কীমই কি সরকার গ্রহণ করেন নি? শুধু জিনিস কিনা হযেছে আমরা মাননীয় মন্ত্রীমশায়ের কাছ থেকে যে উত্তর শুনলাম তার থেকে তাই আমরা বুঝতে পারছি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই কথাটা হযতো বলতে ঠিক এ্যাক্সপ্লেন করে বলতে পারি নি। এখন প্রত্যেক বছর যে মাল কিনা থাকে যেমন তামার তার, বা তামার তারের সংশ্লিষ্ট যেগুলি থাকে সেইগুলি অকেজো হযে যেতে পারে কিন্তু এই সমস্ত আইটেম যেসমস্ত আইটেম এখানে বলা হযেছে সবগুলিই যে অকেজো হয়ে আছে তা নয। প্রত্যেক বছরই কোন না কোন আইটেমের জিনিস কাজে লাগানো হচ্ছে। সেইটা তামার তারের অপেক্ষা করে না অ্যালুমিনিয়াম তারেও লাগানো যায়।

স্যার, কথাটা হযতো ঠিক এ্যাক্সপ্রেইন করে বলতে পারছি না। এখন প্রত্যেক বছর যে মাল কেনা হযে থাকে তামার তার কিম্বা তামার তারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেগুলি থাকে, সেগুলি হযতো অকেজো হযে যেতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত আইটেম, যতগুলি আইটেমের কথা বলা হয়েছে সবই অকেজো হযে যাবে তা নয। প্রত্যেক বছর কোন কোন আইটেমের যে জিনিষগুলি আসছে, সগুলি কাজে লাগানো হচ্ছে। সেটা তামার তারের অপেক্ষায থাকে না, এ্যালুমিনিযাম তার দিয়েও লাগানো যায।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—এ্যালুমুনিয়ামের তার লাগিযে যে স্কীমের এগেইনষ্টে এই সব জিনিষ কেনা হল, সেই স্কীম কোন জায়গাতেই ইমপ্লিমেন্টেড হয নি, এটা আমার অভিজ্ঞতা।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা তো বার বার বলা হচ্ছে যে ট্রেন্স ফরমারের জন্য আমাদের আগের লাইনগুলিকে চেঞ্জ করতে হচ্ছে, এটা আগের ইলেক্ট্রিফিকেশনের স্কীম মত হয়নি। এখন যে রুরাল ইলেক্ট্রিফিকেশান স্কীম আছে এটার উপর ডিপেণ্ড করে, গোমতী প্রজেক্টের উপর ডিপেণ্ড করে এখন সেই তামার তারটা কোন জাযগাতে ব্যবহার করা হচ্ছে না, সেখানে এ্যালুমুনিযামের তার ব্যবহার করা হচ্ছে। কাজেই এটাকে ব্যবহারের অনুপযুক্ত বলে ধরে নেওযা হযেছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—তামার তার ব্যবহারের অনুপোযুক্ত?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—যে পারপাসে, যে স্কীমের জন্য করা হয়েছিল, সেটার জন্য অনুপোযুক্ত। তবে আমি মাননীয় সদস্যকে বলতে পারি যে এখন যদি সেগুলি বিক্রী করা হয়, তবে যে রেট দিয়ে কেনা হয়েছে, তার চাইতে অনেক বেশী দাম পাওয়া যাবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—এখন দেখছি সেই প্রশ্নটায় আসছেন, মাননীয় মন্ত্রী মশাই কি খবর রাখেন যে কিছুদিন আগে আগরতলার কাছে কোন এক জায়গাতে তামার তার প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে এবং সেটা পুলিশ সীজ করেছে?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এটা তো রিলেটেড কোশ্চেন নয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, আমার প্রশ্নে আছে যে বহু মূল্যবান মাল নষ্ট হয়ে গেছে এবং খোয়া গিয়েছে, কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন যে না; কোন জিনিষ খোয়া যায় নি,

আমার সন্দেহ ছিল বলেই এই প্রশ্নটা ছিল, তা সত্বেও উনি খবরাখবর নিয়ে বলেছেন যে খোয়া যায় নি এবং আমি বলেছি যে খোয়া গিয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোথায় কোন্ তামার তার ধরা পড়েছে, সেটা আবার কলকাতায় ধরা পড়েছে, সেটা আমাদের জন্যও হতে পারে, এটা কোন প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হচ্ছে যে তামার তার ধরা পড়েছে, সেটা অন্য কারো হতে পারে। যেখানে বলা হচ্ছে যে ইন্‌ভেষ্টিগেশান হচ্ছে আমরা জানি না এখন পর্যন্ত মোট ৪০ লক্ষ টাকার মত প্রপার্টির হিসাব আমরা করেছি, বাকীটা এখন করা যাচ্ছে না, তার কারণ হচ্ছে ষ্টক করে রাখা ছিল, ভেরিফিকেশান করা হচ্ছে। আর সেজন্যই সেটাকে ষ্টোর করে, সমস্ত আইটেমকে সেপারেট করে আমরা দেখছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আমি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাইছি যে ১৯৭১ থেকে ১৯৭৩-৭৪ সাল পর্যন্ত আমরা বাজেটে রুরাল ইলেক্‌ট্রিফিকেশানের জন্য যে টাকা বরাদ্দ দেখছি, তাতে কি এত বড় একটা প্যাকেজ জাষ্টিফাইড ? এই প্রশ্নটাই উনি করেছেন, যেটা মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, আমাদের যা বাজেট প্রভিশন দেখাছি বা আমাদের যে কাজ দেখতে পাচ্ছি রুরাল ইলেক্‌ট্রিফিকেশনের, তাতে এই ধরণের একটা বিগ প্যাকেজ, এটা কি জাষ্টিফাইড ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্তঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এর সম্পর্কে আমি আগেও বলেছি এবং হাউসও জানে যে ট্রেন্সফর্মারের অভাবে। আমরা বিদ্যুৎটাকে প্রপার্লি ইউটিলাইজ করতে পারছি না। তার জন্য যে সমস্ত জায়গাতে বিদ্যুৎ দেওয়ার কথা ছিল, সেখানে বিদ্যুৎ পৌছানো যাচ্ছে না এই ট্রেন্সফর্মারের অভাবে। ট্রেন্সফর্মার এসে গেলে যে সমস্ত স্কীম আগে করা হয়েছিল, যে সমস্ত আইটেম করা হয়েছিল, সেটার জন্য ১৯৬৮-৬৯ সালে অর্ডার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেই ট্রেন্সফর্মার আসতে দেরী হচ্ছে। কাজেই এটা স্কীমের দোষ নয়। তখন আশা করা গিয়েছিল যে ট্রেন্সফর্মার আসবে, সেটা যখন হয় নি, সেজন্যই এটা একটু বিলম্বিত হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—তখন শুনেছিলাম যে ডি, ভি, সির থেকে ট্রেন্সফর্মার আসবে, তারপরে শুনেছি সেটা এই রাস্তা দিয়ে আসবে না, এখন আবার শুনছি আসবে। কাজেই ট্রেন্সফর্মারের জন্য যদি সব আটকে থাকে এবং কালকে যদি ট্রেন্সফর্মার এসে যায়, তাহলে তারপরে তিন বছর লাগবে খাড়া করতে, আর আরও ছয় বছর লাগবে সেই পাওয়ারকে গ্রামে পৌছিয়ে দিতে। আমার কথা হচ্ছে যে সরকার কোন স্কীম না করে, যে স্কীম আছে, সেই স্কীম অনুসারে ইলেক্‌ট্রিফিকেশান করতে হবে এবং গভঃ অব ইণ্ডিয়া যে টাকা দিচ্ছেন সেটা যদৃচ্ছভাবে অফিসারেরা খরচ করছেন, এটা হচ্ছে আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা, এর সংগে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এক মত কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দুঃখিত যে এই বিষয়ে আমি মাননীয় সদস্যএর সংগে এক মত হতে পারছি না। তার কারণ, আমি আগেও বলেছি যে লাইন টানার ব্যাপারে—বিভিন্ন জায়গাতে লাইন টানা হচ্ছে যাতে ট্রেন্সফর্মার আসার সংগে সংগে এই জিনিষটাকে কাজে লাগানো যায়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লাইন টানা হচ্ছে, কিন্তু আমি জানতে চাইছি কোথায় কোথায় সেই লাইন টানা হচ্ছে, এটা মন্ত্রী মহোদয়, আমাদেরকে জানাবেন কি? আমরাও তো ত্রিপুরা রাজ্যেই থাকি, আমরা যেখানে থাকি, সেখানে তো কোন লাইন টানা হচ্ছে না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আগে একটা প্রশ্ন এই হাউসে হয়েছে এবং সেখানে উত্তর দেওয়া হয়েছে যে কোন কোম্পানীর হাত থেকে নিয়ে, সেটা আমরা নিজেরাই করছি, এটা যদি মাননীয় সদস্য না জানেন, তাহলে এটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, আমরা তো এটা হাউসের মধ্যে শুনেছি কিন্তু যে লাইনটা হচ্ছে, সেটা তো আসাম-আগরতলা রোডের উপর হচ্ছে। কৈ আমরা তো দক্ষিণাঞ্চলে আছি, আমাদের সেখানে তো রুরাল ইলেক্ট্রিফিকেশানের কোন কাজ হচ্ছে না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আর বেশী কথা বলার প্রয়োজন আছে কি না, আমার জানা নেই। তবে বলছি যে লাইন টানা হচ্ছে এবং কাজ এগিয়ে চলছে!

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে কাজটা শুরু হয়েছে, সেটা আসাম-আগরতলা রোডে নয়?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—আসাম-আগরতলা রোডের বাইরেও কাজ হচ্ছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—কোথায় কোথায় হচ্ছে সেটা জানতে পারি কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, যদি মাননীয় সদস্য অনুগ্রহ করে একটু সময় করতে পারেন, তাহলে আমি তাকে দেখিয়ে দিতে পারি।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯১৬।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯১৬, স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ত্রিপুরা সরকার কি অবগত আছেন যে বিলোনীয়া মহকুমার বিলোনীয়া— বগাফা রাস্তাটি ১৯৭২-৭৩ ইং সনে মেটেলিং করা হয় নাই যার জন্য রাস্তাটি বৃষ্টির সময় সাংঘাতিক ভাবে বিপজ্জনক হয়ে উঠে ও অনেক বাস ও জীপ রাস্তার বাইরে পিছলে পড়ে যায়; এবং	হ্যাঁ।
২) অবগত থাকলে রাস্তাটির অবিলম্বে মেটেলিং করার কি ব্যবস্থা সরকার করেছেন?	এই কাজ ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বছরে হাতে নেওয়া হবে।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই রাস্তাটি বাংলাদেশের যুদ্ধের সময়ে ঠিক করা হয়েছিল এবং এখন সেটা জীর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এটি ১৯৭২-৭৩ সনে মেটেলিং করা হল না যদিও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, তার কারণটা জানতে পারি কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— স্যার, এটার মেনটেনান্স যেটুকু করার দরকার ছিল, সেটা করা হয়েছে, তবে বেশীর ভাগ কাজটা ১৯৭৩-৭৪ সনের আর্থিক বছরে হাতে নেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১১০৫।

শ্রীমনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ১১০৫।

প্রশ্ন	উত্তর
১) বিগত খরা পরিস্থিতির জন্য ত্রিপুরার অধিকাংশ কৃষকের ঘরে আউসের বীজ নাই, সরকার অবগত আছেন কি ?	১) কিছু সংখ্যক কৃষকের বীজের চাহিদা আছে বলিয়া সরকার খবর পাইয়াছেন।
২) থাকিলে আগামী আউস মরশুমে কৃষকদের আউসের বীজ সরবরাহের কথা সরকার বিবেচনা করিতেছেন কি ?	২) প্রয়োজনানুসারে বীজের সরবরাহ ব্যবস্থা সরকার বিবেচনা করিতেছেন।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :— আমাদের ধারণা যে এবার খরার ফলে প্রায় ৭০ পারসেন্ট কৃষকের ঘরে কোন বীজ নাই এবং এই বীজ কৃষক কিনতেও পারবে না, অ্যাভেলেবলও হবে না। এই স্থলে তারা কিভাবে বীজের সরবরাহ করবেন। তারা কি লোন হিসাবে পাবে না তাদের কি দেওয়া হবে ?

শ্রীমনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা যে পরিমাণ বীজের খবর পেয়েছি সেটা আমরা বীজ দেওয়ার ব্যবস্থা আদিবাসীদের করেছি, আর বাদ বাকী যেটা যারা কিনতে পারে না তাদের লোন হিসাবে দেওয়ার চিন্তা করছি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— কতটা বীজ সংগ্রহ করা হয়েছে ?

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যে বীজ পেয়েছি তাতে আমরা উচ্চ ফলনশীল বীজের চাহিদা ১,০৬,৫০০ কে, জি। ইতিপূর্ব্বে সরবরাহ করা হয়েছে ২৫,০০০ কে, জি,। বাকী চাহিদা ৮০,৫০০ কে, জি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী .— স্যার, জবাবটা হয় নি। কারণ উনি যে জবাব দিয়েছেন তাতে দেখা যায় যেগুলি বিলি করেছেন তার হিসাব আউস ফসলের জন্য কি ষ্টক তাদের আছে যেটা আগামী দিনে তিনি করবেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে কত বীজ ধান আউসের তাঁর ষ্টকে আছে, প্রকিউর করা হয়েছে ?

শ্রীমনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যে পরিমাণে বীজের প্রয়োজন সেটা যতটা স্থানীয়ভাবে পারি সংগ্রহ করা হবে, বাকীটা অন্য জায়গা থেকে পাব বলে আশা করি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি মনে করেন যে স্থানীয়ভাবে কৃষকের ঘরে আউস বীজ আছে ?

শ্রীমনছুর আলী :— আমরা খবর পেয়েছি সেটা আছে। যেটা লাগবে সেটার জন্য আমরা অন্যান্য রাজ্যে লেখালেখি করছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে কোথায় কোথায় তাঁরা চিঠি লিখেছেন বীজ ধানের জন্য এবং কি জবাব পেয়েছেন ?

শ্রীমনছুর আলী :— আমরা ব্লকের যে রিপোর্ট তাতে খবর পেয়েছি যে পরিমাণ বীজ স্থানীয়ভাবে এবং যা আমাদের লাগবে সেই পরিমাণ বীজ আমরা যোগাড় করতে পারব এবং দিতে পারব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— এটা আমার প্রশ্ন নয়। তিনি বলেছেন তাঁরা লেখালেখি করেছেন অন্য জায়গা থেকে প্রকিউর করার জন্য। আমি জানতে চাইছি কোন্ কোন্ জায়গা থেকে প্রকিউর করার মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় লিখেছেন এবং কি জবাব পেয়েছেন ?

শ্রীমনছুর আলী :— মিজোরাম, আসাম, মেঘালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে। উহার ফলে মিজোরাম হইতে ৪,০০০ কেজি জুম ধানের বীজ সংগ্রহের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। অন্য রাজ্য হইতে এখনও কোন সংবাদ আসে নাই।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে সরকার থেকে বিভিন্ন ব্লকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব কিনা এবং তারা 'না' বলে দিয়েছেন এটা সত্যি কি না ?

শ্রীমনছুর আলী :— আমি তাদের রিপোর্ট অনুযায়ীই বলছি। যে খবর পাওয়া গেছে সেই রিপোর্ট অনুযায়ী বলছি।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :— আমার প্রশ্ন হল যে বি. ডি. ও দের কাছে লোক্যাল বীজ সংগ্রহ করা সম্ভব কিনা এটা জানতে চাওয়া হয়েছিল এবং তার উত্তরে তারা 'না' বলে দিয়েছে কিনা ?

(নো রিপ্লাই)

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে আউশ বীজ কবে পর্য্যন্ত বুনার সময় আছে ? আউশ বুনা ও রোয়া কোন মাস থেকে কোন্ মাস পর্য্যন্ত সময় ?

শ্রীমনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আউশ ধান চৈত্রের এবং বৈশাখের মধ্যেই বুনা শেষ করে। চৈত্র মাসের শেষে বৈশাখের মধ্যে। (নয়েজ)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— বীজ না থাকলে তো বলেই দেওয়া যায় যে নাই।

শ্রীমনছুর আলী :— আমাদের শতকরা সাড়ে তিন ভাগ বীজের অভাব আছে। সেই অভাব পূরণ করার জন্য আমরা অন্যান্য রাজ্যে লিখেছি এবং স্থানীয়ভাবে কিছু সংগ্রহ করা যাবে বি, ডি. ও-দের এবং স্থানীয় অফিসারদের দ্বারা।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :— বিগত বছরের যে ষ্ট্যাটিসটিক্স তাতে দেখা যায় যে ফিফটি পারসেন্ট হয় নি। সে জায়গায় সাড়ে তিন পারসেন্ট বীজের অভাব, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা ?

শ্রীমনছুর আলী :— এক কানি জমিতে ফিফ্‌টি পারসেন্ট হয়। কিন্তু বীজ ধান তো ১৬ কেজি থেকে ২০ কেজি বীজের দরকার হয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— বীজ শেষ হয়ে গেছে। কৃষকের ঘরে নাই। এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য যে সরকারের কাছে বীজ আছে কি না?

শ্রীমনছুর আলী :— পরিষ্কার কথা যে বীজ আছে সাড়ে তিন ভাগ। যেটার অভাব সেটার জন্য আমরা চেষ্টা করছি সংগ্রহ করতে অন্য রাজ্য থেকে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী : - কত বীজ আপনার হাতে আছে? কোন্ গো-ডাউনে কত বীজ আছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাতে হবে। কোন্ সাব-ডিভিশনে, ব্লক ওয়াইজ যদি থেকে থাকে, কত টন বীজ ষ্টকে আছে?

শ্রীমনছুর আলী :— ষ্টকে বীজের কথা উঠে না। (নয়েজ)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল কত ধান সংগ্রহ করা হয়েছে কিনা?

শ্রীমনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের কাছে ৪৬ টন বীজ আছে। আর বাদ বাকী সাড়ে তিন পারসেন্ট যে বীজের অভাব সেটা আমরা অন্যান্য প্রভিন্সে লিখেছি। চার হাজার টন বীজ পাব আশা পেয়েছি। আর বাদ বাকী এখনও পাই নাই, আমরা আশা করি পেয়ে যাব। আর সেটা স্থানীয়ভাবে আছে সেটা দিবে যদি কারো টাকা না থাকে তাদের সরকার দাদন বা কৃষি ঋণ দিবেন, যদি এ দিয়ে তারা বীজ নিতে চায়। এই হল আমার বিপ্লাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের কাছে ৪৬ মেঃ টন আছে। আর বাকী সাড়ে তিন পারসেন্ট যে বীজ ধানের অভাব আছে সেটি আমরা অন্যান্য প্রভিন্স থেকে সংগ্রহ করার চেষ্টা করছি এবং আমরা ৪০০০ টন পেয়েছি আর স্থানীয়ভাবে যেটা আছে সেটা দিয়ে আমরা পূরণ করতে পারব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কথা পরিষ্কার। কারও যদি টাকা না থাকে দুঃস্থ হয় তাহলে তাদের সরকার থেকে দাদন ইত্যাদি দেওয়া হয়। এই হল আমার .....

মিঃ স্পীকার :— বিপ্লাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ৪৬ মেঃ টন বীজ দিয়ে কত হেক্টার জমিতে বোনা যাবে (গণ্ডগোল)

শ্রীমনছুর আলী :— ৯২ কানিতে বন্টন দেওয়া যাবে। (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয়া সদস্যা আপনার কণ্ঠস্বর শুনা যাবে না আপনি অনুগ্রহ করে বসুন (গণ্ডগোল) অর্ডার প্লীজ

শ্রীমতী লক্ষ্মী নাগ :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন যে কৃষকেরা বীজ ধানের জন্য অপেক্ষা করছে, তারা কি আশা করতে পারে ৭ দিনের মধ্যে বীজ ধান পেয়ে যাবে এই এস্যুরেন্স কি তারা পেতে পারে?

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের সাড়ে তিন পারসেন্ট বীজের অভাব আছে এবং স্থানীয়ভাবে কিছু বীজ সংগ্রহ করা হচ্ছে (গণ্ডগোল) যারা দুঃস্থ তাদের কৃষি ঋণ বা দাদন দিয়ে ব্যবস্থা করব।

শ্রীমতী লক্ষ্মী নাগ :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি সংগ্রহ করবেন কি করবেন না সেটি আমার প্রশ্ন নয় আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের কৃষকদের বীজ ধানের প্রয়োজন আছে এবং সেই প্রয়োজন আমাদের ৭ দিনের মধ্যে মিটবে কি না এই আমার প্রশ্ন, আমি এস্যুরেন্স চাইছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয়া সদস্যার প্রশ্ন আপনি বুঝতে পেরেছেন ?

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের যে সাড়ে তিন পার্সেন্ট বীজের অভাব আছে তার মধ্যে আমার ৪,০০০ কে, জি, আমরা পেয়েছি এবং আমাদের কাছে আছে ৪৬ মেঃ টন। বাকী বীজ আসা মাত্র আমরা দেব। অন্য প্রভিন্সের কথা কবে আসবে সেটি আমি এখনই বলতে পারছি না (গণ্ডগোল)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আপনি বলছেন যে ৪৬ টন বীজ আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই বীজ প্রত্যেকটি ব্লকে ৭ দিনের মধ্যে পৌছান হবে ?

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বীজ আমরা প্রত্যেক ব্লকে পাঠিয়ে দিয়েছি (গণ্ডগোল)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—কবে পাঠানো হয়েছে (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—আমার মনে হচ্ছে আপনারা মেইন কোয়েশ্চানের বাইরে চলে গিয়েছেন যার জন্য অনেক সময় নষ্ট হচ্ছে (গণ্ডগোল)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এটা জীবন মরণের সমস্যা আজকের দিনে বীজের প্রশ্ন হচ্ছে ভাইটেল। যদি আউস না হয় তাহলে সব নাশ হয়ে যাবে— উরা শুনাচ্ছেন (গণ্ডগোল) আমি একটি সাপ্লিমেণ্টারী করতে চাই। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি টেবিলে লে করবেন কোন সাবডিভিশানে কত বীজ পাঠান হয়েছে। আমি ডিমাণ্ড করছি এখন না হলেও চলবে, পরের মিটিংয়ে করুন যে কোন এলাকাতে কত বীজ পাঠান হয়েছে, কারণ আমাদের সেখানে গিয়ে বলতে হবে যে তোমাদের বীজ এসেছে তোমরা দাও না কেন। কাজেই আমি ডিমাণ্ড করছি কোন এলাকাতে কত বীজ পাঠান হয়েছে সেই তথ্য পরিবেশন করুন (গণ্ডগোল)।

:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই তথ্য এখন আমার কাছে নাই (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য বলেছেন আগামী সেশানে (গণ্ডগোল)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—আগামী সেশানে নয়, আগামী সেশানে নয় (গণ্ডগোল)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—এই তথ্য উনি দেবেন কি না, ১৭ তারিখ যে হাউস চলবে তাতে এই তথ্য পরিবেশন করবেন কি না, যে উনি বলেছেন যে ৪৬ টন বীজ ষ্টকে আছে এবং সেই বীজ প্রত্যেক ব্লকে পাঠিয়েছেন—কোন ব্লকে কতটা পাঠিয়েছেন ১৭ই তারিখ আমাদের জানাবেন কি না (গণ্ডগোল)

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কথাটা হল ৪৬ টন বীজ আমাদের আছে এটা গোপন করার কথা নয় (গণ্ডগোল) আমরা পাঠিয়েছি এটা উনারা বিশ্বাস করতে পারছেন (গণ্ডগোল) আমি দেব (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী স্বীকার করেছেন সেই তথ্য পরিবেশন করবেন (গণ্ডগোল)

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—এই যে বীজ আছে ৪৬ টন সেটি কি আউস না আমন ?

মিঃ স্পীকার : -আউস (গণ্ডগোল)

শ্রীযত্নপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় মন্ত্রী হাউসে যে কথা বলেছেন তাতে বুঝা যায় যে সাড়ে তিন পার্সেন্ট আউস বীজ ধানের অভাব আছে। এই ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে যার উপর বেইস করে উনি যদি বীজ সংগ্রহ করেন—আর যদি দেখা যায় প্রকৃত পক্ষে সর্টেজ অনেক বেশী হয়েছে তাহলে গভর্ণমেন্ট মহা বিপদে পরবেন এবং আমরাও বিপদে পরব। কাজেই আমি এই কথাই বলতে চাই যেখানে ভাই এরিয়াতে আউস বুনতে পারে নাই—যে টুকু বুনেছে খরাতে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সাবডিভিশানে যে সমস্ত কৃষকরা আছে আজকে আমার মনে হয় সাড়ে তিন পার্সেন্ট এই যে এসেসমেন্ট এই এসেসমেন্টটা রং। কাজেই প্রকৃত বীজের অভাব কতখানি সেটি সরকার অনুসন্ধান করে দেখাবেন কি না ?

শ্রীমনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অফিসিয়েলী যে হিসাবটা আমার কাছে এসেছে সেই হিসাব অনুযায়ী আমি মাননীয় সদস্যদের বলছি। এখন মাননীয় সদস্যরা বলছেন আরও বেশী—আমি আশা করি বীজ ধানের জন্য কৃষকদের কোন অসুবিধা হবে না। আমরা চেষ্টা করছি সাড়ে তিন পার্সেন্ট পুরন করব (গণ্ডগোল) আমরা আশা করছি বোরো ধানের থেকেও আমরা কিছু বীজ পাব (গণ্ডগোল) মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি কৃষকের ছেলে (গণ্ডগোল)

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি আপনি যেটি বলেছেন যে সাড়ে তিন পার্সেন্ট বীজের অভাব আছে সেটি সত্য নহে। কারণ এই বছর গ্রামাঞ্চলে ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে শতকরা ৯৫ জনই তাদের বীজ ধান খেয়ে ফেলেছে এবং মাননীয় সদস্য যত্নপ্রসন্ন বাবু যে কথা বলেছেন সেটি একটু সিরিয়াসলি নিয়ে আপনি তদন্ত করুন এবং প্রকৃত পক্ষে কত বীজের সর্ট আছে সেটি সাপ্লাই দেওয়ার ব্যবস্থা করবে কি না..

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রকৃত তথ্য জেনেই এই হাউসে বলছি তারা যদি মনে করে এই হাউসে তথ্য ছাড়াই কথা বলছি তাহলে আমার কিছু বলার নাই (গণ্ডগোল)

শ্রীঅনিল সরকার :—এই হাউসকে মিস-লিড করেছেন (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—শ্রীআব্দুল ওয়াজিদ।

শ্রীআব্দুল ওয়াজিদ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৫৪।

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাশ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৫৪ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরাতে বসবাসকারী প্রাক্তন সৈনিকদের জন্য ত্রিপুরা সরকারের চাকুরী দেওয়ার ক্ষেত্রে সংরক্ষিত পদ আছে ;	হ্যাঁ
২) যদি আসন সংরক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত আসনের শতকরা কোটা কত;	আট পার্সেন্ট

৩) ঐ কোটা অনুযায়ী ত্রিপুরাতে কতজন প্রাক্তন সৈনিকদের চাকুরী দেওয়া হইয়াছে; — প্রশ্নে কোন সময় সীমার উল্লেখ নাই। তবে বর্ত্তমানে ত্রিপুরা সরকারের অধীনে মোট ৮৭ জন প্রাক্তন সৈনিক চাকুরীতে রত আছেন।

৪) কতটি আবেদন পত্র সরকারের নিকটে এসেছে? — ১৯৭২-৭৩ সনে মোট ৪৪টি আবেদন পত্র সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে জমা পড়িয়াছে এবং ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক নিয়োজিত ডি, এস, এস বোর্ডের মারফত ২৮৮টি আবেদন পত্র আসিয়াছে।

Mr. Speaker :—The question hour is over. The Ministers may lay on the Table of the House the reply to the Unstarred questions and also to Starred questions which were not answered orally.

CALLING ATTENTION

Mr. Speaker :—I have received Calling Attention Notice from the Member Shri Samar Choudhury on the subject of—

'গত ৩রা এপ্রিল বি.লানীয়া বাজারের ব্যবসায়ী দীনেশ দে'র দোকানে শুল্ক বিভাগের কর্মীরা অভিযান চালানোর সময় সমাজবিরোধী কর্তৃক আক্রান্ত হওয়া সম্পর্কে।'

I have given my consent to the Motion of Shri Samar Cooudhury to-day.

I would request the Hon'ble Minister in-charge of the Department to make a statement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to-day he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement.

Shri S. M. Sen Gupta :—17th April. উত্তর দেওয়া যাবে।

Mr. Speaker :—Hon'bie Minister in-charge of the Department will make a statement on 17th April, 1973.

ANNOUNCEMENT OF DATE FOR DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE FOR SHORT DURATION.

Mr. Speaker :—I have received a notice from Shri Samir Ranjan Barman desiring to raise discussion on the following ;—

'সদর মহকুমার অন্তর্গত সিধাই থানার নোয়াগাঁও গ্রামে জনৈক ব্যক্তির নৃশংস হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে।'

Mr. Speaker :—If the Hon'ble Member is present in the House ?

(Voice—No.)

Mr. Speuker :—I have admitted tho Notice. Discussion will be raised on the 17th April, 1973.

PRESENTATION AND ADOPTION OF THE REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE.

Mr. Speaker :—I announce the Report of the Business Advisory Committee setting the Business of the House upto 19th April. 1973

I call on Shri Usha Ranjan Sen, Deputy Speaker, designated by me, to move the motion that 'This House agrees with the allocation of time proposed by the Committee.'

Shri Usha Ranjan Sen :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that this House agrees with the allocation of time proposed by the Committee.'

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the motion moved by Shri Usha Ranjan Sen, Deputy Speaker that this House agrees with the allocation of time proposed by the Committee.

The Motion was carried by voice vote.

PRESENTATION OF THE REPORT OF THE COMMITTEE ON PRIVILEGES.

Mr. Speaker :—Next is the presentation of the Report of the Committee on privileges. I would call on Shri Ashok Kumar Bhattacharjee, Chairman of the Committee to present before the House the Report of the Committee on Privileges.

Shri Ashok Kr Bhattacharjee :—Mr. Speaker. Sir, I beg to present before the House the Report of the Committee on Privileges.

Mr. Speaker :—Members are requested to collect their copies of report from Notice office.

PRESENTATION OF PETITION

Mr. Speaker :—I have received a Notice from Shri Nripendra Chakraborty for presentation of a Petition before the House. I have given my consent to present the petition.

Now I would call on Snri Nripendra Chakraborty to present his Petition before the House.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি শ্রীমোহন মংগল কালিকাপুর চা বাগানের একজন শ্রমিক এবং ১০৭৮ জন্য অন্যানা চা বাগানের শ্রমিকের একটা স্বাক্ষরিত দরখাস্ত এখানে উপস্থিত করছি—যে দরখাস্ত-এ বলা হয়েছে—

আবেদনকারীগণ দুঃখ ও ক্ষোভের সাথে লক্ষ্য করেছেন যে, ত্রিপুরার অন্যতম প্রধান শিল্প চা বাগানসমূহ মালিক ও সরকারের বর্ত্তমান নীতির ফলে দিন দিনই অর্থনীতিক বিপর্যয়ের সম্মু-

ধীন হচ্ছেন। যদিও ১৯৬১'এর তুলনায় বাগানের এলাকা প্রায় আড়াই হাজার একর বেড়েছে, চায়ের উৎপাদন প্রতি একরে বেড়েছে প্রায় দ্বিগুন। কিন্তু রেজিষ্টার্ড শ্রমিকের সংখ্যা কমে প্রায় অর্দ্ধেক হয়েছে। বাগান সমূহ তাদের শ্রমিক-কর্মচারীর প্রতি ন্যুনতম দায়িত্বও পালনে ব্যর্থ হচ্ছেন।

অধিকাংশ বাগান মালিক বাগান আইন, বোনাস আইন, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আইন প্রভৃতি মানেন না। যে সকল বাগানে ৫০ জন বা তার বেশী শ্রমিক কাজ করেন, সেখানেও অনেক ক্ষেত্রে ষ্টাণ্ডিং অর্ডার চালু করা হয় নাই, কারখানা আইন প্রভৃতি কার্যকরী করা হয় না।

তারফলে দেখা যায়, শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তাদের কাজে স্থায়ী করা হচ্ছে না। তাদের বেতন, বোনাস বকেয়া পড়ে আছে। তাদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা ব্যাংক-এ জমা দেয়া হচ্ছে না। তাদের ঘরদোর মেরামতও হয় না। ভাল ঔষধপত্র, শিশুদের রক্ষণবেক্ষণ ও শিক্ষার সুযোগ নাই। বেতন সহ ছুটির ক্ষেত্রেও তারা বঞ্চিত।

শুধু তাই নয়। কোন কোন বাগান মালিক দীর্ঘদিন বাগান বন্ধ রাখেন, কিন্তু সে সময়ে শ্রমিকদের কোন মজুরী বা ভাতা দেন না। কোন কোন বাগান মালিক বাগানকে এমন সব ব্যক্তির হাতে লীজ দেন যারা শ্রমিকদের পাওনা সম্পর্কে কোন দায়িত্ব নেন না। কোন কোন বাগান ঋণের দায়ে লিকুইডিশনে যাবার ফলে শ্রমিকরা বেকারে পরিণত হয়েছেন। সরকার তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি দেখান না।

ত্রিপুরার চা শ্রমিকরা যে মজুরী পান তা ভারতের সকল বাগান শ্রমিকের মধ্যে সর্ব্বনিম্ন। বেকার শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ার ফলে, শ্রমিক ছাটাই ও বাগান বন্ধ একটি নিয়মিত ঘটনা হবার ফলে সরকারী হস্তক্ষেপ অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে।

তাই নিম্ন স্বাক্ষরকারী চা শ্রমিকগণ বিনীতভাবে প্রার্থনা করেছেন যে,

১) বিধান সভায় অবিলম্বে এমন একটি বিল আনা হোক যাতে বন্ধ এবং অর্থ সংকটগ্রস্ত অচল চা বাগান সমূহকে পরিচালনার সম্যক দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করতে পারেন এবং

২) অন্যান্য সকল চা বাগান মালিকদের বাধ্য করতে পারেন শ্রমিকদের ন্যায়সংগত দাবী দাওয়া মেনে নিতে।

Mr. Speaker :— Now according to Rule 255 the petitions stand referred to the Committee on Petitions.

Consideration Motion on the Privilege Motion will be taken up after recess.

GOVERNMENT BUSINESS (FINANCIAL)

Voting on Demands for Grants for 1973-74.

Mr. Speaker :— Next item of the business before the House is Voting on Demands for grants for 1973-74. To-day in the list of Business—8 Demands viz. Demand no. 13—Miscellaneous Department, Demand No. 44—Capital Outlay on Schemes of Government Trading, Demand No. 24—Miscellaneous,

Social and Development Organisation, Demand No. 34—Miscellaneous. Demand No. 35—Other Miscellaneous Compensation and Assignment, Demand No. 30—Pension and Other Retirement benefits, Demand No. 31—Privi Purses and Allowances of Indian Ruler and Demand No. 43—Payment of commuted Value of Pension are to be disposed of.

Besides, Demand No. 21 Industries, Demand No. 38 -Capital Outlay on Industrial and Economic and Development, Demand No. 42—Capital Outlay on other works, Demand No. 22 -Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works, Demand No. 29—Famine Relief and Demand No. 45 -Loans and Advances by the State/Union Territory Governments which could not be moved on 11. 4. 73 will be taken up to-day along with the above Demands.

Moreover, 7 (Seven) Demands viz. Demand No. 27—Public Works, Demand No. 28—Capital Outlay on Public Works within Revenue Account, Demand No. 41—Capital Outlay on Public Works, Demand No. 25—Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial) Demand No. 39—Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage works (Non-Commercial), Demand No. 26—Electricity Schemes and Demand No. 40—Capital Outlay on Electricity Schemes being carried over from the List of Business for 11. 4. 73 will be taken up first to-day the 12th April, 1973.

মিঃ স্পীকার :— আমি কে লিডার অব দি অপজিশন অ্যাস্যুর করেছেন যে অপজিশন পক্ষ থেকে উনিই মাত্র বলবেন। এখন যদি মাননীয় চীফ হুইপ অ্যাস্যুর করেন যে ফ্রম দি রুলিং পার্টি দুইজন বলবেন তাহলে মনে হয় আমরা রিসেসের আগেই বোধ হয় শেষ করতে পারবো।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি অ্যাস্যুর করতে পারি যে আমাদের এখানে কেউ বলবে না। কিন্তু কথা হলো সবগুলি যদি এক সঙ্গে মুভ হয় এবং সবাই যদি একটু একটু আলোচনা করতে পারে তাহলে দোষ কি?

মিঃ স্পীকার :— এ্যাকর্ডিং টু পার্লিয়ামেন্টারি প্রসিডিউর যেটা ইনকমপ্লিট আছে সেইটা শেষ করতে হবে তারপরে আমরা এইগুলি এক সংগে মুভ করতে পারবো। নাউ আই উড কল অন দি লিডার অব দি অপজিশন। মাননীয় সদস্য আপনি কতক্ষণ সময় নেবেন? অনুগ্রহ করে দশ মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— দশ মিনিট কম হয়, আচ্ছা আমি চেষ্টা করবো। মাননীয় স্পীকার স্যার, পূর্ত দপ্তরের যে বরাদ্দ তার উপরে আলোচনা করতে গেলে তার সবচেয়ে বড় বরাদ্দ আমি দেখছি বিদ্যুৎ পরিকল্পনার উপর। এবং আমাদের জানা আছে যে গোমতীর যে হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্ট সেই প্রজেক্টের কাজ কারখানা কি। আজকে যা আমাদের এ্যাষ্টিমেট ছিল তার ডাবল আমরা করে দিয়েছি এই প্রতিশ্রুতিতে, যে

সেইটা একটা টাইম বাউণ্ড প্রোগ্রামের মত কাজ করবে। কিন্তু আমরা দেখছি যে সেই দিক থেকে এইটা অগ্রসর হয় নি। এই ব্যাপারে পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি আছে, সেই কমিটি তার ৮ম রিপোর্টে কতগুলি কোয়ারী করেছেন, আমি জানি না সেই কোয়ারির জবাব তারা পেয়েছেন কি না। সিরিয়াস সিচ্যুয়েশন সেখানে অ্যারাইজ করেছে। সেই ব্যাপারে আমি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে সেখানে আমরা অতলগর্ভে কতকগুলি টাকা আমরা ফেলে দিচ্ছি তার ভবিষ্যত কি তার কোন নিশ্চয়তা নেই। মাননীয় স্পীকার স্যার, আসামের যে কে, ভি, লাইন, কামানী কোং, সেখানে দেখছি যে আমাদের যে টাকা বরাদ্দ ছিল তার চেয়ে বেশী খরচ করা হয়েছে। অথচ সেই কে. ভি, লাইন কবে বসবে, ট্রেন্সমিটার কবে আমরা পাব, গ্রামের কৃষিকাজে আমরা কবে ব্যবহার করতে পারবো তার কোন নিশ্চয়তা আমরা দেখছি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, তারপর আমরা দেখছি যে সাবডিভিশনের অন্তত: ৫টা শহর কাট অফ হয়ে যায় বর্ষার সময়ে আমরা ব্রিজ করতে পারি না। আমরা কৈলাসহর যেতে পারি না, আমরা খোয়াই যেতে পারি না, আমরা বিলোনীয়া, সাব্রুম যেতে পারি না ব্রীজের অভাবে এবং অমরপুরেও আমাদের রাস্তা দুর্গম হয়ে পড়ে। অর্থাৎ সমস্ত ত্রিপুরায় ২৫ বছর পরেও ইন এ্যাকসেসিবল এ্যারিয়া এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এবং যে রাস্তাগুলি গ্রামাঞ্চলে করা হয়েছে সেই রাস্তাগুলি এখনও ব্লকের আণ্ডারে রেখে দেওয়া হয়েছে। আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি স্যার, যে খোয়াই রাস্তার উপরে একটা ব্রীজ দরকার। রামচন্দ্রঘাটে প্রায় ১৫ হাজার লোক সেখানে যাতায়াত করে দৈনিক কিন্তু সেখানে একটা ব্রীজ হচ্ছে না। আমি চীফ ইঞ্জিনীয়ারের সংগে দেখা করেছি, তিনি বলেছেন আমি অক্ষম। কারণ সেই রাস্তা আমাদের পি, ডব্লিউর রাস্তা নয়। ব্লকের রাস্তা। আমি ব্লকের সংগে দেখা করেছি, তারা বলেছেন যে আমরা অক্ষম, কারণ ব্লকে যে টাকা দেওয়া হয় সেই টাকা দিয়ে এত বড় ব্রীজ করা সম্ভব নয়। কাজেই পি, ডব্লিউ করবে না ব্লক করবে, সেই অবস্থাতে আজকে গ্রামের বহু রাস্তা শুধু সোনাতলা দিয়ে রামচন্দ্র ঘাটে যাওয়ার যে রাস্তা সেই রাস্তা নয়, এই রকম অনেক জায়গা আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানি কাঞ্চনপুরে সেইটা একটা ইনএ্যাকসেসিবল এরিয়া হয়ে রয়েছে একটা ব্রীজের অভাবে সেই ব্রীজটা কেন হচ্ছে না আমি বুঝতে পারছি না। অথচ এখানে উদ্বেগ প্রকাশ করা হচ্ছে। কিন্তু যে কাজটা করলে জনসাধারণের উপকার হবে সেই ব্রীজটা যে দরকার তারা সেইটা করছেন না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দেখেছি যে ইরিগেশন, ফ্লাড প্রটেকশন এইগুলির জন্য টাকা রাখা হয় নি বললে চলে। জানি না কেন. ফ্লাড প্রটেকশনের জন্য কোন সার্ভে হয়েছে কি না আমার সন্দেহ আছে। আমি জানি সর্বভারতীয় সংস্থা একটা আছে কেন্দ্রীয় সরকারের যারা ফ্লাড সারভে করে, আজকে যে এত খরা হচ্ছে, তারা যেহেতু ভগবান বিশ্বাস করে, কাজেই মনে করে টেলিফোন করলে বৃষ্টি আনা যায়, টেলিফোন করলে ফ্লাড কমানো যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা যারা ভগবানে বিশ্বাস করি না, বিজ্ঞানকে বিশ্বাস করি আমরা ফ্লাডের জন্য যেমন তৈরী থাকি খরার জন্য তেমনি প্রস্তুত থাকি। কাজেই ফ্লাড এবং খরা এই দুইয়ের জন্যেই আমাদেরকে তৈরী থাকতে হবে। সেই দিক থেকে ইনজিনীয়ারিং

দপ্তর ব্যর্থ হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি দেখছি যে ত্রিপুরার গভার্ণমেণ্ট, গভার্ণমেণ্ট হাউস তৈরী করার জন্য ১৫ লক্ষ টাকা এখানে রাখা হয়েছে। আমি যখন কলিকাতা গিয়েছিলাম তখন কলিকাতায় আমাদের ত্রিপুরার ছেলেরা দেখা করে বলেছেন যে আমরা একটা বোর্ডিংএ আছি আমরা এতকরে চীফমিনিষ্টারকে বলে আসলাম যে আমাদের জন্য একটা বোর্ডিং করে দেওয়ার জন্য যাতে কলিকাতায় থেকে আমরা পড়াশুনা করতে পারি। কিন্তু সেই দিক থেকে এক পয়সাও তাদের বাজেটের মধ্যে বরাদ্দ নেই। কিন্তু এখান থেকে মন্ত্রীরা সেখানে যাবেন দুই এক দিন থাকবেন তার জন্য একটা হাউস, রেস্ট হাউস করার জন্য ১৫ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। লজ্জার কথা। যারা গরীব ছেলেদের জন্য একটা বোর্ডিং করতে পারে না আর মন্ত্রীরা ইচ্ছা করলে হোটেলে থাকতে পারেন কিন্তু তাদের জন্য ১৫ লক্ষ টাকা খরচ করা হচ্ছে, কলংকের কথা লজ্জার কথা। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দেখছি যে সাবডিভিশনেল টাউনগুলির জন্য কিছুই খরচ করা হচ্ছে না। সেদিন মাননীয় সদস্য ভট্টাচার্য্য খোয়াইর বাজার সম্পর্কে বলেছিলেন, আমি সেদিনও দেখে এসেছি সেখানে কিছুই খরচ হয় নি এবং আগরতলা শহরের কথা যদি বলি বটতলা বাজারের উন্নয়নের জন্য কত অংক বাড়ানো হচ্ছে, যে পুকুরটা ভরাট করা হবে, এখানে যে ছোট ছোট দোকান গুলি আছে রাস্তাকে জাম করে তাদেরকে বলা হচ্ছে যে তোমাদেরকে ঘর করে দেবো সস্তায় ভাড়া দিয়ে দেবো ইত্যাদি বলে তাদেরকে ভাওতা দেওয়া হচ্ছে। অথচ আমরা দেখছি যে বটতলা বাজারের অগ্রগতির জন্য কোন ব্যবস্থাই আজ পর্য্যন্ত করা হয় নাই। আজকে যেমন করে আগরতলা শহর দিনের পর দিন বাড়ছে এখানে আরও দুই চারটা বাজার করা যায়, মঠ চৌমুহনী বাজার এবং লেক চৌমুহনী বাজারকে আরও সম্প্রসারিত করা যায়, কিন্তু সে দিক দিয়ে বাজেটে বরাদ্দের মধ্যে কিছু নাই। রাস্তার দিক দিয়েও আগরতলা শহরের মধ্যে বেশ কিছু রাস্তা আছে যেগুলি কিছু মিউনিসিপালিটির হাতে আর কিছু পি, ডবলিউ, ডির হাতে এবং এই রাস্তা নিয়ে দুই জনের মধ্যে ঝগড়া হয়। আজকে একটা সাধারণ ব্যাপার, মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের কয়েকজন এম, এল, এ, গান্ধী ঘাটের ঐ খানে থাকেন, সেখানে এতখানি কাদা যেখানে ১৮ জনের মতো এম, এল, এ থাকেন, সেই যে একটা কাচা রাস্তা, যেটাকে মেরামত করবার মত টাকা ওদের নাই। আমি মিউনিসিপালিটির এ্যাডমিনিষ্টেটারকে বলেছি যে রাস্তাটা একটু করে দিন, আর তা না হয় তো কিছু রাবিশ ফেলে দিন, এই কাজটুকু পর্য্যন্ত তারা করতে পারে না, এত বড় অপদার্থ, আর তারাই আমাদের কাছে টাকা চাইতে আসে, বাজেট বরাদ্দ চাইতে আসে? মাননীয় স্পীকার স্যার, কন্‌ট্রাক্টারদের কথা আমি বেশী কিছু বলব না। কিন্তু আমি বলছি তাদেরকে কেন ব্লেক লিষ্টেড করা হচ্ছে না। আমি কিছু দিন আগে চীফ ইঞ্জিনীয়ারের সংগে একজন কন্‌ট্রাক্টারের সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম, তিনি হচ্ছেন তেলিয়ামুড়ার সত্য রায়, তিনি যখন খোয়াই আশারাম বাড়ী রাস্তায় ইট ফেলেন, আমি সেই ইট দেখে এসে বলেছিলাম যে সেই ইট কোন ইটই নয়। তারপর তিনি বললেন, আমি এ্যাক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে পাঠিয়েছি, আর তিনি এসে বলেছেন যে না, ইটটা খারাপ দাম কিছু কম দেওয়া যায়। আমি জিজ্ঞাসা করি কেন? একটা রাস্তায় যদি সলিং মেটেলিং হয় এবং সেই রাস্তায়

যে ইট ফেলা হল, সেগুলির উপর দিয়ে রোলার চলে না। রোলার নেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু অচল হয়ে পড়ে আছে। কারণ সেই ইটের উপর দিয়ে রোলার গেলে সমস্ত ইট পাওডার হয়ে যাবে। তারপরে মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলেছি যে আপনি নিজে ইনভেষ্টিগেশান করুন। আজকে আমি কি দেখছি? আমি দেখছি যে ঝামা ব্রিক, ১ম ক্লাশের জন্য, সেকেণ্ড ক্লাশ ব্রিকের ইত্যাদির জন্য তাকে ১,৪৫,৬৭৬ টাকা দেওয়া হয়েছে। আমি এখানে সেই বিল নাম্বার বলে দিতে পারি, বিল নাম্বারটা হচ্ছে ১৩৩ খোয়াই/১৭২৭৩, এম, বি, নাম্বার হচ্ছে ৫১৪/টি মেজার মেন্ট রেকর্ড করেছেন শ্রীপরিতোষ মজুমদার ডেটেড ফ্রম ১৯-৩-৭৩ টু ৩০-৩-৭৩ ব্রীকস রিসিভড ফ্রম হাতিমারা টিলা। তিনি বলে এসেছেন যে হাতিমারা টিলাতে এই সমস্ত মাল আছে সেই মাল আমি নিজে দেখে এসেছি। আর মেজারমেন্টকে চেক করেছেন কে? চেক করেছেন শ্রীধরনী চক্রবর্তি সে এক লক্ষ টাকা নিয়ে গেলেন। আমি নিজে কয়েক দিন আগে সেখানে গিয়েছিলাম, কিন্তু ইট কোথায়, ইট কিছু আসা শুরু হয়েছে সেখানে। আমি সেখানে খবর নিয়ে দেখলাম যে ইটের জন্য তিনি টাকা নিয়ে গেছেন এবং সেই ইট তিনি শীঘ্রই দিবেন বলে আমার মনে হয় না, অথচ টাকা নিয়ে গেলেন। তাছাড়া আমি দেখেছি বিভিন্ন পি, এ, সি, রিপোর্টে কত কনট্রাকটারকে টাকা দেওয়া হয়েছে অগ্রিম, এখন পর্যান্ত সেই টাকা রিয়েলাইজ করা সম্ভব হচ্ছে না। সেখানে কনট্রাকটারদের সংগে বন্দোবস্ত করা হচ্ছে যে তোমরা যে কোন মেটেরিয়েলস দিতে পার মেটেরিয়েলস না দিয়েও টাকা নিতে পার, এর জন্য কি বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, লজ্জা করে না বরাদ্দ চাইতে? যে কনট্রাকটার দুর্নীতিপরায়ণ, সে একটা সাব ডিবিশনে নয়, অমরপুর, খোয়াই, কমলপুর এবং কৈলাশহর এই চারটি সাব-ডিভিশনে এই কনট্রাকটার সমস্ত রাস্তার টাকা খেয়েছেন, স্যার। আজকে আমরা দেখছি এই সমস্ত রাস্তাগুলি দুই চার দিন পরে, তার সমস্ত মেটলিং উঠে যায়, এমন কি তার সলিং পর্যন্ত উঠে যায়। অথচ এই সব রাস্তাতে আমরা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছি কিন্তু তার পরের দিনই আর সে রাস্তা থাকে না। শুধু কনট্রাকটারের পকেটে টাকা দেওয়ার জন্যই এই সব করা হচ্ছে। যে মানুষ ১০ হাজার টাকা নিয়ে ত্রিপুরাতে এসেছিল, সে আজকে ৩০ লক্ষ টাকা দিতে পারে টাকা কি গাছে হয়? যেখানে সাধারণ মানুষ রিক্সা ঠেলে সারা দিন খেটে তিন টাকা রোজগার করতে পারে না, সেখানে এই সব টাকা তাদের জন্য কোথায় থেকে আসে? যে মানুষ ৪০/৫০ টাকার মালিক নয়, সে আজকে ২৫/৩০ লক্ষ টাকার মালিক হয়েছে, আর আমাদের রাজ্যের সমস্ত রাস্তাঘাট চুরমার হয়ে গেছে, এই সমস্ত কনট্রাকটারদের জন্য, দুর্নীতিপরায়ন ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে হাত মিলিয়ে তারা এই সব করছেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি দেখলাম যে কনট্রাকটারদের বলা হচ্ছে একটা টেণ্ডারের বিষয় যে আট হাজার টাকা করে দেওয়া হবে এক একটা টিউব-ওয়েল খনন করার জন্য, মেটেরিয়েলস গভর্ণমেন্ট দিতে পারবে না, সেটা তোমাদের সংগ্রহ করতে হবে। তোমরা যদি রিংওয়েল কর, তাহলে তার জন্য সিমেন্ট তোমাদের সংগ্রহ করতে হবে। সিমেন্ট কন্ট্রোলে আনা হয়, সেই সিমেন্টের জন্য আমাদের দরখাস্ত করতে হয়, সিমেন্টের জন্য এজেন্ট আছে, সেই সিমেন্ট তারা কি করে পাবে? আমরা তো ১৫ বস্তা সিমেন্ট পাই

না। ত্রিপুরাতে জরুরী কাজের জন্য সিমেন্ট পাওয়া যায় না, সেখানে কন্ট্রাক্টার কি করে সিমেন্ট পাবে? না এখানে ক্ষিতি ভূষণ দও বলে, বাসু বাবু বলে এক ভদ্রলোক আছেন, যাকে টাকা দিলেই সিমেন্ট পাওয়া যায় এবং তিনটি মাত্র লোক যারা এখানে সিমেন্ট আনেন, একজন ৩,১০০ বেগ, একজন ৮৫০ বেগ আর একজন ৬৬১ বেগ এনেছেন, আর আমরা যারা দীর্ঘদিন ধরে দরখাস্ত করে আছি, তারা এক বস্তা সিমেন্টও পায় নাই কিন্তু এই সমস্ত সিমেন্ট তারা ব্লেকে বিক্রী করে, যারা নাকি দুর্নীতি পরায়ন কন্ট্রাক্টার আছে, তাদের কাছে। তার, আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেছি যে সিমেন্টের যে রেট তার এ্যাকচুয়েল রেট থেকে ১২ পয়সা করে বেশী নেওয়া হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি প্রশ্নোত্তরের সময়ে বলে ছিলাম যে আমাদের পি, ডবলিউ, ডি যে সমস্ত মেটেরিয়েলস কিনেন, তার অজস্র অপচয় হচ্ছে। পি, এ, সি রিপোর্ট যদি আপনারা দেখেন, তাহলে দেখতে পাবেন যে তাদের বিরুদ্ধে কত অভিযোগ, তারা কোন আইন মানে না এবং আইন না মানলে তাদের কোনও শাস্তি হয় না। মাননীয় স্পীকার স্যার, নিয়ম আছে যে তারা ষ্টক রাখতে পারেন এবং তার জন্য নিশ্চয় ষ্টক রেজিষ্ট্রার রাখতে হবে। আমি দেখছি যে সে ষ্টক নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বিশ্রামগঞ্জে আমি দেখেছি যে সিমেন্ট চাক্কা হয়ে গেছে এবং চাক্কা হয়ে যাওয়ার পর সেগুলিকে ফেলে দেওয়া হল। এবং আমরা আরও দেখেছি যে বাদ বাকী সমস্ত সিমেন্ট গায়েব হয়ে গেল, কোন কোন ষ্টক থেকে মিসিং হচ্ছে। যদি ষ্টক রেজিষ্টার না রাখা যায়, যেখানে একজন ইঞ্জিনীয়ার চলে যাচ্ছেন, আর একজন ইঞ্জিনীয়ার আসছেন, সেখানে আমরা কি করে রেসপনসিবিলিটি ফিক্সড করব, এটা কার সময়েতে হয়েছে এবং এর জন্য দায়ী কে? এই রেসপনসিবিলিটি ফিক্সড করা পি, ডবলিউ, ডির মধ্যে কোন সময়ে হয়নি। এই কারণে আমরা দেখছি যে পি' ডবলিউ, ডি একটা দুর্নীতির আড্ডা খানায় পরিণত করা হয়েছে। সব চেয়ে যারা দুর্নীতি পরায়ণ কনট্রাক্টার, তাদের সবচেয়ে বেশী খাতির সেখানে এবং যারা বেকার, যারা ছোট ছোট কন্ট্রাক্টার তারা সেখানে কোন রকমের পাত্তা পাচ্ছে না। তাদের কি করে এনলিষ্টেড করেন, তা জানি না, তাদের ফাইনানসিয়েল ইন্টিগ্রিটি দেখা হয়, সেই সমস্ত কারণে যাদের সেই রকম ব্যাংক বেলেন্স নেই, তারা ওদের সংগে কম্পিট করতে পারেন না। কাজেই অল্প কয়েকজন রাঘববোয়াল, মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি সব কর্মচারী এবং ইঞ্জিনীয়ারদের দুর্নীতিপরায়ণ বলছি না, কিন্তু বিভিন্ন স্তরে কয়েকজন দুর্নীতিপরায়ণ রয়েছেন যারা এই সমস্ত কন্ট্রাক্টারদের সংগে একত্র হয়ে টাকা পয়সা লুঠ করছেন এবং আমাদের রাস্তাগুলি কর্দমাক্ত থেকে যাচ্ছে, আমাদের পুল হচ্ছে না, আমাদের অন্য যে সমস্ত কাজকর্ম তার মধ্যে আমরা দেখছি, একটা চরম অবনতি ঘটছে, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে ডিমাণ্ডগুলির জন্য অর্থ বরাদ্দ চেয়েছেন, ২৭, ২৮, ৪১, ২৫, ২৬, ৩৯ এবং ৪০ এতে মূল বাজেটের একটা বিরাট অংশ রয়েছে, আমি এটাকে সমর্থন করছি। সমর্থন করে আমি কয়েকটি কথা বলছি। আমাদের এই যে পি, ডবলিউ, ডিপার্টমেন্ট, সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের ভৌগলিক যে

অবস্থা, তার পরিপ্রেক্ষিতে এই ডিপার্টমেন্টটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে যোগা-যোগ ব্যবস্থা বলতে পূর্বে কিছুই ছিল না। এই ডিপাটমেন্ট থাকার দরুন, আজকে কমিউ-নিকেশান এবং কন্ট্রাকশান অব রোডস, বিল্ডিংস্ এ্যাণ্ড ব্রীজ এগুলি হচ্ছে। আমার যতদূর স্মরণে পড়ে যে আমরা ১৯৭০ ইং সনে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করেছিলাম যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আর্থিক অসঙ্গতির কথা বিবেচনা করে, তারা যেন আসাম-আগরতলা রাস্তার ব্যয়ভার গ্রহণ করেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার সেটা মেনে নিয়েছেন। যার ফল স্বরূপ আজকে আসাম-আগরতলা রাস্তার ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেছেন। এখানে কথাটা আসছে, এই কারণে যে আমাদের তৎকালীন যে ব্যয় বরাদ্দ ছিল সেটা কোন সময় পি, ডবলিউ, ডি, খাতে ৩ কোটি উঠেনি। কিন্তু আমরা দেখেছি তখন এই ৩কোটি টাকার মধ্যে আমরা গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য রাস্তাঘাটে পুল করতাম এবং তার সংগে সংগে আমাদের ষ্টেট বাজেট থেকে এই অংক থেকে রাস্তাঘাটের জন্য একটা বিরাট ব্যয় করতাম। কিন্তু আজকে গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া সেই রাস্তার ব্যয় ভার গ্রহণ করার পরেও সেইভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সুন্দর হওয়া উচিত ছিল। তা হচ্ছে না এটা আমরা স্বীকার করি। বছর দিন আগে যাবত মনে হচ্ছে নুতন রাস্তা এবং পুরাতন রাস্তা ব্লক ইত্যাদি পি, ডবলিউ, ডি, থেকে যা করা উচিত ছিল, মেরামত তাও হচ্ছে না। তার উত্তর আশা করি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে পাব। উদয়পুর কিল্লা রাস্তা যেটা আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল সেই রাস্তাটা আজকে পাঁচ বছর যাবত হচ্ছে না। হচ্ছে না ধর্মনগরের খেদাছড়া অঞ্চল যেখানে মিজোরা আক্রমণ করছে। সেখানকার আদিবাসীরা মিজোদের আক্রমণে বার বার পর্যাদস্ত হচ্ছে। জিরানীয়া ব্লকের রাণীর বাজারের রাস্তা হচ্ছে না। সেখানে কমিউনিকেশানের অসুবিধা। পুরাণো রাণীর গাঁও জারুল বাচাই রাস্তা সেটাও হচ্ছে না। সেটা পি, ডব্লি, ডি, এর রাস্তা। কিন্তু লোকে বলছে সরকারী নয় বেসরকারী রাস্তা, সেগুলিও রাতারাতি সয়েলিং হয়ে যায়। এই যে একটা দৃষ্টি ভঙ্গী, সেই দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের পাল্টাতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জিরানীয়া ব্লকের প্রাইমারী হেলথ সেণ্টারে যাওয়ার জন্য ছোট একটা রাস্তা আধা ফার্লং হবে। সেই রাস্তাটা বহু বছর ধরে হচ্ছে না। আমার মনে হয় আমাদের আইন মন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী গিয়েছিলেন এক বছর আগে। সেখানে তিনি দেখেছেন লোক যাতায়াত করতে পারছে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তিন বছরের মধ্যে এক টুকরা মাটিও রাস্তায় পড়েনি। কাজেই এই যে বিরাট অংক পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট, এক কোটি টাকা ধরা হয়েছে সেখানে গ্রামের যোগাযোগের উপর সেই টাকাটা তো আমাদের ষ্টেট বাজেট থেকে খরচ করতে হচ্ছে না। সেটা কেন পারল না সেটা আমরা বুঝি না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আর একটা কথা হচ্ছে এই ডিমাণ্ড নাম্বার ২৫—যেটা ইরিগেশান নেভিগেশান, এমব্যাঙ্কমেন্ট ড্রেনেজ ওয়ার্কস (নন্-কমার্শিয়াল) সেটাতেও যথেষ্ট টাকা ধরা হয়েছে। কিন্তু সেখানেও দেখবেন যে সেখানেও ফ্লাড প্রটেকশান, বাঁধ এবং স্লুইস গেট সেগুলি অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলছে। কোন কোনটা ড্রপ হয়ে গেছে। যেমন আমাদের খুমুমা নদীতে রাধামোহনপুর মৌজায় সেখানে একটা স্লুইসগেট হয়েছিল ৭ বছর আগে কিন্তু আজকে সেটা ভেঙে যাওয়ার পর আজ পর্যন্ত

সেখানে স্লুইস গেটের ব্যবস্থা হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না আমি বুঝি না। তবে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি যাতে এই কাজগুলি দ্বারা আজকে কৃষকের ফসল উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে পারবে যে কাজগুলি দ্বারা সেচ ক্ষেত্র বেড়ে যাবে সেই সমস্ত কাজগুলি জরুরী ভিত্তিতে হাতে নেওয়া উপযুক্ত মনে করি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি জানি জুলোজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া কতগুলি ডীপ টিউবওয়েলের কথা সাজেষ্ট করে গেছেন। আজকে দুই বছর তিন বছর পরেও তাদের রিকমেণ্ডেশনের পরেও আজকে সেই ডীপ টিউবওয়েলগুলি সেখানে বসানো হচ্ছে না। কাজ হচ্ছে না। আমি জানতে চাই সরকারের কাছে যে এইগুলি না হওয়ার কারণ কি? বরাদ্দের অভাব টাকার অভাব রয়েছে এটা আমি মানতে পারি না। কাজেই এর মধ্যে কি কারচুপি রয়েছে, এর মধ্যে কি অসুবিধা রয়েছে, এর মধ্যে কারো অবহেলা আছে কিনা সেটা আমাদের মন্ত্রীদের খতিয়ে দেখার জন্য অনুরোধ করব এবং সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আর একটা জিনিষ হচ্ছে এই যে, আমাদের ইলেকট্রিসিটি স্কীম সম্পর্কে। সেটা বিরাট একটা অংক। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে বিদ্যুৎ সম্পর্কে বহু কথাবার্তা হয়ে গেছে এই হাউসে। উত্তপ্ত আবহাওয়া দেখেছি আমরা। কিন্তু আজকে সরকার যেখানে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন ফর্মালিটিজ রক্ষা করে সেটা করতে গিয়ে অসুবিধা আছে, জরুরী অবস্থাতে কোন কোন জায়গায় কাজ না করেও পারা যায়। সেটা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় পাক্ষিকতি যদি দেখা যায়, কারো কারো ব্যক্তিগত কোন ইচ্ছা প্রকাশ করার জন্য তাহলে সেটাতে অসন্তোষ নিশ্চয়ই আসবে এবং হাউসে এবং হাউসের বাইরে সর্বত্রই অসন্তোষ আসবে। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছি যে সরকার এই যে বিরাট একটা অংশ বাজেটের টাকা সেটা খরচ করবেন। আর একটা কথা বলছি যে মাননীয় লীডার অব দি অপোজিশান বলেছেন যে ওরা বরাদ্দ চাইছেন, এদের লজ্জা করে না। আমি উনার কথার সংগে একমত নই এবং আমি মনে করি উনি কথাটা ঠিক চিন্তা করে বলেন নি। কারণ আমরা যদি বরাদ্দ পাশ না করি তাহলে সেটা থেকে অমুক রাস্তা অমুক পুল হচ্ছে না সেটা কি করে বলব। টাকাই যদি বরাদ্দ না করে দিলাম তাহলে সেই টাকা খরচ করার জন্য কি ভাবে ব্যবস্থা হবে। সেটা আমরা ভেন্টিলেট করব কি করে এবং সরকার কি ভাল জিনিষ করছেন সেটা জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করব কি করে আমি বুঝতে পারছি না। তিনি লীডার অব দি অপোজিশান হয়ে তিনি এর দ্বারা কি বুঝাতে চাইছেন আমরা বুঝতে পারছি না যে তিনি বাজেট পাশ করে দিতে চান কি না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার সময় নাই,। এই যে ৭টা ডিমাণ্ড বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, আমি তা সমর্থন করি। সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—শ্রীনরেশ চন্দ্র রায়।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বাতিটা নিভিয়ে দিন স্যার, (হাস্যধ্বনি) মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমাদের ত্রিপুরার যে দিকে লক্ষ্য করা যায় সেই শহর থেকে আরম্ভ করে গ্রাম গ্রামাঞ্চলের রাস্তা ঘাটের দিকে যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাই যে

সমস্ত জায়গায় পি, ডাবলিও, ডি, থেকে রাস্তা করার কোন সম্ভাবনা ছিল না এই সরকারের চেষ্টায় সেই সমস্ত দুর্গম এলাকাতেও পি, ডাবলিও, ডি অর্থাৎ এই ত্রিপুরা সরকার রাস্তা করতে সক্ষম হয়েছেন। অনেক সময় আমরা বলি দুই একটা মেইন রাস্তা সেগুলি ছাড়া আর অন্য রাস্তাগুলি পি, ডাবলিও, ডি, দেখে না এটা ঠিক নয়। পি, ডাবলিও, ডি'র রাস্তা ত্রিপুরার চারিদিকে প্রসারিত। গ্রামাঞ্চলে আমরা আজকে দাবি করছি এই সব রাস্তা মেটেলিং করা হউক কেন করছি—যেহেতু রাস্তা হয়েছে যেহেতু রাস্তা পেয়েছি সেজন্য সেটাকে আরও প্রশস্ত করার এবং মেটেলিং করার প্রশ্ন এসেছে এবং তা আজ গ্রামাঞ্চলে এসেছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের ত্রিপুরার যোগাযোগের ব্যবস্থার জন্য যে কয়টা উল্লেখযোগ্য ব্রীজ করা হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখযোগ্য ব্রীজগুলির সঙ্গে তুলনা করলে আমাদের এই ব্রীজগুলি নগণ্য নয়। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে এই ব্রীজগুলির জন্য। আগরতলা থেকে উদয়পুর যাওয়ার পথে মেইন রাস্তার উপর যে ব্রীজ আগরতলা থেকে কৈলাশহর যাওয়ার পথে যে ব্রীজ আগরতলা থেকে অমরপুর যাওয়ার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে সুতরাং কিছুই করা হয় নাই এই সরকার রাস্তা ঘাটের কোন ব্যবস্থা করেন নাই পি, ডাবলিও, ডি, শুধু একটা দুর্নীতির আড্ডা কোন রেস্পন্সিবল্ ব্যক্তি কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি এই কথা বলতে পারেন না। তবে বলতে পারেন এই জন্য মাননীয় অপজিশান পার্টির সদস্য বলেছেন, আমরা ভগবান মানি না ভগবানে বিশ্বাস করি না যারা নাস্তিকবাদী তারা ছাড়া এই রকম বিরোধীতা করতে পারেন না। যারা ভগবানে বিশ্বাস করে তারা এই কথা বলতে পারেন না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভারতের সংস্কৃতির ভারতের ধর্মবাদের মধ্য থেকে এই কথা বলা যায় না তার প্রমাণ আছে। আমার মাননীয় সদস্যদের জামার হাতার কজীর কাপড় তুললে দেখা যাবে তাদের হাতে নানা রকমের তাবীজ কবচ রয়েছে নাস্তিকতার বুলি শুধু মুখে বলা যায় কিন্তু তাদের হাতে রয়েছে আস্তিকতার চিহ্ন। এটা তারা প্রকাশ করতে চায় না এই যে গোপনীয়তা আমাদের শাস্ত্রে আছে এই গোপনীয়তা পাপ। এই পাপের জন্যই আপনারা আজকে সারা ভারতের মধ্যে এত শিবরাত্রির সলতের মত অবস্থা। ভারতের কোথাও বাতি দেবার মত লোক নাই একমাত্র ত্রিপুরাতে একটি সলতে আছে। এর কারণ কি যেহেতু ভগবানে বিশ্বাস করেন না সেজন্যই দুরবস্থা। এটা সত্যি ত্রিপুরাতে ২৫ বছর পূর্বে কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না ২৫ বছর পূর্বে আমাদের দেশে যে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভাব ছিল সেই অন্ধকারে আলো জুগিয়েছে এই ত্রিপুরা সরকার। (গণ্ডগোল) এই যে যোগাযোগের ব্যবস্থা এটা অতি সহজে হয়েছে এই সরকারের প্রচেষ্টায় সেই সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা আজকে গ্রেনেট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে তারা আজকে সেইসব ব্রীজ উড়িয়ে দেওয়ার জন্য লাল সেনা রেখে সেগুলি উড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে। এই চক্রান্ত সেটি কোন সভ্য দেশের মানুষ সহ্য করবে না। তারা দেখছে আজকে তারা বিভিন্ন জায়গায় তারা জনসাধারণের কাছে মার খেয়ে খেয়ে নাস্তানাবুদ হচ্ছে। সেই জনসাধারণকে অন্ধকারে রাখার জন্য আজকে তারা রাস্তা ঘাট উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে সেজন্য তারা আজকে পুলিশের বাজেটের বিরোধীতা করছে। তারা বলছে পুলিশের দরকার নাই পুলিশ তারা,

ত্রিপুরাতে থাকতে চায় না। কারণ পুলিশ যদি থাকে তাহলে তারা দুর্নীতি হামলাবাজী করতে পারবে না। কিন্তু আমরা তাদের প্রতিরোধ করব এবং ত্রিপুরা সরকার সেই জন্য যত বাধাই আসুক না কেন যোগাযোগ ব্যবস্থা সেল্ফসাফিসিয়েন্ট করার জন্য সরকার বদ্ধ পরিকর। মাননীয় স্পীকার আর একটা পয়েন্ট সেটি হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেন্ট। এই ব্যাপারে আমার একটা সাজেশান আছে যে ত্রিপুরাতে ইলেকট্রিকের ব্যবস্থা হয়েছে সেই ব্যবস্থা আরও সুন্দর, আও সুষ্ঠ হবে বলে আমার ধারণা এখানে যদি ইলেকট্রিসিটি বোর্ড হয়। যদি ইলেকট্রিক বোর্ডের মাধ্যমে কাজ হয় তাহলে আমরা আরও সহজে বিভিন্ন দিকে ইলেকট্রিসিটির ব্যবস্থা করতে পারব। সরকারী ভাবে যদি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে ভার দেওয়া যায় তাহলে তাদের রেস্পেনসিবলিটি আসবে এবং তার মাধ্যমে আমাদের যে ইলেকট্রিসিটির খরচ সেটিও কমে যাবে। আজকে যাতে গ্রামে ঘরে যাতে সমস্ত জায়গায় ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় ইলেকট্রিক পৌছে দিতে হয় তাহলে আমার মনে হয় আমরা যদি ইলেকট্রিক বোর্ড করে সেই প্রচেষ্টা চালাই তাহলে আমাদের পক্ষে ইলেকট্রিক সাপ্লাই দেওয়া সহজ হবে এবং এই সমস্ত কাজের মধ্যে যত বাধাই আসুক আমরা তা প্রতিরোধ করব। আমি আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি এই খরা পরিস্থিতির মধ্যেও বিভিন্ন জায়গাতে যে সমস্ত ছোট ছোট বাধ দেওয়া হয়েছে সেগুলি একদল সমাজ বিরোধী লোক সেই সমস্ত বাধ কেটে দিচ্ছে। আমার কাছে প্রমান আছে (গণ্ডগোল) এই খরা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলার জন্য ত্রিপুরা সরকারকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই দেশের মানুষকে বিপথে চালিত করার জন্য তারা এই খরা পরিস্থিতিতে মানুষকে মারার জন্য এই সব ষড়যন্ত্র করছে। বিভিন্ন জায়গায় সরকার বাধ দিয়েছে বাধ দিয়ে সরকার কৃষকদের জলসেচের ব্যবস্থা করছে সরকার খাদ্যের উৎপাদন বাড়িয়ে তুলার জন্য চেষ্টা করছে আর এটা করতে সরকার যেখানে বদ্ধপরিকর সেখানে তারা সেই সব বাধ কেটে দিচ্ছে সেখানে ছোট ছোট বাধকে ধ্বংস করছে। সেজন্য আমি অনুরোধ রাখব এই খরার দিকে লক্ষ্য রেখে বিশেষ করে যারা দুর্নীতি পরায়ন যারা সমাজদ্রোহী তাদের যে কোন ভাবে প্রতিহত করার আবেদন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীবিনয় ভূষণ বানার্জী।

শ্রীবিনয় ভূষণ বানার্জী :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে আমাদের মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যে ডিমাণ্ড রেখেছেন আমি তা সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আমি আমার বক্তৃতার প্রারম্ভেই বিরোধী দলের নেতা মাননীয় নৃপেন্দ্র বাবু যে কথা বলেছেন এ কথা উনার মনের এটি সত্যি কথা। এ কথা থেকে উনার দলের যে মতবাদ সেই মতবাদের প্রথম কথা হল যে তারা ধর্ম বিশ্বাস করেন না। ধর্ম—আমরা জানি ধর্ম মানুষকে মহান করে মানুষকে পবিত্র করে মানুষকে বিশ্বপ্রেমিক করে। তারা ধর্ম্ম মানেন না এটা তাদের চরিত্রের মধ্যে এই জিনিষটা নাই। ধর্ম্মের ভিতর যে মানবতা বোধ যে বিশ্বপ্রেম সেই বিশ্বাস নাই (গণ্ডগোল) সামাজিক ব্যভিচার করতে পারে তারা যে কোন—যুক্ত ফ্রন্টের আমলে কলিকাতায় রাজত্ব করেছিলেন—কাজেই ধর্ম মানেন না বলেই তাদের মনের মধ্যে এই প্রেম ভাব আসে নাই এটা আসা অসম্ভব। কাজেই মাননীয় সদস্য নৃপেন্দ্র বাবু

বলেছেন এটা তার ধর্মের কথা উনি বলেছেন। তবে আমি তাকে অনুরোধ করব কাজেই ধর্ম যে মহান পবিত্রতা আনে, যে প্রেম আনে তা তাঁদের মধ্যে পাওয়া অসম্ভব। এটা বাস্তব সত্য। মাননীয় সদস্য নৃপেন বাবু যে কথা বলেছেন সেটা তাঁর মর্মের কথা। আমি তাঁকে অনুরোধ করব এই হাউসে যে কথাটা বলেছেন, সেটা জনতার দাবী, তাদের সামনে জনসমক্ষে সেই কথাটা তুলে ধরুন যে আমরা ধর্ম মানি না, ধর্মে বিশ্বাস করি না। কিন্তু আমার মনে হয় একথা সেখানে বলার সাহস তাদের হবে না। কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এখানে বলছি যে মাননীয় বিরোধী দলের নেতাকে যে উনি যে কথাটা বলেছেন, সেটা তাঁদের দলের যে লক্ষ্য, তাঁর দলের যে চরিত্র, সেটাই বার বার আমাদের সামনে তাঁরা বলেন। কাজেই তাঁদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ধ্বংস, আর আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে গড়া। তার জন্য আমাদের তাঁদের কথায় কিছু যায় আসে না, আমরা সব সময়ে সচেতন। আমাদের দৃঢ় হয়ে জনতার প্রয়োজনে জনদরদী হয়ে আমাদের কাজ করা দরকার। তারা যত কিছুই বলুক না কেন, আমরা আমাদের কাজ থেকে বিচ্যুত হব না। শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত বলেছিলেন যে আজকে আমার ভাবতে লজ্জা হয়, অত্যন্ত দুঃখ হয় যে কমিউনিষ্ট পার্টি পিতা মরলে শ্রাদ্ধ করে, মাতা মরলে শ্রাদ্ধ করে, এই যে কাজগুলি এটা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের কথা। কিন্তু এটা বাস্তব সত্য। আমি মাননীয় সদস্যগণকে একথা বলব যে আপনারা ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণকে এই মহান কর্তব্যবোধে দায়িত্ববোধে, জাগিয়ে তুলুন যদি আপনাদের সাহস থাকে। কিন্তু আমি জানি বন্ধু আপনাদের সেই সাহস হবে না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার দুই চারিটি বক্তব্য এখানে পি,ডব্লু,ডি, সম্বন্ধে রাখছি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ডিপার্টমেন্ট। ইলেকট্রিসিটি সম্বন্ধে আমি আমার বক্তব্য অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করব। মাননীয় স্পীকার, স্যার, একটা জিনিষ আমরা দেখতে পাই যে ইলেকট্রিক চার্জ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম ধরা হয়েছে। যেমন নর্থে একটা ইউনিট আছে সেখানে ৫৬ পয়সা ইউনিট, আর সদরে ধরা হয়েছে ৫০ পয়সা ইউনিট সাউথে ধরা হয়েছে ৫০ পয়সা উনিট। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, জানতে চাই আপনার মাধ্যমে এই যে ত্রিপুরায় বৈষম্যমূলক মনোভাব এটা কেন? কেন ওখানে ৫৬ পয়সা, এবং এখানে ৫০ পঃ? এবং আমি জানি এই সম্পর্কে গেজেট নোটিফিকেশান পূর্বে হয়েছিল। যদি ত্রিপুরায় এই আইনটার এই উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে যে ঐ অঞ্চলে ইলেকট্রিসিটি কম ব্যায় হয় তার জন্য তাদের অতিরিক্ত চার্জ দিতে হবে এবং আগরতলা শহরে ইলেকট্রিসিটি বেশী ব্যায় হয়, তার জন্য তাদের কম চার্জ দিতে হবে, তা হলে আমি এই কথা বলতে চাই যে এই যে কৃষক, সাধারণ মানুষ, যাদের উৎপাদনের উপর এই রাজধানীর মানুষ সবচেয়ে বেশী ভোগ করে সেইদিকে লক্ষ্য সমস্ত কিছু সমভাবে বন্টন করা হউক। কাজেই আপনার মাধ্যমে আমি আবেদন রাখব। এই যে বৈষম্য মূলক আচরণ, তা দূর করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আবেদন রাখব। একই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এই বৈষম্য মূলক আচরন, বর্ত্তমান সরকারের চিন্তাধারা হওয়া, সেটা উচিত নয় বলে আমি মনে করি। আমি এইখানে আরেকটি কথা বলব, পি,, ডবলু, ডি এমন একটি বিভাগ মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই বিভাগের উপর এই মন্ত্রীসভার যত কিছু পরিকল্পনা আছে, সেইগুলির রূপায়নের দায়িত্ব এই ডিপার্টমেন্টের সংগে বিভিন্ন ভাবে জড়িত। কাজেই এই ডিপার্টমেন্টের যাঁরা পরিচালক, আছে, যারা কর্মী আছে,

তাদের উপর নির্ভর করছে সারা ত্রিপুরার এই যে বাজেট পেশ করা হয়েছে সমস্ত সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য. তার যে চিন্তাধারা, তাকে রূপায়িত করার বিশেষ দায়িত্ব তাদের উপর। তার মধ্যে আছে বাঁধ নির্মাণ করা, জলসেচের ব্যবস্থা করা, এবং কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি করা। কৃষির উৎপাদন বাড়লে আমাদের ইণ্ডাস্ট্রী বাড়বে, কাঁচামাল আসবে। আমাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্ত হবে। কাজেই এই যে ডিপার্টমেন্ট, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ডিপার্টমেন্ট, কাজেই এই ডিপার্টমেন্টের যে ব্যয়, সেটা ঠিক ঠিক ব্যয় যে সমস্ত প্লান প্রোগ্রাম আছে, সেগুলি যথাযথভাবে রূপায়িত করার মাধ্যমে আমার আছে বেকার সমস্যা সমাধানের পথ, আমার আছে ত্রিপুরার উন্নয়নের পথ আমার আছে ঘাটতি খাদ্যাবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ। এই যে ডিপার্টমেনট তার সংগে অন্যান্য ডিপার্টমেন্টগুলি অংগাংগিভাবে জড়িত, কৃষকদের মানউন্নয়ন থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছু এর উপর নির্ভর করছে। তাই মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আবেদন রাখব যে সমস্ত পরিকল্পনাগুলি এবং প্রকল্পগুলি গ্রহণ করে যথাসময়ে রূপদান করবার জন্য মন্ত্রী পরিষদ যেন সচেষ্ট থাকেন আমি আমার স্থানীয় কয়েকটি বিষয়ের ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই। সল্টিছড়া একটা বাঁধ সেই বাঁধের মাধ্যমে বহু জমি চাষের মধ্যে আমরা আনতে পারি। যে কৃষক আজকে খরা কিংবা ঝড়ার দিকে লক্ষ্য রেখে নিজের জীবনের সমস্ত কিছু থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, কোন কোন সময় হয়তো খরায় তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে আবার কোন কোন সময় অতিরিক্ত বন্যায় তাদের জমির ফসল ভাসিয়ে নিয়ে যায়, এই যে প্রকৃতির রুদ্র রোষে, এবং যে প্রকৃতির আবহাওয়া, তার থেকে তাদের মুক্তি পেতে হলে এই সমস্ত বাধ করা দরকার। নব মন্ত্রী পরিষদ ক্ষমতায় আসার পর বর্তমান খরা যে হতাসা এনে দিয়েছে জনমনে, সেন্ট্রাল থেকে যে টাকা বরাদ্দ আছে তাদের সেই থেকে মুক্তি দেবার জন্য, তাকে রূপদান করার জন্য প্রত্যেকের দায়িত্ব এবং যাদের উপরে এর বিশেষ দায়িত্ব আছে, তাদের কাছে আমি আবেদন রাখব দেশের এই বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবিলা করবার জন্য রাজনীতির উর্ধে থেকে যে সমস্ত কর্মচারী যেসব ক্ষেত্রে কাজ করছেন, তাদের প্রত্যেকে যেন এই সমস্যা সমাধানের দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করেন। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে মানুষের মনে যে ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছে সেটা রাজনৈতিক ব্যবসা নিয়ে কেউ যদি না যায়, তাহলে আমরা বিশ্বাস করি যে এর মোকাবিলা আমরা করতে পারব। তাদের এই যে হতাশার মনোভাব, তাদের মনে যাতে আমরা আশা আকাংখা জাগিয়ে তুলতে পারি সেইদিকে লক্ষ রেখে এই বাজেটে বরাদ্দকৃত টাকা ঠিক ঠিক ভাবে যাতে ব্যয় হয়, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—The House stands adjou rned till 3 P. M.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীরাধারমণ নাথ।

শ্রীরাধারমণ নাথ :— মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে সমস্ত ডিমাণ্ড এখানে পেশ করেছেন আমি সেইগুলিকে সমর্থন করি এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি কিছুটা বক্তব্য রাখছি। পি, ডব্লিউর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো স্যার, যে যথেষ্ট টাকা এখানে প্রত্যেক বৎসরে, রাখা হয় কিন্তু আমরা দেখি সমস্ত বৎসর কাজকর্ম অত্যন্ত কম হয় এবং বছরের

শেষের দিকে কাজের ভিরিক পরে যায়। যার ফলে সেই টাকাগুলি খরচ হতে পারে না বা কাজগুলি শেষ হয় না। তার জন্য আমার সাজেশন হচ্ছে বছরের প্রথম দিক থেকেই যাতে পরিকল্পিত কাজগুলি হাতে নেওয়া হয় সেইদিকে যেন পি, ডব্লিউ ডিপার্টমেণ্ট দৃষ্টি রাখেন। আর ইণ্ডাষ্ট্রি সম্বন্ধে আমার বলার আছে, আজকে আমাদের ত্রিপুরায় যে বেকার সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং ত্রিপুরার ইণ্ডাষ্ট্রির জন্য যে পরিমাণ টাকা বরাদ্দ আছে সেই সমস্ত টাকা যদি ঠিক ঠিক খরচ হয় তাহলে এই বেকার সমস্যার একটা সমাধান হতে পারে। এর মধ্যে অনেকটা ব্যবস্থা হয়েছে। আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলছি যে আজকে ত্রিপুরায় তাঁতীর সংখ্যা প্রচুর কিন্তু সূতার অভাবে আজকে হাজার হাজার তাঁতী বেকার বসে আছে। ওরা অন্য কোন সুযোগ সুবিধা করতে পারছে না। অথচ তাদের ডিমাণ্ড এমন কিছু বেশী নয়। সামান্য কিছু টাকা আমি অনেক জায়গায় ঘুরে ঘুরে দেখেছি যে ২০০ থেকে ৫০০ টাকা সাহায্য পেলে এই ছোট ছোট যারা তাঁতী তারা নিজেরা খেয়ে বেঁচে থাকার মত একটা ব্যবস্থা করে নিতে পারে। আজকে বাজারে কোথাও সূতা পাওয়া যাচ্ছে না। আমি শুনেছি এখানে সূতার কন্ট্রোল আছে, ডিলারশিপ আছে অনেক কিছু আছে কিন্তু গ্রাম ত্রিপুরায় এই গুলির কোন ব্যবস্থা নেই। যার ফলে গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত তাঁতীরা আছে তারা এই সমস্ত সুযোগ পাচ্ছে না। তাদের জীবন আজকে বিপন্ন। কাজেই আমি আপনার মাধ্যমে এই হাউসকে অনুরোধ করবো যে গ্রাম ত্রিপুরার যে সমস্ত গরীব তাঁতীরা আছে তাদেরকে যাতে রীতিমত সূতার সরবরাহ হয় সেই দিকে এই হাউস দৃষ্টি দেবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখানে কয়েকটা প্রশ্ন রেখে-ছিলাম যে এই শিল্প দপ্তরে বহু মুল্যবান জিনিসপত্র যেগুলি অনেক টাকা দিয়ে খরিদ করা হয়। কিন্তু গাইডেন্সের অভাবে বা রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেই জিনিষগুলি অনেক চুরি হয়েছে, অনেক খোয়া গেছে। এই অ্যাসেম্বলিতে আমি প্রশ্ন করেছিলাম সেই প্রশ্নের জবাবে যারা শিল্প দপ্তর থেকে এসেছিলেন তারা স্বীকার করছেন যে বহু মুল্যবান জিনিস চুরি হয়েছে এবং সেইগুলি পুলিশের তদন্তাধীন আছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো স্যার, যে জিনিসগুলি চুরি হয় নাই সেইগুলি কি করে পুলিশ তদন্ত করছে এবং সেইগুলি উদ্ধার করবে। যেমন ১৯৭০ ইংরাজীতে প্রায় সাড়ে আট হাজার টাকার দামের কিছু পাট শিল্প দপ্তর থেকে চুরি হয়েছে কিন্তু প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে সেইগুলি পুলিশের তদন্তাধীন আছে কিন্তু—

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, শিল্পের উপর এখন আমাদের বলার কথা নয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— সেইটা এখনও মোভ হয় নি, আপনি অন্য প্রসংগে বলুন।

শ্রীরাধারমন নাথ :— তারপরে স্যার, ইরিগেশন এবং ইনভেষ্টিগেশন সম্বন্ধে আমার বলার আছে যে সাব ডিভিশনগুলিতে, ইরিগেশন এবং ইনভেষ্টিগেশনের যে সমস্ত অফিসগুলি আছে সেই অফিসগুলিতে কি কাজ হচ্ছে সেইটা আমরা মোটেই বুঝতে পারছি না। আমি এখানে একটা উদাহরণ দিচ্ছি যে গত বছর বর্ষার সময়ে আমি ধর্মনগরে যে ইনভেষ্টিগেশন অফিস আছে সেই অফিসের এস, সি, ওর সংগে দেখা করি, কয়েকটা জায়গার কথা বলেছিলাম যে এক জায়গাতে নদী ভেংগে একটা গ্রাম নষ্ট হচ্ছে, একটা স্কুল ঘরের ছইবার স্থান পরিবর্তন

করতে হচ্ছে সেই নদীর ভাংগন থেকে স্কুল ঘরটিকে রক্ষা করবার জন্য বলেছিলাম কিন্তু সেইটা সম্পর্কে সুদীর্ঘ আট বছর চলে গেল আজ পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থা দেওয়া হয় নি। বুরো ধানের একটা মাঠ আজকে ২৫/৩০ বছর যাবত পি ডব্লিউর সেই ইনভেষ্টিগেশন অফিসের সংগে যোগাযোগ করা হচ্ছে কিন্তু আজ ২৫ বছর যাবত সেই মাঠটির কোন ব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত সরকার থেকে করা হয় নি। আজকে সেই মাঠের কাছাকাছি যে সব বাসিন্দারা আছেন তাদের একমাত্র বাঁচার উপায় হলো ঐ মাঠ। সেই উরোয়া মাঠে গত ৪০ বছর ধরে কোন সেচ হচ্ছে না। কৃষকেরা ক্ষেত করলে পরে বন্যায় সেই ক্ষেত নষ্ট করে দেয়। তাই আমার বক্তব্য হচ্ছে যে সমস্ত টাকা সরকার বরাদ্দ করেন তা যাতে যথাযথভাবে সদ্ব্যবহার হয় সেইদিকে লক্ষ্য দেওয়া উচিত। তাহলে গ্রাম দেশের বা সুদূর পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র কৃষকদের অনেক উন্নতি সাধিত হবে এই বলে আমি বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে দিন থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে মন্ত্রীসভা হয়েছে, সেদিন থেকে আমরা আমাদের বিরোধী দলের থেকে একটা মাত্র কথা শুনতে পাই, সেটা হচ্ছে সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য কিছু করেনি এবং এখনও করছে না। আমরা যে ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য কিছু করিনি এটা কিন্তু তারা জনসাধারণের কাছে গিয়ে বলতে পারেন না। কারণ জনসাধারণ জানে, সরকার তাদের জন্য কি করেছে এবং ভবিষ্যতে আরও কি কি করবে। আমাদের অপজিশান লীডার এখানে একটা কথা বলে গিয়েছেন, সেটা হচ্ছে তিনি নাকি ধর্ম মানেন না, কেন না ধর্ম তাদের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আমি বলব আমরা ধর্ম জিনিষটাকে মানি এবং সেই ধর্মের কাজ করতে গেলে আমাদের কি কি করতে হবে, সেটাও আমাদের জানা আছে। কাজেই মানুষের উপকার করতে গেলে যেসব কাজ করতে হবে, সেটা আমাদের করতেই হবে, আর তা না হলে আমরা মানুষের প্রতি আমাদের ধর্ম ঠিক রাখতে পারব না। তাই কাজের মাধ্যমে, আমরা মানুষকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি সেটা আমাদের পালন করতেই হবে। আজকে মাননীয় সদস্যগণ এখানে বলতে গিয়ে যার যার নিজের এলাকার কথা তুলে ধরেছেন, তাই আমার মনে হচ্ছে তারা প্রত্যেকে নিজের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে গেছেন, তারা ত্রিপুরার বাস্তব অবস্থার কথা এখানে তুলে ধরার বিন্দু মাত্র চেষ্টাও করেন নি। আমরাও এটা স্বীকার করছি যে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটী কর্ণারের যতটুকু উন্নয়ন করার দরকার, ঠিক ততটুকু করতে পারি নি। কিন্তু মাননীয় সদস্যগণ যদি ত্রিপুরা রাজ্য হিসাবে তার সামগ্রিক অবস্থার কথা চিন্তা করে, বিবেচনা করেন, তাহলে দেখবেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আমাদের পূর্ত্ত বিভাগ কোনও কাজ করছে কি করছে না। আজকে একজন সদস্য যে ভাবে নিজের এলাকার রাস্তাঘাটের ফিরিস্তি দিয়েছেন সেই অনুসারে সরকারকে যদি কাজ করতে হয়, তাহলে কাজের মত কোন কাজই হবে না। এই ব্যাপারে আমি কেন, সকল সদস্য যদি ভাল ভাবে চিন্তা করে দেখেন, তাহলে আমার সঙ্গে এক মত হতে পারবেন। এমন কি এই বছরের বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, তা দিয়েও ঐ সবগুলি করা সম্ভব হবে না। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যের বর্ত্তমান পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে, রাজ্যের প্রত্যেকটি কর্ণারে যাতে সেই সব উন্নয়নমূলক কাজ হতে পারে, সেজন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। তাই

আমাদের আস্তে আস্তে এই সবগুলি কাজ করতে হচ্ছে যাতে প্রত্যেকটি কর্ণারের মানুষ উপকৃত হতে পারে। এখানে মাননীয় সদস্য; নিশিবাবু বলেছেন কতগুলি রাস্তার কথা – যেমন মাতাবাড়ী টু মহারাণী, মাতাবাড়ী টু গর্জি, জামজুড়ি টু গঙ্গাছড়া এবং বাগমা টু নলছড় ইত্যাদি। এই সবগুলি রাস্তার কাজই যেন এই বছরের মধ্যে হয়, সেজন্য তিনি আবেদন করেছেন। কিন্তু আমরা কাজ করছি না, এমন নয়, আমরা সব জায়গাতেই কিছু কিছু কাজ করে চলছি। তাই মাননীয় সদস্যকে জানিয়ে দিতে চাই, জামজুড়ি টু গঙ্গাছড়া পর্যন্ত যে রাস্তা, সেটার জন্য ফাইনানশিয়েল মঞ্জুরী দেওয়া হয়ে গেছে। এরপরে আরও কোন্ কোন্ রাস্তার কাজ হাতে নেওয়া যায়, সেই সম্পর্কেও আমরা বিচার বিবেচনা করে দেখছি। তারপরে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের বিরোধী পক্ষের আর একজন সদস্য সমরবাবু ডিমাণ্ডগুলির উপর আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমে বলেছেন কোন কাজই হচ্ছে না। আবার বলতে গিয়ে বলেছেন ইরিগেশনের জন্য যে স্কীমটা হয়েছে, সেটা দিয়ে কোন কাজ হচ্ছে না। এখানে তিনি স্বীকার করে নিলেন যে আমরা কিছু না কিছু কাজ করছি। তবে এটা যন্ত্রপাতির ব্যাপার কিনা, মাঝে মাঝে এটা অচল হয়ে যেতে পারে, কিন্তু আবার এটা যন্ত্রপাতি ঠিক হলে পরে সচলও হয়ে যায় সরকার এর জন্য ৬ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা খরচ করেছেন, কাজেই বুঝা যাচ্ছে কাজ কিছু হচ্ছে। তারপরে তিনি আরও অভিযোগ করেছেন যে লিফট ইরিগেশন এর দ্বারা সেখানে কোন কাজ হচ্ছে না। এই প্রসঙ্গে তারও একটা প্রশ্ন ছিল, সেটা হচ্ছে ৪৪৯ নং প্রশ্ন, এটার উত্তরে বলা হয়েছে যে বাইল ইরিগেশান স্কীম যেটা আছে, সেটা ইন প্রগ্রেস এবং তার পিছনে আমাদের খরচ করতে হয়েছে ১ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা। আজকে একটা কথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে যারা ইঞ্জিনীয়ার তারা ইঞ্জিনীয়ারিং পয়েন্ট অব ভিউতে কাজ করে থাকেন, আর আমরা যারা নাকি টেকনিক্যাল পয়েন্ট সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই, তারা যদি বলি যে ইঞ্জিনীয়ারেরা যে কাজ করছে, সেটা ঠিক মত হচ্ছে না, তাহলে আমি মনে করি ভুল করা হবে। কিছুক্ষণ আগে আমাদের অপজিশান লীডার বলে গিয়েছেন যে তিনি কোন জায়গায় নাকি এমন সব ইঁট দেখে এসেছেন যা দিয়ে রাস্তার কাজ হচ্ছে, সেগুলি নাকি রোলার দিয়ে পিষলে পর পাউডার হয়ে যাবে। এই ধরণের কোন কিছু উনার মার্কসবাদে লেখা আছে কি না, আমার জানা নেই। এটা একটা টেকনিক্যাল ব্যাপার কাজেই, এই হিসাবে যদি বিচার করা হয়, তাহলে আমাকে বলতে হয় যে আমাদের যে সব ইঞ্জিনীয়ার আছে, তারাই বুঝবে যে কোন ইট কোন কাজে লাগবে আর কোনটা লাগবে না। কাজেই এই সম্পর্কে তিনি কেন, আমাদের মন্ত্রীসভাও যদি কিছু বলি, তাতে কোন ফল হবে না। তারপরে মাননীয় অপজিশান লীডার তাঁর বাড়ীর কাছে একটা রাস্তার কথা বলেছেন, সেটা যেন ভাল ভাবে করে দেওয়া হয়। কিন্তু সেই রাস্তা না হওয়াতে তার সমস্ত রাগ এসে পড়েছে ইঞ্জিনীয়ারদের উপরে এবং মন্ত্রী সভার উপরে। কাজেই এভাবে একটা ডিপার্টমেন্টকে দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের যেটা দেখতে হবে, সেটা হচ্ছে আমাদের কাজের অগ্রগতি কতটা হচ্ছে।

তারপরে তিনি আরও বলেছেন যে লাখ লাখ টাকার কাজ বড় বড় ঠিকাদারদের দেওয়া হয় আর যারা ছোট ঠিকাদার বা বেকার আছে তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে না। এখানে একটা জিনিষ লক্ষ্য করার বিষয়, সেটা হচ্ছে যদি সরকার ৫ লক্ষ টাকার একটা কাজ কোন বেকার

বা ছোট ঠিকাদারকে দেয় এবং সেই কাজ যদি ১ বছরের মধ্যে করতে হয়, তাহলে তাদের পক্ষে সেটা করা কোন দিনই সম্ভব হবে না। কাজেই এই ৫ লক্ষ টাকার কাজটা এমন লোককে দিতে হবে যার নাকি সেই রকম ক্ষমতা আছে এবং সেটা ঐ এক বছরের মধ্যে শেষ করতে পারবে। তবে আজকে যারা বেকার আছে, যাদের নাকি টেকনিক্যাল ব্যাপারে কিছু জানা নেই, আমাদের সরকার তাদেরকেও কিছু কিছু কাজ দিচ্ছে এবং টেকনিক্যাল ব্যাপারেও তাদেরকে কোন না কোন ক্রমে সাহায্য করছে। কাজেই এই দিক দিয়ে আমাদের পূর্ত বিভাগের সচেতন রয়েছেন। পূর্ত বিভাগের কাজ করতে হলে অনেক সময়ে সিকিউরিটি মানি যেটা ঠিকাদারদের জমা দিতে হয়, সেটা বাদ দিয়েও আমরা বেকারদের কাজ দিচ্ছি। কাজেই বেকারেরা কোন সুযোগ পাচ্ছে না, উনার এই কথা আদৌ ঠিক নয়। আমাদের যে সব কর্মচারী আছে এবং আমাদের যে সব ইঞ্জিনীয়ার আছে, তারা ঐ বেকারদের নানাভাবে কাজ পাওয়ার জন্য সাহায্য করছে। সুতরাং তারা কাজ পায় না, এটা ঠিক নয়। সরকার তাদের দিয়েও কাজ করাচ্ছে। তবে আমি বলব যারা নাকি কাজ জানে না, বা কাজ করার মত যথেষ্ট ক্ষমতা তাদের নাই, তারা সরকারী হউক আর বে-সরকারী হউক তাদেরকে কাজ দেওয়া হবে না। তার কারণ হচ্ছে, তাদের যদি আমরা কাজ দেই তাহলে আমাদের অগ্রগতির পথ আরও অচল হয়ে যাবে। তার পরে আমাদের কৃষকদের জমিতে জল সেচের ব্যাপারে লিফ্‌ট ইরিগেশন বলুন, আর ছড়া বা নালার মধ্যে বাঁধ বেঁধে জল সেচের ব্যবস্থার কথাই বলুন এগুলি তাদের চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট পরিমাণে করে দিতে পারছি না, এটা সত্য কথা, এটা আমরা নিজেরাও স্বীকার করি। তবু আমাদের সাধ্যের মধ্যে যতটা করার দরকার, সেটুকু আমরা করে যাচ্ছি। এটা জনসাধারণের কাছে গেলেই আপনারা জানতে পারবেন। বন্ধু যারা নাকি সরকারের প্রতিটি কাজে বাধা দেয় বা সরকার যে কাজ করছে তাতে কোন প্রকারের সাহায্য করছে না, তাদের কাছ থেকে আমরা কোন প্রশংসাই দাবী করি না। আমরা কি করেছি আর কি করিতেছি, সেটা জনসাধারণই জানে এবং জনসাধারণই আমাদের কাজের প্রশংসা বা নিন্দা করার মালিক, অন্য কেউ নয়। তাই বলছিলাম, আমাদের সাধ্যের মধ্যে যতটুকু কাজ করার প্রয়োজন সেটুকু আমরা করে যাচ্ছি। কারণ জনসাধারণ জানে এবং আমাদের সরকার জনসাধারণের সংগে যোগাযোগ করেন। কাজেই যতটুকু সরকারের সাধ্য আছে ততটুকু কাজ করছে এবং আজকে আমি এ কথা বলতে পারি যে রোড সংক্রান্ত যত কাজ এই বৎসরে পি, ডব্লিউ, ডি, বাজেটে ধরা ছিল তার চেয়ে বেশী কাজ করা হয়েছে এবং কমপ্লিট আমরা করতে পারি নি কারণ আমাদের সিমেন্ট বড় যথাসম্ভব আমরা যোগাড় করতে পারিনি চেষ্টা সত্বেও। যেখান থেকে এগুলি পাওয়া যায় সেখান থেকে আনতে পারিনি। তার জন্য ত্রিপুরাতে প্রতি বৎসরেই এটা হতে পারে না। কাজেই যতদিন পর্য্যন্ত এর সুরাহা না হবে ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের এই অসুবিধা ভোগ করতে হবে। আর একটা কথা আমরা শুনতে পারছি যে আমাদের সিমেন্ট যা নাকি অ্যালট হত ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য তা নাকি আরও কমিয়ে দেবে। তবুও আমরা চেষ্টা করছি অন্য কোন রাজ্য থেকে যাতে নাকি আমরা আনতে পারি এবং তার জন্য আমাদের সরকার চেষ্টা করে চলেছেন যাতে সিমেন্ট পান সরকার। তবে মন্ত্রী যখন হয়েছি তখন মন্ত্রীর জন্য যা দরকার তা দিতেই হবে। গাড়ী দিতেই হবে। অ্যাসেম্বলীতে

যখন তারা মেম্বার হযে এসেছেন তখন যে চেয়ারে বসেছেন তখম সেই চেযারে বসার মত ক্ষমতা ছিল না। আজকে কয়জন সদস্যের ক্ষমতা আছে যে এম, এল, এ না হয়ে এলে এইরকম সুযোগ পেতেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, তারা বলেন বুর্জোযা গভর্ণমেণ্ট চালাচ্ছি। তাহলে সেটা জনসাধারণের প্রতিনিধি করে তাদের পাঠিয়েছেন কেন। আজকে গোমতী হাইড্রো ইলেকট্রিসিটি প্রজেক্ট সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমাদের মাননীয় অপোজিশান লীডার বলেছেন অতলে সমস্ত টাকা তলিয়ে যাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ টাকা প্রথমে তো অতলেই দিতে হবে। তারপর উপরে তুলতে হবে। একবারে না দিয়ে উনাদের মত শূন্য অবস্থায় আমরা ঝুলতে পারব না মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয। সুতরাং আজকে আমাদের হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্ট করতে হলে আমাদের অতল গহ্বরে টাকা ঢালতে হবে। আজকে গোমতী হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্ট আজকে কযেকটা ধাক্কা খেয়েছে। একবার মিজো আক্রমণ আপনারা দেখেছেন। তারপর আমরা দেখেছি বাংলাদেশের যুদ্ধের সময়ে আমাদের এই কাজে অনেক বাধা পড়েছে। তার ফলে কাজ অনেকটা পিছিয়ে গেছে। তারপর আমি আগেও বলেছি সিমেণ্ট পাওয়া যাচ্ছে না এবং তার জন্য উনাদের যেমন চিন্তা আছে আমাদেরও সেইরকম চিন্তা আছে। আমরা তাড়াতাড়ি যদি কাজটা করতে পারতাম আমাদের এষ্টিমেট কষ্টের চেযে অনেক কমেও আমরা কাজটা করতে পারতাম এবং আমাদের লেবার কষ্ট বেড়ে গেছে, হযত তার জন্য বেশী খরচ লাগবে। কিন্তু আমাদের উপায় ছিল না। ১৯৭৪ এর মধ্যে আমরা আশা করি কাজটা শেষ হয়ে যাবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ঐ চোরাই নামটা অনেকেই খুব ভালবাসেন। কারণ আমরা পাহাড় অঞ্চলে যত টাকা দিয়েছি কাজের জন্য দেখেছি চোরাই হয়ে যায়। সুতরাং চোরাই কথাটা অনেকেই খুব ভালবাসেন। তারা অভিযোগ করেছেন ইলেকট্রিক যে কর্পোরেশন আছে তারা যে আসাম ইলেকট্রিক লাইন করেছে তাতে নাকি একসেস পেমেণ্ট করেছে। যে চুক্তি তাদের সাথে হয়েছে সেই চুক্তি অনুযায়ী সরকার থেকে ঠিক তত টাকা দেওয়া হয়েছে। এখন তারা যদি মনে করতেন তাহলে বেশী টাকা চাইতে পারতেন। কিন্তু উনাদের কেউ টেণ্ডার দেয় নি এবং উনারা যত টাকা খরচ করে কাজ করতে পারেন সেটা জানিয়েছেন। সেইভাবে আমরা উনাদের পেমেণ্ট করেছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয, আজকে আমাদের এক সদস্য বলেছেন যে আমাদের এখানে যে ইলেকট্রিক কানেকশান দেওয়া হয় জনসাধারণের বাড়ীতে তার মধ্যে এক এক জায়গায় এক এক রকমের রেটের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। তবে আমাদের ভারত সরকার চিন্তা করছেন যাতে এক রেটে আমারা পাওয়ার দিতে পারি এবং ডিস্ক্রিপেন্সী যাতে না থাকে তার জন্য সরকার চেষ্টা করে চলেছেন। আজকে মাননীয় স্পীকার স্যার গোমতি হাইডেল প্রজেক্ট কমপ্লিটও করি তবুও আমাদের যে পাওয়ার হবে তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রয়োজনের তুলনায় আমরা পাব না। তার জন্য আমরা চেষ্টা করে চলেছি আমরা ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছি উখান থেকে পাওয়া যায় কিনা। তার পর থার্মাল পাওয়ার ষ্টেশান ত্রিপুরাতে করার কথা বিবেচনা করছি। যাতে ত্রিপুরার প্রয়োজনীয় পাওয়ার পেতে পারি সেজন্য সরকার সচেতন এবং তার জন্য চেষ্টা করে চলেছি। তাই আজকে পি, ডাবলিও, ডি, সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলব আজ ২৫ বছরে যতখানি ত্রিপুরা রাজ্যের রাস্তা ঘাট বাড়ী ঘর

পি, ডাবলিও, ডি, তৈরী করেছে আমরা বলতে পারি যে কোন জায়গায় গিয়ে যদি হিসাব করা যায় যে কোন রাজ্যে গিয়ে হিসাব করা যায় তারা কত বছরের সভ্য সেই অনুপাতে তারা কি করেছে আর আমাদের সামন্ততন্ত্র থেকে আমরা মুক্ত হয়ে যেখানে ত্রিপুরা রাজ্যে কিছু ছিল না —তারপর যে হারে আমরা করেছি রাস্তা ঘাট, বাড়ী ঘর, পাকা দালান সেই অনুপাতে বিচার করে দেখতে চান তাহলে দেখবেন অন্য যে কোন রাজ্যের চেয়ে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক বেশী হয়েছে। তাই আজকে বলছি আজকে যারা এগিয়ে যাওয়ার জন্য সাহায্য করে না—যে সব কর্মচারী যে সব পি, ডাবলিও, ডি-কর্মচারী অন্যান্য রাজ্যের যে সব সুবিধা আছে সেই সব সুবিধা ভোগ না করেও তারা যে কাজ করে চলেছে—আগে মানুষকে গালি দেওয়া হত যে তোমাকে ত্রিপুরা রাজ্যে পাঠিয়ে দেব। সেই রাজ্যে আজকে লক্ষ লক্ষ লোক আশ্রয় নিয়েছে তাকে সুন্দর করে তাকে মানুষের বাসের উপযোগী করছে যারা তাদের উপর যারা আজকে দোষ দিচ্ছে তাহলে ত্রিপুরার অনগ্রসরতার জন্য তারাই দায়ী হবেন। এই বলে আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব যে আমি যে সমস্ত ডিমাণ্ড এনেছি সেই ডিমাণ্ডগুলির অনুমোদন দেবেন।

Mr. Speaker :—Discussion on Demand for Grant No. 27, 28, 41, 25, 39, 26 and 40 is over. Now I am putting the Cut Motion of Shri Samar Choudhury to vote on Demand No. 27.

Now the question before the House that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on ধনপুর হতে কাকড়াবন রাস্তা পুনঃনির্মাণ ও সংস্কারের জন্য বরাদ্দের অভাব।

It was put to voice vote and lost.

I am putting the Demand to vote. Now the question before the House that a sum not exceeding Rs. 5,60,29,000/- exclusive charged expenditure of Rs. 1, 10,00/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974 in respect of Demand No. 27—Public works.

It was put to voice vote and passed

There is no Cut Motion on Demand for Grant No. 28. I am putting the Demand to vote. Now the question before the House that a sum not exceeding Rs. 41,78,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974, in respect of Demand No. 28—Capital Outlay on Public Works with Revenue Account.

It was put to voice vote and passed.

There is no Cut Motion on Demand for Grant No. 41. I am putting the Dmand to vote. Now question before the House is that a sum not exceeding Rs. 3,84,01,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the

Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1974 in respect of Demand No. 41—Capital Outlay on Public Works.

It was put to voice vote and passed.

There is no Cut Motion on Demand for Grant No. 25. I am putting the Demand to vote. Now question before the House that a sum not exceeding Rs. 16,65,000/- exclusive of charged expenditure of Rs. 10,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974 in respect of Demand No. 25—Irrigation, Navigation, Embankment & Drainage Works (Non-Commercial).

It was put to voice vote and passed.

There is a Cut Motion of Shri Radharaman Deb Nath on Demand for Grant No.39. Now question before the House that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on মোহনপুর এলাকায় তাঁরা সুন্দরী ছড়ায় স্থায়ী বাঁধের জন্য বরাদ্দের অভাব।

It was put to voice vote and lost

There is a Cut Motion of Shri Samar Choudhury. Now question before the House that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on সোনামুড়া মহকুমায় নিদয়া তহশীলে কুকইলাছড়ার উপর স্থায়ী বাঁধ দ্বারা ছড়ার গতি পথ ঘুরাইয়া দেওয়ার বরাদ্দের অনুপস্থিতি সম্পর্কে।

It was put to voice vote and lost.

There is another Cut Motion of Shri Choudhury that the Demand be reduced by Rs. 100/– to discuss on সোনামুড়া তহশীলের কামাই নদী ডাহভারশাল ও বাঁধ দ্বারা জল সেচের ব্যবস্থা করার বরাদ্দের অনুপস্থিতি সম্পর্কে।

It was put to voice vote and lost.

There is a Cut Motion of Shri Bhadramani Deb Barma that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on সিমনা এলাকায় কালাছড়া ও আকালিয়া ছড়াতে বাঁধের জন্য বরাদ্দের অভাব।

It was put to voice vote and lost.

I am putting the Demand to vote. Now the question before the House that a sum not exceeding Rs. 15,00,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974 in respect of Demand No. 39—Capital on Irrigation, Navigation, Embankment & Drainage Works (Non Commerical).

It was put to voice vote and passed.

There is no Cut Motion on Demand for Grant No. 26. I am putting the Demand to vote. Now question before the House that a sum not exceeding Rs. 1,00,00,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st day of March, 1974 in respect of Demand No. 26—Electricity Schemes.

It was put to voice vote and passed.

There is no Cut Motion on Demand for Grant No. 40. I am putting the Demand to vote. Now question before the House that a sum not exceeding Rs. 4,06,00,000 - [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974 in respect of Demand No 40—Capital Outlay on Electricity.

It was put to voice vote and passed.

PRESENTATION OF THE REPORT OF THE COMMITTEE ON PRIVILEGES.

Mr. Speaker I would call on Shri Ashok Kr. Bhattacharjee to move his motion for consideration of the report of the Committee on privileges.

Shri Ashok Bhattacharjee —Mr. Speaker Sir, I beg to move that the report of the Committee on Privileges as presented to be taken into consideration forthwith. Mr. Speaker Sir, I beg to move that the House agrees the recommendation contained in the report of the Committee on Privileges.

Mr. Speaker—Now I am putting both the Motion for consideration. Now the question before the House that the ... . first Motion is considered and the 2nd Motion was put to voice vote and passed.

Now I would request Hon'ble Finance Minister to move the remaining Demands of 11. 4. 1973 & 12. 4. 1973 together.

Shri Debendra Kishore Choudhury—Mr Speaker Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 74,01,000 [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974 in respect of Demand No. 21. —Major Head—'35'—Industries.

Demand No. 38......

Shri Dabendra Kishore Choudhury—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 57,75,000/- [inclusive of the sum specified in coulumn 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1973] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974, in respect of Demand No. 38, Major Head 96 Capital Outlay on Industrial and Economic Development.

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 25,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account), Bill 1973] be granted to defray the charges whieh will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974 in respect of demand No 42, Major Head—109. Capital Outlay on other works.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,05,31,000/ [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974 in respect of Demand No. 22, Major Head —37—Community Development Projects, National Extension Service and Local Development works.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 9,50,000 - [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974 in respect of demand No 29, Major Head—64 Famine Relief.

Mr. Speaker, Sir, od the recomendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 80.02,000/— [ineiusive of the snms specified in Column 3 of the Schedue to the Appropriation (Voie on Account) Bill, 1973]. be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974 in respect of Demand No. 45, Major Head 'Q' Loans and Advances by the State/Union Territory Governments.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 13,10,000/ [inclusive of the sums specified in Column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1973] be granted to defry the charges which will come in course of paymegt during the year ending on the 31st day of March 1974, in respect of Demand No. 13 Major Head 26—Miscellaneous Department.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 4,39,25,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account)

B[illegible] to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974, in respect of Demand No. 44 —Major Head—124 Capital Outlay on Schemes of Government Trading.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,62,80,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974 in respect of Demand No. 24, Major Head 39—Miscellaneous, Social and Development Organisation.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,38,23,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill. 1973], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974 in respect of Demand No. 34, Major Head 71—Miscellaneous.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 5,00,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974 in respect of Demand No. 35, Major Head 76 —Other Miscellaneous Compensation and Assignments.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 15,75,000 [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973] be granted to deafry the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974 in respect of Demand No. 30, Major Head—65—Pension and other Retirement benefits.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,30,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974 in respect or Demand No. 31—Major Head 67—Privy Purses and Allowances of Indian Ruler.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 35,000 [inclusive of the sums specified in Colnmn 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973], be granted to defray the charges which will come in course of payment

during the year ending on the 31st day of March, 1974 in respect of Demand No. 43, Major Head 1 0—Payment of Commuted Value of Pension.

Mr. Speaker : Now who will special from the opposition ? Do you know that it is the last day of disposal of Demands ? So we are to dispose of all the demands to day.

শ্রীঅনিল সরকার : – মাননীয় স্পীকার, স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ২১ এর উপর আমার একটা কাট মোশান ছিল এবং সেটা সম্পর্কে আমার বক্তব্য আমি উপস্থিত করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নং ২১ এর উপর আমার একটা কাট মোশন ছিল এবং আমার কাট মোশনটা ছিল শিক্ষা ব্যবস্থার নীতি এবং ব্যবস্থা সম্পর্কে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা এই সেশনেই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়দের কাছ থেকে জানতে পেরেছি যে ত্রিপুরায় বেকারের সংখ্যা ৩৭ হাজারের মত। তার মধ্যে ১৮ হাজার হলো শিক্ষিত বেকার এবং গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত বেকার আছেন তাদের সংখ্যা এখনও নির্দ্ধারিত হয় নি। অথচ শিক্ষিত বেকারদের কথা যদি আমরা বলি এবং সেই ক্ষেত্রে মন্ত্রীসভা যে আশ্বাস দিয়েছেন যে দুই হাজার লোকের চাকরী দেবো। তারপরে ত্রিপুরাতে যে বেকারের সংখ্যা থাকে তা প্রায় ৩৫ হাজার। গত ২৫ বছরে চারটা পরিকল্পনা শেষ হওয়ার পথে আমরা যা দেখছি ভারতে সর্বত্র বেকারের সংখ্যা বাড়ছে, ইঞ্জিনীয়ার বেকার, ডাক্তার বেকার। এই যে ১৮ হাজার শিক্ষিত বেকার, এই যে একটা অবস্থা আমরা দেখছি যে এই বেকার সমস্যা একটা এমনকি সিরিয়াস অবস্থায় চলে যাচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে বার বার বলা হচ্ছে যে আমরা চাকুরী দিতে পারব না, নিজেরা সেল্ফ এমপ্লয়মেণ্টের ব্যবস্থা করে নাও। গ্রামে গিয়ে কোন কোন মন্ত্রী, এম. এল. এ বলছেন বি. এ পাশ করেছে বলে যে চাষ করতে পারবে না, এ হয় না। নিজেদের কাজ নিজেরা বেছে নেও। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় চাষের ক্ষেত্রে জমি কোথায় এবং আমি জানিনা ট্রেজারী বেঞ্চের তারা কোথায় জমির নির্দ্দেশ দেন। কারণ আজকে জমি বলতে মাথার টাকটুকু ছাড়া কাজ করার মতো আর কিছু নেই। এই অবস্থায় বেকারদের যে জীবন, ত্রিপুরার অর্থনৈতিক জীবনে যে সঙ্কট এইটা একটা বিস্ফোরক অবস্থায় চলে যাচ্ছে। ২৫ বছরে আমরা অনেক শুনেছি, আমাদের শিল্পের যারা বিশ্বকর্মা তারা বলছেন কিছুদিন সবুর করো আমরা সবাইর জন্য কাজের ব্যবস্থা করবো। এবং গত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সুরু হওয়ার আগে যেখানে বেকারের সংখ্যা ৩১ লক্ষ ছিল। আজকে চতুর্থ পরিকল্পনায় সেখানে ভারতে বেকারের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ৫ কোটির মত এবং ভারতে ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সেখানে অর্থনীতি গড়ে তুলতে গিয়ে সেখানে অনিবার্য্য ভাবে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি বেকার সমস্যা সে আমেরিকায় পর্য্যন্ত আজকে সারা ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় যে শীর্ষস্থানীয় দেশগুলি আছে এবং যাদের সঙ্গে যোগসাজস করে এবং যাদের ঋণ নিয়ে আমরা এখানে ধনতন্ত্র বা তথাকথিত সমাজতন্ত্র কায়েম করছে, আমরা যার উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছি তার বেকার সংখ্যা ৬০ লক্ষের উপরে দাঁড়িয়েছে। কাজেই এই সরকারের উপর আমরা আশা করতে পারি না যে তারা বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারবে। এবং ২৫ বছরে ৫ কোটি বেকার, এবং যেটা বলছিলাম যে ওরা,

তিলে.তুমা তৈরী করার কথা বলেছেন। কিন্তু আজকে যদি আমরা শিল্প নগরীর দিকে তাকাই তাহলে দেখবো এইগুলি এক একটা চুচুংনগরীতে পরিণত হয়েছে। ত্রিপুরায় ১২ লক্ষ প্রায় সাড়ে ১১ লক্ষ টাকা খরচ করে একটা শিল্প নগরী গড়ে তোলা হয়েছিল একটা কুমারঘাটে, একটা উদয়পুরে এবং আর একটা অরুন্ধতীনগরে। কুমারঘাট শিল্পনগরীর বাতি নিবে গেছে এবং যারা সেখানে শিল্প গড়বে বলে বাড়ী ভাড়া নিয়েছিল তাদের সে বাড়ী ভাড়ার আড়াই লক্ষ টাকা বাকী আছে। উদয়পুর, সেইটা বন্ধ হয়ে গেছে এবং অরুন্ধতী নগরের সেই শিল্পের আজকে লাল বাতি জ্বলার পথে। এছাড়া ত্রিপুরাতে যে সমস্ত ছোট ছোট ইণ্ডাষ্ট্রি ছিল, যদি আমি বলি যে এখানে দেয়াশলাইয়ের একটা ফ্যাক্টরী ছিল ত্রিপুরার ম্যাচ ফ্যাক্টরী, সেইটা বন্ধ হয়ে গেছে এবং সরকার থেকে কোন প্রটেকশন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় নি। তাঁত শিল্প সেটাও আজকে প্রায় শেষ হতে চলছে এবং ত্রিপুরায় এত খরা দুর্দিনে ত্রিপুরার পাহাড়ে যে ৮০ হাজার উপজাতিদের যে তাঁত সেইগুলি পর্যন্ত আজকে অচল হয়ে আছে। শিল্পের এই হলো অবস্থা। অথচ ২৫ বছরে আমরা অনেক বড় বড় কথা শুনেছি যে হবে হবে বেকাররা কাজ পাবে এবং এমপ্লয়মেন্টের সম্ভাবনা এর মধ্যে আছে। কিন্তু আমরা দেখছি ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত আমাদের দেশে শিল্পের উৎপাদনের হার ১ শতাংশ বেড়েছিল আজকে ১৯৭১ সনের যে রিপোর্ট সেই রিপোর্ট যদি আমরা দেখি তবে দেখা যাবে উৎপাদনের হার কমে গেছে সেইটা শূন্য শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। অথচ পাশাপাশি যদি আমরা লক্ষ্য করি যে উত্তর কোরিয়ায় ১৯৫৪ সালে যে শিল্প উৎপাদনের হার ছিল তা প্রায় আট গুণ বেড়েছে। কিন্তু এত দিনে আমরা সর্বত্র দেখতে পাই একটা সঙ্কট চলছে, কৃষিতে সঙ্কট, শিক্ষায় সঙ্কট, শিল্পে সঙ্কট এবং এই শিল্প সঙ্কট দেখা দিয়েছে আজকে একটা অগ্নিগর্ভ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে ছেলেকে মা বাবা অনেক কষ্ট করে লেখা পড়া শিখিয়ে বি. এ, পাশ করিয়েছেন আজকে সেই ছেলের বসে থাকা ছাড়া তার আর কোন স্থান নেই। বেকারের খাতায় তার নাম লিখাতে হয় এবং পরিবারের কাছে সে একটা অভিশপ্ত মানুষ। খরায় এই অবস্থায় আমরা দেখছি ত্রিপুরায় এবং বলা হচ্ছে যে কিছু কিছু কলকারখানা করা হবে এবং বেকার সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা ১৯৫৫ সন থেকে শুনে আসছি যে ত্রিপুরায় কিছু কিছু লোককে শিল্প করার জন্য ঋণ দেওয়া হবে এবং সেখানে বিফিউজি যারা আছেন তাদেরকে সেখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হবে। এই ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্য মাননীয় নিশি সরকার মহোদয় তিনি ৫০ হাজার টাকা ঋণ নেন শিল্প করার জন্য তখন সেখানে সর্ত ছিল যে যারা নাকি রিফিউজি তাদেরকে চাকুরী দেওয়া হবে কিন্তু আজকে আমরা যা দেখছি সেই শিল্প গড়ে উঠে নাই, সেই ৫০ হাজার টাকার যে ঋণ সেইটা সরকার বাড়াতে পারেন নি। আবার শুনছি তিনি নাকি এক লক্ষ টাকা ঋণের জন্য দরখাস্ত করেছেন হয়তো সেখানে লেখা হবে যে নতুন বেকারদের সেখানে চাকুরী দেওয়া হবে। কাজেই আমরা লক্ষ্য করছি যে ত্রিপুরায় যারা শিল্প ঋণ নেন, তারা সত্যি সত্যিই শিল্প করেন না। সেইটা দেওয়া হয় তাদের মতলব সিদ্ধির জন্য এবং তাদের পুঁজি বাড়ানোর জন্য এবং সে টাকা তারা মেরে বসে থাকেন। এবং এই বিধানসভায় প্রশ্নোত্তরে জানানো হয়েছে যে কারা কারা সেই ঋণ নিয়েছে, কতটাকা বাকী পড়ে আছে। কাজেই ২৫ বছর

পর্য্যন্ত আমরা অনেক কথা শুনেছি, আমরা বার বার বলেছি যে ইন্‌ভেষ্ট ট্রাকসারে যদি রেল না থাকে তাহলে শিল্প গড়ে উঠবে না। ১৯৫৫ সাল থেকে ত্রিপুরায় রেলের দাবী সোচ্চার। এখানে আমরা ট্রেজারী বেঞ্চের মন্ত্রীদের কাছ থেকে শুনেছি যে রেল না হলেও শিল্প হতে পারে সেইটা ট্রাক দিয়েও হয়। কিন্তু আমি বলছি যে রেল শুধু শিল্প গড়ার জন্য সাহায্য করে না, রেল যাতায়াতের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করে। কাজেই সেই দিক থেকে ত্রিপুরার জনগণের যাতায়াতের সুবিধা এবং তাদের পরিবহন এবং শিল্প ক্ষেত্রে যে পরিবহন তার সুবিধার জন্য ইন্‌ভেষ্ট ট্রাকচারে রেলের দরকার। কিন্তু আজকে আমরা ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে শুনছি যে না ট্রাক দিয়েও হয়। আজকে গোটা ভারতে কোটি কোটি টাকা বৈদেশিক ঋণ নিয়ে তারা রেল বা শিল্প করছে না, আজকে ইন্দোনেশিয়া, আফ্রিকা, আজকে মধ্যপ্রাচ্য এমনকি ফ্রান্স পর্য্যন্ত আজকে তারা কলকারখানা গড়ে তুলছে। আমার ত্রিপুরায় আজকে রেলের দরকার, আমার ত্রিপুরায় রেল হচ্ছে না। অথচ ১৫০ মাইল রেলের জন্য আমাদের সরকার চেষ্টা করছে। ওয়াগনের জন্য আমাদের এখানে চাউল আসে না অথচ অন্য র দেশের ওয়াগন দিয়ে বিক্রী হচ্ছে পোলাণ্ডে। অর্থাৎ যেখানে প্রফিট বেশী সেখানে সেই শিল্পপতিরা এবং ভারত সরকারের পলিসি তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, তাদের পলিসি সেখানেই তৈরী হয়। কাজেই সেই দিক থেকে ত্রিপুরায় যেখানে ১৬ লক্ষ মানুষ, তাদের শিক্ষার, তাদের অর্থনীতি কৃষির উপর নির্ভরশীল, আজকে ত্রিপুরাতে এই খরা, দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতিতে একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে সমস্ত বিধ্বস্ত হতে চলছে এবং আজকে হাজার হাজার যুবকরা শিক্ষিত হচ্ছে, তারা আশা করেছিল চাকুরী পাবে কিন্তু আজকে শিল্প কলকারখানা না হওয়ার জন্য আজকে ২৫ বছরে কংগ্রেসী শাসনের বলি হচ্ছে তারা। তারা বলেন সেলফ্ এ্যামপ্লয়মেন্ট করে নেও। কিন্তু সেলফ্ এ্যামপ্লয়মেন্ট বলতে কি বুঝায়, টাকার প্রশ্ন আসে। একটা বড় শিল্প করতে হলে সেখানে অন্তত: ১৮ হাজার টাকার দরকার। কোন ছোট ইণ্ডাষ্ট্রী করতে গেলে সেখানে সাড়ে ছয় হাজার টাকার দরকার এবং ত্রিপুরায় যে সমস্ত রেজিষ্ট্রিকৃত বেকার আছে তাদের জন্য কলকারখানা করতে গেলে অন্তত ৬৫ কোটি টাকা দরকার। আর গ্রামে যে বেকার আছে, অর্দ্ধ বেকার আছে তাদেরকে নিয়ে যদি ত্রিপুরায় কলকারখানা করে ত্রিপুরার শিল্পকে উন্নত করতে হয় তাহলে বাজেটের মধ্যে অন্তত: পক্ষে ১০০ কোটি টাকা দরকার। এবং দু:খের সংগে আমরা লক্ষ্য করছি এই ডিমাণ্ডের মধ্যে ৭ লক্ষ টাকা আছে। ত্রিপুরায় বড়মুড়ায় যে তৈল খননের কাজ চলছে, আমরা গত সেশনে বলে-ছিলাম যে, যারা তৈল সম্রাট যাদের মধ্যপ্রাচ্যে তেলের সমুদ্র আছে, ঐটা শেষ হওয়ার আগে আসামের কোথাও বা ত্রিপুরার কোথাও তৈল উৎপন্ন হতে পারে না এবং ভারতে যেখানে পেট্রল দরকার, সেই পেট্রল এখানে উৎপন্ন হতে পারে না। এবং ভারতবর্ষের যেখানে যে পরিমাণ পেট্রোলের দরকার, সেই পরিমাণ পেট্রোল এখানে উত্তোলন হয় না। শুধু এই জন্য যে ইঙ্গ মার্কিন তৈল সম্রাজ্যের ষড়যন্ত্রের ফলে, আর এই একই ষড়যন্ত্রের ফলে আমাদের ভারত-বর্ষের মধ্যে শিল্পায়ন হচ্ছে না। অথচ এখানে বড় বড় করে শিল্পায়নের কথা বলা হচ্ছে, আজকেও এখানে বলা হচ্ছে যে পাট কল হবে, সুতা কল হবে এবং কাগজের মণ্ড তৈরীর

কারখানা হবে এবং এখানে মণ্ড তৈরীর বা পাল্প ইণ্ডাস্ট্রি যেটার কথা বলা হচ্ছে দৈনিক দুইশত টন করে করা হবে, কাদের জন্য এই পাল্প, কাদের জন্য এই মণ্ড, এটা কি নাগাল্যাণ্ডে যাবে না কাছারে যাবে। আজ যদি এখানে দেখা যায় যে কোন সময়ে একটা দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট হয় এবং তার জন্য কাগজের কল না চলে তাহলে আমাদের সেই পাল্প ইণ্ডাস্ট্রি কি ভাবে চলবে? আমরা এটা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গাতে লক্ষ্য করেছি যে একটা প্রভিন্সের সংগে আর একটা প্রভিন্সের মিল হচ্ছে না, একটা সাম্প্রদায়িক অথবা প্রভিন্সিয়ালিজমের একটা প্রচণ্ড গোজামিল কংগ্রেস পর্য্যন্ত পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেখছে, তারা নিজেরা সেটাকে শাসন করতে পারছে না বরং তাদের শাসনের হাতে পড়ে সেগুলি টুকরা টুকরা হয়ে যাচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে এখানে যে কাগজের মণ্ড তৈরীর কারখানা হবে এটা নাগাল্যাণ্ড বা কাছাড়ের উপর নির্ভর করতে পারে না। বেশ কিছুদিন আগে বলা হয়েছিল যে এখানে একটা পাট কল হবে. আর এখন শুনছি যে সেটা নিয়ে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সংগে পত্র বিনিময় করা হচ্ছে, রেলওয়ের কথা আমরা অনেক শুনেছি, আর এখন শুনেছি যে না ছোট আকারের একটা রেলপথ হবে। কাজেই গত ২৫ বছরের মধ্যে আমরা অনেক কথা শুনেছি এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং শিল্পমন্ত্রী ইদানিং আমাদেরকে শুনাচ্ছেন যে এখানে পাট কল হবে, জুট মিল হবে এবং এই ধরণের নানা ছোট ছোট কল হবে। কিন্তু আমি মনে করি এগুলো হচ্ছে তাদের শেষ কথা যে উনারা আমাদের কবে শুনাবেন যে এই সমস্ত কলের পিছনে একটা গ্যাড়াকল আছে যে গ্যাড়াকলে তিনি তার শাসক গোষ্ঠি এবং নিজের লোকদের পোষণ করতে চান ত্রিপুরা রাজ্যের শিল্পের মধ্যে আমরা গত ২৫ বছরে এই দুর্নীতি লক্ষ্য করছি। আমরা লক্ষ্য করছি যে শিল্প সম্প্রসারিত হচ্ছে না এবং শিল্পনগরীগুলি এক একটা দুর্নীতির নগরীতে পরিণত হচ্ছে এবং এই সব শিল্প নগরীগুলির মধ্যে যদি কিছু ডেভেলাপ হয়ে থাকে তাহলে আমাকে বলতে হয় যে সেটা হচ্ছে দুর্নীতির শিল্প। আজকে আমাদের শিল্প নগরীগুলিতে লাল বাতি জ্বলার মত অবস্থা দেখা দিয়েছে, সেখানে শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমেই কমে যাচ্ছে। আগে যেখানে আমরা ২২টি ইউনিট দিয়ে শুরু করেছিলাম এখন মাত্র ১৭টি ইউনিট চালু আছে। এই শিল্প ইউনিটগুলি যখন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তখন আমরা লক্ষ্য করেছি যে শিল্প অধিকর্ত্তা বড় লোক হয়ে যাচ্ছেন, এবং শিল্প দপ্তর বাড়ানো হচ্ছে, সেটাকে দুইটি দপ্তর করা হয়েছে। এখানে একজন শিল্প অধিকর্ত্তার নাম আমি এখানে বলতে পারি, তিনি হচ্ছেন শান্তি সরকার। আমরা লক্ষ্য করছি কাগজ তৈরী করার যে সব যন্ত্রপাতি এসেছে, সেগুলি চোরাই বাজার পর্য্যন্ত এসেছে, সেগুলি আমাদের এই আগরতলার অরুন্ধতিনগর পর্য্যন্ত পৌছায় নি। এমনিভাবে আমরা অরুন্ধতিনগর এবং অন্যান্য শিল্প নগরগুলির যে সব কথা শুনেছি, বাইর থেকে এগুলির জন্য যে সমস্ত জিনিষপত্র আসছে, বিশেষ করে কাচা মালগুলি আসছে, সেগুলি চোরাইবাজার পর্য্যন্ত এসে ব্ল্যাক হয়ে যায়। ত্রিপুরার সিমেন্ট, ত্রিপুরার টিন এবং ত্রিপুরার শিল্পের জন্য অন্যান্য উপকরণ যেগুলি ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গা থেকে আসছে, সেগুলি লক্ষ লক্ষ টাকার অগ্নিমূল্যে আসামের বাজারে অথবা বাংলাদেশের বাজারে পাচার হয়ে যাচ্ছে। তাই যে শান্তি সরকারের নাম বললাম তিনি এক সময়ে শিল্প অধিকর্ত্তা ছিলেন এবং আমাদের শিল্প নগরীগুলি যখন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তখন তখন তিনি সেই টাকা দিয়ে বাড়ীতে ফার্নিচার করেছেন, চেয়ার করছেন এবং ঘরের বারিন্দা

ইত্যাদি করেছেন এবং আরও শুনছি যে তিনি সেখানে যাকে পছন্দ করেন, সেই স্বাগত চক্রবর্ত্তীকে অন্য দুইজনকে সুপারসীড করে প্রমোশন দিয়েছেন ডেমোনস্ট্রেটারের পোষ্টে এবং তাঁর বাড়ীতে তার সেবার জন্য ৪/৫ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারী লাগে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার বক্তব্য হচ্ছে যে গত ২৫ বছরের আমরা এক একটা শিল্প অধিকর্তা দেখেছি এবং তাঁদের এক একজন কালা পাহাড়ে পরিনত হয়েছেন, আর সেই সংগে আমাদের শিল্পনগরীগুলি চুরমার হয়ে গেছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই বক্তব্য রাখতে চাই যে ২৫ বছরের আমরা শিল্পের নামে অনেক গাঁড়াকল দেখেছি এবং ওঁরাই ঠিক করে বলুন যে এখানে তারা কবে সত্যি সত্যি শিল্প করতে পারবেন। আর তা যদি না হয়, তাহলে যে ৭৭ হাজার মানুষ বেকারের লিষ্টে নাম লিখিয়েছে, যাদেরকে তারা বলেছিলেন যে চাকুরী দেওয়া হবে এবং ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন যে আমরা মাত্র ১ হাজারকেই দেব না, দরকার হলে ১৬ লক্ষকে দেবো। এই ধরনের যে কথা, যেটা আমরা বিশ্বাস করি যে তারা কখনও কার্য্যকর করতে পারবেন না, আর এটা যদি হয় তাহলে আগামী দিনে তাদের পিঠের চামড়া তুলে ঐ বেকার যুবকেরা ঢাক ঢোল বাজাবে এবং তাদের যে সমাজতন্ত্র যে সমাজতন্ত্রে আমরা দেখছি একটা শিল্প সংকট, একটা অর্থনৈতিক মন্দা চলছে, সেই মন্দার প্রতিশোধ ঐ বেকার যুবকেরা নেবে। এই কথা আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই হাউসের সামনে অনেকগুলি ডিমাণ্ড রেখেছেন। বাজেট তার সব গুলির উপর আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে আমি ডিমাণ্ড নাম্বার টুয়েন্টিনাইন—ফেমিন রিলিফ সম্পর্কে এখানে কিছু বলতে চাই। এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমার প্রথমে যেটা মনে পড়ে, সেটা হচ্ছে এই হাউসের কংগ্রেস পার্টির কোন একজন সদস্য গত অধিবেশনে এই হেড সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে ফেমিন রিলিফ হেডটা উঠিয়ে দেওয়া উচিত। তিনি এই হেডটা উঠিয়ে দেওয়ার পক্ষে বলতে গিয়ে যে কারণগুলি দেখিয়েছেন, সেগুলি পুনরুল্লেখ আমি এখানে করতে চাই। তিনি বলেছিলেন যেহেতু ভারতবর্ষ একটা সমাজতান্ত্রিক দেশ এবং আমাদের সরকার যেখানে গরিবী হটাতে চলছে, সেখানে এই ফেমিন রিলিফ হেড থাকাটা একটা কলংক জনক ব্যাপার। তাই দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে তারা যে দেশকে শোষণ করেছেন এবং এই ২৫ বছর শোষণ করার পর যে দেশের মানুষ গত এক বছরের খরায় মৃত্যুর মুখে পড়েছেন, আমাদের কাছে যে খবর আছে এখনই ১১০ জন খাদ্যাভাবে মারা গেছেন এবং আরও কত লোক যে খাদ্যের জন্য গ্রাম গ্রামান্তরে হাহাকার করছে, তার হিসাব কে রাখছে? তাই আমি বলব, যে তাদের মুখে সমাজতন্ত্রের কথা শোভা পায় না এবং তাদের মুখে গরিবী হঠানোর কথাও শোভা পায় না। আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে তারা যেখানে বলছেন গরিবী হটছে, সেখানে গরীব আরও বেড়ে যাচ্ছে। কাজেই বাজেটের মধ্যে এই যে ফেমিন রিলিফ হেডটা রাখা হয়েছে এটা একটা লোভ দেখানো ব্যাপার মাত্র। তার কারণ, যে দেশের মানুষ দুর্ভিক্ষের মধ্যে বাস করছে, সেই দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা তারা করতে পারছে না, এটাই তাদের সবচেয়ে বেশী অপদার্থতার পরিচয়, কেন না তারা এর জন্য মাত্র ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ রেখেছেন। তাই বলছিলাম, তারা বিগত ২৫ বছরের রাজত্বে এই

ভারতবর্ষের বুকে একটা কলঙ্কের সৃষ্টি করেছেন, এটা তারই একটা নজীর। তারপর ডিমাণ্ড নাম্বার টুয়েন্টি ফোর সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে, ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতির উন্নতির জন্য ডেবর কমিশন যে সুপারিশ করেছিলেন, সেটা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে উপজাতি উন্নয়নের ৫ম তপশিল চালু করা হউক। আর ৫ম তপশিল যদি চালু না করা হয়, তাহলে তার বিকল্প হিসাবে টি, ডি, ব্লক করা হউক এবং সেই অনুসারে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এই পর্যন্ত ৫টি টি, ডি, ব্লক চালু করা হয়েছে। কিন্তু আজকে ঐ ব্লকগুলির অবস্থা আমরা কি দেখছি? এবং সেই সব ব্লকের মধ্যে যে সব উপজাতি আছে তাদের অবস্থাটাই বা কি? আজকে টি, ডি, ব্লক করে সরকার উপজাতিদের রক্ষা করছেন কি না, এটা আমাদের প্রত্যেকেরই দেখার বিষয়। তাছাড়া এরই মধ্যে সরকার আরও ৫টা টি, ডি, ব্লক করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছেন, কিন্তু দৌভাগ্যের বিষয় যে সেগুলি এখন পর্যান্ত রূপায়িত হয় নি। কাঞ্চনপুরে যে টি, ডি, ব্লক করা হয়েছে এবং তার মধ্যে যে সব উপজাতি আছে, সেখানে তাদের যে জমি দেওয়া হয়েছে সেগুলি তারা স্থায়ীভাবে পেয়েছে কি না এবং পেয়ে থাকলে তারা সেগুলি রক্ষা করতে পারল কিনা, সেটাও আমাদের দেখা দরকার। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই সব জমি এখন আর তাদের হাতে নেই, সেগুলি ঐখানকার যারা অ-উপজাতি আছে, তাদের হাতে চলে গেছে। তারপর বলংপাথা সাতচান্দ সেখানেও টি, ডি, ব্লক হয়েছে, এগুলি তো মাননীয় উপজাতি মন্ত্রীর বাড়ীর কাছেই আছে, তিনি ঐ সব টি, ডি, ব্লকের উপজাতিদের কথা ভাল করে জানেন। তিনি কি এখানে সত্য করে বলতে পারবেন যে ঐ সব ব্লকে যে উপজাতি আছে তাদের যে জমি দেওয়া হয়েছে, সেগুলি তারা এখন পর্য্যন্ত ভোগ করছেন? তিনি তা বলতে পারবেন না। আবার অন্য দিকে উপজাতিদের উন্নয়নের নামে প্রত্যেক ডিপার্ট-মেন্টের মধ্যে চাকুরীর ব্যাপারে যে কোটা আছে, সেটা আজ পর্য্যন্তও পুরণ করা হচ্ছে না। তারপরে এই উপজাতিদের উন্নয়নের নামে আরও কতগুলি কলোনির সৃষ্টি করা হয়েছে, সেগুলির দিকে আমরা যদি তাকাই তাহলে কি দেখব? আমরা দেখতে পাব যে সেগুলি নামে মাত্র কলোনী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অথচ সেখানে কোন উপজাতি নেই। আমরা দেখব সেই কলোনীগুলি আজকে নামে মাত্র কলোনী আছে। সেখানে কোন কলোনী বাসিন্দা নাই এবং বেশীরভাগ কলোনী ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। কেন? তাদের যে টাকাগুলি দেওয়া হয়, আমরা দেখি সেই টাকা দিয়ে তাদের বাগান করতে বলা হয়, আনারস বাগান। তাদের আনারসের চারার টাকা দিতে হচ্ছে এবং সেখানে পৌঁছিবার খরচ এদের দিতে হচ্ছে এবং ১৯১০ টাকা থেকে এদের জিনিষটা কর্তন করতে হয়। তাদের সার দেওয়া হচ্ছে, সারের পয়সা তাদের কাছ থেকে কর্তন হচ্ছে। এইভাবে কর্তন করতে করতে সেই স্কীমের পুরো টাকাটা তাদের কাছে পৌঁছায় না রাস্তাঘাটে টাকাগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়ে চলে যেতে হয়। তার ফলে আনারস এর ফলের চারা দিয়ে বাগান গড়ে উঠতে কোন কলোনীতে দেখিনি। আর কলোনীর উন্নয়নের নাম করে কনট্রাক্টররা বড়লোক হচ্ছে। আরও দেখছি এই উন্নয়নের নাম করে বাড়ী তৈরী হচ্ছে, দালান কোঠা সমস্ত তৈরী হচ্ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই অবস্থা হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে তোতা কাহিনীর গল্প

আমাদের রুলিং পার্টির সদস্যরা নিশ্চয়ই জানেন। তোতার জন্য সোনার খাঁচা তৈরী হল এবং সোনার খাঁচার মধ্যে তোতা পাখী মারা গেল। এই উপজাতিদের সরকার কোন সুযোগ সুবিধা দিতে পারছেন না। ওদের অবস্থা দিনের পর দিন দুর্বল হচ্ছে। ওদের উন্নয়নের নামে বহু টাকা খরচ হচ্ছে। কিন্তু ফল ভোগ করছে যারা কনট্রাক্টর, যারা দালাল। কাজেই এই অবস্থায় যখন জমি রক্ষা করা সম্ভব হল না তখনি প্রশ্ন উঠেছে পঞ্চম তপশীলে ধেবর কমিশনের যে সুপারিশ, সেই সুপারিশ মত যখন টি, ডি, ব্লক, সেই টি, ডি, ব্লক উপজাতিরা পেল না। এখন প্রশ্ন উঠেছে মহারাজার যে রিজার্ভ সেটাকে সংশোধন করে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা এবং সেটাকে ভিত্তি করে উপজাতি আঞ্চলিক কমিটির যে দাবী উঠেছে সেটাকে যদি ত্রিপুরাতে স্বীকার করে নেওয়া না হয় তাহলে তাদের সর্বাংগীন উন্নতির কথা চিন্তা করা যায় না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই অবস্থার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার উপজাতিকে রক্ষা করতে হলে গ্রামকে ভিত্তি করে রিজার্ভ ডিমার্কেশান করে উপজাতি কাউন্সিল গঠন করে তাদের নির্ব্বাচিত ভোটে নির্ব্বাচিত করে সমস্ত উন্নয়নের দায়িত্ব ঐ আঞ্চলিক কমিটির উপর যদি ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে উপজাতির স্বার্থ সংরক্ষিত হবে। ডিমাণ্ড নাম্বার ৫৪ এর উপর আমার একটা কাট মোশান হল গ্রামাঞ্চলে রেশন শপের মাধ্যমে খাদ্য সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় শস্য অমদানীতে ব্যর্থতা। এটা আমরা বহুভাবে হাউসে আলোচনা করেছি। মন্ত্রীরা বলছেন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র তারা সরবরাহ করছেন। কিন্তু তারা কিভাবে এটা বলেন আমি জানি না। আমরা যদি দেখি তাহলে মাত্র দুয়েকটি রেশনশপ ছাড়া গ্রামাঞ্চলে আর কোন রেশন শপে এই জিনিষগুলি দেওয়া হয় না। যার ফলে আজকে জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে। একদিকে খরা, দুর্ভিক্ষের অবস্থা লোকের হাতে টাকা নাই, লোকের উপবাসে মৃত্যু হচ্ছে। এমন অবস্থার মধ্যে সরকার বহু ঘোষিত ঢাক ঢোল পিটিয়ে যে কথা বলা হচ্ছে এই অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সরবরাহ করবেন, সেটা অসত্য পরিণত হয়েছে, বাস্তবের সংগে এই ঢাক ঢোল পেটানোর কোন সংযোগ নাই। তাই আমি বলব যে অতি সত্বর যেন গ্রামাঞ্চলে এই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের সরবরাহ করেন। আমি আশা করি তারা এইগুলি সরবরাহ করবার চেষ্টা করবেন এবং এটা যদি না করেন তাহলে ত্রিপুরার জনসাধারণ এর জীবন যেভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে সেটা যদি না করেন তাহলে চরম অবস্থায় গিয়ে পড়বেন। তা না হলে শুধু বিধানসভায় ঢাকঢোল পিটিয়ে বললেই মানুষ তাকে ক্ষমা করবে না।

মিঃ ডেঃ স্পীকার ঃ— শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত ঃ— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী হাউসে যে ডিমাণ্ডগুলি পেশ করেছেন আমি তার সমর্থন করছি এবং সমর্থন করে ডিমাণ্ড ৬৩— মিসেলিনিয়াস ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে দুই একটি কথা বলব। চলতি আর্থিক বছরে খোয়াই এবং কৈলাসহরের জন্য কামার ষ্টেশান খোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর উদয়পুরে, ধর্মনগর এবং বিলোনীয়াতে আমাদের আছে। আরও কয়েকটি সাবডিভিশান বাকী

থাকে—সাবরুম, কমলপুর এবং সোনামুড়া। চলতি সেশানে আমার একটি প্রশ্ন ছিল অগ্নি-কাণ্ডে ত্রিপুরাতে কতটি বাজার পোড়া গিয়াছে এবং এতে কতটা ক্ষতি হয়েছে। তার উত্তরে আমরা জানতে পেরেছি ১৫ লক্ষ টাকা আমাদের ক্ষতি হয়েছে অগ্নিকাণ্ডের ফলে। প্রতি বছর আমাদের প্রায় এক কোটি টাকার মত ক্ষতি হচ্ছে। অথচ আমরা দেখছি মাত্র সাড়ে চার লক্ষ টাকা সেজন্য রাখা হয়েছে। আমাদের দেশের জনসাধারণের এতগুলি টাকা ভস্ম হয়ে যাচ্ছে প্রতি বছর। আমাদের দেশের কোটি কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট হচ্ছে অথচ এই দিকে আমরা নজর দিচ্ছি না। তাই আমি বলব যে অন্য হেড থেকেও টাকা ডাইভার্ট করে প্রতিটি মহকুমার বড় বড় বাজারে যেমন কুমারঘাট. মনু, আমবাসা, তেলিয়ামুড়া—দক্ষিণে শান্তির বাজার, তারপর বিশালগড়, বিশ্রামগঞ্জ, অগ্নিকাণ্ড দমনের জন্য দমকল বাহিনী রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। এই সমস্ত বড় বড় বাজারগুলিতে যদি দমকল বাহিনী রাখা যায় তাহলে আমরা কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি রক্ষা করতে পারি। আমি এইদিকে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে চলতি আর্থিক বছরেই অন্য হেড থেকেও টাকা ডাইভার্ট করে বড় বড় বাজারগুলিতে দমকল বাহিনী রাখা হয়। আর মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল সরকার বলেছেন দুর্নীতির কথা। সরকারের দুর্নীতি দমনের ব্যবস্থা আছে, এই হাউসেই আমরা প্রশ্নের উত্তরে জেনেছি কি পরিমাণ অফিসারের বিরুদ্ধে তদন্ত হচ্ছে এবং তাদের বিরুদ্ধে কেইস চলছে যাতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এই সম্পর্কে আমি কটি বক্তব্য রাখতে চাই। মাননীয় সদস্য প্রায়ই দুর্নীতি দুর্নীতি এই হাউসে অনেক কথা বলেছেন। আমি বলব ফিজিসিয়ান ফিলস দাইসেলফ। একটু আগে অভিরাম বাবু বলছিলেন দালালরা উপজাতিদের টাকায় ভাগ বসায়। আমি বলব আমার মহকুমায় আমি জানি এবং অন্যান্য মহকুমার খবরও আমি জানি যে কমিউনিষ্ট পার্টির নাম করা কর্মী তাদের দলের কর্মী যারা তারাই দুর্নীতি করে যাচ্ছেন। মাননীয় সদস্য অনিল সরকার প্রায়ই বলেন (গণ্ডগোল—ভয়েস—নাম বলুন নাম বলুন) আমি লিষ্ট দিতে পারি আমার জানা আছে। গ্রাম ত্রিপুরার কথা আমার জানা আছে। শুধু আপনারাই জানেন না আমরাও জানি কাজেই বলব ফিজিশিয়ান ফিলস দাইসেলফ। আর একটি কথা মাননীয় সদস্য অনিল সরকার বলেন উত্তর কোরিয়া উত্তর ভিয়েতনাম। এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে—আমাদের গ্রামদেশে একটি কথা প্রচলিত আছে যে নারীকে দেখি নাই তিনি বড় সুন্দরী আর যার হাতের রান্না খাই নাই তিনি বড় রান্ধনী। কাজেই উত্তর কোরিয়া আর উত্তর ভিয়েতনাম—কিন্তু ফাদার ল্যাণ্ড এবং মাদার ল্যাণ্ড রাশিয়া এবং চীন যা করে—এই যে রকেটের যুগেও তারা খাদ্যের জন্য আমেরিকার কাছে হাত পেতেছে। ভারত যখন আমেরিকার কাছ থেকে গম আনে তখন দেশটা বিকিয়ে দেয় আর ফাদার ল্যাণ্ড এবং মাদার ল্যাণ্ড রাশিয়া এবং চীন যখন ইউ,এস,এ, থেকে গম আনে তখন সেটি হয় বিপ্লব। আমি এখানে আমার বক্তব্য শেষ করব। সময় কম। আর একটি কথা আমি বলব উনারা পঞ্চম তপশীলের কথা বলেছেন (গণ্ডগোল) তাদের কর্মীরা যতদিন পর্য্যন্ত সৎ না হবেন ততদিন পর্য্যন্ত আঞ্চলিক কমিটি গঠন করে সেই রকম দাদনের টাকা ঋণের টাকা সমস্ত দায়িত্ব তাদের হাতে দেওয়া যায় না।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যে সমস্ত ডিমাণ্ড এনেছেন আমি তা সমর্থন করি এবং বিরোধী পক্ষের যে সমস্ত কাট মোশান এসেছে সেইসব কাট মোশানের বিরোধীতা করছি। মাননীয় সদস্য অভিরাম বাবু উপজাতি সম্পর্কে যেসব দরদপূর্ণ প্রস্তাব এখানে করেছেন আমি সেই সম্পর্কে এইটুকু বলতে চাই যে ডেবর কমিশনের কথা বলেছেন সেই ডেবর কমিশনের রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমাদের ত্রিপুরার প্রভূত সুবিধা হয়েছে এবং উপজাতিদের উন্নতির জন্য উন্নয়ন ব্লকের মাধ্যমে উপজাতিদের উন্নতির জন্য কাজ চলছে এবং ভবিষ্যতেও আরও উন্নতি হবে এই আশা রাখি। কিন্তু এখানে একটি কথা আমি না বলে পারছি না বিশেষ করে কাঞ্চনপুর টি, ডি, ব্লকের কথা। সেখানে উপজাতিদের জমি অ-উপজাতিদের হাতে হস্তান্তরিত হচ্ছে এই কথাটা বলেছেন অত্যন্ত দরদী হয়ে—আমি বলব তার জন্য দায়ী কে। তার জন্য দায়ী একমাত্র এই কমিউনিষ্ট পার্টি। আমি কেন এই কথা বলছি — কাঞ্চনপুরের আদিবাসীরা সরকারের নীতি সেই নীতিকে সমর্থন করে তারা যখন জমিতে নামল তখন তারা দরদী সেজে স্বস্তি সমিতির সঙ্গে তাদের মিলিয়ে দিল—আদিবাসীদের ধ্বংস করার জন্য পরামর্শ দিল। তার কারণ হল উপজাতিদের বিপদে ফেলার জন্য (গণ্ডগোল) এইভাবে সেখানকার উপজাতিরা বিপদে পড়ল, এবং বিপদে পরে তারা নানাভাবে মামলায় জড়িত হয়ে তাদের জমি হাতছাড়া হয়েছে। আজকে যারা দরদী হয়ে বলছেন কিন্তু আমি প্রমাণ দিয়ে বলতে পারি মাননীয় সদস্য নৃপেন্দ্র বাবু বলেছেন যে পেচারথল এলাকা থেকে মানুষ চাউল না পেয়ে আসাম চলে যাচ্ছে এই কথা প্রশ্নের উত্তরের সময় বলেছেন। কিন্তু এই কথা ঠিক নয় রেশানের চাউল না পেয়ে চলে যাচ্ছে এটা ঠিক নয়। সেখানে আর দলবাজী চলছে না। কাঞ্চনপুর এলাকায় তাদের কথা সাধারণ মানুষ আর শুনছে না। তারা বুঝতে পেরেছে—তার জন্য সেখানকার বিশিষ্ট কর্মী কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মী শশীমোহন চাকমা তার দুই দ্রোন জমি (গণ্ডগোল) তারা আদিবাসীদের বিপদে ফেলে দিতে পারবে না আদিবাসীরা তাদের কথা শুনবে না। আজকে সেজন্য তারা প্রস্তাব এনেছেন ত্রিপুরায় উপজাতি আঞ্চলিক কমিটি অথবা উপজাতি কাউন্সিল গঠন করার জন্য এখানে প্রস্তাব এনেছেন। কিন্তু আমরা জানি এটার একমাত্র কারণ তারা চায় ত্রিপুরাতে উপজাতি এবং অ-উপজাতির মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করতে। ত্রিপুরা একটা ক্ষুদ্র রাজ্য, এখানে লোক সংখ্যা মাত্র ১৬ লক্ষ, তার মধ্যে আদিবাসী এবং অ-আদিবাসীর মধ্যে একটা পৃথকীকরণ এর মনোভাব যদি আনা হয়, তাহলে এটা কি সত্যিকারের আদিবাসী উন্নয়নের কথা চিন্তা করছেন উনারা? উনারা চান আদিবাসী এবং বাঙালীদের মধ্যে সর্বত্র একটা হিংসাত্মক মনোভাব বজায় থাকুক, এটাই তাঁরা সৃষ্টি করতে চান। উপজাতি দরদী সেজে তা তারা করতে চায় উপজাতি কাউন্সিল, আঞ্চলিক কমিটি ইত্যাদির কথা বলে। আমি বিশ্বাস করি না যে এখানে যদি উপজাতি কাউন্সিল অথবা উপজাতির জন্য আঞ্চলিক কমিটি গঠন করা হয় তাহলে উপজাতির উপকার করা হবে বলে আমি বিশ্বাস করি না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে, আপনি সংক্ষেপ করুন। দুই মিনিটের মধ্যে আপনি বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :— ফলের বাগানের কথা মাননীয় সদস্য অমর বাবু বলেছেন, তিনি হয়তো জানেন না। আমি জানি ত্রিপুরার প্রতিটি মডার্ণ কলোনীতে ফলের বাগান করার জন্য বীজ, ফলের চাড়া এবং সার সেখানে দেওয়া হচ্ছে—আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য। তাই আজকে আমি অভিরাম বাবুর বক্তৃতার বিরোধীতা করি এবং মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যে ডিমাণ্ড এখানে রেখেছেন তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার : — অনারাাবল মেম্বার শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাশ। আপ ন অনুগ্রহ করে পাঁচ মিনিট বলুন।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে অনেকগুলি ডিমাণ্ড একসাথে পেশ করেছেন, আমার সবগুলি ডিমাণ্ড এর উপর বলার সময় হবেনা, আমি শুধু একটা ডিমাণ্ডের উপর ২১ নং ডিমাণ্ড—ইণ্ডাষ্ট্রিজ'এর সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলছি। ইণ্ডাষ্ট্রি সম্পর্কে এই বিধানসভায় আমরা বিভিন্ন দিক থেকে বহুবার বলেছি, কিন্তু বাজেটে ডিমাণ্ড-এর উপর শিল্প সম্পর্কে বরাদ্দের স্বল্পতা সম্পর্কিত তো বটেই, শিল্প সম্পর্কে ত্রিপুরা সরকারের যে শিল্প নীতি সেই সম্পর্কেও আমার কিছু বক্তব্য আছে। ত্রিপুরার জনসংখ্যা জমি ইত্যাদির দিক থেকে এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বেকার এবং গ্রামীণ বেকারের দিক থেকে চিন্তা করলে ত্রিপুরার শিল্প সম্প্রসারণের এবং ত্রিপুরাকে শিল্পায়ন করা, মাঝারি এবং বৃহৎ শিল্প ত্রিপুরাতে অনুষ্ঠিত করে অতি দ্রুত এবং শিল্প গড়ে তুলতে আনুসাংগিক যে সমস্ত জিনিষের প্রয়োজনীয়তা আছে, সেইগুলি উৎপাদন করার নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয়তা আছে, ত্রিপুরা সরকার নিশ্চয়ই একথা স্বীকার করবেন। কিন্তু ত্রিপুরার শিল্প সম্পকে একটা খুব সুনিশ্চিত নীতি গ্রহণ করতে না পারলে ত্রিপুরায় শিল্প সম্প্রসারণ করা সম্ভব হবে না, শিল্পায়ন হবে না। আমি একথা বলতে চাইনা যে ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরায় শিল্প করতে চাননা, নিশ্চয়ই ত্রিপুরাতে শিল্পের প্রয়োজন আছে কিন্তু বর্ত্তমান পদ্ধতিতে ত্রিপুরায় শিল্প হবেনা এটা আমার অত্যন্ত গভীর ধারণা। কারণ যে সমস্ত রাজ্য ভারতবর্ষে শিল্পে অনগ্রসর, সেই সমস্ত রাজ্যে শিল্প সম্প্রসারণ, শিল্পায়ন এখন আর ব্যক্তিগত ভাবে সম্ভব নয়, কারণ যে সমস্ত একচেটিয়া বৃহৎ পুঁজিপতি যারা ভারতবর্ষের শিল্পের শতকরা ৬০ ভাগ যে ৭৫টি পরিবারের হাতে রয়েছে সেই সমস্ত পুঁজিপতিরা, শিল্পপতিরা যারা এইসবের মধ্যমনি—বিরলা, টাটা ইত্যাদি এবং তাদের বলিষ্ঠ সমর্থক গোষ্ঠি কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যেও আংশিকভাবে আছে, তারা এখন আর শিল্প সম্প্রসারণ চান না, তারা টাকা বা পুঁজি সেইদিকে নিয়োগ করতে চান যেদিকে মেক্সিমাম প্রফিট পাওয়া যায়। এবং আজকে ভারতবর্ষের বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিপতিরা ব্ল্যাক মার্কেটিং, স্পেকুলেশান মার্কেট ইত্যাদি করে তারা তাদের নিয়োজিত অর্থে মেক্সিমাম প্রফিট করছেন এবং উৎপাদনকে তারা অত্যন্ত সেবটেজ করছেন, তাতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ত্রিপুরায় কেন ভারতবর্ষের অন্যান্য যে অনগ্রসর রাজ্য আছে, তাতে শিল্পের উন্নতি হবে না। এখানে কেন্দ্রীয় সরকার সরকারী উদ্যোগে শিল্প করতে চান কি না চান সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছার উপর নির্ভর করেনা, সেটা নির্ভর করে কেন্দ্রীয় সরকার এইসব একচেটিয়া পুঁজি বাজেয়াপ্ত করতে অবিলম্বে রাজী আছেন কি না তার উপর। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করলে ত্রিপুরা বা

অন্যান্য অনগ্রসর রাজ্যগুলিতে শিল্প সম্প্রসারণ করতে পারবেন না, যতক্ষণ না সেই একচেটিয়া পুঁজিপতিদের—যারা শতকরা ৬০ ভাগ দখল করে বসে আছেন, তাদের হাত থেকে শিল্পকে এনে রাষ্ট্রায়ত্ব না করতে পারবেন। কাজেই ত্রিপুরার শিল্প নীতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই বিধান সভার মাধ্যমে বলা উচিত যে ত্রিপুরায় সরকারী উদ্যোগে শিল্প সম্প্রসারণ অবিলম্বে প্রয়োজন এবং আমরা মনে করি এই চাপ কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দেওয়া উচিত যাতে সরকারী উদ্যোগে এখানে শিল্প সম্প্রসারিত হতে পারে। তা যদি না হয়, তাহলে যে সমস্ত পুঁজিপতিরা সারা ভারতবর্ষের ধন সম্পত্তি শিল্প ইত্যাদিকে সেবটেজ করছে, তার উপর যদি চাপ সৃষ্টি না করা হয়, তাহলে তাদের প্রভাব সাংঘাতিকভাবে বিস্তার করবে। কেন্দ্রীয় সরকারের অভ্যন্তরে যে সমস্ত প্রগতিশীল গোষ্ঠি শিল্পায়ন চান, শিল্পের সম্প্রসারণ চান, বা একচেটিয়া পুঁজিপতিদের পুঁজি বাজেয়াপ্ত করতে চান তাদের শক্তি বর্দ্ধন করার জন্য এই ত্রিপুরা বিধান সভা থেকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে কেন্দ্রীয় সরকারকে বলা উচিত সরকারী উদ্যোগে শিল্প সম্প্রসারণের জন্য। ত্রিপুরার অনগ্রসরতার কথা চিন্তা করে, ত্রিপুরার বেকারের কথা চিন্তা করে, জমির অবস্থা চিন্তা করে, কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা উচিত। কয়েকদিন আগে দিল্লীতে কংগ্রেস সোশালিষ্ট ফোরামের উদ্যোগে দক্ষিণ প্রতিক্রিয়া পন্থী এবং তাদের প্রভাব সম্পর্কে একটা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়, সেই সেমিনারে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতাও উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেস সোশালিষ্ট ফোরামের নেতারাও ছিলেন। সেই সেমিনারের উদ্বোধন করতে গিয়ে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট শ্রীশংকর দয়াল শর্ম্মা তিনি আবেদন করেছেন এই দক্ষিণ পন্থা প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠি সারা ভারতবর্ষের শিল্পায়নকে সমস্ত দিক থেকে—আসামে দাঙা ইত্যাদি করে ভারতবর্ষের প্রগতিশীল কর্মীকে সেবটেজ করতে চেষ্টা করছে, সেই দক্ষিণ পন্থী দলকে রুখতে হলে সি, পি, আই এবং সমস্ত কংগ্রেসের প্রগতিশীল শক্তি এবং অন্যান্য প্রগতিশীল যেগুলি আছে, ঐক্যবদ্ধভাবে সেটা যদি প্রতিহত করতে না পারে তবে ভারতবর্ষের এবং ভারতবর্ষের অংগ রাজ্য এই ত্রিপুরা রাজ্যের মত একটা রাজ্যে শিল্পায়ন সম্ভবপর হবে না। ত্রিপুরার শিল্প নীতি সম্পর্কে এবং বরাদ্দের স্বল্পতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি শাসক দলকে অনুরোধ করব এবং অন্যান্য সদস্যদের অনুরোধ করব যাতে ত্রিপুরা বিধানসভা থেকে কেন্দ্রের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য যাতে অবিলম্বে ত্রিপুরার বেকার সমস্যার কথা চিন্তা করে, ভূমির কথা চিন্তা করে ত্রিপুরায় সরকারী উদ্যোগে শিল্প সম্প্রসারণ করা হয়, তা না হলে এখানে ব্যক্তিগতভাবে শিল্প গড়ে তুলা সম্ভবপর হবে না। একথা বলেই আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীমণীন্দ্র দেববর্ম্মা। আপনি অনুগ্রহ করে পাঁচ মিনিট বলবেন।

শ্রীমণীন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ২৯—ফেমিন রিলিফ সেখানে আমার একটা কাট মোশান আছে—'দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির সংগে মোকাবেলার জন্য জি. আর. ও টি. আর ওয়ার্কসের ব্যয় বরাদ্দের স্বল্পতা ও দুর্নীতি দমনে ব্যর্থতা।' মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে পঞ্চায়েত সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে চাইছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে গ্রাম পঞ্চায়েত নীতিগতভাবে, বা ভারতবর্ষের স্বীকৃত আইনের মাধ্যমে গঠন করা হয়েছে এবং আজকে দীর্ঘ বেশ কিছুদিন যাবত আমাদের এই বিধানসভায় পঞ্চায়েত

সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা হয়েছে এবং পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বা পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা অারোপ করার বিষয় নিয়ে এবং অনেক বিষয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় গ্রাম পঞ্চায়েত সরকার নীতিগতভাবে নির্বাচন করলেও পুরোপুরিভাবে তার ক্ষমতাকে নিয়োগ করা বা গ্রামকে গঠন করে গ্রামকে আসনের দিকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব তাদের হাতে দেওয়া হচ্ছে না। সরকার নীতিগতভাবে নির্বাচন করলেও কিন্তু পুরোপুরিভাবে তারা গ্রামকে উন্নত করে, গ্রামকে গঠন করে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে না। আজকে এই যে গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে আজকে গ্রামের এই থবা পরিস্থিতিতে রিজিউলিশন করে কোথায় কাজ হওয়া দরকার এবং কোন জায়গায় পানীয় জলের দরকার বা কোন কোন জায়গায় কি করা দরকার এই বিষয়ে গাঁওপ্রধান সহ গাঁও পঞ্চায়েত মিলিত হয়ে সমাধান করতে পারে। সেখানে রিজিউলিশন করা হয় এবং সেই রেজিউলিশনের মাধ্যমে ব্লক অফিসে দাখিল করা হয় কিন্তু আজকে এই রিজিউলিশনের মাধ্যমে কাজ করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, মাননীয় স্পীকার স্যার, কয়েকটা ঘটনা আমি আপনার মাধ্যমে এই হাউসে উপস্থাপন করছি বিষয়টি হচ্ছে আজকে গ্রামে একটি পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে, কোন কোন পঞ্চায়েত হয়তো শিক্ষা ক্ষেত্রে কিছু অনগ্রসর থাকতে পারে কিন্তু এমন অনেক পঞ্চায়েত আছে যেখানে এই থবা পরিস্থিতিতে দলবাজী বা অন্য কোন রাজনীতি চলে না বা এই সমস্ত গণ্ডগোল সৃষ্টি করা উচিত নয়। কাজেই কম্যুনিষ্ট পার্টি হোক আর কংগ্রেস পার্টিই হোক এই থবা পরিস্থিতিতে সকলে মিলে কোথায় কি করা দরকার এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। কাজেই দুঃখের বিষয় মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, খোয়াইতে কয়েকদিক আগে আমরা দেখেছি যে গত ৩০শে মার্চ খোয়াইতে একটা ভূমিহীনদের মিটিং ডাকা হয় এবং সেই মিটিং এ আমাদের যে এলাকা আছে সেখানে অরুণ কর নামক একজন কংগ্রেসী লীডার তিনি গ্রামের জনসাধারণের উপর কর্তৃত্ব করেন এবং অনেক কিছু বিশৃঙ্খলা সেখানে তিনি করেছেন। সেখানে আরও কিছু লিডার মনোভাবাপন্ন লোক আছে তারা আজকে কংগ্রেসের কাছে গিয়ে বলছে যে আমাদেরকে সেই সমস্ত কাজের মধ্যে নিচ্ছে না, অথচ কাজ করার মত এত দরকারও তাদের নেই। এই সমস্ত লোকদিগকে বলা হচ্ছে যে আপনারা এখন থেকে আমার সাথে যোগাযোগ রাখুন এবং যোগাযোগ করে সেখানে আপনারা কাজে হাত দিন, দিয়ে আপনারা ট্রাইবেল এবং হিন্দুস্থানীদের কাজ দেবেন না। শুধু বাংগালী-দেরকে কাজ দেবেন, এইভাবে সেখানে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই দিক দিয়ে এই কথাই আমি বলতে চাই যে এই পরিস্থিতিতে যদি এইভাবে দলবাজী করে, আমি মনে করবো যে এই অরুণ বাবু আরও অনেক জায়গায় যেখানে সুশৃঙ্খলভাবে রাস্তার বা অন্য কাজ চলছে সেখানে গিয়ে তারা বলছে যে কোন এম, এল, এ-র দরকার হবে না শুধু আমাদের কাছে আসবেন। এই ভাবে তারা একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই জিনিসটা এই হাউসে জানাতে চাই যে এই রকম লোক যদি আজকে গ্রামের মধ্যে থাকে তাহলে গ্রামের কোন কাজ হবে না সেখানে শান্তি থাকবে না এই জন্য আমি আপনার কাছে এই কথা তুলে ধরছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এইবার

এই খরা পরিস্থিতিতে যে সমস্ত টেষ্ট রিলিফের কাজ আরম্ভ হয়েছে আমি যদি বলি বিশ্বাস করবেন কি না, জানি না, মাননীয় মন্ত্রী মশায়রা বলেছেন আমরা টেষ্টরিলিফের কাজ চালিয়ে যাচ্ছি কিন্তু গ্রামের মধ্যে অনেক জায়গায় কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। একটা প্রজেক্টের মধ্যে তিন দিন কাজ হওয়ার পর তারপরেই কাজ বন্ধ হয়ে যায়। কোন কোন সময় বলা হয় প্রজেক্টে টাকা পয়সা নেই আবার কোন সময় বলা হয় কাজের অভাব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি আপনার মাধ্যমে এই হাউসকে বলতে চাই যে কাজের অভাব এবং টাকার অভাব এই কথা গ্রামের গরীব জনসাধারণ মানবে না। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় বিভিন্ন জায়গায় এই রকম ঘটনা ঘটছে। আজকে যে সমস্ত জায়গায় গ্রামের মধ্যে টেষ্টরিলিফের কাজ চলছে সেখানে শ্রমিকের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত ৫০/৬০ জনের বেশী নয়। আজকে আমরা গ্রামে কি দেখছি প্রায় শতকরা ১০০ জনই বাহিরে কাজ করেন কেউ ঘরের ভাত খাচ্ছেন না। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জি, আরের জন্য প্রতিটি গাওসভাতে গ্রামের সমস্ত গরীবদের লিষ্ট করে দেওয়া দরকার। এর মধ্যে লিষ্ট তৈরী হওয়ার পরও গাও প্রধানরা এবং গাও সভার সদস্যরা বলেন বাছাই করে দাও। কাজেই এইভাবে দুর্নীতি চলছে। কাজেই এই রকম যদি হয় এই পরিস্থিতিতে গরীব মানুষরা কিছুতেই বাঁচতে পারে না। আর এভাবে যদি কাজ হয় তিনদিন কাজ করে সাতদিন বন্ধ থাকে তাহলে গ্রামের জনসাধারণ যে দুই টাকা দৈনিক রোজগার করে জীবন রক্ষা করবে তারও সুযোগ থাকে না। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে হাউসে এই দাবী রাখবো যে এই খরা পরিস্থিতিতে যাতে অধিকাংশ লোককে কাজ দেওয়া হয় এবং টেষ্টরিলিফের কাজ বা বিভিন্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে কাজ সৃষ্টি করা হয় সেই দিক দিয়ে অনুরোধ করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার:—শ্রীনিশীকান্ত সরকার। আপনি অনুগ্রহ করে পাঁচ মিনিট বলুন।

শ্রীনিশীকান্ত সরকার:—প্রথমে হলো অনেকগুলি ডিমাণ্ড এখানে এসেছে, মাননীয় অর্থমন্ত্রী অর্থ চেয়েছেন এইসবগুলিকে আমি সমর্থন করি এবং সবটার উপর বলার মত সময় বোধ হয় থাকবে না। আজকে আমাদের একজন বিরোধী দলের সদস্য, মাননীয় সদস্য ইণ্ডাষ্ট্রী সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ভারতের গোষ্ঠি সুদ্ধ ত্রিপুরাতে নিয়ে এসেছেন। এই সব কথা বলেছেন ঠিকই, কিন্তু যুক্তি কিছুই দেখান নি। তাই আমি বলছি যে ত্রিপুরা সরকার ইণ্ডাষ্ট্রির চিন্তা করছে, কিন্তু চিন্তা করতে গিয়ে কোথায় ত্রুটিবিচ্যুতি করছে সেইটা বলে নাই শুধু বলছে অপদার্থতা। যারা শিল্প করবে বলে ঋণ নিয়েছে সেই পরিস্কার করছে না, আবার বলছে ঋণ নিয়ে এ ঋণ দাতারা শিল্প করছে না, চুরি করে নিচ্ছে। এই কথা মাননীয় সদস্য বিরোধী দলের সদস্য অনিলবাবু বলেছেন। আর এক দিক দিয়ে কোন কর্মচারীকেই বাদ দেয় নাই: ডিরেক্টার থেকে আরম্ভ করে সবাই দুর্নীতি করে। আর সব বন্ধ হয়ে গেছে। উদয়পুর ইণ্ডাষ্ট্রি, অরুণ-ধ্বজীনগর এবং ধর্মনগরের সব বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু এই যে সি, পি, এমের দল, এই যে ইণ্ডাষ্ট্রীর ইউনিটগুলি তৈরী হয়েছে, কে করেছিল, আমি জানি এই শিল্পনগরা গড়ার অর্থ ছিল যে দেশে যারা বেকার আছে যারা যুবক আছে তাদেরকে এই ইণ্ডাষ্ট্রিতে ট্রেনিং দিয়ে তাদেরকে এই শিল্পে নিয়োগ করা হবে। এইভাবে বিভিন্ন সাবডিভিশনে এই ইউনিটগুলি গঠন

করা হয়েছে। কিন্তু সি, পি, দমের দল তাদের কাছে গিয়ে বলে চাকরী দাও। ট্রেনিং পাশ করেছে তাদেরকে গিয়ে বলছে চাকুরী চাও। তাই তারা সেখানে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। এইভাবে তারা ত্রিপুরার বিভিন্ন শিল্পকে আঘাত দিচ্ছে। আমি যা বলছি শুনুন, এরা তো কোন সময় বাস্তব কথা বলে না, অবাস্তব বলবে।

শিল্প সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়েছে। আমি জানি যে সরকার এই সম্পর্কে অনেক চিন্তা করছেন। তবে এর সম্পর্কে যে কিছু একটা অল্টারেশান করার দরকার, তার সম্পর্কে আমি কিছু বলব। কেন বলব? বলব আমার উদয়পুরে যে পাওয়ারলুমগুলি আছে, সেগুলি বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করে বসানো হয়েছে। আমাদের প্রথমে ত্রিপুরা রাজ্যের কুটির শিল্পকে দেখতে হবে। উদয়পুরে একটা কেলেণ্ডারিং মেসিনও আছে। তাছাড়া আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ভাল ভাল তাঁতী পড়ে আছে, তাদেরকে দিয়ে যদি আমরা এই তাঁত শিল্পকে পরিচালনা করি তাহলে তাঁত শিল্পের ভবিষ্যত একটা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আমি মনে করি। কেন না, আজকে মাদ্রাজে যে কাপড় তৈরী হচ্ছে, সুরাটে যে কাপড় তৈরী হচ্ছে অথবা কেরলাতে যে কাপড় তৈরী হচ্ছে, আমাদের এখানকার তাঁতীরা যদি সেই রকম সুযোগ সুবিধা পায় এবং তাদের তৈরী কাপড়গুলি যদি কেলেণ্ডারিং করা হয়, তাহলে তুলনামূলক ভাবে ঐ সব জায়গার কাপড় থেকে ভাল না হয়ে পারে না, এটা আমার ধারণা। তাই আমি এখানে সাজেশান রাখছি, আমাদের যে পাওয়ারলুমগুলি আছে, যে কেলেণ্ডারিং মেসিন আছে সেগুলির সাহায্য দিয়ে আমাদের যে তাঁতীরা আছে তাদের মধ্যে সুতা বিলি ক.র, তারা যে কাপড় তৈরী করবে, সেটা যেন বাজারে চালু করা হয়। তারপরে আমি আরও কতগুলি কথা বলব, যেমন আজ কাল নূতন নূতন ফেক্টরী তৈরী হচ্ছে, মোমবাতির ফ্যাক্টরী, কাগজ তৈরী করার ফ্যাক্টরী, এখানকার মানুষেরা ছোট ছোট আরও অনেক রকমের ফ্যাক্টরী করতে চায়, কিন্তু সেগুলি করতে হলে যে পুঁজির প্রযোজন, সেই পুঁজির অভাব তাদের মধ্যে আছে। কাজেই তাদের এই অভাবটা দূর করে সরকার যদি তাদের দিয়ে সেগুলি পরিচালনা করেন, তাহলে আমাদের কুটীর শিল্প তৈরীর কাজটা এক রকম এগিয়ে যাবে এবং এরই মধ্যে আমরা প্রয়োজনীয় পাওয়ার পেয়ে যাব। কিন্তু আমরা শিল্প দপ্তরের মধ্যে একটা ভাবধারা লক্ষ্য করছি, সেটা হচ্ছে এই দপ্তর থেকে কেউ গ্রামে যেতে চায় না, তারা গ্রামের মানুষের খবর রাখে না, অবশ্য মাঝে মাঝে তারা দুই একজনকে সেখানে পাঠায়। তাই আমি এখানে অনুরোধ রাখব যে আমাদের গ্রামের মানুষদের মধ্যে অনেকের অনেক রকমের অভিজ্ঞতা আছে, তাদের সেই অভিজ্ঞতাকে যাতে কাজে লাগানো হয়, সেজন্য সরকার চেষ্টা করবেন। তারপরে আর এক দিক দিয়ে বলছি যে আমাদের আদিবাসীদের সর্বনাশ করেছে কারা? আমি বলব ঐ কমিউনিষ্ট পার্টি। তারা এখানে এসে আদিবাসীদের সম্পর্কে যে সব কথা বলেছেন, সেগুলির মধ্যে আদৌ কোন যুক্তি নাই তারা আদিবাসীদের সম্পর্কে একবার বলছেন ডেবর কমিশন ফলো কর, আবার বলছেন যে না আদিবাসীদের জন্য টি, ডি, ব্লক করা হউক। কাজেই তাদের বক্তব্য থেকে এটাই বুঝা যাচ্ছে যে আদিবাসীদের জন্য কি করা উচিত, সেই সম্পর্কে তার কোন কিছু ঠিক নাই। তাই কি করলে পরে আদিবাসী ভাইদের সুখ সমৃদ্ধি হবে, তার সম্পর্কে তারা সঠিক করে কিছু বলতে পারছে না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন যে তাদেরকে ১৯১০ টাকা করে ঋণ দিতে হবে। কিন্তু আমি বলি শুধু ঋণ দিলেই ঠিক তাদের পুর্ণবাসন হয়ে যাবে? তাদের ঋণ দেওয়ার সাথে সাথে জায়গা জমি দিতে হবে, হালের গরু দিতে হবে,

[illegible] স্থান ইত্যাদি দিতে হবে। তাছাড়া তাদের ও তাদের ছেলে মেয়েদের লেখা পড়া করার সুযোগ দিতে হবে, তাদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ডিস্‌পেন্‌সারী এবং ঔষধপত্র দিতে হবে। কিন্তু এই বিরোধী পক্ষ যে ভাবে আদিবাসীদের প্রতি দরদী হয়ে এক একদিন এক এক কথা বলা হচ্ছে, তাতে বুঝা যাচ্ছে যে আদিবাসীরা কোন রকমের সুযোগ সুবিধা পাক, এটা তারা আদৌ চায় না। কিন্তু আমাদের সরকার আদিবাসী ভাইদের উন্নয়নের জন্য আদিবাসী উন্নয়ন কমিটি বা এ্যাড্‌ভাইসরী কমিটি করেছে। এই কমিটি আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন দিক চিন্তা করে, যেমন তাদের শিক্ষা, তাদের স্বাস্থ্য, তাদের পুনর্বাসন ইত্যাদি সম্পর্কে সরকারকে নির্দেশ দিতেছে। এবং সেই নির্দেশ অনুসারে সরকার তাদের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং তাদের সমস্ত রকমের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু একটা কথা হল যে এই সরল আদিবাসী ভাইদের জ্ঞান বুদ্ধি কম। তাই তাদের সরলতার সুযোগ নিয়ে এই সি. পি, এম্‌ দল তাদের মধ্যে নানা ভাবে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে আসছে যার জন্য সরকারের শত ইচ্ছা থাকা সত্বেও তাদের ভালভাবে পুনর্বাসন এর ব্যবস্থা করতে পারছেন না। আজকে আমি কেন এই কথা বলছি, তার কারণ হচ্ছে আমরা দেখছি যে সরকার যখন বিভিন্ন সাব্‌ডিভিশনের জুমিয়াদের পুনর্বাসনের জন্য টাকা মঞ্জুরী করছেন, তখন এই সি, পি, এম, দল ও তাদের চরেরা আগে ভাগে খবর নিয়ে ঐ সরল জুমিয়া ভাইদের মধ্যে প্রচার করতে থাকে যে তোমাদের ১৯১০ টাকার মঞ্জুরী এসে গেছে, তোমাদের জন্য আমরা নানা ভাবে চেষ্টা চরিত্র করেছি, কাজেই আমাদের পার্টি ফাণ্ডে চাঁদা দাও। এভাবে তারা জুমিয়াদের হয়রানি করতে চায়। কোথায় তারা সরকারকে সহযোগিতা করবেন আদিবাসীদের পুনর্বাসনের জন্য, সরকার যে স্কীম নিয়েছে সেগুলি যাতে আদিবাসীদের কল্যাণে ব্যয় হয়, তার চেষ্টা করবেন, তা না করে তাদের মধ্যে বিভিন্ন ভাবে অপপ্রচার চালাচ্ছেন কাজেই তারা এখানে এই বিধান সভায় এসে যা কিছু পরিবেশণ করেছেন, তার সবগুলিই অসত্য, তাদের এগুলির মধ্যে কোন যুক্তি নাই। তবে আমি তাদেরকে সতর্ক করে দিতে চাইছি যে তারা যেন এই খরা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে আদিবাসীদের মধ্যে কোন রকমের রাজনীতি না করেন। এই কথা বলার কারণ হচ্ছে, আমি নিজে এই কয়েক দিন আগে আমার এলাকার কয়েকটি আদিবাসী অঞ্চল ঘুরে দেখে এসেছি, এবং আদিবাসী অঞ্চলে গিয়ে আদিবাসী ভাইদের কাছে আমি শুনেছি যে ১০/১২ জন বোম্বেটে লোক নাকি বিভিন্ন আদিবাসী অঞ্চলের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারা কারা? তারা হচ্ছে সি, পি, এম দলের লোক তারা আদিবাসী অঞ্চলে গিয়ে সরল আদিবাসীদের নানা ভাবে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করছে। এটা শুধু যে আমার এলাকার আদিবাসী অঞ্চলেই হচ্ছে তা নয়, ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমার আদিবাসী অঞ্চলগুলিতে এই ধরনের বোম্বেটেরা ঘুরে ঘুরে আদিবাসীদের নানা ভাবে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। কাজেই সরকারকে আমি এই দিক দিয়ে সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য অনুরোধ করব যাতে করে এই সব সুবিধাবাদী দল ঐ সরল আদিবাসীদের বিভ্রান্ত করে সরকার বিরোধী করে তোলার সুযোগ না পায়। আজকে আমরা দেখছি যে এস, ডি, ও'রা বিভিন্ন সাবডিভিশনের মধ্যে প্রত্যেক মৌজায় মৌজায় গিয়ে দাদন লোন, কৃষি লোন এবং খরার জন্য টেষ্ট রিলিফ ইত্যাদি বিলি বন্টন করছেন। কিন্তু তা সত্বেও এই কমিউনিষ্ট পার্টি'র দল ঐ সরল আদিবাসীদের নানা প্ররোচনা দিয়ে এই আগরতলা শহরের মধ্যে নামিয়ে এনেছে, তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য। তাই আমি আবার তাদেরকে সতর্ক করে দিতে চাই বর্তমানে যে খরা পরিস্থিতি চলছে, এই খরা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে আদিবাসীদের নিয়ে রাজনীতি করে, তাদের যেন আর সর্বনাশ না করেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, তাই আমি তাদের কাট মোশনকে কোন প্রকারে সমর্থন করতে পারি না কিন্তু মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ডিমাণ্ড এনেছেন, তাকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত:— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ডিম্যাণ্ড এনেছেন তা সমর্থন এবং বিরোধী দল থেকে যে কাটমোশন এনেছেন তার বিরোধীতা করি। মাননীয় সদস্য অনিল সরকার বলেছেন শিল্পের উন্নতি হয় নি এবং শিল্পের কথা বলতে গিয়ে উনি কোরিয়া বা অন্যান্য দেশের সংগে তুলনা করেছেন। কিন্তু উনি কি জানেন না যে শিল্পের উন্নতি ভারতবর্ষে যে শিল্পের উন্নতি হয়েছে তার জন্য এখন ভারতবর্ষ বিদেশে বাজার খুঁজছে? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যে শিল্পে উন্নতি করব সেই পথ উনারা রাখেন নি। উনারা কলম ধর্মঘট অবস্থান ধর্মঘট, গো স্লো ইত্যাদি নানাভাবে শ্রমিকদের উস্কিয়ে আমাদের শিল্পের উন্নতিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছেন। আমরা যে ভারতবর্ষের নাগরিক, ত্রিপুরা রাজ্যের নাগরিক এই কথা উনাদের খেয়াল থাকে না। কাজেই আমি অনুরোধ করব যারা সি, পি, এম, এর সদস্য আছেন তারা যাতে ত্রিপুরার তথা ভারতের শিল্পের উন্নতির দিকে নজর দেন। রাজ্যপাল বলে গেছেন এখানে কাগজ শিল্প করা হবে এবং সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে শিল্প করা হবে। কিন্তু মাননীয় সদস্য বলেছেন যে কিছুই হয় নি। সেটা কোন্ যুক্তিতে বলেছেন আমি জানি না। যাই হোক যাতে গ্রামীণ শিল্প জোরদার হয় সেজন্য আমি সরকারকে অনুরোধ করব। গ্রামীন শিল্প বলতে আমরা স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্রি বুঝি, এবং মোমবাতি, সাবান, শটি ফুড, বিড়ি, তাঁত শিল্প ইত্যাদিকেই আমরা গ্রামীণ শিল্প বলে জানি। টেষ্ট রিলিফের কাজে আমরা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছি। সি, পি, এম, এর দালালী যারা করছে তারা এর থেকেও ভাগ নিচ্ছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে শিল্প করতে গিয়ে আমরা কি দেখছি। আমাদের মাননীয় সদস্য একটা প্রশ্ন করেছিলেন ১৯৬৫, ১৯৬৬, ১৯৬৭, ১৯৬৮ সনে যে চারটা সাইকেল (হারাকিউলিস এবং হিন্দ) ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেন্ট কিনেছিলেন সেটা একটা স্টকে আছে আর একটা নাই। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি ১৯৬৭ ইংরাজীতে যেটা স্টকে আসেনি আজও তদন্ত চলছে, কে নিয়েছে? সেই ডিপার্টমেন্টের অফিসারের শাস্তি হয় নি কেন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়? আমি ডিমাণ্ড করি যে তাদের শাস্তি হোক। তার বিরুদ্ধে একটা তদন্ত কমিটি গঠন করা হোক। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা রয়লার মেশিন কিনেছিলেন ৯,০০০ টাকা দিয়ে। তার উত্তর এসেছে ৮,৫০০ টাকার যন্ত্রাংশ চুরি গেছে। এটা বিভাগীয় তদন্ত চলছে। যাদের হাতে জিনিষটা ছিল তারাই আবার তদন্ত করছে। এটা কিছু হবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি দাবী করছি যাতে সমগ্র ব্যাপারটা তলিয়ে দেখার জন্য একটা তদন্ত কমিটি গঠন করেন। আমাদের যে আঠারোটা ব্লক আছে সেই আঠারোটা ব্লককে রি-অরগেনাইজ করা দরকার। তাতে সেখানে ইণ্ডাষ্ট্রির উন্নতি হবে বলিয়া আমি মনে করি। কাজেই ১৮টা ব্লককে রি-অরগেনাইজ করে ২১টা ব্লক করা দরকার। সরকার গ্রামে ওয়াটার সাপ্লাইয়ের জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং আমি জেনেছি যে সরকার এই বিষয়ে সচেষ্ট আছেন। অভাব ফ্লোর ব্যাপারেও তারা হাত দিয়েছেন। কিন্তু বিরোধী দলের নেতা বলেছেন যে আমরা কিছু করছি না। এই যে একটা কথা বলেছেন এটা অসত্য। অর্থাৎ যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা। যেটা আমরা আজকে বসাচ্ছি সেই রাতেই সি, পি, এম. এর দল বলে যে এই যে বসাচ্ছে এটা তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয়ে যাবে। অর্থাৎ তারা প্রচার করে যে কোম্পানীর সংগে একটা চুক্তি হয়েছে এবং খারাপ জিনিষ কোম্পানী দিচ্ছে। এইভাবে বুঝায়। এইভাবে মানুষকে মিস্‌লীড করে। কাজেই

আমি অনুরোধ করি এইভাবে মানুষকে মিস্‌লীড না করে যাতে গঠনমূলকভাবে সমালোচনা করেন। আমি এই হাউসে আজকে যে ডিমাণ্ড এসেছে সেই ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী:— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে ডিমাণ্ডগুলি এখানে এসেছে এইগুলি সমর্থন করি আর শিল্প সম্পর্কে দু'চারটা কথা বলব। আমি খবরের কাগজে দেখেছি, আমার মনে হচ্ছে যে চীফ মিনিষ্টার বলেছেন সাংবাদিক সম্মেলনে যে আমাদের তিনি এক বছরের মধ্যে কয়েকটা শিল্প উপহার দিবেন। অথচ বাজেটে কোন বরাদ্দ নাই। জুট মিল, কাগজের কল, চিনির কল ইত্যাদি হচ্ছে। বাজেটে কোন টাকা নাই। অথচ টাকা ছাড়া যে কি করে শিল্প হয় বুঝতে পারি না। কোন্ সেক্টরে হবে সেটাও উল্লেখ নাই। আমার মনে হয় যে চীফ মিনিষ্টার যে বিবৃতি খবরের কাগজে দিয়েছেন প্রাইভেট সেক্টারেই হোক বা পাবলিক সেক্টরেই হোক, শিল্প হবে। কিন্তু হাউসকে না জানিয়ে আমার বলতে হচ্ছে যে, এমন কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন না যার দ্বারা হাউসের অবমাননা হয়। আরও অ্যাকচুয়ালী কোন শিল্প নীতিও আমরা দেখতে পাচ্ছি না। ইলেকট্রিসিটির যা অবস্থা, এলেকট্রিসিটি ছাড়া কোন শিল্প হবে না। আমাদের মন্ত্রীরা বলেন প্রশ্নোত্তরের সময়ে যে নানারকম বটলনেক আছে। সে জন্য আমাদের অনেক চিন্তা করতে হচ্ছে। আমি সেদিন বলেছিলাম যে কোন রাজ্যে ইলেকট্রিসিটির জন্য কোন শিল্প অপেক্ষা করতে পারে না। আজকের দিনে পারে না। ভারতবর্ষেও পারে না। আজকে রেলকে বাদ দিয়েও শিল্প হতে পারে না। শিল্পের জন্য রোড ট্রান্সপোর্ট করা হচ্ছে বলা হচ্ছে। তাতে কতটুকু সুবিধা হবে জানি না। কথা হচ্ছে শিল্প গড়ে তোলার জন্য যা দরকার আমাদের তা নাই। ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেন্টে নো-হাউ নাই। ওরা জানে না কি করে শিল্প হয়। সেজন্য আমি সরকারকে বলব যেখানে নো-হাউ আছে সেইসব লোক আনেন বাইরে থেকে। আমি বোম্বে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখেছি ৩৭টা চিনির কল চলছে। খুব ভাল চলছে। আমরাও তো এটা এখানে করতে পারি। কিন্তু এর জন্য যে নো-হাউ দরকার আমাদের ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেন্টে তা নাই। কারখানা তৈরী করতে হলে পরে করতে হবে। সুগার কেনের জন্য সার্ভে করতে হবে। কোন কিছু নাই এবং বলা হচ্ছে সার্ভে আমরা করছি। সরকারকে জিজ্ঞাসা করলে সরকার বলবেন "বোধ হয়, বোধ হয়।" আমি কোয়েশ্চান আওয়ার ছাড়া—কোয়েশ্চান আওয়ারে আপনি প্রিভিলেজ দেন আপনি ইণ্ডালজেন্স দেন আমাদের সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। কোয়েশ্চান আওয়ার ছাড়া বলি না, কম বলি। আসল কথা হচ্ছে আমাদের এখানে ত্রিপুরাতে কোন শিল্প ছিল না শিল্পের নামে শিল্প নগরী করা হয়েছিল। আমরা শুনেছি এই হাউসে মাননীয় সদস্য নিশি বাবু বলেছিলেন উদয়পুরের শিল্প নগরীতে পুলিশের আস্তানা হয়েছে। পুলিশের জায়গা নেই, সে জন্য শিল্প নগরীতে আছে, সি, আর, পি'র একটি সাইনবোর্ড আছে আমরা দেখেছি। সেখানে কিছু হচ্ছে না শিল্পনগরীর সাইনবোর্ড আছে ডিরেক্টার আছে, ডেপুটি ডাইরেক্টার আছে, এ ছাড়া আর কিছু নাই। আর ওদের

বেতন ভাতা এছাড়া আর কিছু হচ্ছে না। আমাদের এখানে তাঁতী আছে। তাঁতের কথা বলা হয় গ্রামীন শিল্প। তাঁত আছে তাঁতীর জন্য কিছু করার দরকার নাই শুধু দরকার সূতা দেওয়া। এটা দেওয়া হচ্ছে না। শিল্প দপ্তর কোন খোঁজ রাখেন না শিল্প দপ্তরের উচিত খোঁজ করা তারা কিছু করছে না। শুধু কতগুলি টাকা খরচ হচ্ছে এছাড়া আর কিছু হচ্ছে না। শিশু সম্পর্কে আমি কয়েকটি কথা বলব। মাননীয়া উপমন্ত্রী শ্রীমতী চক্রবর্তী কোন এক সভাতে বলেছিলেন যে এক হাজার বারোয়ারী স্কুল করবেন —আমরা রেডিওতে শুনেছি পত্রিকায় দেখেছি। এই সম্পর্কে আমি বলব এই জিনিষটা কি আমরা একটু জানতে চাই। আর একটি কথা আমি বলব যে সমস্ত উন্নয়নমুলক স্কীম সরকার থেকে নেওয়া হয় সরকারের উচিত সেগুলি হাউসকে জানান। অবশ্য আমি বলছি না এই কথা যে ইচ্ছা করে এই হাউসকে অবজ্ঞা করা হয়েছে সেটি আমি বলছি না। যদি আমরা ডেমক্রেসীতে বিশ্বাস করি আমাদের এখানে কনভেনশান হওয়া উচিত— আমাদের এখানে এখন প্রচুর পার্লামেন্টারীয়ান এসেছেন যারা ভাল বলেন এবং ভাল বুঝেন সুতরাং ভাল জিনিষ সব সময় হাউসকে জানানো উচিত। আর একটি কথা আমি বলব আমাদের এখানে যে ত্রিপুরা ষ্টেট সোশ্যাল এডভাইজারী বোর্ড আছে। সেটাও আমাদের মাননীয়া উপমন্ত্রী শ্রীমতী চক্রবর্তী দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত আছে। এটা একটি নন-অফিসিয়্যাল অর্গেনাইজেশান। কিন্তু তার টাকার জন্য—সেটিও গভর্ণমেণ্ট সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট থেকে—সেন্ট্রাল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ডের মাধ্যমে তার জন্য একটা কমিটি আছে তার রি-কনষ্টিটিউশন ঠিক মত হয় না। আমি অনুরোধ করব এই কমিটি—ষ্টেট লেভেল কমিটি কনষ্টিটিউটেড হওয়া উচিত। আমার ধারণা আমার সংগে উনি একমত হবেন। এই বোর্ড কিছু করে না। গভর্ণমেণ্ট যে টাকা দিচ্ছে সেটি খরচ হচ্ছে না। সুতরাং আমি আশা করব গভর্ণমেণ্ট এইদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবেন। এই মাননীয় অর্থমন্ত্রী ডিমাণ্ড সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসমর চৌধুরী। মাননীয় সদস্য আপনি অনুগ্রহ করে ৫ মিনিট বলবেন। আমি আশা করি আপনিই শেষ বক্তা হবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের অনেকগুলি ডিমাণ্ড আমি সবগুলি ডিমাণ্ড নিয়ে আলোচনা করছি না। অল্প কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই। পানীয় জলের যে ডিমাণ্ড—ডিমাণ্ড নম্বর ২২ এতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। আমরা বুঝতে চাই, আমরা দেখতে চাই, মাননীয় মন্ত্রী কি স্কীম কি পরিকল্পনায় কি বরাদ্দ রাখা হয়েছে। আমরা জানতে চাই, কয়টি গ্রামে জলের সংকটে সমস্যা গ্রাম হিসাবে গ্রহণ করেছেন। আমরা জানতে চাই কোন কোন গ্রামে নির্দিষ্ট ভাবে সমস্যা গ্রাম হিসাবে সেই গ্রামগুলিতে জলের ব্যবস্থা পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করার কি কি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি শুধু গ্রামের কথা বলছি? শহর আমার নিজের শহর সোনা-মুড়ায় সেখানে একটি মাত্র রিজার্ভ ট্যাংকই সমস্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা হচ্ছে। সেই ট্যাংকের ভিতর এখন জল নাই সারা শহরের মানুষ নদী থেকে জল সংগ্রহ করে জল খায়। শহরের এই অবস্থা আর গ্রামের লোক অবিশুদ্ধ জল খেয়ে তাদের নানা অসুখে ভোগাতে

হচ্ছে। সেই গ্রামগুলির জন্য কি ব্যবস্থা হচ্ছে সেখানে কোন স্কীম নাই। আমরা জানতে চাই মাননীয় মন্ত্রী কি জানাবেন? এই হাউসে উপস্থিত করবেন—এই হাউসের বিভিন্ন সদস্যকে নিয়ে সারা ত্রিপুরার প্রত্যেকটি গ্রামকে সার্ভে করে কোন কোন গ্রামে কি কি ব্যবস্থা করা যায় কি স্কীম নেওয়া যায়। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলতে চাই বাংলাদেশের স্বাধীনতায় আমরা সাহায্য করেছিলাম। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করার সময় জরুরী ঘোষণায় আমরা দেখেছি তখন সামরিক বাহিনীকে ত্রিপুরার বাইরে থেকে এসে কিছুদিন থাকতে হয়েছে। ক'দিন লেগেছিল জলের ব্যবস্থা করতে রাস্তার ব্যবস্থা করতে ক'ঘণ্টা লেগেছিল? আজকে আমরা শুনেছি মুখ্যমন্ত্রী জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন খরা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য। কোথায় সেই জরুরী ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত এক বছর পার হয়েছে। গত বছর এপ্রিল থেকে এখন পর্যন্ত এই অসুবিধা চলছে প্রতিটি খাল প্রতিটি বিল প্রতিটি টিউব ওয়েল প্রতিটি রিং-ওয়েল শুকিয়ে যাচ্ছে। ২০ ফুট ২৫ ফুট পাইপ বসিয়ে বলা হচ্ছে এই নাও তোমাদের টিউব ওয়েল দেওয়া হয়েছে এই বার পাম্প কর জল খাও। একদিন দুইদিন পরে আর জল থাকে না। ঠিক মত লেয়ারে বসানো হয় না জল থাকবে কি করে? বলা হচ্ছে আমাদের যন্ত্রপাতি আসে না ২৫ বছর কি এখানে অশ্ব ডিম্ব করা হয়েছে। কি করা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা জানতে চাই। আমি ডিমাণ্ড নম্বর ৩৪ উপর বলতে চাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, ৩৪ উপর পঞ্চায়েতের প্রশ্ন জড়িত। সেখানে বাজেটে বলা হয়েছে শহরের উন্নয়নের প্রশ্ন জড়িত। কোন শহরের কি পরিকল্পনা আছে? টাকা বরাদ্দ হলেই সমস্ত শহরের উন্নয়ন হবে বাজারের উন্নয়ন হবে? এই সব শূন্যগর্ভ আওয়াজ আমরা চিরদিন শুনে এসেছি। আমরা জানতে চাই কি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আমরা শুনেছি ঘোষণা করা হয়েছে কয়েকটি সাবডিভিশন্যাল টাউনকে মিউনিসিপ্যালিটি টাউন করা হবে। কিন্তু সাবডিভিশন্যাল টাউনগুলির কি অবস্থা—সেগুলির কথা ছেড়ে দিন আগরতলা শহরের মিউনিসিপ্যালিটির ড্রেনগুলির কি অবস্থা দেখছি মশায় ভন ভন করছে। প্রতিটি ঘরে ঘরে মানুষ রোগগ্রস্ত হচ্ছে। এখানে মন্ত্রীরা মশা মারতে কামান দাগানোর আওয়াজ শুনাচ্ছেন। মন্ত্রীরা তাই শুনান। লজ্জা হয় না। বাজারগুলিতে রাস্তাগুলি অকোপাইড হয়ে যাচ্ছে বাজারগুলির উপর দোকান বসছে মানুষ চলতে পারে না বাজারগুলি অবিন্যস্ত এমন কি বড় বড় ভেষ্টেড ইন্টারেষ্টেড ব্যক্তি ছোট ছোট দোকানদারদের উচ্ছেদ করার চেষ্টা করছে। তারা সেটেলমেন্টের সংগে যোগাযোগ করে তারা নিজেদের সম্পত্তি করার চেষ্টা করছে নিজেদের নামে পরচা করছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, পঞ্চায়েত সম্পর্কে সামান্য বলে আমি শেষ করছি। পঞ্চায়েত সম্পর্কে বড় বড় বক্তৃতা শুনান হয়—পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত প্রধান। আমি বলতে চাই বর্তমান শাসক গোষ্ঠি নিজেদের স্বার্থে, নিজেদের দলীয় স্বার্থে তাদের কতকগুলি মোড়ল তৈরী করেছেন, নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। আমি জানতে চাই কেন সেই নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা দিয়ে তাদের প্রতি মাসে মিটিং করার ব্যবস্থা করা হয় নাই, কেন তাদেরকে সেই অধিকার দিয়ে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হয় নাই। আমরা জানতে চাই এই পঞ্চায়েতরা কয়টি পঞ্চায়েতের মিটিং করেছে গ্রামে

এবং কয়টি রিক্‌ুইজিশান নেওয়া হয়েছে, কি হয়েছে সেটা আমরা জানতে চাই, আমরা মোড়ল গ্রামে দেখতে চাই না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই শাসক গোষ্ঠি তাঁদের স্বার্থে এই পঞ্চায়েতকে ব্যবহার করছেন। পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা না দিয়ে, কতকগুলি ভেষ্টেড ইন্টারেষ্টেড মোড়ল তৈরী করছে -যার মাধ্যমে দলবাজি, রাহাজানি, মামলা, মকদ্দমা তারা চালিয়ে যাচ্ছে। (রেড লাইট)

দমকল সম্পর্কে দুই একটি কথা আমি বলতে চাই। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে গত এক বছরে বাজারের পর বাজার পুড়ে গেল, আগরতলা শহরের ভিতর পুড়ে গেল সেখানে দমকলের শক্তি কি, কি ব্যবস্থা করা হয়েছে ? বিভিন্ন বড় বড় বাজারগুলি একের পর এক পুড়ে গেছে, দমকলের কোন ব্যবস্থা নাই। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এই বিধান সভায় জানতে চাই ঠিক ঠিক কি পরিকল্পনা, পরিষ্কারভাবে বিধান সভার সামনে বলুন, কোন স্কীম না করে প্রশাসনিক যন্ত্রের নাম করে নিজেদের মস্তিষ্ক থেকে নূতন কল্পনা করে এই কাজগুলি চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে আর বলা হচ্ছে আমরা অনেক করেছি, অনেক টাকা খরচ করেছি, আমরা সেই টাকার হিসাব দেখতে চাই না, আমরা বাস্তবে কি হয়েছে তা দেখতে চাই, এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—Now Hon'ble Deputy Minister Smt Basana Chakraborty to give reply.

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী যে পানীয় জল সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য কোন রকম পরিকল্পনা বা স্কীম নাই। এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে আমাদের রুর‍্যাল ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম অনুযায়ী আমাদের পরিকল্পনা হচ্ছে আগামী পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে সমস্তগুলি গ্রামে যাতে জলের সুব্যবস্থা হয়, তার ব্যবস্থা করা হবে এবং এখন ৪,৭০৭টা সেনসাস ভিলেজের মধ্যে ০,৬৫৫টির মধ্যে জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদি আমরা রেভিনিউ ভিলেজ হিসাব করি তাহলে রেভিনিউ ভিলেজ অনেকগুলি গ্রাম নিয়ে হয়, সেই হিসাবে প্রায় সবটা কভার হয়। কিন্তু জলের সুবিধা—সত্যিকারের জলের সুবিধা কি করা হয়েছে ত্রিপুরায় সদস্যদের সামনে তুলে ধরতে চাই এবং সদস্যরা যে সমস্ত অসুবিধার কথা বলেছেন আমি তা অস্বীকার করি না, সত্যিই জলের অসুবিধা আছে ত্রিপুরাতে। কিন্তু সেই সমস্যার সংগে কাজের যে গতি সেটা প্রতি সদস্য এবং আমি জানি সমরবাবুও একমত হবেন যে কাজ ঠিকই হচ্ছে। কিন্তু কাজ হলেও বিরোধী পক্ষের সদস্যদের একথা বলতে বক্তৃতার সময় অসুবিধা হয়, তার জন্যই তিনি একথা বলতে পারছেন না। কাজ হচ্ছে না, এইকথা আমরা স্বীকার করতে পারব না। বিগত বৎসরগুলিতে যে রুর‍্যাল ওয়াটার সাপ্লাই পরিকল্পনায় যে সমস্ত কাজ করা হয়েছে, তাতে প্রতি বৎসর ৩ লক্ষ'এর উর্দ্ধে টাকা খরচ হয়নি। কিন্তু এই বৎসরে ৩০ লক্ষ টাকার উপর খরচ হয়েছে। তাছাড়া ১৯৭০-৭১ সালের ৬ লক্ষ টাকাও এই বছর খরচ হয়েছে। অথচ মাননীয় সদস্যরা বলেছেন এই বছর কিছুই কাজ হয়নি। তা ঠিক নয়, কাজ নিশ্চয়ই চলছে। গ্রামের উন্নয়নের জন্য

ব্যাকগ্রে লক্ষ্য রাখা হয়েছে, এবার পরিপ্রেক্ষিতে কাজ আমাদের যতই হউক না কেন, জনসাধারণের মধ্যে সুযোগ সুবিধা দেওয়া ঠিক ঠিক মত হচ্ছে না। আমরা যদি এক জায়গায় দুইটি টিউব ওয়েল এবং একটি রিং ওয়েল দিই, জনসাধারণের চাহিদা অনুযায়ী সেখানে হয়তো আরও দশটা দরকার সেই হিসাবে বলতে গেলে হয়তো সত্যি সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারিনি কিন্তু দেওয়া হয়নি বা প্রচেষ্টা আমাদের নেই সেটা সত্যি নয়। কোন কোন সদস্য বলেছেন যে ১০ ফুট ২০ ফুট কোন কোন যায়গায় খনন করা হয়েছে কিন্তু আমাদের নিয়ম অনুযায়ী ১২০ ফুট নিম্নে জলের লেয়ার নির্ধারিত করা আছে, কোন জায়গায় হয়তো ৬ ফুট'এর মধ্যেই জলের লেয়ার পাওয়া যায়, সেখানে ৬ ফুট করা হয়, আবার কোন কোন জায়গায় হয়তো ১৫০ ফুট নীচে জলের পাইপ বসাতে হয়। কাজেই স্থান হিসাবে জলের লেয়ার যেখানে পাওয়া যায়, সেইভাবেই টিউব ওয়েল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোন যায়গায় যদি কারচুপি হয়ে থাকে বা কোন ত্রুটি হয়ে থাকে, কোন সদস্য যদি সাধারণের পক্ষ থেকে কমপ্লেন করেন, এবং সটা যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে সংগে সংগে সেটা তুলে সেখানকার টিউবওয়েল ঠিক করে দবার নির্দেশ দেওয়া আছে, সেই হিসাবে আমরা দেখি যে দাক্ষিণ ত্রিপুরার ১০টি টিউব ওয়েল আবার তুলে ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। কোন যায়গায় যদি অন্যায়ভাবে টিউব ওয়েল করা হয়ে থাকে, সেইগুলি সংশোধন করে দেওয়ার নির্দেশ সরকার পক্ষ থেকে দেওয়া আছে। তবে ব্যাপারটা হচ্ছে যে কাজটা বেশী হচ্ছে তাই হয়তো তাদের পক্ষে অসুবিধা দেখা দিয়েছে। কারণ খরা পরিস্থিতিতে এইভাবে কাজ করলে সটা হয়তো তাঁদের পক্ষে একটু চিন্তনীয় ব্যাপার। যাই হউক উনারা জলের সমস্যা সম্পর্কে যত কথাই বলুন, আমরা যে রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই স্কীমে জলের বন্দোবস্ত করছি, আমি আশা করছি যদি আমরা ঠিক ঠিক মত কাজ করি, জনতার সহযোগিতা যদি ঠিক ঠিক থাকে, তাহলে গ্রামের জলের সমস্যা নিশ্চয়ই আমরা মেটাতে পারব। একটু আগে বিরোধী দলের নেতা বলেছেন সিমেন্ট সম্পর্কে, আমি ব্যক্তিগত ভাবেও বলতে পারি যে সিমেন্ট পাওয়াটা অত্যন্ত মারাত্মক অবস্থা। আপনারা জানেন সমস্ত ভারতবর্ষে বিদ্যুৎ'এর অভাবে প্রডাকশান কম হচ্ছে, ফলে আমরা আমাদের চাহিদা অনুযায়ী রুর্যাল ওয়াটার সাপ্লাই স্কীমে সিমেন্ট পাচ্ছিনা।

মিঃ স্পীকার :—প্লীজ সাম আপ ইউর স্পীচ।

সিমেন্ট আমরা সাপ্লাই করতে পারছিনা, তাই হয়তো আমাদের পক্ষে একটু অসুবিধা হচ্ছে এখানে মাননীয় সদস্য শ্রী ব্যানার্জী বলেছেন যে এক হাজার স্কুলের কথা সভায় বলা হয়েছে—সোসিয়াল এডুকেশনের কথা বলা হয়েছে, সেটা ব্যাপার হচ্ছে সেখানে গ্রামীণ এক সভায় জনসাধারণের জন্য সরকার থেকে স্কীম, যে সমস্ত অনুন্নত একাকায় জনসাধারণ আছে, সমস্ত জায়গায় সরকার সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন স্কুল দেবার জন্য, সেকথা আমি বলেছিলাম আগামী পরিকল্পনায় এবং প্রতিটি অনুন্নত এলাকায়, দুর্গম স্থানে সর্বত্র শিশুদের একটি শিক্ষার ব্যবস্থা হবে সটা আমি কথা প্রসংগে বলেছিলাম, কাজেই আমি মনে করি মাননীয় সদস্য সেটা অবাস্তব বা অসম্ভব কিছু মনে করবেন না। সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড সম্পর্কে যে বলেছেন সোশ্যাল

ওয়েল ফেয়ার বোর্ড চেঞ্জ করার কথা, সেটা পরিবর্তনের জন্য সমস্ত কাগজ পত্র রেডি ছিল, কিন্তু দিল্লী সেন্ট্রাল ওয়েল ফেয়ার বোর্ড থেকে চিঠি আসে যে তাদের নিয়ম অনুযায়ী চেঞ্জ করতে হবে, এই ধরণের একটা চিঠি আসে। তাতে আমাদের একটু অপেক্ষা করতে হচ্ছে, সেই জন্য বোর্ড চেঞ্জ করা যাচ্ছে না। এখানকার সোশ্যাল ওয়েল ফেয়ার বোর্ডের সংগে আমাদের কোন যোগাযোগ নাই, শুধু কমিটি গঠন করে দেওয়া ছাড়া। কাজেই সোশ্যাল ওয়েল ফেয়ার বোর্ডের কাজকর্ম সম্পর্কে এখানে বক্তব্য রাখার কোন অর্থ হয় না। মাননীয় সদস্যকে আমি এই সম্পর্কে কিছু বলতে পারবনা। কারণ শুধু কমিটি গঠন করার দায়িত্ব আমাদের। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল ডিপুটি মিনিষ্টার শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পঞ্চায়েত এবং ইণ্ডাষ্ট্রি সম্বন্ধে আমি দুই একটা কথা বলবো। পঞ্চায়েতের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে যে পঞ্চায়েতের ক্ষমতা হস্তান্তরিত সম্পর্কে ব্যর্থতা এই জন্য একটা কাট মোশান এসেছে এবং এই প্রসংগে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তার সাথে পঞ্চায়েতের সম্পর্ক যে কতখানি আছে ঠিক আমি জানি না। মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী বলেছেন যে পঞ্চায়েতের মিটিং হয় না এইটাই তিনি সবচাইতে দেখেছেন বড় বিষয়। মনে হয় মানুষের একটা নির্দিষ্ট বয়স হলে পরে যে দাঁত উঠে তার নাম হচ্ছে আকক্কেল দাঁত। সেইটা সবার সব সময়ে উঠে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রশ্নোত্তরের সময় বলেছি যে পঞ্চায়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে এবং তার জন্য শুধু পঞ্চায়েত স্তরে নয় আমরা ডেভেলাপমেন্টের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যাতে পঞ্চায়েতকে কনসাল্ট করা হয় এবং বি ডি ও স,র মারফতে যাতে ব্লকে কাজগুলি হয় এবং তার জন্য আমরা বি. ডি. সি করে দিয়েছি। এতে পঞ্চায়েত প্রধানরাও থাকবেন। এর গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েত যে কাজ করছে তার জন্য আমি বলেছি যে মার্চ মাসের তিন তারিখ পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে প্রত্যেক ডিষ্ট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেটকে এই ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে ডেভেলাপমেন্টের প্রত্যেকটা কাজের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতকে কনসাল্ট করা হয়। পঞ্চায়েতের কাজের মধ্যে বিরোধী দলের একজন সদস্য বোধ হয় দুর্নীতি দেখেছেন। দুর্নীতি আছে সত্যিই। কিন্তু সেই দুর্নীতি করছে কারা ? দুর্নীতি করছে তারা ঐ যারা এখানে গলাবাজি করছেন বিরোধী দলের সদস্যরা। আমি ছাওমনুতে গিয়েছিলাম সেখানে ৫টি মৌজার লোকেরা বলেছিলেন যে সেখানকার প্রধান যেহেতু কম্যুনিষ্ট পার্টি'র লোক সুতরাং কোন দরখাস্ত আমাদের ফরওয়ার্ড করে না। সেইটা কৃষি ঋণের জন্যই হোক আর দাদনের জন্যই হোক, এই সমস্ত কথা আমরা তাদের কাছে শুনেছি। পঞ্চায়েতে দলবাজি হচ্ছে এবং দলের স্বার্থে এইটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং পঞ্চায়েতকে সেইভাবে লেলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। টেস্ট রিলিফের প্রসংগে তারা বলেছেন যে তিন দিনের বেশী কাজ হয়-না। ওরা পলিসি নিয়েছেন সরকারের সমস্ত কাজ যাতে স্তব্ধ করে দেওয়া যায় তার জন্য। গ্রামের সমস্ত মানুষকে শহরমুখি করবার জন্য এবং যেখানে প্রকল্পগুলি হাতে নেওয়া হয় সেখানে তারা এসে ভীড় করেন এবং সেখানে মানুষ এসে বলে, সবাই স্ত্রী-পুরুষ, শিশু ছেলে মেয়ে এসে জমা হয় এবং বলে আমাদের প্রত্যেককে টাকা দিতে হবে টেষ্ট রিলিফের কাজ করবো না। কারণ টেষ্ট রিলিফের অর্থ হচ্ছে এই যে সেখানে দুর্ভিক্ষ অবস্থা আছে, সেখানে আমরা কাজ করতে চাই না আমরা টাকা নিতে চাই। এই অবস্থায় গ্রামের কাজ চলতে পারে না এবং পঞ্চায়েতকে ডিপাজ করে দেওয়ার জন্য তারা চেষ্টা করছেন এবং সস্তায় বাজীমাত করবার চেষ্টা করছেন। সুতরাং পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই যে কথাটা এখানে বলা হয়েছে সেটা সত্য

নয়। পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তাদের হাতে এবং সেই ক্ষমতা যাতে যথাযথ প্রয়োগ না হতে পারে গ্রামের কাজে তারা যাতে নির্বিষ্ট না হতে পারে তার জন্য কম্যুনিষ্ট পার্টি সুসংগতভাবে বিবেধীতা করছেন। এবং গ্রামের কাজ যাতে ব্যাহত হয় তার চেষ্টা তারা করছেন। সুতরাং কাজ হচ্ছে না বলে যে বলা হয়েছে সেইটা হচ্ছে সি, পি, এমের প্ররোচনায় কিছু লোকের দাংগাবাজীর জন্য, হামলার জন্য এবং কাজে বাধা সৃষ্টি করার জন্য। অন্য কোন কারণে নয়। ইণ্ডাষ্ট্রি প্রসংগে আমি বলতে চাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা দীর্ঘ কথা এবং বড় কথা। কিন্তু সময় অতি অল্প এর জন্য এইটুকু বলতে চাই যে ত্রিপুরা শিল্পে অত্যন্ত পেছনে পড়ে আছে এই কথা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু কেন পেছনে সেই কথাটুকু অনুধাবন করতে হবে। শিল্প স্থাপন করবার জন্য প্রথমে প্রযোজন যেটুকু সেইটা হচ্ছে তার বিদ্যুৎ শক্তির চাহিদা। কিন্তু সেই বিদ্যুৎ শক্তির সেই চাহিদা ত্রিপুরাতে মেটানো সম্ভব হচ্ছে না সেই এখানে কোন মাঝারী বা বড় শিল্প গড়ে উঠতে পারছে না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে র-মেটেরিয়েলস এমন কিছু ত্রিপুরার মধ্যে নেই যা দিয়ে একটা শিল্প এখানে গড়ে উঠতে পারে। তৃতীয় কথা হচ্ছে মার্কেটের প্রশ্ন। ত্রিপুরার মার্কেট এমন কোন মার্কেট নয় যে শিল্পজাত জিনিষগুলি এখানে বিপনন হতে পারে। সুতরাং এই সমস্যা ব্যাপারে চিন্তা করে ত্রিপুরায় এযাবত কাল পর্যন্ত শিল্প গড়ে উঠেনি কিন্তু তার জন্য ত্রিপুরা বসে থাকবেনা। এখানে বলা হয়েছে যে সরকারের যে পলিসি সেই পলিসি এখানে আলোচনা করা হয় নাই তার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নাই, বলা হয়েছে বাজেটের মধ্যে সেই জিনিষটা ধরা হয় নাই। ততপূর্বে মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে শিল্প প্রাইভেট সেক্টরে হবে না। সেইটা এটারপ্রাইজে হবে সেইটা আমরা দেখছি এবং সেইটা যদি প্রাইভেট সেক্টরে না হয় তাহলে এখানে পাব্লিক সেক্টরে সেইটা করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এবং যে সমস্ত শিল্পের উল্লেখ করা হয়েছে যেমন কাগজ কল বা সূতা কল ইত্যাদি স্থাপনের কথা তার জন্য প্রচেষ্টা চলছে। সুতরাং আমরা বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর জন্য আমাদের যে হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছে তার দ্বারা যদি সম্ভব না হয় তবে এই হাউসে বলা হয়েছে যে আসাম থেকে পাওয়ার এনে আমরা শিল্প স্থাপনে প্রয়াসী হবো। এবং আমরা জানি যে ত্রিপুরা কিছুতেই উন্নত হবে না যদি এখানে শিল্প স্থাপন করা না যায় বিশেষ করে মাঝারী শিল্প। সরকার তার দায়িত্ব নিয়ে সচেতন রয়েছেন। আর একটা কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো। এখানে একটা গুরুতর অভিযোগ এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল বাবু যে ইণ্ডাষ্ট্রিতে সাম চক্রবর্তী কে না কি প্রমোশন দেওয়া হয়েছে অন্যদেরকে সুপারিশ করে। এই কথা অসত্য। তিনি প্রমাণ করতে পারবেন না। সুতরাং যেহেতু সময় নেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলছি যে এই প্রসঙ্গে যে ডিমাণ্ড প্লেস করা হয়েছে তা হাউস নিঃসন্দেহে সমর্থন করবে।

Mr. Speaker :— Now discussion on the demand is over. Now I am putting the demands to vote and the cut motions putting to vote first There is one cut motion raised by Shri Anil Sarker, on the demand for grant No. 21—Industries. Now the question before the House is that the demand be reduced by Re. 1/- to discuss on—শিল্প দপ্তরের কার্য্যকলাপে সুষ্ঠু নীতি গ্রহণ না করা সম্পর্কে।

Then the cut motion was put to voice vote and lost.

Mr. Speaker :— Now I am putting the demand to vote. Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 74,01,000 inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973 be grented to defray the charges which will come ih course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974 in respect of demand No. 21—Industries.

Then the demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :— There is no cut motion on demand No. 38. Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 57,75,000 inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974, in respect of Demand No. 38—Capital Outlay on Industrial and Economic Development.

Then the demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :— There is no cut motions on demand for grant No. 42. Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 25,000 inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974, in respect of demand No. 42—Capital Outlay on the other works.

Then the demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :— There is one cut motion of Shri Bidya Debbarma, where he is absent in the House. So, his cut motion falls through. There is one cut motion raised by Shri J. L. Das, on the demand for grant No. 22. Now the question before the House is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—In adquacy of provision for sinking of Tube-well for South Tripura District.

Then the cut motion was put to voice vote and lost.

Mr. Speaker :— I am now putting the demand to vote. Now the question before the House is that a sum not exceediag Rs. 1,06,94,000 inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974 in respect of demand No. 22—Community Development Projects National Extension Service and Local Development Works.

Then the demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :— There is one cut motion raised by Shri Manindra Debbarma on demand for grant No. 29. Now the question before the House is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির সংগে মোকাবেলার জন্য জি, আর, ও টি, আর, ওয়ার্কস এর ব্যয় বরাদ্দের স্বল্পতা ও দুর্নীতি দমনে ব্যর্থতা ।.

Tnen tne cut motion was put to voice vote and lost.

Mr. Speaker :— Now I am putting the demand to vote. Now the question before the House is that a sume exceediug Rs. 9,50.000/- inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973 be granted to defray the charges which will come in course oi payment during the year ending on the 31st day of March, 1974 in respect of demand No. 29—Famine Relief.

Then the demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :— There is one cut motion raised by Shri Kalidas Debbarma on demand No. 45. As he is absent so his cut motion falls through. There is one cut motion of Sri J. L. Das, on demand for grant No. 45. Now the question before the House is that the demand be reduced by Rs 100/- to discuss on—Indequacy of provision for loans to cultivators.

Then the cut motion was put to voice vote and lost.

Mr. Speaker ;— Now I am putting the demadd to vote. Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 80,02,000/- inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974 in respect of demand No. 45—Loans and Advances by the State/Union Territory Governments.

Then the demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :— There is one Cut motion raised by Shri Anil Sarker on Demand for Grant No. 13, that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on—সমস্ত মহকুমা শহরগুলির বড় বড় বাজারগুলিতে দমকল বাহিনী (ফায়ার সার্ভিস) স্থাপনের পরিকল্পনার অনুপস্থিতি সম্পর্কে।

The Cut Motion was lost by voice vote.

Mr. Speaker :— There is another Cut Motion of Shri Samar Choudhury ou the Demand that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—সোনামুড়া মহকুমা শহরে ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশান স্থাপনের বরাদ্দের অনুপস্থিতি সম্পর্কে।

The Motion was negatived by voice vote.

Mr. Speaker :— Now I am putting the main Demand to vote.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 13,10,000/- (inclusive of the sums specified in Column 3 of schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year end ng on the 31st day of March, 1974 in respect of Demand No. 13—Miscellaneous Deptt.

The Demand was passed by voice vote.

Mr. Speaker :— There is one Cut Motion on Demand No. 44. I am putting to vote the Cut Motion. The Cut Motion raised by Shri Abhiram Deb Barma is that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on—'গ্রামাঞ্চলে রেশন শপ এর মাধ্যমে খাদ্য সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য আমদানীতে ব্যর্থতা।

The Cut Motion was lost by voice vote.

Mr. Speaker :—Now I am putting the Demand to vote.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 4,59,25,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1973] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974 in respect of Demand No. 44—Capital Outlay on Schemes of Government Trading.

The Demand was passed by voice Vote.

Mr. Speaker : Demand No. 24. I am putting the Demand to vote.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 1,62,80,000/- inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriate (Vote on Account) Bill, 1973], be granted to defray the charges will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974 in respect of Demand No. 24—Miscellacnous, Social and Development Organisation.

The Demand was passed by voice Vote.

Mr. Speaker :—There is one Cut Motion raised by Shri Radharaman Deb Nath on Demand No. 34, that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on—ত্রিপুরার বাজারসমূহের উন্নয়নের নীতি সম্পর্কে।

The cut motion was put to voice vote and lost.

Mr. Speaker : Shri Ajoy Biswas is absent. Shri Niranjan Deb is also absent. There is one Cut Motion raised by Shri Anil Sarker that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on—

'উৎসবের আকারে প্রজাতন্ত্র দিবস পালনে অর্থের অপচয়।'

The motion was lost by voice vote.

Mr. Speaker :—Now I am putting the Demand to vote.

The Question before the House is that a sum not exceeding Rs. 2,38,23,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974 in respect of Demand No. 34—Miscellaneous.

The Demand was passed by voice vote.

Mr. Speaker :—There is no Cut Motion on Demand for Grant No. 35. I am putting the Demand to vote.

The Question before the House is that a sum not exceeding Rs. 5,00,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974, in respect of Demand No. 35—Other Miscellaneous, Compensation and Assignments.

The Demand was passed by voice vote.

Mr. Speaker :—There is no Cut Motion on Demand No. 30. I am putting the Demand to vote.

The Question before the House is that a sum not exceeding Rs. 15,75,000 [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974 in respect of Demand No. 30—Pension and other Retirement benefits.

The Demand was passed by voice vote.

Mr. Speaker :—Therd is no Cut Motion on Demand No. 31. I am putting the Demand to vote.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 2,30,000 [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974 in respect of Demand No. 31—Privy Purses and Allowances of Indian Ruler.

The Demand was passed by voice vote.

Mr. Speaker :—There is no Cut Motion on Demand No. 43. I am putting the Demand to vote.

The Question before the House is that a sum not exceeding Rs, 35,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974 in respect of Demand No. 43—Payment of Commuted Value of Pension.

The Demand was passed by voice vote

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 12-30 P. M. on 17th April, 1973.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annexure—A.

STARRED QUESTION NO. 1021

By Shri Sudhanwa Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P. W. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) সদর দক্ষিণ গোলাঘাট হইতে টাকারজলা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ করার পরিকল্পনা ত্রিপুরা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

STARRED QUESTION NO. 1237

By Shri Ajit Ranjan Ghosh.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P. W. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) আগরতলা—ধর্মনগর রাস্তায় কতটি পাকা এবং কতটি কাঠের ব্রীজ আছে ;

২) উক্ত রাস্তায় কাঠের ব্রীজ এর বদলে সমস্ত ব্রীজগুলি পাকা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

৩) বর্তমানে উক্ত রাস্তাটির maintenance হচ্ছে কি ?

উত্তর

১ হইতে ৩নং। যে হেতু আসাম—আগরতলা রাস্তাটি ন্যাশনেল হাইওয়ে বলিয়া স্থিরিকৃত হইয়াছে এবং উহা বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন বডার রোড অর্গানাইজেশনের তত্বাবধানে সেই হেতু উক্ত রাস্তার সহিত সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তরের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা রাজ্য সরকারের পক্ষে বর্তমানে সম্ভব নয়।

STARRED QUESTION NO. 1245

By Shri Tapash Dey

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় State Electricity Board গঠন করার কোন প্রস্তাব আছে কিনা ?

২) যদি থাকে, তবে কবে নাগাদ হবে ?

উত্তর

১) এরূপ কোন প্রস্তাব আপাততঃ নাই।

২) উপরোক্ত ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ইহা প্রযোজ্য নহে।

STARRED QUESTION NO. 1271

By Shri Gunapada Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) টাকারজলা ও জম্পুইজলা বাজার সন্নিকটে বুড়িমা নদীর উপরে ২টি Jeepable Culverts দেওয়ার পরিকল্পনা ১৯৭২-৭৩ আর্থিক বৎসরে সরকারের ছিল কি ?

২) উত্তর হ্যাঁ হইলে কবে নাগাদ করা হইবে ?

৩) না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর

১) না পূর্ত দপ্তরের এ রকম কোন পরিকল্পনা ছিল না।

২) এ প্রশ্ন উঠে না।

৩) এ ধরণের রাস্তার উন্নয়নের কাজ পূর্ত দপ্তর ক্রমানুসারে পরিকল্পনা অনুযায়ী করিবে।

STARRED QUESTION NO. 1092

By Shri Amarendra Sharma

Will the Honble Minister-in-charge of the P. W. Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২-৭৩ইং আর্থিক বৎসরের জন্য ৫ × ১৪১ কে, ডবলিউ সেটের জন্য সংশোধিত ব্যয় বরাদ্দ।

২) ১৯৭২ইং সালের নভেম্বর পর্য্যন্ত খরচ।

৩) ২৮।২।৭৩ইং পর্য্যন্ত খরচ।

৪) কার্য্য সমাপনের জন্য অদ্যাবধি লওয়া পদক্ষেপ সমূহ।

উত্তর

১) ১৯,০০০ টাকা মাত্র।

২) ৮,৮৮০ টাকা ৩৮ পয়সা মাত্র।

৩) ৮,৮৮০ টাকা ৩৮ পয়সা মাত্র।

৪) কাজটি ১৯৭২-৭৩ইং সালে সমাপ্ত হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 1070

By Shri Amarendra Sharma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭২-৭৩ সনে বি, এস, স্কীমে ১ম এবং ২য় পর্য্যায়ে সংশোধিত বাজেটের পরিমাণ কত ?

প্রশ্ন

২। ১৯৭২ এর নভেম্বর পর্য্যন্ত খরচ কত ?

৩। ২৮-২-৭৩ পর্য্যন্ত খরচ কত ?

৪। কাজ সম্পূর্ণ করিবার জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

উত্তর

১। যথাক্রমে ২৫.০০ লক্ষ এবং ১২.০০ লক্ষ।

২। যথাক্রমে ৮,০২,২১৬ এবং ৭,৩৪,৮৮৭ টাকা।

৩। যথাক্রমে ১০,১৭.৪৬০ এবং ৫,৭৩,২৭৯ টাকা।

৪। আগরতলা এবং ধর্ম্মনগরের ২টী সাব ষ্টেশনের কাজ ব্যতীত বি, এস, স্কীমের ১ম পর্য্যায়ের কাজ সমাপ্ত। বি, এস, স্কীমের ২য় পর্য্যায়ের কাজ এগিয়ে চলছে।

STARRED QUESTION NO 1295.

By Shri Sudhanwa Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state –

প্রশ্ন

১। বিশালগড় সদর সাউথ ব্লক এলাকায় চড়িলাম বাজার নিকটবর্ত্তী মল রাস্তা হইতে লাটিয়াছড়া হইয়া গোলাঘাটী পর্য্যন্ত যে রাস্তা টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে সম্পূর্ণ তৈরী হইয়াছে তাহাতে যে একটা কালভার্ট ও ১টা কাঠের পুল নির্ম্মাণ করার জন্য সরকার বর্ত্তমান ১৯৭২-৭৩ সনে বিবেচনা করার কথা ছিল কি ?

উত্তর

১। এই ধরণের কোন পরিকল্পনা ছিল না।

STARRED QUESTION NO. 1336

By Shri Ashok Kr. Bhattacharjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P W. D. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। চেবরী R. C. C. পুলের চুক্তিপত্র কবে প্রদত্ত হইয়াছিল ?

২। কাজ সমাধান নির্দ্ধারিত সময় কখন ?

উত্তর

১। খোয়াই নদীর উপর চেবরী ঘাটে, পাকা সেতু নির্ম্মাণের আদেশ (ওয়ার্ক অর্ডার) ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬ ইং সনে দেওয়া হইয়াছিল।

উত্তর

২। চুক্তিপত্রানুসারে কাজটী ২৮-২-৬৮ ইং সনে হওয়ার কথা ছিল।

STARRED QUESTION NO. 1159

By Shri A. Wazid.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে উপ্তাখালীতে জুরী নদীর গতিপথ পালটে যাওয়ার ফলে রাধাপুর হইতে দিঘলবাগ পর্য্যন্ত সাবেক নদীর তীর বাসীর কোন অসুবিধা হইতেছে ;

২। যদি সত্য হয় উক্ত নদীর সাবেক পথ চালু করার সরকারী কোন প্রস্তাব আছে কি না ?

উত্তর

১। উক্ত এলাকার অধিবাসীদের কোন বিশেষ অসুবিধার কথা সরকার অবগত নহেন।

২। এইরূপ কোন প্রস্তাব আপাততঃ নাই।

STARRED QUESTION NO. 869

By Shri Bulu Kuki.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭২-৭৩ সালের বাজেটে তেলিয়ামুড়া হইতে অমরপুর রাস্তায় অম্পিছড়ার উপর পুল করার জন্য কোন বাজেট বরাদ্দ ছিল কি না ?

২। যদি থাকে তাহা হইলে অদ্য পর্য্যন্ত উক্ত পুলের কাজ আরম্ভ না হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, বাজেটে বরাদ্দ ছিল।

২) উক্ত পুলসহ রাস্তাটির উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ বরাদ্দ করিবেন স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার স্কীম মঞ্জুরী ও অর্থ বরাদ্দ করিলে পর পুল নির্ম্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হইবে।

STARRED QUESTION NO. 1337

By Shri Bhadramani Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) সদর কল্যাণগাছিয়া বাজারে একটি পশু চিকিৎসালয় স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) থাকলে কবে পর্যান্ত কাজ শুরু করা হবে।

উত্তর

১) এমন কোন পরিকল্পনা বর্তমানে অত্র দপ্তরের নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 179

By Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state—

QUESTIONS

1. Whether on 16-1-57, the Government notified some minimum specifications as regards construction of dwelling huts for the workers of T. E.'s of Tripura.
2. If so, contents of that notification.
3. Whether the managements of T.E.s follow the specifications.
4. If not, steps taken by the Government against management who violate this notification.

ANSWER

1. No.
2. Does not arise.
3. Does not arise.
4. Does not arise.

STARRED QUESTION NO. 1288

By Shri Subal Chandra Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে কিছু সংখ্যক বেকার যুবক তপশিলী সেজে তপশিলী সংরক্ষিত আসনের মধ্যে চাকুরী পেয়েছেন ?

২) যদি তাহা সত্য হয় তবে সরকার উক্ত ঘটনা রোধ করার জন্য কি ব্যবস্থা নিয়াছেন ?

উত্তর

১) এই জাতীয় কটী দৃষ্টান্ত সরকারের গোচরীভূত হইযাছে।

২) এই জাতীয় ঘটনা রোধকল্পে সরকার সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিভাগে যথাযথ নির্দেশ দিয়াছেন।

STARRED QUESTION NO. 1277
By Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Labour Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) Golokpur T.E এর শ্রম বিরোধ সম্পর্কিত একটি মামলা সম্পর্কে গত ১৬-২-৭৩এ Gauhati High Court এর Agartala শাখা থেকে যে রায় হযেছে তাহার পর সরকার ঐ শ্রম বিরোধের মীমাংসা সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নিযেছেন?

উত্তর

১) বিগত ১৬/২/৭৩ ইং যে Gauhati High Court এর Agartala শাখা থেকে যে রায় হযেছে তাহাতে ত্রিপুরা সরকারকে তাহার ৫/৭/৭১ তারিখের নং এফ ৪৪(৫)-এল-এ-বি/৭১ এর আদেশ বাতিল গণ্য করিয়া বিষয়টি পুনঃ বিবেচনা করার নির্দেশ দেওযা হযেছে। বর্তমানে উক্ত বিষয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO 1343
By Shri Kalipada Banerjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) সাবরুম মহকুমায় আউশ ও জুম বীজ সরবরাহ করার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা করিয়াছেন কিনা?

উত্তর

১) ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে

STARRED QUESTION NO. 984

By Shri Krishnadas Bhattacharjee.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Local Self Government Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, কয়েক বৎসর আগে থানা রোড এক্সটেন্‌সনের (বনমালীপুর) মধ্য দিয়া অভয়নগরের দিকে জলের পাইপ নিয়া যাওয়ার জন্য সরকার কিছু জমি দখল করিয়াছিলেন ?

২) ইহা কি সত্য যে ঐ দখলিকৃত জমির কতক অংশ এখনও পরিষ্কার করা যায় নাই যে জন্য থানা রোড এক্সটেন্‌সনকে কাঁটা খালের বাঁধের সঙ্গে যোগ করিতে পারা যায় নাই এবং

৩) যদি তা হয়ে থাকে তবে সেই জমি পরিষ্কার করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

উত্তর

১) হাঁা

২) হাঁা

৩) বে-আইনি দখলকারীকে উচ্ছেদ করার ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 1184

By Shri Krishnadas Bhattacharjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Local Self Government Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) আগরতলা শহরের যে সমস্ত রাস্তা এবং গলি সরাসরি মিউনিসিপ্যালিটির তত্ত্বাবধানে আছে সেইগুলিকে পিচ করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ; এবং

২) যদি থাকে তবে এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বণ করা হইয়াছে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ আগরতলা শহরের যে সমস্ত রাস্তা এবং গলি সরাসরি মিউনিসিপ্যালিটির তত্ত্বাবধানে আছে সেগুলিকে পর্যায়ক্রমে পিচ করার পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

২) ঐ সকল রাস্তা এবং গলি পিচ করণের কাজ আরম্ভ করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE—B

UNSTARRED QUESTION NO. 1214

By Shri Purnamohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, ১৯৭২ ইং সনে কৈলাশহর বিভাগের অন্তর্গত টি, ডি, ব্লকগুলির মধ্যে আখের চারা ও আনারসের চারা দেওয়া হইয়াছিল।

২) যদি দেওয়া হইয়া থাকে তাহলে কোন গাঁওসভায় কত চারা দেওয়া হইয়াছিল ?

উত্তর

১) হাঁ। ছামনু টি, ডি, ব্লকে দেওয়া হইয়াছে। কৈলাশহর বিভাগে ছামনু ব্লকই একমাত্র টি, ডি, ব্লক।

২) আখের ও আনারসের চারার গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

গাঁওসভার নাম	চারা বন্টনের পরিমাণ	
	আখের চারা কেজিতে	আনারসের চারা সংখ্যায়
১) ধূমাছড়া	—	৪০.০০০টি
২) কাঞ্চনছড়া	—	২,৭০০টি
৩) নালকাটা	—	৫,৪০০টি
৪) পূর্ব্ব করমছড়া	—	৪০,০০০টি
৫) লালছড়া	৮০০ কেজি	—
৬) চিচিংছড়া	৩,০০০ কেজি	—
৭) মৈনামা	২,০০০ কেজি	—
৮) ভিতর মৈনামা	১,২৫০ কেজি	—
৯) ছৈলেংটা	৮০০ কেজি	—
	৭,৮৫০ কেজি	৮৮,১০০ ট

UNSTARRED QUESTION NO. 961

By Shri Manindra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) খোয়াই মহকুমা চেবরী হইতে পূর্ব্ব রাজনগর ফরেষ্ট অফিস পর্য্যন্ত যে রাস্তাটি গিয়াছে, ঐ রাস্তাটি P. W. D. গ্রহণ করিয়াছে কি ?

২) গ্রহণ করিয়া থাকিলে কোন সালে গ্রহণ করিয়াছে এবং বর্তমান আর্থিক বছরে উক্ত রাস্তার সংস্কারের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হবে কি ?

উত্তর

১) না,

২) প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 1093

By Shri Amarendra Sarma

Will be Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১) গোমতী জলবিদ্যুৎ প্রেরণ পরিকল্পনার ১৯৭২-৭৩ ইং সালের সংশোধিত ব্যয় বরাদ্দ।

২) ১৯৭২ ইং সালের ডিসেম্বর পর্যান্ত ব্যয়।

৩) ২৮-২-৭৩ ইং পর্যান্ত।

৪) কার্য্য সমাপনের জন্য অদ্যাবধি লওয়া পদক্ষেপ সমূহ।

উত্তর

১) ২৮,১১,৭০০ (আটাশ লক্ষ একাত্তর হাজার সাত শত) টাকা মাত্র।

২। ৪৪,০৭৭/- (চুয়াল্লিশ হাজার সাতাত্তর) টাকা মাত্র।

৩। ১,৯৫,৫৯৪ (এক লক্ষ চুরানব্বই হাজার পাঁচশত চুরানব্বই) টাকা মাত্র।

৪। এই পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য আদেশ পূর্ত্ত বিভাগ ইতিপূর্ব্বেই ডি, জি. এস এণ্ড ডি'র উপর স্থাপন করিয়াছে এবং উক্ত কর্ত্তপক্ষ পালাক্রমে সবশ্রী কামানী ইঞ্জিনায়ার্স এর উপর কাজ সম্পন্ন করার আদেশ প্রেরণ করিয়াছে, ডি, জি, এস এণ্ড ডি কর্ত্তপক্ষ কর্ত্তৃক কাজ সম্পন্ন করিবার আদেশ অনুসারে কাজ সম্পন্ন করিবার সময় ১৯৭৪ ইং সনের মার্চ্চ মাসে নির্ধারিত হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 1264

By Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Public Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গত ১৩ই এবং ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭২ ইং দিল্লীতে অনুষ্ঠিত জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত ২ দিন ব্যাপী সম্মেলনে ত্রিপুরা থেকে কে কে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন ?

২। ইহা কি সত্য যে এই সম্মেলনে প্রকাশ পেয়েছে ৪র্থ যোজনায় জনস্বাস্থ্যের খাতে ত্রিপুরার জন্য বরাদ্দ টাকার অধিক অংশই ব্যয় হয় নাই ?

উত্তর

১। শ্রীপান্নালাল গাঙ্গুলী এবজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, প্লেনিং এণ্ড ডিজাইন্ ইউনিট (রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই)।

২। এই সম্বন্ধে সম্মেলনে কোন আলোচনা হয় নাই। এই সম্মেলন হইয়াছিল গ্রামীণ পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা অনুসন্ধান কার্যের নিয়মাবলী আলোচনার জন্য।

UNSTARRED QUESTION NO. 1059

By Sri Gunapada Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। খরা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য উদয়পুর মহকুমার মাতার বাড়ীর উন্নয়ন সমষ্টিতে কতটা পাম্পিং মেশিন দেওয়া হইয়াছে, এবং সেগুলি কত অশ্বশক্তি সম্পন্ন ?

২। তার হিসাব গাঁওসভা ভিত্তিক ?

উত্তর

১। ভর্তুকীতে দেওয়া ১৩টি সহ মোট ২৯টি। এই সকল পাম্পিং মেশিনের মধ্যে ৩টি ১৫ অশ্বশক্তি সম্পন্ন এবং বাকী ২৬টি ৫ অশ্বশক্তি সম্পন্ন।

২। এই সকল পাম্পিং মেশিনের গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

গাঁও সভার নাম	পাম্পিং মেশিনের সংখ্যা		মোট সং
	১৫ অশ্বশক্তি সম্পন্ন	৫ অশ্বশক্তি সম্পন্ন	
১) খিলপাড়া	১	৬	৭
২) উত্তর মহারাণী	১	—	১
৩) আমতলী	১	—	১
৪) খুপিলং	—	১	১
৫) ফুলকুমারী	—	৫	৫
৬) পালাটানা	—	২	২
৭) চন্দ্রপুর	—	১	১
৮) গর্জি	—	১	১
৯) কাকড়াবন	—	২	২

গাঁওসভার নাম	পাম্পিং মেসিনের সংখ্যা		মোট
	১৫ অশ্বশক্তি সম্পন্ন	৫ অশ্বশক্তি সম্পন্ন	সংখ্যা
১০) মির্জা	—	১	১
১১) কিল্লা	—	১	১
১২) মগপুস্করিণী	—	১	১
১৩) পিলা	—	১	১
১৪) লক্ষ্মীপতি	—	১	১
১৫) শালগড়া	—	১	১
১৬) জামজুড়ি	—	১	১
১৭) ধূপতলী	—	১	১
	মোট ৩টি	২৬টি	২৯টি

UNSTARRED QUESTION NO. 1197

By Shri Tapash Dey

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭১-৭২ সালে সরকার কতটা ৫ HP. এবং ১৫ H.P, Pumping set ক্রয় করেছেন এবং তাহা কোন কোন কোম্পানী হতে ক্রয় করেছেন এবং গড়ে প্রতিটির খরিদ মূল্য কত ছিল;

২) ঐ pump set এর মধ্যে ১৫ H. P. pump set ত্রিপুরার কোথায় কোথায় বসানো হয়েছে ;

৪) ঐ পাম্পসেট্ এর মধ্যে বর্ত্তমানে কতটা অকেজো অবস্থায় আছে এবং কতটার কাজ সন্তোষজনক নয় বলে রিপোর্ট করা হয়েছে ?

উত্তর

১) (ক) ৫ অশ্বশক্তির পাম্প ক্রয় করা হয় নাই।

(খ) ১৫ অশ্বশক্তির পাম্প ৩টি ক্রয় করা হয়েছিল।

(গ) ক্রীত পাম্পগুলি কিলোস্কর কোম্পানীর তৈরী এবং গড়ে মূল্য ছিল ৯,৫০০ টাকা।

২) তেলিয়ামুড়া, আভাঙ্গা এবং গকুলপুর বীজ পরিবর্দ্ধন খামারগুলির প্রতিটিতে একটি করিয়া ১৫ অশ্বশক্তি সম্পন্ন পাম্পিং সেট্ বসানো হইয়াছে।

৩) সবগুলি পাম্পিং সেটই চালু আছে এবং পাম্পগুলি সন্তোষজনক ভাবে কাজ করছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 987

By Shri Ajit Ranjan Ghosh

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to State :—

১) ত্রিপুরায় গত ১০ বৎসরে Irrigated area কি পরিমাণ বৃদ্ধি হয়েছে এবং তার Year-wise হিসাব ;

২) কিসের উপর নির্ভর করে সরকার ইরিগেটেড এরিয়া হিসাব নির্দ্ধারণ করেন ?

উত্তর

১) ত্রিপুরায় ১৯৬২-৬৩ ইং সন হইতে ১৯৭১-৭২ ইং সন পর্য্যন্ত সেচভুক্ত জমির পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

বৎসর	সেচভুক্ত জমির আনুমানিক পরিমাণ	আনুমানিক বাৎসরিক বৃদ্ধির পরিমাণ (আগের বছরের তুলনায়)
১৯৬২-৬৩	১৫,৬৫০ হেক্টার	১,৫০০ হেক্টার
১৯৬৩-৬৪	১৫,৯৮৬ ,,	৩৩৬ ,,
১৯৬৪-৬৫	১৭,২০০ ,,	১,২১৪ ,,
১৯৬৫-৬৬	১৮,০৯০ ,,	৮৯০ ,,
১৯৬৬-৬৭	১৭,০২৫ ,,	(—)১,০৬৫ ,,
১৯৬৭-৬৮	১৭,১২৫ ,,	১০০ ,,
১৯৬৮-৬৯	১৯,১২৫ ,,	২,০০০ ,,
১৯৬৯-৭০	২০,৬০০ ,,	১,৪৭৫ ,,
১৯৭০-৭১	২২,১৭০ ,,	১,৫৭০ ,,
১৯৭১-৭২	২৩,৬২০ ,,	১,৪৫০ ,,

২) ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার এবং প্রজেক্ট এক্‌জিকিউটিভ অফিসারগণ তাহাদের এলাকার মধ্যে সেচভুক্ত জমির পরিমান নির্দ্ধারণ করেন ও তাহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রত্যেক বৎসর আনুমানিক মোট সেচভুক্ত জমির পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা হইয়া থাকে।

UNSTARRED QUESTION NO. 1199

By Shri Naresh Chandra Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২ এর এপ্রিল মাস হইতে ১৯৭৩ এর ১৫ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত বিশালগড় ব্লক সবুজ বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য কৃষিক্ষেত্রে কি কি কাজ করেছে ?

২) খরা পরিস্থিতিতে ঐ বিপ্লবকে রক্ষার জন্য Special কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কি না ?

উত্তর

১) ১৯৭২ এর এপ্রিল মাস হইতে ১৯৭৩ এর মার্চ মাস পর্যন্ত বিশালড় ব্লকে সবুজ বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তোলার জন্য কৃষিক্ষেত্রে যে সব কাজ করা হইয়াছে, তাহা নিম্নরূপ :—

ক) উচ্চ ফলনশীল আউস, আমন, গম এবং বরোধানের বীজ বিতরণ।

খ) অভারফ্লো টিউবওয়েল খনন।

গ) অস্থায়ী বাঁধ তৈরী।

ঘ) সরকারী পাম্পসেট দ্বারা নিজ খরচায় জলসেচের ব্যবস্থা।

ঙ) ভর্তুকীতে পাম্পসেট বিতরণ।

চ) মাইনর ইরিগেশন ডিভিশন কর্তৃক জলসেচের জন্য একটি বিশ (২০) অশ্বশক্তি পাম্প স্থাপন।

ছ) সার, হাড়ের গুড়া এবং ডলোমাইট বিতরণ।

জ) ভর্তুকীতে পোকার ঔষধ বিতরণ।

ঝ) ভর্তুকীতে হস্তচালিত স্প্রেয়ার, ধান নিরানী যন্ত্র বিতরণ।

ঞ) কৃষকগণকে উচ্চ ফলনশীল ধান ও গম চাষের জন্য স্বল্পমেয়াদী ঋণ বিতরণ।

ট) ভূমি সংরক্ষণের দ্বারা কৃষি জমির উন্নয়ন।

২) খরা পরিস্থিতিতে ঐ বিপ্লবকে রক্ষা করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে :—

ক) ৬১১টি লোহার পাইপের ও ৫০০টি বাঁশের অভারফ্লো খননের দ্বারা জলসেচের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

খ) ১৩০টি অস্থায়ী বাঁধ তৈরী করিয়া জমিতে জলসেচ করা হইয়াছে।

গ) ২৭টি পাঁচ অশ্ব শক্তির পাম্প, পাঁচটি পনর অশ্ব শক্তির পাম্প এবং একটি কুড়ি অশ্ব শক্তির পাম্প দ্বারা সরকারী ব্যয়ে জমিতে জলসেচ করা হইয়াছে।

ঘ) নিম্ন বর্ণিত বীজ বন্টন করা হইয়াছে :—

আই আর ৮ (আউস)—	১৫০০ কেজি
আই আর ৮ (বরো)—	১৪৯০ ,,
জয়া (আউস) —	২০৯৬ ,,
জয়া (বরো)—	১৫৬৪ ,,
ধারিয়াল (আউস)—	৫০০ ,,
গমের বীজ	১২৭৭ ,,
পুষা ২—২১ (আমন)—	১৩৮৪ ,,
পুষা ২—২১ (বরো)—	৫৮৪ ,,
আই-ই-টি ১০৩৯ (আমন)—	১৫০ ,,
আই-আর-২০	৮১৫ ,,
সি-আর ৪৪-৩৫	৬১ ,,
আই-ই-টি ১৯৯১ (বরো)	৬০০ ,,

এই সকল বীজ বণ্টনের পরিমাণ পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় ৬৮১৩ কেজি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ঙ) সার বণ্টনের পরিমাণ নিয়ে দেওয়া হইল:—

১) কেলসিয়াম এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট (২৬ %)—	৪৫১২২	কেজি
২) ইউরিয়া	১,৬৭৩৬৮	,,
৩) মিউরিয়েট অব পটাশ	২৫,৭৬৫	,,
৪) রক ফস্ পেইট	৪২,৯৭৮	,,
৫) হাড়ের গুড়া	৪,০৬৭	,,
৬) সুপার ফসফেইট	১২,১৪০	,,
৭) ডলোমাইট	৫,৯০০	,,

এই সকল সার বণ্টনের পরিমাণ পূববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় ১০,৫৬২৯ কেজি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

চ) পোকার ঔষধ বণ্টনের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল:—

১) কোপরামার	২'৫০০	কেজি
২) স্টেপটুসাইক্লিন	০'০৫৮	,,
৩) বি. এইচ. সি (১০%)	১৮৯'০০০	,,
৪) বি. এইচ. সি. (৫০%)	১৪৯৯'৫৫০	,,
৫) আয়োডিন	৭৪৫'১৮৫	,,
৬) ডাইথেন	৪২৮'৩৫০	,,
৭) ডি. ডি. টি (৫%)	১১'০০০	,,
৮) মেলাথিয়ন (৫%)	৯৪'৫০০	,,
৯) ডি. ডি. টি (৫০ %)	২৩'৭০০	,,
১০) ব্রিনিকল	২'৫০০	,,
১১) ইকাটকস	১০২'৭৪৫	,,
১২) পেরাথিয়ন	৪৭৩'৪৮৩	,,
১৩) লিনডেইন	৯৮'২৫	,,
১৪) মেলাথিয়ন	২০৮'০৫০	,,
১৫) হেপটা ক্লোর	২৮০'৬৩৯	,,
১৬) এলড্রিন	২৪৩'১৫০	,,
১৭) রগব	১৪৩'৬০২	,,
১৮) এনড্রিন	১'৫০০	,,
১৯) ব্লাইটকস্	১'২৫০	,,
২০) হেকসামন	১২'৬৪৭	,,
২১) একগ্রসন জি, এন,	৮৫'২৮০	,,
২২) টেকাসন	৯'৯১০	,,

পোকার ঔষধ বিতরণ পূর্ব্ববর্ত্তী বছরের তুলনায় ২২০ কেজি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ছ) ২২৬টি হস্তচালিত স্প্রেয়ার এবং ২৮৬টি ধান নিরানী যন্ত্র ভর্তুকীতে কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বছরের তুলনায় ২২১টি হস্তচালিত স্প্রেয়ার এবং ৯৪টি ধান নিরানী যন্ত্র বেশী বিতরণ করা হইয়াছে।

জ) ধান, গম, ইত্যাদি চাষের জন্য কৃষকদের মধ্যে ৮৪,৯৬৫ টাকা স্বল্প মেয়াদী ঋণ হিসাবে দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বছরের তুলনায় উক্ত ঋণ বিলির পরিমাণ ৭৪,৪৮১ টাকা বেশী।

ঝ) মোট ১০,৯৭৫ একর জমিতে উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ করা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধির পরিমাণ ১,৮০০ একর।

ঞ) মোট ১০১ একর জমিতে ভূমি সংরক্ষণের কাজ করা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধির পরিমাণ ৯১ একর।

UNSTARRED QUESTION NO. 1202
By Shri Naresh Chandra Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) কি কি পরিস্থিতি ও পরিবেশের উপর বিবেচনা করে ত্রিপুরায় গভীর নলকূপ গুলি (Deep Tube wel) বসানো হয় ?

২) ১৯৭২ এর এপ্রিল হইতে ১৯৭৩ এর ১৫ই মার্চ পর্যন্ত কয়টি নলকূপ কোথায় বসানো হইয়াছে ?

উত্তর

১) ত্রিপুরায় ভূমির উপরি ভাগে জলের পরিমাণ খুবই অল্প, গ্রীষ্ম কালে ছড়া ও নদীর জল কমিয়া যায়। এই পরিস্থিতিতে সেচ ও পানীয় জলের জন্য ভূ-নিম্নস্থ জলের ব্যবহার অপরিহার্য্য। ভূমির স্তর ও ভূ-তাত্বিক অনুসন্ধান পূর্ব্বক গভীর নলকূপ স্থাপনের স্থান নির্ধারিত হয়।

২) সেন্ট্রাল গ্রাউণ্ড ওয়াটার বোর্ড বাঁগের সাহায্যে নিম্নলিখিত স্থানে ৫ (পাঁচ) টি গভীর নলকূপ স্থাপন করিয়াছেন। পশ্চিম ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলাতে তাহাদের আর ও এগারটি গভীর নলকূপখনন করিবার প্রোগ্রাম আছে।

স্থানের নাম		সংখ্যা
১) নয়াপাড়া,	ধর্মনগর	১ টি
২) ইছাই ছড়া	,,	১ ,,
৩) শনি ছড়া	,,	১ ,,
৪) তিল থৈ	,,	১ ,,
৫) বিবেকানন্দ নগর,	সদর	১ ,,

ত্রিপুরা সরকার দুইটি রিগ যন্ত্র খরিদ করিয়াছেন এবং তাহার সাহায্যে খরাজনিত পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য ২০টি গভীর নলকূপ খনন করার জন্য ঠিকাদার নিয়োগ করা হইয়াছে। এতদভিন্ন বিভিন্ন মহকুমায় ৭০টি স্থানে রীগের সাহায্যে ছাড়া ৪" ব্যাসের গভীর নলকূপ খননের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। বাকীগুলির কাজ ও সম্পন্ন হওয়ার কথা কিন্তু কাজ শেষ হইয়াছে এরূপ রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায় নাই। মোট ১০০টি এই রকম নলকূপ খনন করিবার কথা আছে।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা

১) মনু	৭) শামুক ছড়া
২) বাইখোরা	৮) শাকবাড়ী
৩) কলসী	৯) বনকুল
৪) জোলাই বাড়ী	১০) পূঃ সাব্রুম
৫) ধুপতলী	১১) রাজধরপুর
৬) গকুলপুর ভূমিহীন কলোনী	১২) শীলাছড়ি

UNSTARRED QUESTION NO. 1186
By Shri Chandra Sekhar Dutta.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) এ আর্থিক ১৯৭২-১৯৭৩ ইং বিলোনীয়া মহকুমার বিভিন্ন ছড়াতে মাইনর ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট ও টেষ্ট রিলিফ থেকে জল সেচের জন্য যে সকল অস্থায়ী বাঁধ দেওয়া হয়েছে তা স্থায়ী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২) যদি স্থায়ী করার কোন পরিকল্পনা থাকে তাহলে কোন ছড়ায় কোন বাঁধ?

উত্তর

১) মাইনর ইরিগেশন ডিভিসন ১৯৭২-৭৩ ইং সনে বিলনীয়া মহকুমায় কোন ছড়াতে কোন স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ করে নাই। টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে জলসেচের জন্য যে সব অস্থায়ী বাঁধ তৈরী করা হয়েছে সেগুলি স্থায়ী বাঁধে পরিণত করা যায় কিনা তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাইতেছে।

২) অনুসন্ধান করিয়া সম্ভাব্যতা প্রতিষ্ঠিত হইলে পর তাহা স্থিরীকৃত হইবে।

UNSTARRED QUESTION NO. 1172

By Shri Chandra Sekhar Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be Pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা সরকার গ্রাম বৈদ্যুতিকরণ প্রকল্পে কোন কোন এলাকাকে বৈদ্যুতিকরণ করিয়াছেন ?

২) আগামী আর্থিক বছরে আর কোন কোন এলাকাকে বৈদ্যুতিকরণ করার সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ?

উত্তর

১) গ্রাম বৈদ্যুতিকরণ প্রকল্পে আজ পর্য্যন্ত কোন এলাকা বৈদ্যুতিকরণ করা হয় নাই। তবে অন্যান্য বৈদ্যুতিকরণ প্রকল্প অনুযায়ী যে সব এলাকা আজ পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিকরণ করা হইয়াছে তাহার নাম সংযোজনী 'ক' তে দেওয়া হইল।

২) সংযোজনী 'ক' দ্রষ্টব্য।

সংযোজনী "ক"

বিবিধ বৈদ্যুতিক প্রকল্পের অধীন যে সমস্ত এলাকা বৈদ্যুতিকরণ হইয়াছে তাহার তালিকা :—

১) মধ্য বাধারঘাট
২) পূর্ব বাধারঘাট
৩) উত্তর বাধারঘাট
৪) জয়নগর
৫) রামনগর
৬) রাধানগর
৭) উত্তর প্রতাপগড
৮) পূর্ব্ব প্রতাপগড়
৯) উত্তর বডদোয়ালী
১০) অরুন্ধুতীনগর
১১) রানীরবাজার
১২) মিটার্রী কোনমেন্ট
১৩) ইন্দ্রনগর
১৪) মোহনপুর
১৫) মোহনপুর টি. ই.
১৬) জিরানীয়া
১৭) চম্পকনগর
১৮) নরসিংগড
১৯) তেলিয়ামুড়া
২০) নলগড়িয়া
২১) উদ্যান অভয়নগর
২২) রামপুর
২৩) বিশালগড
২৪) হরিশনগর
২৫) সেকেরকোট
২৬) খয়েরপুর
২৭) রেশম বাগান
২৮) নূতননগর
২৯) গান্ধীগ্রাম
৩০) পশ্চিম প্রতাপগড়
৩১) দক্ষিণ বড়দোয়ালী
৩২) বড়জলা

৩৩) লেম্বুছড়া
৩৪) আমতলী
৩৫) শান্তিরবাজার
৩৬) কালিটিলা
৩৭) ধর্ম্মনগর
৩৮) জয়নগর
৩৯) হাতিমারা
৪০) ব্রহ্মছড়া (পি)
৪১) বিশ্রামগঞ্জ
৪২) চড়িলাম
৪৩) মোহনপুর
৪৪) কামালঘাট
৪৫) হাফ-লংছড়া
৪৬) রাধাপুর
৪৭) পানিসাগর
৪৮) রামনগর
৪৯) তিলথৈ বাজার
৫০) আমবাসা
৫১) কুমারঘাট
৫২) ডলুবাড়া গেইট
৫৩) কমলপুর
৫৪) সালেমা
৫৫) কুলাই
৫৬) আভাংগা
৫৭) পাখিছড়া
৫৮) কামেশ্বরীগাঁও
৫৯) ফুলছড়া
৬০) চোরাইবাড়ী
৬১) কদমতলা
৬২) নয়াগাঁও (পি)
৬৩) যুবরাজনগর
৬৪) বেগাপানা
৬৫) জলবপুর
৬৬) কাচারঘাট
৬৭) ফটিকরায়
৬৮) বিদ্যানগর
৬৯) কীর্ত্তন টীলা
৭০) মাণিক ভাণ্ডার
৭১) হালাহালি
৭২) মায়াদিনী
৭৩) সৈদর পাড়া
৭৪) গোবিন্দপুর
৭৫) সোনামুখী
৭৬) দেয়ানপাশা
৭৭) লাতুগাঁও
৭৮) রাখিয়াবাড়া
৭৯) বগাফা
৮০) উত্তর অমরপুর
৮১) দাক্ষণ অমরপুর
৮২) নতুন বাজার
৮৩) সাবরুম
৮৪) তাথমুথ
৮৫) মহারাণী
৮৬) মানাইবাড়ী
৮৭) সোনামুড়া
৮৮) মেলাঘর
৮৯) শান্তিরবাজার
৯০) পালাটানা
৯১) পেরাতিয়া (চন্দনপুর)
৯২) জামজুরী
৯৩) খিলপাড়া
৯৪) মনু
৯৬) জোলাইবাড়ী

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

TUESDAY, THE 17TH APRIL, 1973.

The Assembly met in the Legislative Assembly Building, Agartala on Tuesday, the 17th April, 1973. at 12-30 P. M.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmick, Speaker, the Chief Minister, 4 Ministers, 3 Deputy Ministers, the Deputy Speaker and 42 members.

QUESTION & ANSWER.

Mr. Speaker :—To-day in the list of Business are the following questions to be answered by the Minister concerned. Short Notice Question, by Shri Samar Choudhury.

Shri Samar Choudhury :—Question No. 1463.

Shri Sailesh Shome :—Question No. 1463 Sir.

প্রশ্ন	উত্তর
১। গত ২৬শে মার্চ্চ সাব্রুম সমরেন্দ্রগঞ্জ এস, বি, স্কুলের শিক্ষক শ্রীহেম মিত্রকে কি কিছু সমাজ বিরোধী লোক স্কুলের মধ্যে ঢুকে আক্রমণ করে,	না।
২। যদি আক্রমণ করে থাকে, ঐ সম্পর্কে সমাজ বিরোধীদের বিরুদ্ধে কি করা হয়েছে?	প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান। শ্রীমণিন্দ্র দেববর্ম্মা। শ্রীঅজয় বিশ্বাস। শ্রীতাপস দে।

শ্রীতাপস দে :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪০৩।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪০৩ স্যার।

প্রশ্ন	
১) ১৯৭২-৭৩ সনের আর্থিক বৎসরের বরাদ্দ মোট কত টাকা খরচ করা যায়নি, ২) পোষ্ট আনফিলড হওয়ার জন্য কত টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে?	তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Mr Speaker : Any Member interested to ask the question of Shri Manindra Deb Barma and Shri Ajoy Biswas ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার একটা ষ্টার্ড কোয়েশ্চান ছিল, সেটা কেন লিষ্টেড হয়নি আমি বুঝতে পারছিনা, কোয়েশ্চান নাম্বার—১৪৩৭।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মণীন্দ্র দেববর্মার কোয়েশ্চান সম্পর্কে ইন্টারেষ্টেড।

মিঃ স্পীকার :—আপনি নাম্বার বলুন।

শ্রীঅনিল সরকার :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৪৮।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৪৮ স্যার।

প্রশ্ন

১) ১৯৭২-৭৩ আর্থিক বৎসরে খোয়াই মহকুমা পশ্চিম রাজনগর, বেলতলী বাজারে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে কি ?

২) বর্তমানে ঐ এলাকার জনসাধারণের সরকারী ভাবে চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা কোন ব্যবস্থা আছে কি ?

উত্তর

১) না।

২) এই স্থান দুইটির জনসাধারণ বর্তমানে বহুলাংশে খোয়াই হাসপাতালে কিয়দাংশে কল্যাণপুর P.H.C.তে চিকিৎসিত হইতেছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী : -মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানবেন কি, যে বেলতলী থেকে আরম্ভ করে রাজনগর, এই যে বিরাট অঞ্চল, এখানে কত টোটাল পপুলেশান আছে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্য এখন আমার কাছে নাই, আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে সর্ভেতে চেব্রীতে একটা প্রাইমারী হেলথ সেন্টার খোলার প্রপোজাল ছিল ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চেব্রীতে কোন প্রাইমারী হেলথ সেন্টার'এর প্রপোজাল ছিল কিনা, এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এখান থেকে খোয়াই হাসপাতালে আসতে কত কিলো মিটার রাস্তা ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বেলতলী থেকে খোয়াই প্রায় পাঁচ ছয় মাইল দূরে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—চেবরী থেকে বেলতলি পাঁচ ছয় মাইল হবে। মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি স্বীকার করবেন যে এই সমগ্র ট্রাইবেল বেলটে চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা না থাকার জন্য, এখানে একটা প্রাইমারী হেলথ সেন্টার খোলার অত্যন্ত প্রয়োজন ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ : -মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় অন্যান্য স্থানের সঙ্গে সেই বেলতলি বা পাশ্চিম রাজনগর এর কথাও চিন্তা করা যাবে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অজয় বিশ্বাসের একটা প্রশ্ন সম্পর্কে অথোরাইজড। ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৩।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধরী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৩ স্যার।

প্রশ্ন

১। কেন্দ্রীয় দ্বিতীয় বেতন কমিশনের রায় অনুযায়ী পশ্চিম বঙ্গের হারে ত্রিপুরার সরকারি কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার ব্যাপারে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও ১.৪.৭০ তারিখের থেকে পশ্চিম বঙ্গের সরকারি কর্মচারী সংশোধিত বেতন হার ত্রিপুরার ক্ষেত্রে চালু না করার কারণ কি ?

২) এই বেতন হার চালু করার ব্যাপারে ত্রিপুরা সরকারের কোন প্রস্তাব আছে কি ?

৩) যদি থেকে থাকে তবে কবের মধ্যে তা চালু হবে ?

উত্তর

১। নিম্নলিখিত কারণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১-৩-৭০ ইং তারিখ হইতে পরিবর্তিত বেতনক্রম ত্রিপুরায় সমমর্য্যাদা সম্পন্ন পদের জন্য ধার্য্য করা সম্ভব হয় নাই। ১৯৭০ ইং মার্চ্চ মাসের পূর্ব অবধি পশ্চিমবঙ্গের সমমর্য্যাদা সম্পন্ন পদের জন্য যে বেতনক্রম নির্দিষ্ট ছিল সেই বেতনক্রম ও ভাতা ত্রিপুরায় ধার্য্যকরার নীতিই ভারত সরকারের ছিল। যাহা হউক, ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লোক সভায় ও রাজ্য সভায় এই ভাষণ দেন যে কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলগুলি ও নেফার সরকারী কর্মচারীরা ৬-৩-৭০ ইং হইতে কেন্দ্রীয় হারে বেতন ও ভাতা পাইবেন (অর্থাৎ ১-৪-৭০ ইং এর পূর্ব্বেই)। তারপর ১৯৭০ ইং সনের মে মাসে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর হইতে এই মর্ম্মে একখানা চিঠি পাওয়া যায় যে কেন্দ্রীয় শাসিত পণ্ডিচেরী, ত্রিপুরা, মণিপুর এবং নেফা অঞ্চলের কর্মচারীরা কেন্দ্রীয় হারে অথবা সন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের বেতনক্রম তৃতীয় বেতন

কমিশনের প্রতিবেদন প্রযোজ্য হওয়া সাপেক্ষে নিতে চান কিনা তাহা মনোনয়ন করিতে হইবে তবে এই মনোনয়ন (option) একবার প্রয়োগ করিলে তাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। ভারত সরকার হইতে উক্ত চিঠি পাওয়ার পর তদানীন্তন মন্ত্রী পরিষদ এই সিদ্ধান্ত নেন যে বর্তমানে বেতনক্রম যথা পশ্চিমবঙ্গ হারে বেতন ও ভাতা তৃতীয় কমিশনের সুপারিশ না জানা পর্যন্ত চালু থাকতে দিতে হইবে এবং রাজ্য কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী যদি পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কর্মচারীর বেতন কাঠামো পরিবর্তিত হয় তাহা হইলে ত্রিপুরার সরকারী কর্মচারীদেরও বেতন কাঠামো রাজ্য কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে যদিন হইতে বহাল থাকবে সেই দিন হইতে এখানেও পরিবর্তনের কথা বিবেচিত হইবে। ১৯৭০ ইং ডিসেম্বর মাসে রাজ্য কমিশনের সুপারিশ বাহির হয় নি। যাহা হউক কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বেই ২১-১-৭২ ইং তারিখ হইতে ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। তাহার পর ত্রিপুরা সরকারের একটি পত্রের উত্তরে ভারত সরকারের তৃতীয় বেতন কমিশন ৭-৬-৭২ ইং পত্রে জানান যে এখন ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পাওয়াতে এই তথ্য বলে তাহাদের প্রতিবেদন ত্রিপুরার কথা বিবেচিত হইতেছে না। এই অবস্থায় ত্রিপুরা সরকারকে জানান হইলে পর ত্রিপুরায় একটি বেতন কমিশন গঠিত হইবে কিনা তাহার প্রশ্ন উঠে। শেষ পর্যন্ত মন্ত্রী পরিষদের ৮-৯-৭২ ইং তারিখের সভায় ত্রিপুরার সরকারী কর্মচারীদের বেতন কাঠামো বিবেচনার জন্য বেতন কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

২। না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি, যে কখন এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে পশ্চিমবংগের হারের সংগে তারতম্য যেটা আছে সেইটা তৃতীয় বেতন কমিশনের সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করার আগেই সে তারতম্যগুলিকে দূর করা হবে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা পশ্চিমবংগের সংগে যে সমস্ত পোষ্টের মিল আছে সেগুলি দূর করেছি হয়তো কয়েকটা বাদ পড়ে গেছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি যে, যে সমস্ত পোষ্ট বাদ পড়ে আছে সেগুলি কতদিনের মধ্যে সেই তারতম্য দূর হবে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— সেগুলির কাজকর্ম চলছে আশা করি তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে।

শ্রীঅনিল সরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে সমস্ত তারতম্য আছে সেই তারতম্যের আওতায় কত সংখ্যক কর্মচারী বেতন বৈষম্যে ভোগছেন ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সে তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

মিঃ স্পীকার :— Any one intrested to ask the question of Bidya Deb Barma ?

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৩৪৯।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নং ১৩৪৯।

প্রশ্ন

১) ১৯৭২-৭৩ আর্থিক বৎসরে খোয়াই মহকুমার চাম্পাহাওরে প্রাইমারী হেলথ সেন্টার খোলার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করার কথা ছিল কিনা ?

২) যদি না থাকে তবে তাহার কারণ ?

উত্তর

১) না।

২) ৫/৬ মাইলের ভিতর খোয়াইতে হাসপাতাল আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মশায় বলতে পারবেন কি যে এখন আসারাম বাড়ী এলাকায় আসারাম বাড়ী কনষ্টিটিউয়েন্সিতে কোন প্রাইমারী হেলথ সেন্টার আছে কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ : - মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আসারাম বাড়া, নূতন কনষ্টিটিউয়েন্স হয়েছে সেইটার অ্যারিয়া আমার জানা নেই তাই আছে কি না সে তথ্য আমার কাছে এখন নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মশায় কি অবগত আছেন যে একটা ট্রাইবেল বেল্ট যেটা আসারামবাড়ী থেকে আরম্ভ করে রাজনগর পর্য্যন্ত, এই বেলটে কোন প্রাইমারী হেলথ সেন্টার নেই। বহু জায়গা থেকে দরখাস্ত এই স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে গিয়েছে যেমন বেহালাবাড়ী, চাম্পার হাওর এই সমস্ত জায়গা থেকে এইটা অবগত আছেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :-- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে, পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় খোয়াইতে আর একটা হেল্থ সেন্টার খোলা যায় কি না আমরা চেষ্টা করবো।

মি স্পীকার :— মাননীয় লিডার অব দি অপোজিশন, আপনার প্রশ্ন ১৪৩১ সেইটা ডিপার্টমেন্ট চেঞ্জ করায় আজকে এইটা এ্যানলিষ্টেড হয় নি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— তাহলে আমি আর একদিন পাব স্যার ?

মিঃ স্পীকার :— হ্যাঁ, আর একদিন পাবেন। Ministers may lay the answers on the Table of the House to the starred and unstarred questions which are not answered orrally. There are two calling attention notices to which Ministers concerned will make a statement to-day the 17-4-73. I would first request Hon'ble Chief Minister to make a statement on the calling attention notice of Shri Chandra Shekhar Dutta of 11-4-73.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত সপ্তাহে (৫ই এপ্রিল) শান্তিরবাজার লাউগাং নদীর উপর পি, ডব্লিউ, ডি, দ্বারা তৈরী পুল থেকে পুল ভেংগে পড়ে জনৈক ব্যক্তির মৃত্যু বরণ সম্পর্কে।

আনুমানিক আশি বৎসরের বৃদ্ধ সুভাষ কলোনীর জনৈক শ্রীঅভয় চরণ বণিক বিগত ৫-৪-৭৩ইং তারিখে রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টার সময় যখন লাউগাং নদীর উপরের পুল দিয়ে উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে যাইতেছিলেন তখন তিনি হঠাৎ তাহার সামনে একটি গাড়ীর লাইট দেখিতে পান এবং বুঝিতে পারেন যে একটি গাড়ী তাহার সামনের দিক থেকে আসিতেছে। হঠাৎ পুলের উপর থেকে গাড়ীর লাইট দেখিতে পাইয়া তিনি খুব সম্ভবতঃ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। এবং খুবই ব্যস্ততার সংগে পুলের কিনারার দিকে সরিতে থাকেন। এভাবে খুবই ব্যস্ততার সংগে সামনের দিক থেকে আগত গাড়ী থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিতে গিয়ে তিনি একদম পুলের কিনারায় চলে যান এবং তখন নিজের দেহের ভারসাম্য রক্ষা করিতে না পারিয়া একদম পুলের নীচে পড়ে যান। পুলের ঐ অংশে তখন রেলিং ছিল না কারণ তখন পুলের মেরামতের কাজ চলছিল ও পুরানো রেলিং পরিবর্ত্তন করে নূতন রেলিং লাগাবার জন্য উক্ত অংশের পুরানো রেলিং সরাইয়া নেওয়া হয়েছিল। লোকটি পড়ে যাওয়ার সংগে সংগে তাহাকে নিকটবর্তী শান্তিরবাজারের প্রাইমারী হেলথ সেন্টারে নেওয়া হয় এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐখানে উনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ইহা মোটেই সত্য নয় যে উনি পুল ভেংগে পড়ে যান। পুল ভেংগে যাওয়ার কোন কারণ ছিল না। কারণ উহা মানুষ ও গাড়ী যাতায়াতের উপযুক্ত ছিল। শুধু কয়েক জায়গায় রেলিং খারাপ ছিল বলে নূতন রেলিং লাগাবার জন্য ঐ সব খারাপ রেলিং সরাইয়া নেওয়া হইয়াছিল। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে পুলের এই সব অংশে নিয়মানুযায়ী যথারীতি লালবাতি ও লাল পতাকা লাগানো হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সম্ভবতঃ উক্ত বৃদ্ধ ভদ্রলোক হঠাৎ উনার সামনে গাড়ীর আলো দেখিয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন এবং উক্ত লাল বাতি ও পতাকা উনার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত ঃ— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই যে পুলটা মেরামত করা হচ্ছিল বলে বল্লেন, এটা কি ডিপার্টমেন্টালী মেরামত করা হচ্ছিল, না কোন ঠিকাদারকে দিয়ে মেরামত করানো হচ্ছিল, জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই প্রসঙ্গে এটা বোধ হয় আসে না।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— স্যার, পুলটা মেরামত করা হচ্ছিল বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, তাই আমি পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশনে এটা জানতে চাইছি ?

মিঃ স্পীকার :— না, এই রকম পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন হয় না।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যেখানে পুলটা মেরামত করা হচ্ছিল বলে আপনি বলেছেন, সেখানে ট্রাফিক কন্ট্রোল করবার জন্য সরকারী কোন লোক ছিল কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এটা তো সে রকম কিছু নয়। মাত্র কয়েকটা পুরানো রিলিং নতুন করে রিপ্লেস করা হচ্ছিল ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে যখন কোন পুল মেরামত করা হয়, তখন কি কি প্রিকশানারী মেজার নেওয়া হয় যাতে সেই পুল দিয়ে কোন গাড়ী বা মানুষ যাতায়াত করতে না পারে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—বেশী রকমের ডেমেজ হলে পরে, সেটা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু এটা তেমন কিছু নয়, কয়েকটা পুরানো রেলিং নূতন করে রিপ্লেস করা হয়েছিল মাত্র। আর সেই রকম কিছু হলে পরে কতক্ষণের জন্য গাড়ী আটক রাখা হয় এবং সেজন্য মানুষও থাকে, আবার কাজ হয়ে গেলে গাড়ী বা মানুষ সবাইকে যাতায়াত করতে দেওয়া হয়।

শ্রীমধুসূদন দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে পুলটা মেরামত করা হচ্ছিল তখন সেই পুল দিয়ে গাড়ী বা মানুষ যাতে যাতায়াত না করতে পারে, এটা দেখার দায়িত্ব সরকারের কোন ডিপার্টমেন্টের, জানাতে পারেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত : এটা একটা ইম্পর্টেন্ট রোড. কেবল রেলিংগুলি খারাপ হওয়ার জন্য সেখানে এই রিপেয়ারের কাজ চলছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি সে দিক দিয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। এটা হয়তো কোন গাড়ীর লাইট তাঁর চোখের উপর এসে পড়ায় বা অন্য কোন কারণে বিভ্রান্ত হয়ে তিনি ঐ রেলিং ঘেষে যাওয়া মাত্র নীচে পড়ে গেছেন। কাজেই এটা একটা দুর্ঘটনা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

শ্রীমধুসূদন দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যদি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তাহলে যাতে এই পুলটার উপর দিয়ে গাড়ী বা মানুষ যাতায়াত না করতে পারে, সেজন্য সরকারের কোন ডিপার্টমেন্ট দেখাশুনা করেন, এটা কি জানাতে পারেন না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এটা সাধারণতঃ পি, ডব্লিউ, ডির কাজ। এটা কন্ট্রাক্টর দিয়েই করা হউক আর পি, ডব্লিউ, ডি নিজেই করুক, সেখানে যদি পুলটা বেশী ডেমেজ হয়ে থাকে, তাহলে একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু সেটা এই রকম কিছু নয়, কিছু পুরানো রেলিং নূতন করে রিপ্লেস করা হচ্ছিল মাত্র। এবং সাইডে রিপ্লেস করা হচ্ছিল, সে সাইডে লাল পতাকা এবং লাল বাতি দেওয়া হয়েছিল, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—আমরা খবর পেয়েছি, যে পুলটা মেরামত করা হচ্ছিল সেই পুলের উপর কাঠগুলি কোন পেরেক না মেরে শুধু রাখা হয়েছিল এবং ঐ ভদ্রলোক যখন ঐখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন একটা কাঠ উলটে গিয়ে নীচে পড়ে যান, এই সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কিছু জানেন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই রকম অবস্থা হতে পারে না এবং সাধারণতঃ হয় না। সাধারণভাবে পেরেক মেরেই সেটা করা হয়ে থাকে। তবে যদি কোন ইমার্জেন্সীর ব্যাপার থাকে, তাহলে অনেক সময়ে সেখান দিয়ে গাড়ী পার করে দেওয়ারও ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু আমাদের কাছে মাননীয় সদস্য যেটা এখানে বললেন, সেই রকম কোন খবর নেই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—ঐ পুলটির উপর পুলিশ পাহাড়া থাকে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই ধরণের কাজের জন্য পুলিশ পাহাড়ার প্রয়োজন হয় না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, আমি নিজেই ঐ এলাকার মানুষ এবং ঐ রাস্তা দিয়ে আমি সব সময় চলা ফেরা করে থাকি। কাজেই আমার জানা আছে যে ঐ পুলটার উপর একজন করে সব সময়ে বি এস. এফ পাহাড়ার ব্যবস্থা থাকে। তারপরে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেটা বললেন পাট বা পাট মেরামত করা হয়, এখন যে পাটটা দিনের বেলায় খোলা হল, সেটা বারে সাড়ে নয়টার আগেই মেরামত করা হয়ে গেল এবং লোক চলাচলের উপযোগী হয়ে গেল, এর পরে কি করে একটা লোক সেই পুল থেকে নীচে পড়ে যায়, আমি বুঝতে পারছি না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—আমি বলেছি দিনের বেলায় কাজ শেষ করা যায় নি, আর সেজন্যই রাত্রির বেলায় যাতে কোন রকমের দুর্ঘটনা না ঘটতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন রেলিং মেরামত করা হচ্ছিল, কিন্তু আমি বলছি ডেকিং মেরামত করা হচ্ছিল।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—কোন কোন ক্ষেত্রে এটাও হতে পারে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—স্যার, এই কাজটা একটা স্পেসিফিক পিরিয়ডের মধ্যে করে দেওয়ার জন্য কনট্রাক্ট দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেই স্পেসিফিক পিরিয়ডের করা সম্ভব হয় নি। সেখানে ডিগিং এর মধ্যে যে কাঠ পাতা হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে কোন পেরেক মারা ছিল না যেহেতু কোন পেরেক মারা ছিল না, যেহেতু তিনি ঐ খান দিয়ে যাওয়া মাত্র কাঠ উলটে গিয়ে নীচে পড়ে গিয়েছিলেন এবং মারা গিয়েছেন। কাজেই এই ব্যাপারটা আপনি তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই ধরণের কোন ইনফরমেশন আমাদের কাছে নেই। আমাদের যেটা আছে, সেটা আমরা এখানে বিবৃত করেছি। কাজেই এর চাইতে বেশী কিছু বলার দরকার নেই।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই ঘটনাটা যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে যে লোকটা এই দুর্ঘটনায় পড়ে মারা গিয়েছে, তার পরিবারকে কোন প্রকারের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা হবে কিনা, জানতে পারি কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—গোটা সমস্ত ব্যাপারটা যদির মধ্যে রয়ে গেছে, এর মধ্যে স্পেসিফিক কিছু নেই। তবে যদি হয়, তাহলে ভেবে দেখা যাবে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে ঠিকাদারকে স্পেসিফিক পিরিয়ডের মধ্যে কাজ শেষ করে দেওয়ার জন্য বলা হয়েছিল, সেই স্পেসিফিক পিরিয়ডের মধ্যে কাজ শেষ না হওয়াতেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। কাজেই তাকে কোন প্রকারের শাস্তি দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—কাউকে কনট্রাক্টে কাজ দেওয়া হয়েছিল না অন্য কোন ভাবে করা হয়েছিল, এটা আমি এক্ষুনি বলতে পারব না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জি :—যে লোকটি এই দুর্ঘটনায় মারা গেছে, তার পরিবারের লোকজনের কাছ থেকে সরকারের কাছে যদি কোন সাহায্য চাওয়া হয়, তাহলে তাদেরকে সেই সাহায্য দিবেন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—সাগরের ব্যাপারটা তো সারকামস্টেন্সের উপর নির্ভর করছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, আমি বলছি যেহেতু এই বুড়ো ভদ্রলোক এমন একটা দুর্ঘটনায় পড়ে মারা গেছেন, সেহেতু তার পরিবারের লোকদের সিম্পেথী দেখানোর জন্য সরকার থেকে কিছু সাহায্য করা উচিত?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এমন একটা দুর্ঘটনায় পড়ে ভদ্রলোক মারা যাওয়াতে নিশ্চয় সরকারের তার প্রতি একটা সমবেদনা আছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, আমি কোন অভিযোগ করে এটা বলছি না।

মিঃ স্পীকার :— অন কিউমেনেটোরিয়ান গ্রাউণ্ড, সরকার থেকে তাকে কিছু সাহায্য করা হবে কিনা, এটা জানতে চাইছেন তো?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এটা বিবেচনা করে দেখা যাবে।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন স্যার। যেহেতু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম এই ধরণের একটা ঘটনা ঘটেছে এবং এই রকমে পুলের উপর দিয়ে বহু মানুষ দিন রাত চলাচল করে থাকে, সেহেতু পি, ডব্লিউ, ডি-র এই ধরণের পুল রিপেয়ারের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে যাতে কোন রকমের দুর্ঘটনা না ঘটে, সেই সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাদেরকে কোন এ্যাসুরেন্স দিতে পারেন কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— স্যার, এটা কি ক্লারিফিকেশনের প্রসঙ্গে, না এর মধ্যে অন্য কোন কিছু আছে, তা আমি বুঝতে পারছি না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, ক্লারিফিকেশনের মধ্যে এ্যাসুরেন্সের প্রশ্ন আসছে কেমন করে?

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— ক্লারিফিকেশনের মধ্যে সমস্ত জায়গাতেই একটা প্রশ্ন থাকে। অ্যানি ক্লারিফিকেশন কনসিষ্টস অব এ কোয়েশ্চান।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সাধারণতঃ এই ধরণের ঘটনা ঘটে না। কাজেই এটাকে যে ভাবে ধরে নেওয়া হউক না কেন, এটা একটা অসাধারণ ঘটনা ঘটে গেছে এবং এর জন্য আলাদা কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে কি যাবে না, তা চিন্তা করে দেখতে হবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, সাধারণত: এ ধরণের ঘটনা ঘটে না। কাজেই প্রিকশান নেওয়া হয় এইসব ক্ষেত্রে পুলটা মেরামত করার জন্য, সেই সমস্ত প্রিকশান নেওয়া হয়েছে। তার পরে একটা অসাধারণ ঘটনা ঘটে গেছে। কাজেই সেজন্য আলগা কোন ব্যবস্থা করা যাবে কি যাবে না সেটা চিন্তা করে দেখতে হবে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তরে বলেছেন যে রেড লাইট ছিল, ফ্ল্যাগ ছিল। তারপরেও এই ধরণের একটা ঘটনা ঘটেছে। রেলিং ছিল না। মাননীয় সদস্য তড়িতমোহন দাশগুপ্ত যে পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান তুলেছেন যে আমাদের প্রিকশান যেটুকু সরকারীভাবে নেওয়া হয়েছে তারজন্য একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক রেলিং না থাকার জন্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন, ভবিষ্যতে এই ধরণের ঘটনা যাতে না ঘটে এই আশ্বাস আমরা চাই।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখন ঠিক এটার জবাবটা দেওয়া বোধ হয় মুশকিল। তার কারণ একটাই জবাব আছে সেটা হল যে পুলটাকে বন্ধ করে রাখা। যানবাহন চলাচল যাতে না করতে পারে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, আমি মনে করছি একজন মানুষের জীবনটা মূল্যবান। কাজেই এর থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া দরকার। প্রিকশানের কথাই চিন্তা করা দরকার। পুল বন্ধ করার কথা হাউসে সাজেস্ট করেন নি। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী এভাবে যদি জিনিষটা গ্রহণ করেন তাহলে পারে দুঃখের কথা।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের নেতা দুঃখ করতে পারেন। কিন্তু এখন ইমিডিয়েটলী এই সমস্ত যে ব্যবস্থা সাধারণতঃ করা হয়েছে বার বার বলা সত্ত্বেও যদি একই প্রশ্ন করা হয় যে, এর মধ্যে অসাধারণ কোন কিছু করা যাবে কিনা, সাধারণ ক্ষেত্রে, এ সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে যে এই সম্পর্কে কিছু করা যায় কিনা চিন্তা করা যাবে। তার পরেও যখন এ সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে তখন এ ছাড়া আর অন্য কোন জবাব হতে পারে না।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— এই ঘটনাটা নতুন নয়। এর আগে একটা গরু পড়েও মারা গেছে স্যার। এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হয়েছে, কিন্তু সেখানকার যিনি ঠিকাদার আছে উনি একটা গরু মারা যাওয়ার পরে একটা মানুষও মারা গেছে, কিন্তু এখনও ঠিকাদারের কাজ শম্বুক গতিতে চলছে। এই ব্যাপারে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে যে এ সম্পর্কে যদি কোন গাফিলতি থাকে তাহলে সেই সম্পর্কে দেখা হবে, এই কথা আমরা আগেও বলেছি। বার বার একই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে গেলে জিনিসটা সুন্দর হয় না।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— পুলটা নিশ্চয়ই কয়েক ফুট লম্বা। তার মধ্যে যে লাল বাতি জ্বালানো হয়েছিল, শুধু যদি একটি মাত্র লালবাতি জ্বালানো থাকে তাহলে তার প্রিকশানটা ঠিক হবে না। সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে লাইনের ধারে লালবাতি কয়েকটা জ্বালানো ছিল না একটি মাত্র লালবাতি শুধু অ্যাপ্রোচে লাগানো ছিল এবং একটি মাত্র লালবাতি যদি অ্যাপ্রোচে লাগানো থাকে তাহলে উনি প্রিকশান পাবেন না। কাজেই শুধু যদি একটিমাত্র লালবাতি জ্বালানো থাকে তাহলে সমস্ত লাইনে লাইনে ভবিষ্যতে লাল বাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হবে কিনা এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অ্যাসুরেন্স দিতে পারেন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সম্পর্কে বোধ হয় আগেই বলা হয়েছে যতটুকু সম্ভব অন্য কোন প্রিকশান নেওয়া যায় কিনা সেই সম্পর্কে আমরা চিন্তা করে দেখব।

Mr. Speaker :— Now I would call on the Hon'ble Minister-in-charge to make a statement on the Calling Attention Notice of Shri Samar Choudhury, given notice on 12. 4. 73.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— গত ৩রা এপ্রিল বিলোনীয়া বাজারের ব্যবসায়ী দীনেশ দে'র দোকানে শুল্ক বিভাগের কর্মীরা অভিযান চালানো সম্পর্কে। শুল্ক বিভাগের কর্মীরা আক্রান্ত হলে নিশ্চয়ই তারা যথাসময়ে থানায় ডায়েরী করতেন এবং যথাযথ ভাবে থানায় এজাহার দিতেন। গত ১১ এপ্রিল পর্য্যন্ত খবরে জানা যায় এরূপ কোন নালিশ থানায় রুজু করা হয় নাই এবং থানার পুলিশ এই সম্পর্কে কোন দায়িত্ব বা খবর পান নাই। তবে গতার খবর পাওয়া গিয়াছে তাতে জানা যায় গত ৩/৪/৭৩ ইং তারিখে সকাল আট ঘটিকায় শান্তির বাজারের শুল্ক বিভাগের সুপারিন্টেনডেন্ট মহোদয়ের আদিষ্ট অনুসন্ধানী পরোয়ানার মূলে শুল্ক বিভাগের এক ইন্সপেক্টার অন্যান্য কর্ম্মচারী সহ বিলোনীয়া বাজারে শ্রীদীনেশ চন্দ্র দে'র বাজেমালের দোকান তল্লাসী করার জন্য বিলোনীয়া বাজারে যান। কিন্তু দোকানটি উক্ত দীনেশ চন্দ্র দে'র নামে নহে। দোকানটি শ্রীদেবদাস দে'র নামে। অতএব তল্লাসী কার্য্য করার সুবিধা হয় নাই। তবে শুল্ক বিভাগের কর্ম্মচারীদের উপর কোন হামলার খবরও পাওয়া যায় নাই। এদিকে আগরতলাস্থিত শুল্ক বিভাগের অ্যাসিস্টেন্ট কালেক্টার মহোদয়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে। ঐ ব্যাপারে শুল্ক বিভাগের কর্ম্মচারীদের উপর হামলা হইয়াছে বলিয়া ঐ অফিসে ১২ই এপ্রিল তারিখে কোন রিপোর্ট নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে দেবদাস দে এবং দীনেশ দে তারা একই পরিবারের লোক কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত .— মাননীয় স্পীকার, স্যার এটা কলিং অ্যাটেশান নোটিশের আওতায় আসে কিনা জানি না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, এই জন্য বলছি যে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করেছেন যে দোকানটা রেড করার জন্য একসাইজ পার্টি এসেছিল। সেই পার্টি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল কিনা এবং মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের স্টেটমেন্ট থেকে দেখা যায় যে পার্টি এসেছিল। কিন্তু সে সমাজদ্রোহী দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে নাকি নাম ভুল হওয়ার জন্য চলে যেতে হয়েছে সেটা উনি বলতে পারছেন না। আমি ক্লারিফিকেশন চাচ্ছি, আমি জানতে চাইছি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে যে এটা সত্য কিনা যে তাদের ভয় দেখানোর পর তারা থানায় গিয়েছিল এবং থানার লোকেরা বলেছে যে দীনেশ দে হচ্ছে যুব কংগ্রেসের সেক্রেটারী। কাজেই তার দোকানে হানা দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নাই। দক্ষিণাঞ্চলে যুব কংগ্রেসের সেক্রেটারী এবং সেখানে ৫০,০০০ টাকার মাল ছিল, বাংলা দেশের বে-আইনী মাল। সেখানে এক্সাইজ সেক্রেটারীকে পালিয়ে আসতে হয়েছে ভয়ে। ৫০,০০০ টাকার মাল বাংলা দেশের বে-আইনীয় বিজারা মাল ছিল এবং সমাজবিরোধীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, সেই পার্টি সেখানে যেতে পারে নি, এসব ঘটনা সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কিনা এবং যদি অবগত না থাকেন তাহলে তিনি তদন্ত করে দেখবেন কিনা যে এই রকম ঘটনা ঘটেছে কিনা, একসাইজ ডিপার্টমেন্টের লোক যারা গেয়েছে তারাও সাক্ষ্য দিতে পারবেন পুলিশ সাক্ষ্য দিতে পারবে, একসাইজ সুপারিনটেনডেন্টও সাক্ষ্য দিতে পারবেন যে সেখানে ব্ল্যাক মার্কেটিয়ারদের পৃষ্ঠপোষকতা আছে, লালিত পালিত হয়ে আছে, তাদের আক্রমণের ফলে তারা সরকারী কাজ, অ্যান্টি-স্মাগলিং যে রেড সেই রেডও তারা বিলোনীয়াতে চালাতে পারছেন না, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, নোটিশটি ছিল শুল্ক বিভাগের কর্ম্মচারীরা অভিযান চালানোর সময় সমাজ বিরোধী দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সম্পর্কে। মাননীয় স্পীকার স্যার বিরোধী পক্ষের মাননীয় নেতা যা বলেছেন—প্রায় অনেকটা বক্তৃতার মত একটা ক্লারিফিকেশন এনেছেন। সেই সম্পর্কে যদি কোন রিপোর্ট থাকতো থানায়, আমাদের শুল্ক বিভাগের কর্ম্মচারীর যদি তাদের কর্ত্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করত তাহলে একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত। যতটুকু সম্ভব ততটুকু ইনকোয়ারী করেই এই ষ্টেটমেন্ট করা হয়েছে। কাজেই এর উপর আর কিছু বলার আমার নাই।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ইহা কি সত্য শ্রীদীনেশ দে সেখানকার যুব কংগ্রেসের নেতা এবং (গণ্ডগোল) আমার বক্তব্য রাখতে পারছি না মাননীয় স্পীকার স্যার, (গণ্ডগোল)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—পুলিশ যেতে পারছে না, কাষ্টমস যেতে পারছে না…

শ্রীসমর চৌধুরী :—এই জন্যই স্যার থানায় ডায়েরী করা হয়নি (গণ্ডগোল) তিনি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর দলের লোক সেই হিসাবে কাষ্টমসের লোক গিয়ে কোন হামলা যাতে না করতে পারে—এবং তার ঘরে প্রায় ৫০ হাজার টাকারও বেশী বিক্রয়ের মাল আছে। সেগুলি যাতে ফাস না হয় সেজন্য কাষ্টমসের লোককে সেখানে চার্চ করতে দেওয়া হয়নি। এমন কি থানায় ডায়েরীও করতে দেওয়া হয় নি। এই কথা সত্য কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, শুল্ক বিভাগের কর্মীরা কোন সরকারের অধীন মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই জানেন। সেখানে তারা কোন কমপ্লেন উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে করেন নাই—আমি না হয় বুঝলাম যে মুখ্য মন্ত্রীর তাবেদার—হতে পারে। এই কথা তারা তাদের ভাবধারা অনুযায়ী তারা অভিযোগ করতে পারেন এবং তারা হামেশাই করছেন। কিন্তু শুল্ক বিভাগের কর্মীরা তাদের উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের কাছে এই খবরটা অন্তত: গোপনেও জানিয়ে রাখতে পারত। তাহলে মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাকে বলতে হয় এর জবাবে যে এই অপরাধটা কোন পক্ষের আমি যদি বলি যে এটা এই রকম হতে পারে—এটা অপজিশান দলের। যেহেতু তাদের ইউনিয়ন ইত্যাদি আছে, কেন্দ্রীয় সরকারের ইউনিয় আছে, তারা ইনফ্লোয়েন্স করেছেন যাতে কমপ্লেন না করা হয়। এটা যদি ভুল হয়ে থাকে এই কথাটা বলাও যেমন ভুল হবে আর এখানে যেভাবে তথ্য পরিবেশন করা হচ্ছে সেটিও ভুল।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ইহা কি সত্য যে কাষ্টমসের লোক যখন এই দোকানে যান তখন কাষ্টমসের লোকদের সেই দোকানের মালিক শ্রীদীনেশ দে এবং তার সংগীরা তাদের চেলেঞ্জ করে বলেছেন যে এই দোকানে যদি ঢোকা হয় তাহলে মুখ্য মন্ত্রীকে ফোন করা হবে এবং তাদের চাকরী থেকে ছাটাই করা হবে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, তাহলে আমার মনে হচ্ছে ওখানে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন এবং তারা এর সংগে জড়িত।

Mr. Speaker :—I have received Calling Attention Notice from Shri Nripendra Chakraborty on the Subject—গত এক সপ্তাহ ধরে ত্রিপুরার সর্ব্বত্র টেষ্ট রিলিফের কাজ বন্ধ করা সম্পর্কে।

I have given consent to the Motion of Shri Chakraborty. I would request the Hon'ble Minister-in-Charge to make a statement today he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, পার্টিকুলার জায়গার কথা যদি বলা হয় তাহলে সেই সম্পর্কে উত্তর দিতে পারি, আর সারা ত্রিপুরা রাজ্যের কথা যদি বলা হয় তাহলে সেটি ৭ দিনের মধ্যে উত্তর দিতে পারব। ত্রিপুরা রাজ্যের কোথাও কোথাও বন্ধ হয়ে থাকতে পারে সব জায়গায় বন্ধ হয় নি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার…

মিঃ স্পীকার :—মিনিষ্টার ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন,…

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারবেন খোয়াইতে টেষ্ট রিলিফের কাজ বন্ধ হয়েছে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি যদি উনি পার্টিকুলার কোন জায়গা সম্পর্কে বলেন তাহলে আমি বলতে পারব, জবাব করে দিতে পারব (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—খোয়াইর কোন জায়গা…

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন মোহনপুর ব্লকে টেষ্ট রিলিফের কাজ চালু আছে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় টেষ্ট রিলিফের কাজ সম্পর্কে যে ভাবে কলিং এটেনশান নোটীশ আনা হয়েছিল—সারা ত্রিপুরা রাজ্য সম্পর্কে আমার বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমি এই কথা বলতে পারি যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে টেষ্ট রিলিফের কাজ বন্ধ হয় নি। তবে কোথাও কোথাও কাজ বন্ধ থাকতে পারে সেই পার্টিকুলার জায়গা-গুলির নাম যদি বলা যায় তাহলে আমি তার জবাব ১৯শে এপ্রিল দিতে পারব…

মিঃ স্পীকার :—১৯শে এপ্রিল জবাব দেবেন বলেছেন পার্টিকুলার জায়গার নাম বললে…

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—কোথায় কোথায় টেষ্ট রিলিফের কাজ বন্ধ হয়েছে তা উনি ১৯ তারিখ দিতে পারবেন যদি আমরা জায়গাগুলির নাম মেনসান করি—আই একসেপ্টেড দিস সাজেশান—আমরা কাল জায়গাগুলির নাম দেব বাই ইলেভেন ও ক্লক যাতে উনি ১৯ তারিখ উনার জবাব দিতে পারেন (গণ্ডগোল)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—যদি বলেন কাল আমরা সেপারেট কলিং এটেনশান নোটিশ নেব…

মিঃ স্পীকার :—আচ্ছা…

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার একটা কলিং এটেনশান নোটিশ ছিল…

মিঃ স্পীকার :—সেটি এডমিট করা হয়নি (গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ২২শে ফেব্রুয়ারী সোনামুড়া বর্ডারে টী, আর, এ, ১২৭০ নম্বর গাড়ীতে বোঝাই করে স্নইং মেসিন এবং

মিঃ স্পীকার ঃ—অনারেবল মেম্বার আমি এটা এড্‌মিট করি নাই··

শ্রীসমর চৌধুরী :—যাত্রী বোঝাই করে পারাপার করা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা বুঝতে পারছিনা সোনামুড়া বডার দিয়ে বাংলাদেশের সংগে স্মাগলিং করা হচ্ছে সেই গাড়ীটি দিয়ে। সেই গাড়ীটি হচ্ছে শচীন দেওয়ানজীর—যিনি ত্রিপুরার কংগ্রেসের একজন বিখ্যাত নেতা। সেই গাড়ীতে…

মিঃ স্পীকার :— আই হ্যাভ নট এডমিটেড দ্যাট কলিং এটেনশান নোটিশ (গণ্ডগোল) আই উড রিকোয়েষ্ট ইউ টু টেক ইউর সিট (গণ্ডগোল)

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— আমার একটা কলিং এটেনশান নোটিশ ছিল। আমার কলিং এটেনশান নোটিশটি হচ্ছে—গত ৩১/৩/৭৩ইং তারিখে সাব্রুম বৈষ্ণবপুর তহশীল অফিসে প্রায় ২০০ জুমিয়াকে দাদনের টাকা বিলি করার সময় তহশীলদার শ্রীহরিলাল দেবনাথ এবং ক্যাম্প সুপারভাইজার শ্রীঅর্ধেন্দু মজুমদার…

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার ইউ আর বিডিং (গণ্ডগোল)

শ্রীবাজুবান রিয়াং : – আমি কলিং এটেনশান এনেছি এই জন্য যে সেখানে কি দুর্নীতি চলছে এবং দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য স্থানীয় জনসাধারন উদ্যোগী হয়ে কিছু পোষ্টার করেছেন আমি তার কতগুলি নমুনা দেখাচ্ছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই পোষ্টারে লিখা আছে আসিতেছে আসিতেছে ..

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার প্লীজ টেক ইউর সিট (গণ্ডগোল)

শ্রীবাজুবান রিয়াং :– দরিদ্র মানুষের গলা কাটার (গণ্ডগোল) এখানে আছে হেলায় সুবর্ণ সুযোগ হারাবেন না (গণ্ডগোল) ম্যানেজার ও কোষাধ্যক্ষ শ্রীহরিলাল দেবনাথ, বৈষ্ণবপুর —গেইট কীপার শ্রীঅমূল্য পোদ্দার

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার প্লীজ টেক ইউর সিট। আই হ্যাভ নট এডমিটেড ইউর কলিং এটেনশান নোটিশ (গণ্ডগোল) এণ্ড দি ষ্টেটমেন্ট মেড বাই দি অনারেবল মেম্বার উইল বি একসপাঞ্জড ফ্রম দি প্রসিডিংস অব দি হাউস (গণ্ডগোল)

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— ২ নম্বর কৃষি ঋণ প্রতি ১০ টাকা হইতে ১৫ টাকা দাদন (গণ্ডগোল) এই দেখুন স্যার…

মিঃ স্পীকার :— আপনি অনুগ্রহ করে বসুন (গণ্ডগোল)

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা :— আমার একটা কলিং এটেনশান নোটিশ ছিল স্যার, অত্যন্ত জরুরী (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আমি এডমিট করিনি আপনি অনুগ্রহ করে বসুন (গণ্ডগোল)

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা :— মানুষ চায় যাতে সুষ্ঠু ভাবে পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন হয়। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র চলছে সেখানে (গণ্ডগোল)

Mr. Speaker :— Hon'ble Member you cannot make any statment in the House on the Motion which has been disallowed by me So I request you to take your seat (interruption) the statement made by the Hon'ble Member is to expunged from the proceedings of the House (interruption)

Mr. Speaker :— The statement made by the Hon'ble Member should be expunged from the proceedings.

* * * * * *

Mr. Speaker :— Hon'ble Member I would request you kindly to take your seat.

Shri Sunil Ch. Dutta :— Point of order—লিষ্ট অব বিজনেসে নাই, সেই বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন (Interruption), এটা প্রসিডিংসে থাকতে পারেনা।

মিঃ স্পীকার :— প্রসিডিংস থেকে এক্সপাঞ্জ করার কথা বলা হয়েছে।

Shri Anil Sarkar :— * * * *

Mr. Speaker :— This statement should also be expunged from the proceedings of the House.

Shri Nripendra Chakraborty :— আপনি এক্সপাঞ্জ করুন, তার জন্য আমরা ঘাবড়াচ্ছিনা...(গণ্ডগোল)

Shri Benoy Bhushan Banerjee :— মানুষের চরিত্র হনন...(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— অনারাবল মেম্বার, আপনারা অনুগ্রহ করে বসুন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— আমার একটা কলিং এ্যাটেনশান ছিল...

Mr. Speaker :—Hon'ble Member, I have disallowed your *Calling* Attention.

(Interruption)

Mr. Speaker :—I would draw the attention of the Hon'ble Leader of the Opposition···

(Interruption)

Shri Nripendra Chakraborty :—একটু পড়ে দেবে স্যার।

Mr. Speaker :—Whole statement of the Hon'ble Members will be expunged from the proceeding of the House. I would request the Hon'ble Members kindly to take your seats.

(Interruption)

মিঃ স্পীকার :—একদিনে দুইটার বেশী কলিং এ্যাটেনশান আনা যায় না, আমি তিনটি করে এডমিট করেছি। আমি বুঝতে পারলাম না রুলের বাইরে কি করে আপনারা বলছেন? (গণ্ডগোল)

**Expunged as odered by the Chair.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আপনার কাছে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে কলিং এ্যাটেনশানটা কি সম্পর্কে এসেছে সেটা ছুট করতে লোকসভায় দেয়, এখানেও দেওয়া উচিত। আমি তার উপর ডিবেট চাই না কিন্তু কি সম্পর্কে আমার কলিং এ্যাটেনশানটা ছিল সেটা হাউস জানতে পারলনা। মাননীয় স্পীকারের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে আমার নোটিশ বাতিল হয়েছে অথচ আমি জানতে পারলাম না। আপনি একসপান্‌ড করতে পারেন আপনার অফুরন্ত ক্ষমতা আছে। কিন্তু আমরা এখানে এলাম কেন? আমাদেরও একটা দায়িত্ব এখানে আছে। আমাদের জনসাধারণের কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ওদের কৈফিয়ত দিতে হয়না ...

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য সেরেছেন? আপনারা নিশ্চয়ই জানেন একদিনে দুইটির বেশী কলিং এটেনশান নোটিশ আনতে পারে না। আমরা দুইয়ের অধিক কলিং এটেনশান নোটিশ আজকে দিয়েছি। অতএব এর অধিক আমি দেখাতে পারি না এডমিট করতে পারি না। অতএব এও প্রশ্ন তুলে হাউসে গণ্ডগোল করা, এটা ঠিক কিনা ভেবে দেখবেন আপনারা।

ADMINISTRATION OF REPRIMAND TO SHRI KHAGENDRANATH CHAKRABORTY : EDITOR, 'THE DAILY RUDRABINA'.

Mr. Speaker :— Now it is 1-30 O' clock. I have been just informed by the Secretary that Shri Khagendra Nath Chakraborty, Editor, 'The Daily Rudrabina' is present. I shall now ask Marshal to bring Shri Chakraborty, to the Bar of the House Marshal entered into the House with Shri Khagendra Nath Chakraborty. (Shri Khagendra Nath Chakraborty presented himself in person in the Bar of the House).

Mr. Speaker :— Shri Chakraborty, the House has adjudged you guilty of committing a gross breach of privilege of the House, the Committee on Privileges for publishing in the issue dated 16. 3. 73 in the daily 'Rudrabina' of which you are the Editor, libel despatch under heading.

'অধিকার ভংগের অভিযোগ সম্পর্কে সাক্ষ্য গ্রহণ করার অভিনব পদ্ধতি অধিকার ধামাচাপা পড়ার সন্দেহাতীত সম্ভাবনা।'

That despatch in its tenor and content cast reflections on the Committee on Privileges of the House and its members and the Chairman. As Editor you had a high responsibility to exercise utmost caution in publishing proceedings of the Committee, yet you published a premature report of the Committee which is not permissible by the Parliamentary Practice and cast aspersion on the Chairman of the Committee. Your publication calculated to bring the House, Committee and its Chairman, members, into odium and contempt.

By publishing news in the paper you interferred with the due course of justice and polutes the stream of justice of the Privilege Committee, the House and the members. You also tried to disturb the confidence of the public against the House and the Privilege Committee which was a serious breach of privilege. By publishing news you scandalised the House, the Committee and its Chairman. You also tried to influence the decision of the Committee by attributing improper motives to the Committee, its members and the Chairman which is a gross breach of privilege.

In the name of the House, I accordingly reprimand you for Committing a gross breach of privilege and contempt of the House and its Committee.

I now direct you to withdraw

Shri Khagendra Nath Chakraborty left the bar of the House.

QUESTION OF BREACH OF PRIVILEGE

Mr. Speaker :— I have received a Notice of Question of Breach of Privilege from Shri Abdul Wazid against Shri Khagendra Nath Chakraborty, Editor, 'The Daily Rudrabina' for publishing a news in its issue dated the 11th April, 1973 under caption—

'জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য প্রিভিলেজ কমিটির সভাপতির আসন কলংকিত করেছে—রুদ্রবীণার সম্পাদকের বক্তব্য বলে বিধান সভায় মিথ্যা বিবরণ পেশ।'

Hon'ble Members, under rule 191 of the Rules of Procedure and Conduct of Business I refer the question of Breach of Privilege to the Committee on Privileges for examination or report.

PRESENTATION OF PETITIONS.

Mr. Speaker :— I have received two Notices, one from Shri Pakhi Tripura and another from Shri Amarendra Sarma for presentation of petitions before the House.

First, I would call on Shri Pakhi Tripura to present his petition before the House.

মাননীয় সদস্য আপনার পিটিশনটা পড়ার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— ডিবেট ইজ নট এলাউড। উনি পিটিশনটা পড়ে দিতে পারেন।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি রাইমা-শর্মার গোমতী জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত ২১৩৭ জন আবেদনকারীর সাক্ষরিত একটি আবেদন আমি এই হাউসে পেশ করছি। এই আবেদন নিম্নরূপ :—

রাইমা-শর্মার গোমতী প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্তদের স্বার্থে আইন প্রনয়ণের জন্য ত্রিপুরা বিধান সভার নিকট আবেদন। ত্রিপুরা বিধানসভা পরিচালনা বিধির ২১০ ধারা মতে মাননীয় ত্রিপুরা

বিধানসভা সমীপেষু—অমরপুর বাইমা-শর্মা এলাকার নিম্ন স্বাক্ষরকারী অধিবাসীগণ বিনীত ভাবে আবেদন করিতেছেন যে, (১) গোমতী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প রূপায়ণের জন্য ত্রিপুরা সরকার আবেদনকারীদের দীর্ঘ দিনের ঘরবাড়ী গাছপালা, জমিজমা ছাড়িয়া যাইবার জন্য নোটিশ দিয়াছেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, অধিকাংশ জমি এখনো বে-আইনী দখল বলিয়া চিহ্নিত হইবার ফলে আবেদনকারীরা সরকারের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ পাইতেছেন না। এমন কি যাহাদের জোত জমি আছে, তাহাদিগকেও সম্যক জমি, ঘরবাড়ী গাছপালার পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইতেছে না যাহারা এই নোটিশের ফলে উচ্ছেদ হইবেন, তাহাদের সুষ্ঠু অর্থনীতিক পুনর্ব্বাসন ত্বরান্বিত করা হইতেছে না। (২) এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে আবেদনকারীগণ অনুরোধ করিতেছেন যে, নিম্নলিখিত সুযোগ সুবিধাগুলি অন্তর্ভুক্ত করিয়া অবিলম্বে বিধানসভায় একটি বিল উপস্থিত করা হোক।

(ক) যাহাদের জমি বে-আইনি দখল বলিয়া চিহ্নিত আছে তাহাদের জমিতে জোত স্বত্ব আছে, তাহাদের সম্যক জমির ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক। (গ) বাড়ী ঘর, গাছপালা, সব কিছুর ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক, স্থানান্তরে যাওয়ার খরচ দেওয়া হোক (ঘ) যাহারা জমি ও ঘরবাড়ী হইতে উচ্ছেদ হইবেন তাহাদের বিকল্প জমিতে সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পুনর্ব্বাসনের দ্রুত ব্যবস্থা হোক। জলাইয়া করবোক স্কীম সংশোধন করে পুনর্ব্বাসনের বরাদ্দ বাড়ানো হোক এবং ফলের বাগানে পুনর্ব্বাসনের স্কীম বাতিল করা হোক। (ঙ) যতদিন পুনর্ব্বাসন না হয়, ততদিন স্বল্প দরে পূর্ণ রেশন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেওয়া হোক এবং কৃষি ঋণ, দাদন, খয়রাতি, বীজধান প্রভৃতির সুযোগ সুবিধা দেওয়া হোক। বকেয়া খাজনা, দাদন ঋণ আদায় স্থগিত রাখা হোক।

উপরোক্ত মর্মে একটি বিল আনা হইলে আবেদনকারীগণ চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন।

মিঃ স্পীকার :—Now I would call on Shri Amarendra Sharma, to present his petition before the House.

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ত্রিপুরার বে-সরকারী বিদ্যালয় সংস্থাগুলির ৬৮১ জন সদস্যের স্বাক্ষর সম্বলিত একটা পিটিশন এই হাউসে পেশ করছি। এই পিটিশনে আছে—

যেহেতু অনগ্রসর ত্রিপুরায় দরিদ্র আদিবাসী এবং ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের বাস। এখানকার বিপুল সংখ্যক লোক চরম অর্থাভাবে শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ রাজ্যে শিক্ষাকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক করা একান্ত জরুরী। এবং তা করাটা একটা ব্যয়বহুল ব্যাপারও নয়। অথচ আমাদের বহু আবেদন আন্দোলন সত্ত্বেও ত্রিপুরা সরকার বিষয়টির প্রতি এতটুকু নজর দেননি। যেহেতু সরকারি ঔদাসীন্যের ফলে বে-সরকারী বিদ্যালয় সমূহের অশিক্ষক কর্মীদের চাকুরীর ক্ষেত্রে একটা বিরাট অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। পরিচালক সমিতিগুলোর মর্জি মাফিক তাদের চাকুরীর সর্ত ও বেতন স্থিরীকৃত হচ্ছে। চাকুরীর নিরাপত্তা অবসরকালীন সুযোগ, অন্তর্বর্তীকালীন ভাতা এবং প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ইত্যাদি সকল দিক থেকেই এরা বঞ্চিত। বিভিন্ন

সময়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েও সরকার এদেরকে গ্র্যান্ট ইন এইডের আওতায় এনে তাদের চাকুরীর নিরাপত্তা দিচ্ছে না। যেহেতু তুলনামূলক ভাবে ত্রিপুরায় দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে অথচ বার বছর পরও ত্রিপুরার শিক্ষক কর্মচারীদের বেতনের কোন সংশোধন হলো না। কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের শিক্ষকদের জন্য দুইবার বেতনক্রমের সংশোধন করেছেন, কিন্তু ত্রিপুরা সে সময় কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল থাকা সত্বেও অযৌক্তিকভাবে ত্রিপুরাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ন্যায়সংগতভাবে আমরা ১৯৭১ ইং ৫ই সেপ্টেম্বর তদানিন্তন শিক্ষা মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ শংকর রায় ঘোষিত বেতনক্রম ত্রিপুরায় শিক্ষকদের ক্ষেত্রে চালু করার দাবী করেছি। শ্রীরায় উক্ত দাবী বিবেচনার আশ্বাসও দিয়েছিলেন। পরবর্তী ধাপে ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যে উন্নীত হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তের মালিক ত্রিপুরা সরকার। অথচ আমাদের আবেদন সত্বেও ত্রিপুরা সরকার উল্লিখিত বেতনক্রম চালু করছেন না। যেহেতু পশ্চিম বঙ্গের মধ্য শিক্ষা পর্ষদের নিয়মানুযায়ী ত্রিপুরায়ও বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকগণ ৬০ বছর পর্যন্ত চাকুরী করার পর আরো ৫ বছর চাকুরীতে একস্টেনশন পেতেন। হঠাৎ ত্রিপুরা সরকার এক ফতুয়া জারী করে চাকুরীর বয়ঃসীমাকে ৬০ থেকে নামিয়ে ৫৮ বছর এবং কৌশলে ৫ বছর একস্টেনশনের সুযোগ কেড়ে নিয়েছেন। ত্রিপুরা সরকারের এ কাজ যুক্তিহীন এবং নীতিহীন ও নিয়ম বিরুদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও এমনতরো কাজ করেনি। যেহেতু বেসরকারী শিক্ষকদের জন্য ত্রিবিধ সুবিধাদান নামে যে পরিকল্পনা এখানে চালু হয়েছে, তা অত্যন্ত ক্রটি পূর্ণ ও অলাভজনক। যে নামমাত্র পেনসনের সুযোগ রয়েছে, তাও কর্তৃপক্ষের চরম গাফিলতির ফলে অবসর প্রাপ্ত শিক্ষকদের ভাগ্যে জুটছে না। অনেক শিক্ষক মশায় পেনসনের আশায় ইহলোক ত্যাগ করেছেন। এ পরিকল্পনা সংশোধন করবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়েও সরকার এটা চালু করেছিলেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত সরকার একটা কার্যকর ব্যবস্থাও গ্রহণ করেন নি। সেহেতু ত্রিপুরা বিধান সভার নিকট আবেদনকারীদের প্রার্থনা এই যে বিধান সভা যেন ত্রিপুরা সরকারকে অবিলম্বে নিম্নোক্ত ন্যায্য দাবীগুলো মেনে নিতে নির্দেশ দেন।

(১) ত্রিপুরায় উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ঘোষণা করা। (২) বেসরকারী বিদ্যালয়ের অশিক্ষক কর্মীদের চাকুরী গ্রান্ট ইন এইড রুলের আওতায় এনে তাদের নিয়মিত কর্মী হিসাবে গণ্য করা। (৩) অবিলম্বে শিক্ষকদের ক্ষেত্রে ১৯৭০ সালের যে মাস থেকে সংশোধিত কেন্দ্রীয় হার ত্রিপুরায় চালু করা (৪) বেসরকারী শিক্ষকদের চাকুরীর বয়ঃসীমা কর্তন সম্পর্কিত সার্কুলার ত্রিপুরা সরকারকে অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে ও ৬০ বছর চাকুরীর পর ৫ বছর চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধির সুযোগ চালু রাখতে হবে (৫) অবিলম্বে পশ্চিম বঙ্গের মত ত্রিবিধ সুবিধাদান পরিকল্পনার সংশোধন এবং অবসর প্রাপ্তির সাথে সাথে পেনসন দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা করবার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

(at this stage the petitions of Shri Pakhi Tripura & Shri Amarendra Sarma laid on the table of the House)

Mr. Speaker—These two petitions stand referred to the Committee on Petitions.

Next business before the House, 'The Tripura Appropriation Bill, 1973 (Tripura Bill No. 7 of 1973) is to be introduced in the House. I would request Shri D. K. Choudhury, Minister-in-charge of the Finance Department to move his motion for leave to introduce the Bill.

Shri Debendra Kishore Choudhury—Mr. Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce 'The Tripura Appropriation Bill, 1973 (Tripura Bill No. 7 of 1973)'.

Mr. Speaker—Now, the question before the House is the Motion moved by Shri D. K Choudhury, Minister-in-charge of the Finance Department for Leave to Introduce the Tripura Appropriation Bill, 1973 (Tripura Bill No. 7 of 1973) be granted

(The motion was put to voice vote and passed)

The Leave to Introduce the Bill is granted.

Mr. Secretary—A bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Tripura for services of the financial year 1973-74

Mr. Speaker—Now, I would call on the Minister-in-charge of the Finance Department to move his Motion to Introduce the Tripura Appropriation Bill, 1973 (Tripura Bill No. 7 of 1973)

Shri Debendra Kishore Choudhury—Mr Speaker Sir, I beg to move that the Tripura Appropriation Bill, 1973 (Tripura Bill No 7 of 1973) be introduced.

Mr. Speaker—Now, the question before the House is the Motion moved by the Minister-in-charge of the Finance Department that "The Tripura Appropriation Bill, 1973 (Tripura Bill No. 7 of 1973") be introduced

(The motion was put to voice vote and passed)

The Bill is introduced

Members are requested to collect their copies of the Bill from the Notice Office.

Hon'ble members, I have received a notice from the Hon'ble Dy. Minister Shri Sailesh Chandra Shome expressing his intention to move a motion for referring "The Tripura Co-operative Societies Bill, 1973 (Tripura Bill No. 3 of 1973)" to a SELECT COMMITTEE of the House in supersession of his previous notice for moving motions for consideration and passing of the Bill.

Now, I would call on Shri Sailesh Ch. Shome, Dy. Minister to move his motion for refering the Bill to a Select Committee of the House.

Shri Sailesh Ch. Shome—Mr. Speaker Sir, in supersession of my notice for moving a motion for consideration and passing under letter No.F.2(9)-Law/Legislature/73 dated the 17th March, 1973, I beg to move that "The Tripura Co-operative Societies Bill, 1973 (Tripura Bill No. 3 of 1973)" be referred to a Select Committee of the House consisting of the following members named below :—

1. Shri Sailesh Chandra Shome
2. „ Tarit Mohan Dasgupta
3. „ Jadu Prasanna Bhattacherjee
4. „ Moulana Abdul Latif
5. „ Gopinath Tripura
6. „ Kalipada Banerjee
7. „ Benoy Bhushan Banerjee
8. „ Jitendra Lal Das
9. „ Nripendra Chakraborty
10. „ Bajuban Riyan, and
11. „ Bulu Kuki

Shri Nripendra Chakraborty :— Mr. Speaker, Sir, I would like to have a discussion on this Bill or motion. কারণ আপনার সংগে আলোচনা করবার সময় আমি বলেছিলাম যেহেতু কো: অপারেটিভের একটা বিল আসছে, সেহেতু তার উপর যদি একটা জেনারেল ডিসকাশন হয়, তাহলে এই সিলেক্ট কমিটিতে যে সব মেম্বার থাকবেন তারাও বিশেষভাবে এর দ্বারা উপকৃত হবেন। কাজেই সে দিক দিয়ে আমি আশা করব...

Mr. Speaker :— Yes, you may start your discussion.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, আমি কোন সাজেশান রাখব না, আমি এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রাখার চেষ্টা করব মাত্র।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, আমি জানতে চাইছি, উনার নাম, সিলেক্ট কমিটির মেম্বার হিসাবে আছে- কাজেই এই অবস্থায় এই বিলের সম্পর্কে তিনি কিছু আলোচনা করতে পারেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— আমার নাম আছে ? তা থাকতে পারে। কিন্তু আলোচনা করতে বাধা কোথায় ?

Shri Sunil Chandra Dutta :— Sir, when it is referred to the Select Committee, then I think there is no scope for any discussion.

মি: স্পীকার :— বিলের এই অবস্থাতে আলোচনা করবার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু মাননীয় বিরোধী দলের নেতার সংগে আমার কথা হয়েছিল যে কো: অপারেটিভের উপর যখন একটা বিল আসছে, তখন কাটমোশান দিয়ে এর আলোচনা করবার দরকার নেই। আলোচনা করতে হলে বিল যখন আসবে তখনই করা যাবে। তাই তখন আমার কথা মত তিনি এই কো: অপারেটিভের উপর কোন কাট মোশান দেন নি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, রুলসে যদি প্রভাইড না করে, তাহলে তিনি কি করে ডিসকাশন করবেন ? আমাদের প্রথমে যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে আলোচনা করার জন্য রুলসের মধ্যে কোন স্কোপ আছে কিনা ?

মিঃ স্পীকার :— রুলসের মধ্যে কোন স্কোপ নেই বটে, তবে মাননীয় বিরোধী দলের নেতার সংগে আমার আলোচনা হয়েছিল যে এই ডিমাণ্ডের উপর উনি কোন কাট মোশান আনবেন না যেহেতু এর উপর একটা বিল আসছে এবং উনাকে এই বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য আমার দিক থেকে একটা সুযোগ দেওয়া হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আমিও তো আপনার সংগে একমত। কিন্তু আপনি তো তখন জানতেন না যে এটা সিলেক্ট কমিটিতে যাবে আর বিরোধী দলের নেতারাও এটা চিন্তা করে দেখতে হবে যে রুলসের মধ্যে যেখানে কোন স্কোপ নেই, সেখানে তিনিই বা এই সম্পর্কে আলোচনা করবেন ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, আমার ডিফেনসে আমি বলছি যে আমি তো বিলকে রেফার করে কিছু বলতে যাচ্ছি না, সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর ব্যাপারেই আমার বক্তব্য রাখছি। আমার মনে হয় এটা পার্মিসিব্যল। আই এ্যাম নট সাজেষ্টিং এ্যানি থিং দ্যাট দীস সুড বি ইনকর্পোরেটেড।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, হাউসের সামনে যখন একটা মোশান এসেছে, তখন সেই মোশানের উপর উনার কিছু বলার আছে বলে আমার জানা নেই।

মিঃ স্পীকার :— আমি তো বলেছি যে মাননীয় বিরোধী দলের নেতার সংগে আমার কথা হয়েছিল...

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— এখন দেখা যাচ্ছে এই হাউসের সামনে যে মোশানটা আনা হয়েছে, সেটাকে এখন পর্যন্ত ভোটে দেওয়া হয় নি। কাজেই এই অবস্থায় উনি তার উপর আলোচনা করতে পারেন বলে আমার মনে হয় না।

মিঃ স্পীকার :— যেহেতু ভোটে দেওয়া হয় নি, সেহেতু তিনি এই ষ্টেজে আলোচনা করতে পারেন। ভোটে দেওয়া হয়ে গেলে, এর উপর আর আলোচনা করার কোন প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত :— স্পীকার স্যার, আমার একটা সাজেশান আছে, সেটা হচ্ছে কোন বিল সিলেক্ট কমিটিতে যাবে কি যাবে না, এটা তো হাউস ঠিক করবে। কিন্তু তার আগে কোন সদস্য যদি তার সম্পর্কে আলোচনা করতে চান, তাহলে তিনি সেটা করতে পারেন, এই ধরনের প্রভিশান রুলসের মধ্যে রয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— এটা তো আমিও বলছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্পীকার স্যার, এই যে মোশানটা রেখেছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় হাউসের সামনে, বিলটাকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর জন্য, আমি তার সমর্থনে এখানে দুই একটি কথা বলছি। আমাদের এখানকার যে কো-অপারেটিভ মুভমেন্ট বা যে সব সমবায় সমিতিগুলি গঠিত হয়েছে, তাকে একটা আন্দোলন বলা যেতে পারে এবং তার বিভিন্ন দিক যেটা আছে, সেই সম্বন্ধে আমি এখানে আলোচনা করতে চাই। স্যার, এটা দেখা যায় ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে কো-অপারেটিভ আছে, আমার মনে হয় তার শুরু থেকে এই কো-অপারেটিভ আন্দোলনকে আমি মোটামুটি ভাবে বুঝবার চেষ্টা করেছি। এমন এক সময় ছিল, যখন এই রাজ্যের মধ্যে কোন কো-অপারেটিভ ছিল না তখন গ্রামের লোককে এই কো-অপারেটিভ সম্পর্কে কিছু বুঝানো বড় কষ্টকর হত।

এক সময়ে এই রাজ্যে কোন কো-অপারেটিভ ছিল না। গ্রামের লোককে বোঝানো খুব কষ্ট হতএবং যখন তারা বুঝতে আরম্ভ করল রাতারাতি দেখা গেল গ্রামে গ্রামে প্রচুর কো-অপারেটিভ এবং এই কো-অপারেটিভের হিসাবগুলি যদি দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে যে কি রকম ফ্লাচুয়েশান চলছে। কোন ষ্টেডি গ্রোথ কো-অপারেটিভের মুভমেন্টের মধ্যে আমি দেখছি না। কোন সময় বেড়ে যাচ্ছে, কোন সময় কমে যাচ্ছে। বিশেষ করে ৬০-৬১এ আমি দেখেছি কৃষি কো-অপারেটিভ সমিতিগুলিতে ১৮,৩৯,০০০ টাকা বিলি করেছিল আর ১৯৬৬-৬৭এ সেটা কমে দাঁড়াল ৬,০০,০৮৭ লক্ষ টাকাতে। নন-এগ্রিকালচারেল সোসাইটি যদি দেখি তাহলে দেখি ১৯৫৯-৬০ তে আমরা বিলি করেছি ২৮,০০০ টাকা আর ১৯৬৭-৬৮ তে এসে ২,০০০ টাকা বিলি করেছি টু আওয়ার সোসাইটি মেম্বার্স। এবং এই যে কো-অপারেটিভ আন্দোলন যাকে বলা হয়েছে, যখন শরণার্থীরা এলেন তখনকার পূর্বপাকিস্তান থেকে সে সময়ে আমরা দেখলাম টাকা দেওয়ার সময়ে কো-অপারেটিভগুলিকে এনকারেজ করা হল এবং আমার মনে আছে ৪১টা রিহেবিলেটেশান সেন্টারকে ১ লক্ষ, দেড লক্ষ, ২ লক্ষ করে টাকা দেওয়া হল এবং সেই সমস্ত কো-অপারেটিভের আজকে সম্ভাবতার চিহ্নমাত্রও নাই এবং আমরা দেখেছি যে অন্যান্য কো-অপারেটিভ যেগুলি আছে সেগুলির জেনারেল বডির মিটিং হয় না। আমরা দেখেছি ষ্টেটমেন্ট অব একাউন্ট তারা মেম্বারদের কাছে প্লেস করতে পারে না, কারণ নিয়মিত অডিট হয় না। আমরা দেখেছি ইন্টারন্যাল কো-অপারেটিভের যে সমস্ত অডিট নোট সেগুলি অনেক সময় পরিচালকদের বিরুদ্ধে যায় এবং সেই অডিট নোট অনুসরণ করে কো-অপারেটিভের যারা সাধারণ মেম্বার তাদের হস্তক্ষেপ করার কোন সুযোগ তারা পান না। আমরা দেখেছি প্রায় প্রত্যেক জায়গাতে বা অধিকাংশ জায়গায় আমরা বলতে পারব যে কো-অপারেটিভগুলির মুষ্টিমেয় লোক তাদের কব্জির মধ্যে পড়ে এবং একবার পড়ার পর তারা এমনভাবে ম্যানেজ করে ম্যানিপুলেট করে যে যাতে করে তাদের হাত থেকে আর কো-অপারেটিভ বেড়ে পারে না। মাননীয় স্পীকার, স্যার আমি কতগুলি কো-অপারেটিভের কথা বলতে পারি— বামুটিয়া, মন্ডাই সদরের মধ্যে পড়ে সেখানে পর পর অডিট নোটে যে সমস্ত বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে তাদের সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে তহবিল বা জিনিষপত্র কো-অপারেটিভের তছরূপ করা, কিন্তু কোন ষ্টেপ সরকার থেকে নেওয়া হয় নি, যার ফলে সেই সমস্ত কো-অপারেটিভগুলি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। যেমন মাছলী, চেলাগাঙ ইত্যাদি যে সমস্ত কো-অপারেটিভ ছিল সেগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আমিও বিভিন্ন সময়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যে কিভাবে সেই সমস্ত কো-অপারেটিভ প্রপারটিজ সেই সমস্ত কো-অপারেটিভের কর্মকর্ত্তা যারা ছিলেন তারা আত্মসাৎ করেছেন। কিন্তু সরকার যেহেতু সেই সমস্ত লোকগুলি কংগ্রেসের খুঁটি বিভিন্ন জায়গাতে সেইহেতু তাদের সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা কোন জায়গায় তারা গ্রহণ করেন নি। গান্ধীগ্রাম সীবন শিল্প সমবায় সমিতি। বার বার আমি নিজেও এই কো-অপারেটিভের কর্মকর্ত্তাদের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ করেছি। এখানে কিছু গরীব মানুষ এই সীবন শিল্প চালিয়ে জীবন যাপন করছিল।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় বিরোধী দলের নেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই সম্পর্কে যে আপনি যে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করছেন সেটা অফ দি ট্র্যাক। আমি পার্লামেন্টারী

প্র্যাকটিসে যা আছে তাই বলছি— "When the member in-charge moves that the bill be taken into consideration or be referred to a Select Committee or Joint Committee or be circulated for the purpose of eliciting opinion, the principle of the bill and its provisions are discussed generally, but the details of the Bill are not discussed."

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— এক্জাক্টলী। আমি তো প্রিন্সিপালের মধ্যেও যাচ্ছি। আমি বলছি যে কো-অপারেটিভ মুভমেন্টের কি চেহারাটা। সেজন্যই স্যার, আমি বিলের কোন প্রভিশানে যাচ্ছি না।

মিঃ স্পীকার :— আমার কথা হচ্ছে আপনাকে যে বিষয়ের উপর আলোচনার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, আমার মনে হচ্ছে আপনি অফ দি ট্র্যাক হয়ে যাচ্ছেন। আমি বলছিলাম যে আলোচনাটা হওয়া উচিত এই বিষয়ের উপর।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—আমি প্রিন্সিপালের মধ্যে বলছি, কো অপারেটিভ মুভমেন্টের যে প্রিন্সিপল। যদি আমি বিলের মধ্যে আমি ট্রেনদেন করতে পারি, সেই সব দিকগুলি সেজন্যই আমি উল্লেখ করছি। যেমন ধরুন আমরা বলছি যে কতগুলি কো-অপারেটিভ যেগুলি বলছিলাম, যেমন মহাত্মা গান্ধী কো-অপারেটিভ, বিলেনীয়া অথবা মৎস্য সমবায় সমিতি বা মুড়রীপুর এস, এস, কো-অপারেটিভ, ইত্যাদি যেগুলি বিহেবিলিটেশানের সময় হয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে একটা তদন্ত কমিটি হয়েছে। আমার মনে হয় যে আমরা বেনিফিটেড হব সেই তদন্ত কমিটি কি কি কারণে উঠে গিয়েছিল, কি উইক্নেস ছিল, কি তাদের রিপোর্ট ছিল সেটা যদি জানাতে পারেন। এমনি আমরা দেখেছি ল্যাণ্ডলেস জমিয়াদের কতগুলি কো-অপারেটিভ হয়েছে, তাদের মধ্যে এনকয়েরিজ করা হচ্ছে যে সেখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেখানে কো-অপারেটিভ ঠিক কো-অপারেটিভের মত কাজ করছে না। মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সেগুলি থাকছে এবং বিশেষ করে কৃষি কো-অপারেটিভ যেগুলি বলা হয় যেমন স্বস্তি সমিতির মত কো-অপারেটিভ, বহু জমি তাদের দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি আমাদের খুঁজে দেখা দরকার, সিলেক্ট কমিটির খুঁজে দেখা দরকার যাতে করে তারা বুঝতে পারে কৃষি কো-অপারেটিভ রাণ করতে হলে কি কি উইকনেস আমাদের দূর করতে হবে। যেমন স্যার, ধরুন জমি আমরা দিয়েছি কিন্তু জমিতে সেখানকার জমিতে স্বত্ব নাই। স্বত্ব না থাকাতে জমির ট্র্যান্সফার হচ্ছে। কাজেই কৃষকেরা ইন্টারেস্টেড হচ্ছে না সেই জমিতে চাষের উন্নতির জন্য। এই জিনিষটা আমরা স্বস্তি সমিতিতে দেখি। আমরা খোয়াইতে গোমক্তা ল্যাণ্ডলেস কলোনীতে দেখেছি। সেখানেও তেমনি হচ্ছে। এটা হচ্ছে ভিলেজ লেভেলে বা নীচু মানের যেমন্ত কো-অপারেটিভ সোসাইটি। তেমনি কতগুলি কো-অপারেটিভ আছে টপে। যেমন ধরুণ অ্যাপেক্স কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি। তার কি কি দুর্বলতা সেগুলি আমাদের দেখতে হবে এবং সেই দুর্বলতার মধ্যে আমরা দেখেছি, কিছু ইনভেস্টিগেশান হয়েছে। এমনি কি পুলিশ ইনভেস্টিগেশান হয়েছে। আমরা দেখেছি মার্কেটিং সোসাইটি থেকে কিছু টাকা দেওয়া হয়েছে। সেই টাকা খোঁয়াইতে বা অন্যান্য জায়গাতে খরচ করেছে কৃষকদের পণ্য

যেমন তিল, পাট, কার্পাস, এইগুলি সস্তায় কিনবার জন্য। আমাদের এখানে এমন এক সময় আসে যখন কৃষকেরা ন্যায্য দাম পায় না। একটি এপেক্স কো-অপারেটিভ যাতে হয় এবং তার হাতে যদি টাকা থাকে ত হলে কৃষকদের ন্যায্য মূল্যে দেওয়ার ক্ষেত্রে এর একটা মস্ত বড় ভূমিকা নিতে পারে কিন্তু সেই ভূমিকা আমরা এই সোসাইটিগুলির দেখছি না। আমরা গোডাউন তৈরী করার জন্য অনেক টাকা দেওয়া হয়েছে এবং সেই সব কো-অপারেটীভ গোডাউন তৈরী করল কি করল না তারা ইউটিলাইজেশান সার্টিফিকেট দাখিল করল কি করল না—আজ প্রায় ১০/১২ বছর চলে গেল আজ পর্যন্ত আমরা পাইনি। সেই সমস্ত আমরা দেখিনি। এই জন্যই স্যার পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির রিপোর্টে আমরা দেখি তারাও সাজেষ্ট করেছিলেন একটা ইনভেস্টিগেশান কমিটি করা হউক, কো-অপারেটিভ আন্দোলন কেন দুর্বল কেন অগ্রসর হতে পারছে না—গভর্ণমেন্ট প্রচুর টাকা দেন যে উদ্দেশ্যে এই টাকাগুলি দেওয়া হয় সেই উদ্দেশ্যে এই টাকাগুলি খরচ হচ্ছে কি না এটা দেখার জন্য গভর্ণমেন্ট সেই সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমরা জানি না এবং তা পর সদস্যের পি, এ, সি,কে জানিয়েছেন কি না তাও আমরা জানি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখছি ব্যাংকিং কমিশান একটি রিপোর্ট ১৯৭২ সালে প্লেস করেছেন এবং সেই কমিশনের রিপোর্টে কো-অপারেটিভ ফিনান্সিং সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা সেখানে বলেছেন এবং কো-অপারেটিভ ফিনান্সিং সম্পর্কে যে সমস্ত কথা তারা বলেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান হচ্ছে যে আজকে আমাদের ত্রিপুরাতে একটি সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক আছে। যে ব্যাংক কো-অপারেটিভগুলিকে টাকা দেয়। সেই ক্ষেত্রে ব্যাংকিং কমিশানের যে রিপোর্ট তাতে আমরা দেখছি তারা বলছেন যে ডিষ্ট্রিক্ট ওয়াইজ এই সোসাইটি যে ব্যাংক সেটা করা হউক। আমার মনে হয় আমাদের ত্রিপুরাতে এই সাজেশান পরীক্ষা করে দেখা দরকার। তিনটা ডিষ্ট্রিক্ট হয়েছে তিনটা কো-অপারেটিভ ব্যাংক হতে পারে। এই তিনটা কো-অপারেটিভ ব্যাংক তারা সেন্ট্রাল ফিনান্সিং অর্গেনাইজেশান হতে পারে। যারা রিজার্ভ ব্যাংক থেকে টাকা পাবেন এবং রিজার্ভ ব্যাংকের টাকা তারা ডিসবার্স করবেন টু দি কো-অপারেটিভ—সেই কাজ তারা করছেন না। তেমনি ব্যাংকিং কমিশান তাদের আর একটা সাজেশান তারা করেছেন সেই সাজেশানটি হচ্ছে রুরেল কো-অপারেটিভ ব্যাংক তারা গঠন করতে বলেছেন। রুরেল কো-অপারেটিভ ব্যাংক মানে—ভিলেজ লেভেলে—এবং তারা বলেই দিয়েছেন—ধরুন এমন একটা ব্যাংক হবে যে সোসাইটির ৫ হাজার থেকে ২০ হাজার পপোলেশান হবে। সেখানে তারা বলেছেন যে নূতন করে ব্যাংক করতে হবে তা নয়। আমরা যে নূতন আইন করতে চাইছি তাতে এই প্রিন্সিপাল এক্ট আর এবং এর মধ্যে আমরা যদি প্রভিশান রাখি যে রুরেল কো-অপারেটিভ ব্যাংক আমরা এস্টাব্লিশ করব তাহলে সবচেয়ে বেশী সুযোগ সুবিধা পেতে পারি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখছি কো-অপারেটীভ গঠন করতে যেয়ে অথবা মহাজনী আইন পাশ করতে গিয়ে আমরা দেখি যে আইন পাশ করাটা বড় কথা নয়। মহাজনের কাছে যায় কেন কো-অপারেটীভের কাছে আসে না কেন? কারণ মহাজনের কাছে গেলে সংগে সংগে টাকা পেয়ে যায়। অথচ তারা জানে ১০০ টাকায় ১০০ টাকা সুদ নেয়। কাজেই বিকল্প টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা যদি না থাকে তাহলে সেই কো-

অপারেটীভ মুভমেট আমাদের টিকবে না। যদি আমরা দেখি ভিলেজ লেভেলে রুরেল ব্যাংক হয়ে মহাজনের পাশাপাশি আর একটি বিকল্প ব্যবস্থা আছে তাহলে কৃষকদের আমরা বলতে পারি গ্রামের উপজাতি কৃষককে আমরা বলতে পারি তোমাদের মহাজনএর কাছে যেতে হবে না, এই একটা ব্যাংক আছে তোমাদের মহাজনের কাছে জমি বন্ধক দিতে হবে না। আমার গ্রামের মধ্যে যে রুরেল ব্যাংক আছে এর কাছে বন্ধক দাও। তোমার দুই কানি জমি আছে আমরা দেব তোমাকে ৫০০ টাকা আমরা দেব তোমাকে ১০০ টাকা -অনেক কম সুদে আমরা তোমাকে ১০০ টাকা দেব। এই বিকল্প যদি না রাখা যায় তাহলে কো-অপারেটিভ আইন কানুন পাল্টিয়ে কিছু করা যাবে না এবং আমাদের যে মহাজনী আইন আছে সেই আইনও যদি আমরা পরিবর্তন করি তার ফলে আমাদের কৃষকেরা বিশেষ লাভবান হবে না। কাজেই আমরা দেখছি এই যে তারা বলেছেন যে রুরেল ব্যাংক অথবা রুরেল সাবসিডিয়ারী ব্যাংক এই ব্যাংক গঠন করার যদি সুযোগ থাকে এবং সেখানে তারা বলেছেন গভর্নমেন্ট ৭৯ পার্সেন্ট শেয়ার ক্যাপিটেল কিনে নেবেন। এবং কিছু টাকা তারা তুলবার চেষ্টা করবেন এবং রিজার্ভ ব্যাংক থেকে টাকা নেবেন ডিষ্ট্রিক্ট লেভেল যে ব্যাংক থাকবে সেই ব্যাংকের মাধ্যমে তারা টাকা নেবেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, সেখানে ব্যাংকের ফাংশানও বলে দেওয়া হয়েছে। তারা শুধু লোকেল সলই মবিলাইজড করবেন না তারা সর্ট টার্ম এবং মিডিয়াম টার্ম লোনও তারা দেবেন তারা ব্যাংকিং সার্ভিস অব দি লোকেল পিপল দেখবেন তারা গোডাউন মেনেজ করবেন যে গোডাউন তৈরী করার জন্য টাকা দেওয়া হয়েছে অথচ আমরা করতে পারলাম না— কোপারেটিভগুলিতে। সেখানে যদি আমাদের রুরেল ব্যাংক থাকে ব্যাংকের যদি নিজস্ব গোডাউন থাকে সেই গোডাউনে তারা মাল রেখে যদি টাকা দেয় আমার দুই মণ পাট আছে, আমার কাপাস আছে, আমার অন্যান্য কৃষিজাত পণ্য আছে এটা রয়েছে ব্যাংকের গোডাউনে আমরা যদি টাকা এডভান্স করি তাহলে আমরা কৃষককে সাহায্য করতে পারি এবং আমাদের গোডাউন সেটিও আজকে যখন আমাদের টাকা দিয়েও গোডাউন হয় নি সেই ব্যবস্থায় আমাদের যেতে হবে না। তেমনই বলা হয়েছে যে তারা স্মল ইকুইপমেন্টস ইত্যাদি তারা তাও দেবেন। এই ব্যাংকগুলি কি করবে—যেমন ধরুন স্যার, একজন লোক সে কাজ পায় না সেই ব্যাংকের কাছ থেকে নিতে পারে এবং সেই জমি সে বর্গা করতে পারে এবং এতে বর্গা সিষ্টেম উঠে যেতে পারে। এবং যারা সেই জমিটা বর্গা করবে তারা অনেক বেশী ফসল পেতে পারে। কাজেই এই রকম ভিলেজ লেবেলে একটা রুরেল ব্যাংক যদি আমাদের হয়—আমরা কোপারেটিভ আইন করছি তার মধ্যে এটা আমরা উপস্থিত করতে পারি। এবং সরকার ব্যাংকিং কমিশনও ষ্টাট করবেন। কোন কারণ নাই তারা আমাদের এই প্রস্তাব গ্রহণ না করার। এটা যদি করা হয় তাহলে ডেভেলাপমেন্ট অব ভিলেজ সেট আপে। করা যায় এবং মার্কেটিং অব এগ্রিকালচারেল প্রডিউস সেটাও আশা করা যায়। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই কথা বলতে পারি যে যে সমস্ত সোসাইটি আছে— অনেকগুলি সোসাইটি আছে যারা আন-ইকনোমিক অনেকগুলি আছে যেগুলি অনেক আগেই উইণ্ড আপ করা উচিত ছিল। অনেকগুলি আছে যেগুলি দুর্নীতির আড্ডা হয়েছে। কাজেই একটা থোরো ইন্‌ভেষ্টিগেশান ইন টু দি কোঅপারেটিভ মুভমেণ্ট এটা হওয়ার প্রয়োজন আছে। যে

আইন আমরা করতে চাইছি এই আইন চালু করার পরে যদি একটা ইনভেষ্টিগেশান গভর্ণমেন্ট করেন তাহলে আইন পাশ করার পর সেটা চালু করতে আমাদের সাহায্য করবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই কথাও বলা হয়েছে প্ল্যান করতে গিয়ে আমরা দেখেছি ব্যাংকিং কমিশনারের রিপোর্ট আমরা দেখেছি সেলফ এমপ্লয়মেন্টের কথা বলা হয়েছে। সেলফ এমপ্লয়মেন্ট কি করে হবে? টাকা ছাড়া তো আর হতে পারে না? একটা লোক নিজের চেষ্টায় কিছু গড়ে তুলবেন ব্যবসা হউক আর ছোট শিল্পই হোক তার নিশ্চয়ই ব্যাংক থেকে টাকা দরকার। এবং সে ক্ষেত্রে কোপারেটিভ তাকে সাহায্য করতে পারে এবং ছোট কোপারেটিভ তারা করতে পারেন লিমিটেড লায়াবিলিটি এবং অল্প মেম্বার নিয়ে যাতে বেকার সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট-এর ক্ষেত্রে এই সমস্ত কোপারেটিভ কি ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে সেই কথাটা চোখের সামনে আমাদের একটি কোঅপারেটিভ বিল তৈরী করতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা জানি যে আমাদের ষ্টেট কোপারেটিভ ব্যাংক-এর অবস্থা ভাল নয়। কারণ তার পরিচালনা ইত্যাদির মধ্যে যথেষ্ট গলদ আছে যার মধ্যে আমি যেতে চাই না। সেটির তদন্ত হওয়া দরকার এবং আমরা বুঝতে চাই যে কি ভাবে যদিও এই কথা বলা হয়েছে যে আমাদের অনেক টাকা কোঅপারেটিভের মেম্বারদের কাছে পাওনা আছে যে টাকা আমরা তাদের কাছ থেকে আদায় করতে পারছি না। আমাদের এটাও দেখা দরকার সেই সমস্ত ডেটসগুলি মুকুব করে নূতন করে আমাদের কোপারেটিভ মুভমেন্ট সুরু করতে হবে। আমরা জানি যে অনেক কোপারেটিভ আছে যার এত ঋণ যে তাদের এত ঋণ দেবার ফলে সেই সমস্ত কোপারেটিভগুলি তারা নতুন করে তাদের সদস্যদের ঋণ দেওয়া সেটি দিতে পারছে না। সে কোপারেটিভ ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ পাচ্ছে না এই সব অবস্থা। আজকে এই খরা দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির মধ্যে দেখছি সেই সমস্ত সদস্যদের কাছ থেকে নোটিশ দিয়েও টাকা আদায় করতে পারছে না। আমরা জানি আমি নিজেও রেজিষ্ট্রার অব কোপারেটিভের কাছে এবং ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে লিখেছি—তাদের কথা হচ্ছে তোমার নামে কেস করব যদি টাকা না দিতে পারে। মানুষ খেতে পায় না টাকা দেবে কোথা থেকে। কাজেই কো-অপারেটিভের যে সমস্ত লগ্নী আজকে আমরা দেখছি বেড ডেবটেড হয়ে গেছে, সেই টাকা পরিশোধ করার ক্ষমতা কৃষকদের নেই। সেই সমস্ত ক্ষেত্রে কো-অপারেটিভ এর টাকা আমাদের বাতিল বলে ঘোষণা করতে হবে এবং নতুন করে সুযোগ দিতে হবে তারা যাতে ঋণ পেতে পারে কো-অপারেটিভ থেকে সহজে গভর্ণমেন্টের উচিত বর্ত্তমান পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছা। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আরও আমরা দেখছি যে, এই যে ব্যাংকিং কর্পোরেশান তারা আরও একটা মূল্যবান সাজেশান রেখেছেন এই কো-অপারেটিভের কাজকর্ম সম্পর্কে সেটা হচ্ছে ভাষা সম্বন্ধে বিষয়ে যে বিভিন্ন লোক্যাল ল্যাংগুয়েজে সেই সমস্ত কাজকর্ম হবে। কাগজপত্র হিসাব, সমস্ত কিছু বাঙলা ভাষায় হওয়া দরকার এবং ট্রাইবেল এলাকায় তারা যাতে বুঝতে পারে তার জন্য ট্রাইবেল ভাষাতেই কাজকর্মগুলি হওয়া দরকার। এই যে কমিশন একটি মূল্যবান রিকমাণ্ডেশান করেছেন, আমরা আশা করব সেই রিকমাণ্ডেশান সামনে রেখে যারা সিলেক্ট কমিটিতে যাচ্ছেন তাঁরা বিলটাকে তৈরী করবেন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি অনেক সময় নিয়েছি, আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই বর্তমানে যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা তার মধ্যে কো-অপারেটিভের কোন ভবিষ্যত নেই, ভবিষ্যত নেই, এইজন্যে যে আমি সাউথে দেখেছি বড় বড় কো-অপারেটিভ আছে যেমন ধরুন স্যার, ঐ যে হ্যাণ্ডলুম একটা কো-অপারেটিভ, তামিলনাড়ুতে আছে, সেখানে ৫ লক্ষ টাকা দিচ্ছে, রিজার্ভ ব্যাংক থেকে ১ লক্ষ টাকা, ২০ লক্ষ টাকা ঋণ নিচ্ছে সেইসব কো-অপারেটিভ। তারা যে সমস্ত কাপড় তৈরী করছে, সেই সমস্ত কাপড় ভারতবর্ষে কেন, সমগ্র এশিয়ার মধ্যে উঁচু দরের সমস্ত জিনিষ তারা তৈরী করেন। কোন রকমেই বলা যায় না যে এইগুলি যারা নাকি ১ টাকা, ৮০ টাকা শেয়ার হোলডার্স তারা সেগুলি কনট্রোল করে। এইগুলি লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক যারা, তারাই কনট্রোল করছে। আমি যখন চণ্ডিগড়ে গিয়ে ছিলাম সেখানে দেখলাম কোন কো-অপারেটিভ, তারা ৩০ লক্ষ, ৪০ লক্ষ করে নিয়েছে এবং ট্রাক্টার এনেছে এবং ট্রাক্টার দিয়ে খামার বাড়ী চাষ করছেন। এইগুলি কি বলা যায় যে মাঝারি ধরণের কৃষক করেছে? এইগুলি বিরাট বিরাট জমিদার ধনীর লোক যারা, যারা বিভিন্ন ভাবে নিজেদের হাতে জমি কনসানট্রেট করে রেখেছেন তারাই রিজার্ভ ব্যাংক থেকে টাকা পান, তারা সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা পান, গভর্ণমেণ্ট সেই সমস্ত কো-অপারেটিভের ওয়ে হয়তো সাহায্য করেন। কিন্তু তারা যা করছেন সেটা ধনতন্ত্রকে বিল্ট আপ করছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, কাজেই এটা আমরা আশা করতে পারি না বর্তমান কংগ্রেস সরকার কো-অপারেটিভের মধ্য দিয়ে তারা সমাজতান্ত্রিক অন্যান্য দেশে যে ভাবে সমবায়ের ভূমিকা গ্রহণ করছে, সেই ভূমিকা গ্রহণ করবে সেই আশা করা বৃথা, যত বিলই পাশ করা হউক না কেন, সেই আশা আমরা করতে পারি না। সমাজতন্ত্রের মূল কথাই হল যে সমস্ত উৎপাদিত সম্পত্তি, সামাজিক সম্পত্তি, সমস্ত কিছু সামাজিক সম্পত্তি বলে গণ্য করা হবে। যতক্ষণ ব্যক্তিগত মালিকানা থাকছে, যতক্ষণ কলকারখানা সমস্ত মূলধন ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কো-অপারেটিভকে যত ঢেলে সাজান হউক না কেন, যত আইন কানুন প্রনয়ন করা হউক না কেন, ততই আমরা দেখব যে কো-অপারেটিভ হচ্ছে সাধারণ গরীব মানুষের পয়সায় অল্প কয়েকজন লোক সেখান থেকে টাকা করে খাচ্ছে, আমলা কর্মচারীদের সংগে, মন্ত্রীদের সংগে যোগাযোগ করে তারা কো-অপারেটিভকে একটা লুটের ব্যবসা এবং সেই ব্যবসা প্রচালত থাকবে যতক্ষণ কংগ্রেস সরকার ভারতবর্ষে থাকবেন। সবশেষে এই সাবধান বাণী জনসাধারণকে দিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এনি ওয়ান ফ্রম রুলিং পার্টি ?

শ্রীনরেশ রায় :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কো-অপারেটিভ বিল যে আজকে এসেছে সেই বিলের একটা অংশের কথা আমি শুধু বলব এবং সেটার একটা ক্লিয়ার ক্লারিফিকেশান যদি বিলে দেওয়া হয়, তাহলে মনে হয় আমাদের পক্ষে ভাল হবে। সেই জিনিষটা হচ্ছে এক জায়গায় আছে যে কি করে একজন মেম্বার এপেকস লেভেলে যে সমস্ত কো-অপারেটিভ গুলি আছে, তার একজন মেম্বার, দুইটির, তিনটির বা একাধিক সোসাইটির মেম্বার হতে পারবে কি না, এই সম্পর্কে ক্লীয়ার ক্লারিফিকেশান এই বিলে নেই। আমরা জানি যে এপাকস লেভেলের কো-অপারেটিভ সোসাইটি থেকে যেমন মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি, কো-অপারেটিভ ব্যাংক .....

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য বিলের উপর আলোচনা না করে আপনি প্রিন্সিপালের উপর আলোচনা করছেন। আপনি বিলের উপর বলছেন না।

শ্রীনরেশ রায় ঃ— আমি সেটাই বলছি। বিলের মধ্যে যেটা আছে আমি দেখলাম এপেক্স লেভেলের কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলির যে মেম্বার সেই মেম্বার একাধিক সোসাইটির মেম্বার থাকতে পারেন কি না, তার কোন ইংগীত আমরা এই বিলে পাই না, সেই জন্যই আমি বলছি এই জায়গায় একটু ক্লিয়ার করতে চাই যে একজন মেম্বার সেই এপেক্স লেভেলের কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে থাকতে পারবে কি না? আমরা যতটুকু জানি একাধিক সোসাইটির মেম্বার থাকতে পারেন না, যদি থাকেন তাহলে কো-অপারেটিভের যে সমস্ত নিয়ম কানুন আছে, সেই অনুসারে তা থাকতে পারে না এবং সেখানে অনেক সময়ে দুর্নীতির সুযোগ থাকবে সেইজন্য আমি বলব একজন মেম্বার যদি এ্যাপেক্স মার্কেটিং সোসাইটির মেম্বার হন, তাহলে সে ব্যাংকে যেতে পারবে না, যদি কেউ ব্যাংকে থাকেন, তাহলে মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে যেতে পারবেন না। এই কথাটা বলবার জন্য স্পীকারের মাধ্যমে আমি অনুরোধ রাখছি। আরেকটা জিনিষ মাননীয় সদস্য একজন বলেছেন যে কো-অপারেটিভ সোসাইটি কংগ্রেস আমলে এমন একটা অবস্থায় পৌঁচেছে যে মন্ত্রী, আমলা, সকলের যোগ সাজসে কিছু সংখ্যক লোক সেখানে একটা লুটপাটের ব্যবসা করছে, সেটা অত্যন্ত ভুল ধারণা, সেটা হতে পারে না। কারণ কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলি আইনগতভাবে এমন ভাবে টাকা পয়সা লেন-দেন করে থাকে যে তার মধ্যে এই রকম করার সুযোগ থাকে না কেউ যদি মনে করে থাকেন যে সেখানে টাকা পয়সা চুরি হয়, তাহলে সেটা হয়তো তিনি কল্পনাপ্রসূত হয়ে বলতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমরা দেখছি যে প্রাইমারী কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলিতে, সার্ভিস কো-অপারেটিভ যেগুলি আছে, সেইগুলিতে কি করে? সরকার যে ঋণ দেয় সেইগুলি সার্ভিস কো-অপারেটীভগুলিতে বন্টন করা হয় সেই ঋণের মাধ্যমে তারা সামান্য যে একটু লাভ হয়, সেগুলি সেই সমস্ত কো-অপারেটীভগুলির থাকে এবং ঋণের টাকা আবার ফেরত দেওয়া হয়, সরকার কত টাকা ঋণ দেন, কত টাকা কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলিতে বিলি বন্টন করা হয়, তা অত্যন্ত ক্লীয়ার থাকে, তার মধ্যে যা ফেরত দেয় এবং যা ফেরত দেয়না, সেটা বিশেষভাবে হিসাবের মধ্যে থাকে, তার মধ্যে চুরি করবার সম্ভাবনা কোথায় আছে, সেটা আমরা বুঝতে পারিনা, সেটা একটা প্রতিহিংসামূলক কথা যেটা বলতে হবে, বলার জন্যই বলা। যেখানে সরকার থেকে ডিষ্ট্রিবিউশানের ব্যবস্থা রয়ে গেছে, হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে কোন কোন কো-অপারেটিভ ফেইলিউর হয়, সেটা হয় মেনেজমেন্টের জন্য, সেই কারণে সেটা হতে পারে এবং কো-অপারেটিভ নষ্ট হয়ে যেতে পারে কিন্তু কো-অপারেটিভগুলির রিগেইন করা হয়, সেগুলিকে পুনরুদ্ধার করা হয় যাতে ঠিক ঠিক ভাবে কাজ করতে আগ্রহী হয়, তার জন্য কো-অপারেটিভগুলিকে রক্ষা করার জন্য বর্তমানে সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধা কো-অপারেটিভ সোসাইটীগুলিকে দেওয়া হয়। তবে বর্তমানে যে

সমস্ত সুযোগ সুবিধা কো-অপারেটিভ সোসাইটীগুলিকে দেওয়া হয়, তার চেয়ে আরও বেশী সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। নতুবা কো-অপারেটীভ ট্রেংদেন থাকেনা। আমরা দেখছি যে বাজারে যে মার্চেন্ট আছে তাদের হাতে অনেক জিনিষ ছেড়ে দেওয়া হয়, সেইগুলি আমরা কো-অপারেটীভের মাধ্যমে দিতে পারি যেমন চিনির ব্যবসা, সিমেন্টের ব্যবসা, সেইগুলি কো-অপারেটীভের মাধ্যমে দেওয়া যাতে হয়, এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল ডিপুটী মিনিষ্টার শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— আমি এর উপর বক্তব্য রাখবনা। এটা সিলেক্ট কমিটিতে দেওয়া হয়েছে, এবং আমি সেই সেলেক্টের সদস্য, কাজেই আমি এখানে আর বক্তব্য রাখছিনা।

Mr. Speaker :— Now the discussion is over. I am putting the motion to vote.

The question before the House is the Motion moved by Shri Sailesh Chandra Shome, Deputy Minister, that the Tripura Co-operative Societies Bill, 1973 (Tripura Bill No. 3 of 1973) be referred to a SELECT COMMITTEE OF the House consisting of the members named below—

1. Shri Sailesh Ch. Shome.
2. ,, Tarit Mohan Das Gupta.
3. ,, Jaduprasanna Bhattacharjee.
4. ,, Moulana Abdul Latif.
5. ,, Gopinath Tripura.
6. ,, Kalipada Banerjee.
7. ,, Benoy Bhushan Banerjee.
8. ,, Jitendra Lal Das.
9. ,, Nripendra Chakraborty.
10. ,, Bajuban Riyan.
11. ,, Bulu Kuki.

The Motion was agreed to by voice vote and the Bill was referred to the Select Committee.

Mr. Speaker :— Now Hon'ble Deputy Minister Shri Sailesh Chandra Shome will be the Chairman of the Select Committee.

DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE FOR SHORT DURATION.

Mr. Speaker :— Next item in the List of Business is Discussion on Matters of Urgent Public Importance for short Duration. Notice has been given by Shri Samir Ranjan Barman. The Member is absent. So there will be no discussion. The House stands adjourned till 12-30 P. M. of 18th April 1973.

UNSTARRED QUESTION NO. 1384

By—Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state—

QUESTIONS

১) আগরতলা Blood Bank এ ১৯৭০-৭৩ অর্থ নৈতিক বৎসর সমূহে কত C. C. রক্ত দান হিসাবে এবং কত C. C. রক্ত ক্রয় করে জমা হয়েছিল। বৎসর ভিত্তিক হিসাব।

২) এই সময় মোট কতজন রোগীকে কত C. C. রক্ত বিক্রয় করা হয়েছে বৎসর ভিত্তিক হিসাব।

৩) ইহা কি সত্য যে অধিকাংশ রুগীকেই blood bank এ রক্তের অভাব জানানো হয়।

৪) যদি সত্য হয় তবে এ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

ANSWERS

১) দান হিসাবে এবং ক্রয় হিসাবে জমা রক্তের পরিমাণ ;—

১৯৭০-৭১ সালে ৩৩৯৬০০ C.C. (১১৩২ বোতল) রক্ত ক্রয় করা হইয়াছে। উক্ত সালে রক্ত দান হিসাবে পাওয়া যায় নাই।

১৯৭১-৭২ সালে ৩৭৭১০০ C.C. (১২৫৭ বোতল) রক্ত ক্রয় করা হইয়াছে এবং ৬০০০ C.C. (২০ বোতল) রক্ত দান হিসাবে পাওয়া গিয়াছে।

১৯৭২-৭৩ সালে ৩,১৬,৫০০ C.C. (১০৫৫ বোতল) রক্ত ক্রয় করা হইয়াছিল উক্ত সালে রক্ত দান হিসাবে পাওয়া যায় নাই।

২) ১৯৭০-৭১ সালে ৯৮০ জন রোগীকে ৩৩৯৬০০ C.C. রক্ত দেওয়া হইয়াছে।

১৯৭১-৭২ সালে ১০৫০ জন রোগীকে ৩৮৩১০০ C.C. রক্ত দেওয়া হইয়াছে।

১৯৭২-৭৩ সালে ৯০৫ জন রোগীকে ৩১৬৫০০ C.C. রক্ত দেওয়া হইয়াছে।

৩) রোগীদের সাধারণতঃ বলা হয় যে এখানে রক্ত মজুত (Store) করা হয় না।

৪) ৫ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে এখানে যাহাতে রক্ত সংরক্ষণ করা যায় তাহার চেষ্টা করা হইবে।

———

PROCEEDINGS OF THE ASSEMBLY ASSEMBLED IN THE HOUSE ON 18TH APRIL, 1973, UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

WEDNESDAY, THE 18TH APRIL, 1973.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala, 12-30 P. M. on Wednesday, the 18th April, 1973.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmick, Speaker in the Chair, the Chief Minister, the Deputy Speaker and 4 Ministers, 3 Deputy Ministers, 42 members,

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদিগকে আজকের কোয়েশ্চানগুলি সাপ্লাই করা হয় নাই। আজকে যে কোয়েশ্চানগুলি আছে সেগুলি সাপ্লাই করা হয় নাই।

Mr. Speaker :—So far I know that the questions have been supplied

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আজকের কোয়েশ্চানগুলি আমরা পাই নি। স্যার, আমি অবশ্য এই মাত্র নোটিশ অফিস থেকে এনেছি। আমার মনে হয় মাননীয় সদস্যরা এর সত্যতা স্বীকার করবেন। এই ভাবে কি করে যে হাউসের কাজ চলবে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, কোয়েশ্চান তো এক সপ্তাহ আগেই দেওয়া হয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—না স্যার, এক সপ্তাহ আগে পাই নি আমি অনুরোধ করবো এই ব্যাপারটা তদন্ত করতে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আমি ব্যাপারটা দেখবো।

Mr. Speaker:—Today the list of the business of the House, the following questions to be answered by the Ministers concerned. Now I call on Shri Anil Sarker.

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৮৩।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৮৩।

প্রশ্ন

১। কবে পর্য্যন্ত আগরতলা-উদয়পুর, আগরতলা-নূতন বাজার, আগরতলা-বিলোনীয়া, আগরতলা-সাব্রুম, আগরতলা-সোনামুড়া, লাইনে টি, আর, টি, সি, বাস চালু করা হইবে ?

২। ইহা কি সত্য ১০টি টি, আর, টি সি, বাস বর্তমানে গ্যারেজে পড়িয়া আছে যেগুলি চালু করা যায় ?

৩। সত্য হইলে সেগুলি চালু করা হইবে কি ?

উত্তর

১। আগরতলা-উদয়পুর, আগরতলা-সাব্রুম, আগরতলা-নূতন বাজার, টি, আর, টি, সি, বাস চালুর খরচা পরিকল্পনা ৭-১০-৭২ ইং তারিখে প্রকাশ করা হয়েছে।

আইনানুযায়ী সমস্ত আচরণবিধি পালনপূর্ব্বক এই সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে। আগরতলা ও নূতনবাজার, আগরতলা ও সোনামুড়া রোডে টি, আর, টি, সি, বাস চালু সম্পর্কে বর্তমানে কোন পরিকল্পনা নাই।

২। না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅনিল সরকার :—সাপ্লিমেন্টারী প্লিজ, আগরতলা-সোনামুড়া, আগরতলা-নতুনবাজার এই দুই লাইনে পেসেঞ্জারের যে দুরাবস্থা সেই অনুসারে এবং উত্তর ত্রিপুরায় বিভিন্ন রাস্তায় যেখানে টি, আর, টি, সি, বাস চালু হয় নাই সেই সমস্ত রাস্তার পেসেঞ্জারের দুরাবস্থা চিন্তা করে সেইটা কবে পর্য্যন্ত চালু হতে পারে এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আগেও বলেছি যে এই সম্পর্কে বর্তমানে আমাদের কোন পরিকল্পনা নেই। তার কারণ বিভিন্ন রকম, এই হাউসে এই সম্পর্কে আগেও বোধ হয় একবার বলা হয়েছিল যে আমাদেরকে যারা সাপ্লাই করেন চেসিস সে সব জায়গায় ষ্ট্রাইটুক হলে, সেইটা আমাদের এখানে তৈরী হয় না, তার ফলে দেরী হয়ে যায়। তারজন্য আমরা বলতে পারি কবে প্যর্যন্ত বাস চালু হবে। আর এইটা সম্পর্কে নটিফিকেশন দেওয়া হয়েছে এই সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করে তারপরে ঠিক করা হবে।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আগরতলা থেকে উদয়পুর পর্য্যন্ত কতগুলি পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আগরতলা থেকে উদয়পুর বা আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত, এই বাস চালু ইমেডিয়েটলি চালু করতে, যেখানে রোডে যথেষ্ট গাড়ী আছে বলে জানা যায়। এই অবস্থায় এইটা দেরী হওয়ার কারণ কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটার কতকগুলি ফরমেলিটি আছে এই ফরমেলিটির পরীক্ষা করে গভর্ণমেন্ট থেকে পরীক্ষা করা হয় তারপরে এইগুলিকে চালু করার ব্যবস্থা করা হয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, নটিফিকেশনের যে কথা মাননীয় মন্ত্রীমশায় বলেছেন, এই কথা কি সত্য যে কিছুদিন আগে যে নটিফিকেশন করা হয়েছিল যে দক্ষিণ ত্রিপুরার রাস্তাগুলিতে টি, আর, টি, সির বাস চালু হবে, কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেই নটিফিকেশন উইদড্র করে নেওয়া হয়েছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, উইদড্র করার সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠে না। এইটা বিচার বিবেচনার জন্য রয়েছে। যদি বিচার বিবেচনা করে দেখা যায় যে এই রাস্তাগুলিতে এখন গাড়ী চালানো সম্ভব নয় তাহলেই একমাত্র বন্ধ হতে পারে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, যে নটিফিকেশন টি, আর, টি, সির আইনানুসারে টি, আর টি, সির, যে জেনারেল ম্যানেজার বা চেয়ারম্যান আমাদেরকে বলছে হয়, অমুক অমুক রাস্তা আমরা নিয়ে নিচ্ছি সেই নটিফিকেশনে বলা হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী কোন সময়ে সাব্রুম-আগরতলার যে রোডটা সেই সম্পর্কে সেইটা উইদড্র করে নেওয়া হয়েছে যে আমরা চালাবো না। এই কথা সত্যি কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, নটিফিকেশন যদি বের হয়েও থাকে এবং তা যদি উইদড্র করতে হয় তাহলে সেইটাও পত্রিকায় প্রকাশিত হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলেছিল যে আগরতলা-সাব্রুম রোডের জন্য যে নটিফিকেশন হয়েছিল, মন্ত্রীমশায় যে নটিফিকেশনের কথা বলেছেন, সেইটা কি উইদড্র করা হয়েছে কিনা সেইটা আমি পার্টিকুলারলি জানতে চাই।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এক কথা বলেছি যে আগরতলা সাব্রুম রোডের জন্য যে নটিফিকেশন দেওয়া হয়েছে, নটিফিকেশন যখন বেড়িয়েছে যদি সেইটা উইদড় করতে হয়, তাহলে সেইটাও নটিফিকেশন করেই উইদড় করতে হয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্পীকার স্যার, এই যে একটা নটিফিকেশান করা হল, একটা সরকারী সংস্থা থেকে ঐ রুটে বাস চালু করা হবে, আমি জানতে চাইছি সেই নটিফিকেশানটা উইথড্র করা হইয়াছে কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা বলা হচ্ছে যে নটিফিকেশন করার জন্য কতগুলি প্রসেস আছে, কাজেই যতক্ষণ ঐ প্রসেসের কাজ শেষ না হচ্ছে ততক্ষণ সেটা উইথড্র করার কোন প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, আমার প্রশ্নটা একেবারে পরিস্কার, আমি জানতে চাইছি যে নটিফিকেশান করা হয়েছে, সেটা উইথড় করা হয়েছে কিনা, হঁ্যা অথবা না উত্তর হবে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—স্যার, নটিফিকেশান উইথড্র করতে হলেও সেটা আর একটা নটিফিকেশান করেই করতে হবে এবং সেটা এখনও প্রসেসের মধ্যেই আছে। কাজেই প্রসেসের কাজ যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন নটিফিকেশান উইথড্র করা হবে কি, হবে না, তা আমার পক্ষে এক্ষুনি বলা সম্ভব নয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—সরকার এটা করতে পারেন, আমি এটা অস্বীকার করছি না। কিন্তু আমি জানতে চাই এই সম্পর্কে আগে যে নটিফিকেশান করা হয়েছিল, সেটা উইথড্র করা হয়েছে কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— উইথড্র করা হলে তো সেই সম্পর্কে নটিফিকেশান বের হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— তাহলে আমরা কি ধরে নেব যে এখন পর্য্যন্ত ঐ নটিফিকেশান উইথড্র করা হয় নি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এই বিষয়টা বুঝতে এত দেরী হচ্ছে কেন? —আমি বলেছি যে উইথড্র করতে হলেও নটিফিকেশান করার দরকার আছে। কাজেই যেহেতু কোন নটিফিকেশান বের হয় নি, তাহলে ধরে নিতে হবে কোন নটিফিকেশান বের হয় নি, উইথড্র করার জন্য।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি জানেন কিনা নটিফিকেশানটা উইথড্র হচ্ছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাকে একই প্রশ্নের উত্তর বারবার এখানে দিতে হচ্ছে। আমি বলেছি যে এটা প্রসেসে আছে এবং সেই প্রসেসের কাজ করতে গিয়ে যারা হিয়ারিং নিচ্ছেন, সেখানে স্বপক্ষে বিপক্ষে যে অসুবিধাগুলি আছে, সেইসব প্রশ্নও তাদের সামনে আসছে। কাজেই হিয়ারিং হয়ে যাওয়ার পর সেই নটিফিকেশান উইথড্র করা হবে কি, না, তারপরে ঠিক করা হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, উনি বলেছেন যে বার বার একটা প্রশ্ন করা হচ্ছে, কিন্তু আমি বলব এটাতো আমার রাইট। আমি জানতে চাই এই নটিফিকেশান উইথড্র করা হয়েছে কিনা, যদি হয়ে থাকে, তাহলে কি কারণে উইথড্র করা হয়েছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— স্যার, এটা একটা আইনের ব্যাপার, কাজেই আইনগত দিক থেকে কতগুলি প্রসেস করতে হয়। কিন্তু উনি যে ভাবে বলছেন, তাতে মনে হচ্ছে যে উইথড্র নোটিশ তিনি দেখেছেন, যদি বের হয়ে থাকে আমার এই সম্পর্কে কিছু জানা নাই।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :— তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে নটিফিকেশানটা দেওয়া হয়েছে, সেই নটিফিকেশানের মধ্যে ভুল থাকার জন্য সরকার বর্তমানে চিন্তা করছেন সেই ভুলটা সংশোধন করে যাতে ঐ রাস্তাটা টি, আর, টি, সির কাছে দেওয়া যায়?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নটা বোধ হয় উঠে না; যেহেতু নটিফিকেশান অনুযায়ী যা প্রসেস আছে, সেই প্রসেস অনুযায়ী কাজ চলছে। উইথ ড্র করা হবে কি, হবে না, সেটা স্থির হবে এর পরে।

শ্রীকালীপদ বানার্জী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানতে যে হিয়ারিং শেষ হয়ে এটা ফাইনালাজ হতে আর কতদিন সময় লাগবে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কাজ চলছে এই পর্য্যন্ত আমি বলতে পারি, কিন্তু কতদিন হিয়ারিং এর জন্য সময় লাগবে, এটা বলা আমার পক্ষে মুস্কিল।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে বর্ত্তমানে আগরতলা সোনামুড়া রাস্তায় যে সব সার্ভিস চালু আছে, তা ইনসাফিসিয়েন্ট। কাজেই জনসাধারণের দুর্ভোগের কথা বিবেচনা করে ঐ রাস্তায় টি, আর, টি, সির বাস চালু করা সম্পর্কে সরকার পুনর্বিবেচনা করবেন কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নটার জবাব আমি দিয়েছি যে আপাততঃ এই সম্পর্কে কোন প্রস্তাব নেই।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :— স্পীকার স্যার, সরকার এটা পুনর্বিবেচনা করবেন কিনা, এই কথাটাই আমি জানতে চাইছি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— পুনর্বিবেচনা করা না করাটা নির্ভর করছে পরিকল্পনার উপর। এখন এই সম্বন্ধে আমাদের কোন পরিকল্পনা আর যখন পরিকল্পনা করা হবে, তখনই ঐ রাস্তায় বাস চালু করা হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সোনামুড়া আগরতলা রাস্তা, আগরতলা নতুন বাজার রাস্তা এইসব রাস্তায় টি, আর, টি, সির বাস চালু করা হল ভবিষ্যতের প্রশ্ন, কিন্তু এখন কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে সরকারের তরফ থেকে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যরা যে কথা বলেছেন এইসব রাস্তায় চলাচলের জন্য জনসাধারণের যে দুর্ভোগ হয়ে থাকে, সেটা কিভাবে লাঘব করা যায় সেই সম্পর্কে বিবেচনা করে দেখা যাবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— টি, আর, টি, সির বাস আমরা চেসিসের জন্য পাচ্ছি না। কিন্তু এখন আমরা শুনছি নটিফিকেশানের প্রসেস, হিয়ারিং ইত্যাদি। আসল ঘটনাটা কি? আসলে কি চেসিসের জন্য গাড়ী চলছে না, নাকি নটিফিকেশান তারপর তার প্রসেসের জন্য গাড়ী চলছে না, এগুলি সম্বন্ধে আমাদের পরিস্কার হওয়া উচিত।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, নটিফিকেশান যখন বের হয় তখন তার সঙ্গে সঙ্গে কতগুলি প্রসেসের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এটার জন্য কি ডিসিসান নেওয়া হবে, না হবে, তার আগে দুই পক্ষ বা তিন পক্ষ যত পক্ষই থাকুক, তাদের

হিয়ারিং নিতে হবে, এটা হচ্ছে আইনগত ব্যবস্থা। কাজেই সেই প্রসেসের মধ্যে সেটা রয়েছে। আর যেখানে বর্ত্তমানে কোন পরিকল্পনা নাই সে সম্পর্কে অন্য কিভাবে জনসাধারনের দূর্ভোগ দূর করা যায়, সেটা ভেবে দেখা যাবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, উনি এখানে যেই প্রসেসর কথা বললেন তার থেকে কি আমাদের বুঝতে হবে যে কোন কোন বাস সিণ্ডিক্যাট যারা বাস চালাচ্ছেন তাদেরকে কি এই সব রাস্তাগুলিতে বাস চালানোর জন্য মনোপালি দেওয়া হয়েছিল যে এখন গভর্ণমেণ্টকে সেগুলি একোয়ার করে নিতে হবে। যার জন্য আজকে আমাদের এক সব প্রসেসের মধ্যে যেতে হয়েছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, যারা বাস চালু করেছেন কিম্বা যারা কাজ করছেন তাদের অসুবিধা কি আছে না আছে, সেই সব পক্ষের সুবিধা অসুবিধার কথাটা আমাদের ভেবে দেখতে হয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন যে কতদিন লাগতে পারে, তিনি সেটা বলতে পারেন না। এখানে আসল বিষয়টা কি? বিষয়টা হচ্ছে রাস্তাগুলি গভর্ণমেণ্টের এবং এই রাস্তাগুলিতে যদি টি, আর, টি, সির বাস চালু হয়, তাহলে সেগুলি গভর্ণমেণ্টের গাড়ী হবে। অবশ্য সেখানে আগে যাদের গাড়ী চলছিল তাদেরকে কিছু সময় দেওয়া উচিত, এটা আমাদের সবারই জানা আছে। কিন্তু এটার জন্য কত সময় লাগতে পারে, এটার জন্য তো একটা অনির্দিষ্ট সময় লাগতে পারে না? আমার মনে হয় এই সব বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদি আমাদেরকে বুঝিয়ে বলেন, তাহলে ভাল হয় এবং তাতে করে আমরাও উত্তপ্ত হব না, উনিও উত্তপ্ত হবেন না

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা তো ইণ্ডিভিজুয়েল মালিকও হতে পারে। বাস সেণ্ডিকেট যেটা আছে, সেটা হচ্ছে একটা প্রাইভেট এ্যাসোসিয়েশান। যারা ইণ্ডিভিজুয়েল মালিক রয়েছে, তাদের কথা শুনতে হতে পারে। কাজেই সময় কতটা লাগবে, সেটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি আগরতলা থেকে উত্তর ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় কমিউনিকেশান ব্যবস্থার জন্য টি, আর, টি, সির বাস চালু করতে গিয়ে চেসিস প্রসেস এবং আরও অন্যান্য ফরমালিটিজগুলির কাজ শেষ করতে কত সময় লেগেছিল?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— যতটা সময় লাগার দরকার, কারণ আইন আইনই, সেই আইনটা ফলো করতে গিয়ে যতটা সময় লাগার দরকার, ততটা সময় দেওয়ার পর এই বাস সার্ভিস চালু করা হয়েছে।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলাম যে আনুমানিক কতটা সময় লেগেছিল—তাতে যতটা সময় লাগার দরকার ছিল তার চাইতে কম বা বেশী সময় লেগেছে, এই উত্তর আমি তাঁর কাছ থেকে চাই নি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তথ্য আমার জানা নেই যে কতদিন কত ঘণ্টা লেগেছিল?

শ্রী অনিল সরকার :— স্পীকার স্যার, আমার ঘন্টার দরকার ছিল না। আমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, আজকে দক্ষিণ ত্রিপুরাতে টি, আর, টি, সির বাস চালু করার জন্য যে প্রসেসের কথা আসছে, যেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারছেন না যে সেটা কবে নাগাদ শেষ হবে, এটা কি আসল কথা, না যেহেতু এখানে প্রাইভেট মোটর ওনার্সদের লড়ী অত্যন্ত শক্তিশালী এবং যারফলে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৫০ মডেলের গাড়ী দিয়ে তারা এখনও পেসেঞ্জার টানছেন এবং সেখানে ট্যাকসী, জীপ এবং বাসগুলির মধ্যে গরু ছাগল পাঁঠার মত মানুষ টানছে এবং যার জন্য উত্তর ত্রিপুরাতে টি, আর, টি, সির বাস চালু হওয়ার পর দেখা যায় যে প্রাইভেট ওঙ যে সমস্ত বাসগুলি আছে, সেগুলিতে লোক চড়ছে না। আর টি,আর,টি, সির বাস আপাতত. হলেও লোকের কাছে অনেকটা কম্পোর্টেব্যল এবং এই অবস্থায় প্রাইভেট মোটর ওনার্সদের বিজনেস কমে যাচ্ছে এবং তাদের ভেষ্টেড ইন্টারেষ্টে আঘাত পড়েছে আর তারই জন্য আজকে দক্ষিণ ত্রিপুরাতে টি, আর, টি, সির বাস চালু করা সম্ভব হচ্ছে না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি তো দেখছি একটা বিবৃতি দিয়ে ফেলেছেন ?

শ্রীঅনিল সরকার :— বিষয়টা রিপিট করতে আমার একটু সময় লেগেছে, স্যার।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, উনি পয়েন্টটা রিপিট করতে গিয়ে হয়তো বক্তৃতা রাখার প্রযোজন মনে করেছেন। এখন আমাকে যদি তার উত্তর দিতে হয়, তাহলে আমারও বক্তৃতা রাখার প্রযোজন হতে পারে। সে যা হউক, এই সম্বন্ধে যে সব কথা উনি বলেছেন, তার সংগে সত্যের কোন সম্পর্ক নেই।

শ্রীসমর চৌধরী :— ইহা কি সত্য যে টি, আর, টি, সির বাস চালু করার প্রশ্নে সোনামুড়াতে ১৯৫০ মডেলের বা তার আগের মডেলের কতগুলি গাড়ীকে থানায় নিয়ে গিয়ে টেষ্ট করা হয়েছিল এবং সেগুলি বাতিল বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত প্রাইভেট ওনার্সদের লবীর চাপে পড়ে সেগুলিকে আবার ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমার কোন তথ্য জানা নেই।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই প্রশ্নের ২নং উত্তরে বলেছেন যে ১০টা বাস বর্তমানে পড়ে নেই, সেগুলি কাজে আছে। আমরা যতদূর জানি যে ৩০টা বাস এসেছে এবং ধর্মনগরে ৫টা সার্ভিস আছে, কমলপুরে একটা, চেবরিতে ৮টা সার্ভিস, তেলিয়ামুড়াতে ১টা আছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে ৩০টা বাসের মধ্যে বাকীগুলি আইডল্ অবস্থায় পড়ে আছে এবং তার জন্য টি, আর, টি, সি, লস্ ইনকার করছে। সেজন্য আমি জানতে চাই যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অতি শীঘ্র লংগনে বাস চালু করার ব্যবস্থা জনসাধারণের জন্য করবেন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত : মাননীয় সদস্য যে সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে ১০ | ১১টা ছাড়াও বাদ কিছু ষ্ট্যাণ্ড বাই করে রাখতে হয়। তারপর নূতন বাসগুলি পরীক্ষা করে দেখে তারপর চালু করতে হয়। কোন বাস ষ্ট্যাণ্ড বাই রাখা হয়েছে, এটা আমার জানা নাই।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে কয়টা বাস ষ্ট্যাণ্ডবাই করে রাখা হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এ তথ্য আমার জানা নাই।

শ্রীসমর চৌধুরী :— একটু আগে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে ১০টা বাস আমাদের টি, আর, টি, সি এর হাতে রয়ে গেছে। কিন্তু সেগুলিকে রাস্তায় বের করা হচ্ছে না। আমি স্পেসিফিক জানতে চাই যে কয়টা বাসকে ষ্ট্যাণ্ড বাই করে রাখা হয়েছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— ষ্ট্যাণ্ড বাই রাখার নিয়ম আছে। সেখানে পাঁচটা হতে পারে, দশটা হতে পারে। কিছু রিজার্ভ রাখতে হয়। আর কিছু আছে যেগুলকে মেরামতের জন্য রিপ্লেস করতে হয়।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে সব উত্তর দিয়েছেন এবং টি, আর, টি, সি, চালু সম্পর্কে যা বলেছেন তাতে বুঝা যায় যে দক্ষিণ ত্রিপুরায় বিশেষত সাব্রুম রাস্তায় টি, আর, টি, সি'এর বাস চালু আছে সেগুলি প্রাইভেট ওনারদের চাপে পরে উইথড্র হয়ে যেতে পারে এইরকম কনসপাইরেসি চলছে, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— আগেই বলা হয়েছে, আমরা টি, আর, টি, সি, নিয়ে খেলা করতে পারি না। এটা একটা কর্পোরেশন এবং একটা রোডে চালু করে দিলাম জনসাধারণের অসুবিধা বিবেচনা না করে তুলে দেব সেটাও হতে পারে না। কাজেই অনেক কিছু বিবেচনা করতে হয়। তাহলে প্রাইভেট বাস সার্টিফিকেট থেকে বাস তুলে দেবার জন্য চিন্তা করবেন কি? নাকি সরকার নীরব থাকবেন যে তাদের এই সম্পর্কে কোন দায়িত্ব নাই এইভেবে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে মাননীয় সদস্যদের উদ্বেগ আমরা জানি এবং সেই সম্পর্কে যা ব্যবস্থা করা যায় তা আমরা যথা সম্ভব দেখব।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রশ্ন নং ১৪৩০।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৩০।

প্রশ্ন

(১) জন্মসূত্রে নাগরিক পত্র পাওয়ার আবেদন কালে এম, এল, এ'র নিকট হইতে সার্টিফিকেটে জন্মস্থানের উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও সদর কর্তৃপক্ষ এক সঙ্গে জন্মস্থান ও জন্মদিবসের জন্য আবার প্রার্থীদের নিকট হইতে এম, এল, এ বা গেজেটেড অফিসারের সার্টিফিকেট পেশ করিতে বলার কারণ কি?

উত্তর

(১) ১৯৫৫ ইং সনের সিটিজেনশিপ অ্যাক্টের ৩(১) ধারা অনুসারে যে সমস্ত লোক ১৯৫০ ইং সনের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে ও তৎপরবর্তী সময়ে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহারা জন্মসূত্রে ভারতীয় নাগরিক হিসাবে গণ্য হইবে। তাছাড়া, ভারতীয় সংবিধানের ৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, এই সংবিধানের প্রারম্ভকালে যে ব্যক্তি ভারতীয় ভূখণ্ডে নিজস্ব বাড়ীঘরে বাস করিতেছিল এবং

(ক) যে ব্যক্তি ভারতীয় ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল অথবা

(খ) যার পিতামাতা ভারতীয় ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল অথবা

(গ) যে ব্যক্তি এই সংবিধানের প্রারম্ভকালের অব্যবহিত পাঁচ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ভারতীয় ভূখণ্ডে বসবাস করিতেছিল সেই ব্যক্তি ভারতীয় নাগরিকরূপে বিবেচিত হইবে। এইরূপ নাগরিকত্বের সার্টিফিকেটের জন্য আবেদনকারীকে তাহার জন্ম তারিখ ও স্থান উল্লেখ করিতে হয়। আবেনকারী যদি তাহার বর্ণিত তথ্যের প্রমাণপত্র দাখিল করে তাহা হইলে সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট ইস্যুর কাজ ত্বরান্বিত হয়। এই সম্পর্কে এম, এল, এ বা গেজেটেড অফিসার প্রদত্ত সার্টিফিকেট অথবা স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট আবেদনকারীর প্রদত্ত তথ্যের যথার্থ প্রমাণস্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হয়।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেটা উত্তর দিলেন সেটা ঠিকই আছে। কিন্তু বাস্তব ঘটনায় জিনিসটা দাঁড়াচ্ছে ছেলেরা একবার এম, এল, এ-দের কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিচ্ছে এবং তার ডেট অব বার্থ আইদার হরোস্কোপ দিয়ে প্রমাণ করছে অথবা স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট দিয়ে প্রমাণ করছে। সেই অ্যাটেস্টেড কপি তাদের কাছে প্রডিউস করার পরেও তাদের পাঠিয়ে দেয় যে, যে সার্টিফিকেট এম, এল, এ দিয়েছেন সেই সার্টিফিকেটের মধ্যে লিখে নিয়ে এস তোমার জন্মের তারিখটা কবে এবং আমার কাছে ১০/১২টা কেস এসেছে। যেখানে তার মেট্রিক সার্টিফিকেটে তার ডেট অব বার্থ দেওয়া হয়েছে তারপর তাকে বলা হয়েছে এম, এল, এ-দের কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে এস। কিন্তু অফিসারের কাছে যখন যায় তখন তারা সেটা দেখবেন না। এই হয়রানিটা করার কারণ কি এবং এই হয়রানিটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বন্ধ করবেন কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সম্বন্ধে নিশ্চয়ই অনুসন্ধান করে দেখা হবে। কিন্তু একটা প্রশ্ন আছে। এই সিটিজেনশিপ পেতে একটা ফর্ম লাগে এবং এইগুলির উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। যদি উল্লেখ না থাকে তাহলে তার ফর্মটা ইনকারেক্ট হয়ে যায়। সেজন্য হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে একবারের জায়গায় দুবার পাঠাতে পারে এছাড়া অন্য কোন কারণ নাই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে যেভাবে আইনের ব্যাখ্যা করেছেন তার কোনটাই করা হয় না

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোনদিন করা হয় কি না হয় সেটি আমি বলতে পারব না। তবে আইনের যে বিধান আছে সাধারণতঃ আইনের বিধান অনুযানীই কাজ হওয়া উচিত।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—এখানে যে ফর্মের কথা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন সেই ফর্মের উপর সার্টিফিকেট ইস্যু করেন তার একটা প্রতিজ্ঞা নিতে হয়—শুধু তদন্তের নাম করে বার বার হয়রানি করা হয়—সারা ত্রিপুরায় এই অবস্থা চলছে। স্কুলে পড়ছে সার্টিফিকেট আছে ১৯৫০ সালে জন্ম হয়েছে একজন লোকের যদি সার্টিফিকেটের দরকার হয় তাহলে তাকে তা লিখতে হবে—এই অবস্থায় মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় খোঁজ খবর বন্ধ করবেন কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে খুব বেশী দরখাস্ত এম, এল, এ,দের সার্টিফিকেট নিয়ে পরে আছে এই কথাটা অন্ততঃ আমার জানা নাই হয়তো ৩/৪টি কেইস—আমার যতটুকু জানা আছে ৩/৪টি কেইস আছে এম, এল, এ.দের সার্টি ফিকেট নিয়ে। এই একমাত্র কারণ হল ফর্মটি ঠিকমত পূরণ হয়নি বলেই হচ্ছিল না। এবং অলরেডি এই সম্পর্কে আগে এই বিধান সভায় আলোচনা হওয়ার পর এই সম্পর্কে নেসেসারী ইনষ্ট্রাকশান দেওয়া হয়েছে সেই ভাবে এবং এম, এল, এ-দের সার্টি ফিকেটের উপর এইটুকু যদি অন্ততঃ থাকে—তাদের হোম এড্রেস, জন্মের তারিখ তাহলে সিটিজেনসিপ সার্টিফিকেট দেওয়া যায় কিনা সেই সম্পর্কে বিবেচনা করে দেখা হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অন্ততঃ ৫০টি দরখাস্ত সাবরুমের পরে আছে এক বছর ধরে। ইই সম্পর্কে তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা কোন সময়ের কথা বলছেন আমার জানা নাই। এই হাউসে আমার যতদূর মনে হচ্ছে ডিসিশান হওয়ার পর ইনষ্ট্রাকশান চলে গিয়েছে, আমার জানা নাই কতগুলি কেইস এই ভাবে পরে আছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আমি সার্টিফিকেটের কথা বলছি না। আমি বলছি সিটিজেন সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করে বহু ছেলে মেয়ে সার্টিফিকেট পাচ্ছে না বছরের পর বছর।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রশ্নটি যে ভাবে এসেছিল এটার সংগে এটার বোধ হয় তফাত হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আমাদের বিষয়টি হচ্ছে সিটিজেনশীপ সার্টিফিকেট পাওয়াটা। মাননীয় সদস্য তড়িত বাবু যে প্রশ্ন করেছেন আর মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে কথা বলেছেন তার থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে ৩/৪টি কেইস পরে আছে। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে সাবা ত্রিপুরার ছেলেরা দরখাস্ত করেছে আইনের যে বিধান আছে তাতে এইগুলি যদি নস্যাত করা হয় তাহলে আমার মনে হয় এটা সরকারের বদনামের কথা। সেজন্য আমরা এই বিষয় উত্থাপন করছি। আমরা বলতে চাইছি অন্য কোন কারণে নয়- গভর্ণমেন্টের বদনাম হউক এটা আমরাও চাই না সরকারও চাইছে না মন্ত্রীরাও চাইছেন না কিন্তু এটা হচ্ছে এটা বন্ধ হওয়া উচিত।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার আমি আগেই বলেছি প্রশ্নটি যে ভাবে এসেছে সেটি এম, এল, এ'দের সার্টিফিকেটের উপর জোর দেওয়া হয়েছে—এম, এল, এ'দের সার্টিফিকেট থাকা সত্বেও সিটিজেনশীপ সার্টিফিকেট কেন দেওয়া হচ্ছে না এর জবাব দেওয়া হয়েছে। আর সিটিজেনশীপ সার্টিফিকেটের দরখাস্ত কতটা পরে আছে না আছে—কেন হচ্ছে না সেটি বোধ হয় সেপারেট কোয়েশ্চান হয়ে আসলে ভাল হয়।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় উত্তরে বলেছেন—কিন্তু তারিখ থাকা সত্বেও কমলপুর মহকুমায় এম, এল, এ'র সার্টিফিকেট থাকা সত্বেও জন্ম স্থানের উল্লেখ থাকা সত্বেও আবার এম, এল, এ,র নিকট পাঠান হয়েছে জন্মের তারিখ দেওয়ার জন্য। এটা সম্ভব নয় এবং

এডমিনিস্ট্রেশনের পক্ষে এটা ঠিক নয়। একজন লোকের ১৯৫২ সালে জন্ম হয়ে তালাহালীতে সেই সার্টিফিকেট জন্মের তারিখ কালেকশান করে দেওয়ার জন্য পাঠান হয়েছে এম, এল, এ,র নিকট এটা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। একটা কনষ্টিটিউয়েন্সীতে শত শত লোক দরখাস্ত করে তাদের জন্মের তারিখ দিতে হবে এম, এল, একে এই অবস্থা দূর করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় চেষ্টা করবেন কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, যেহেতু সিটিজেনশীপের সংগে জড়িত হয়ে এই প্রশ্নটি এসেছে কাজেই সেখানে এম, এল, এর সার্টিফিকেট থাকলেও সেখানে ঐ ফর্ম অনুযায়ী সার্টিফিকেট ইস্যু করার সময় আইনের সেই ধারাটি দেখে নিতে হয়।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—পয়েন্ট সেটি নয়, পয়েন্ট হচ্ছে তারা ফর্ম ফিল আপ করছে এবং ফিল আপ করার সময় অফিসার যারা আছেন আইনদার তারা স্কুল লিভিং সার্টি-ফিকেট—আইনে আছে তারা কোনটা কোনটা তারা গ্রাহ্য করবেন। তারা স্কুল লিভিং সার্টি-ফিকেট অথবা হরোস্কোপ অথবা এফিডেভিট। তারা যদি হরোস্কোপ প্রডিউস করে তাহলে তাদের হরস্কোপ একসেপ্ট করতে হবে। কিন্তু একজন এম, এল, এ, বা একজন গেজেটেড অফিসার দুই জনের কারও পক্ষে এই জন্মের তারিখ দেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই একটা নিয়ম করা দরকার যে হরোস্কোপ দিতে হবে অথবা এফিডেভিট দিতে হবে অথবা স্কুল লিভিং সার্টি-ফিকেট দিতে হবে। একজন এম, এল, এ,র পক্ষে জন্মের তারিখ সম্পর্কে বলা খুবই কঠিন কাজেই এই জিনিষটা রেক্টিফাই করবেন কিনা। আসলে আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমরা দেখতে পারি আইনের কোন অসুবিধা আছে কি না। তবে মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন তুলেছেন—খুব সম্ভব হয়তো এম, এল , বা একজন গেজেটেড অফিসারের সার্টিফিকেট নেচ্ছেন স্বভাবতই কাজটাকে তড়ান্বিত করার জন্য। এবং এই তড়ান্বিত করার সময় কোন কোন কর্মচারীর পক্ষে এটা ভাবা স্বাভাবিক যেহেতু এম, এল, এ, সার্টিফিকেট দিয়েছেন হয়ত এম, এল, এ,র নিশ্চয়ই জানা আছে যে তার বাসস্থান কোথায়, জন্ম তারিখ কি নইলে আইন অনুযায়ী আবার একটা ইন্-কোয়ারী করে দেখতে হয় তাহলে সেখানে অসুবিধা হয়ে যেতে পারে একটু দেরী হয়ে যেতে পারে।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় একটা ভাববার বিষয় গ্রামে ঘরে অনেক ছেলে মেয়ে আছে যাদের কোষ্ঠী পত্রও থাকে না তারা স্কুলে পড়া শুনাও করে না কাজেই স্কুল থেকে সার্টিফিকেটও তারা পায় না। তাদের জন্মের তারিখ অনেক সময় তাদের মা বাবাও ঠিক মত বলতে পারে না। এই রকম বহু ছেলে মেয়ে আছে গ্রামে। এই কথা বিবেচনা করে যাতে তাদের জন্ম তারিখের প্রয়োজন না পরে সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন কি না? (হাস্যধ্বনি গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—এটা সম্ভব নয় (গণ্ডগোল)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—তদন্তের নাম করে হয়রানি যাতে না করা হয় সেদিকে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় নজর রাখবেন কি না?

(একটু পরে)

মিঃ স্পীকার —উত্তর চাইছেন —তদন্তের নাম করে যেন হয়রানি না করা হয় সেদিকে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে যতটা সম্ভব তড়াম্বিত করার চেষ্টা করা হবে—যাতে হয়রানি না হয়, সেটাই গভর্ণমেণ্টের লক্ষ্য।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি জন্মের তারিখটা একমাত্র মা-বাবাই ডিক্লারেশান দিতে পারেন ? অথবা হাসপাতালে যাদের জন্ম হয় তাদের সেখানকার ডিস্‌চার্জ সার্টিফিকেট থাকে ...(গণ্ডগোল)... থামুন, একটু থামুন—মিউনিসিপ্যালিটে রেজিষ্ট্রী থাকে তাহলে সেটি দিতে পারেন অথবা এফিডেভেট করলে সেটি হতে পারে। এছাড়া একজন এম, এল, এ.র পক্ষে এটা কি সম্ভব ? পৃথিবীর কোথাও আছে ? এটা কোথাও নাই। ..

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—ডাক্তাররা ইচ্ছা করলে একটা প্রফেশন্যাল সার্টিফিকেট দিতে পারেন—আমি একটা এমেণ্ডমেন্ট চাই...

বিনোদ বিহারী দাস :— না স্যার, এটা সম্ভব নয় স্যার। ডাক্তাররা সেটি দিতে পারে না (গণ্ডগোল) না স্যার, আমার কথা কিন্তু সেই রকম ছিল না। হাসপাতালে যাদের জন্ম হয়, হাসপাতালে রেজিষ্ট্রী থাকে সেখান থেকে দিতে পারে অথবা মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে রেজিষ্ট্রী করা হয় যেসব হাসপাতাল অথবা বাবা মা ডিক্লারেশান দিতে পারেন অথবা রেজেষ্ট্রেশান অফিস—সেখানে একটা এফিডেভিট করতে হবে। এ ছাড়া পৃথিবীর আর কোন ব্যবস্থা নাই যা নিয়ে কেউ জন্ম তারিখ দিতে পারে। কাজেই এটা কি ত্রিপুরা রাজ্যে এর ব্যতিক্রম হবে স্যার ?

Mr Speaker :—Now, if any body is interested in the question of Shri Ajoy Biswas.

Shri Samar Choudhury :—I am interested—Starred Question No. 1352.

Shri Sukhamoy Sengupta : —Starred Question No. 1352...

STARRED QUESTION NO. 1352

By Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) আগরতলা শহরে State Bus Service চালু করার কোন প্রস্তাব সরকারের আছে কিনা ?

২) যদি থাকে তবে কতদিনের মধ্যে তা চালু হবে ?

৩) না থাকিলে কারণ কি ?

উত্তর

১) এরূপ প্রস্তাব বর্তমানে নাই।

উঠে না।

৩) টি, আর, টি, সি কর্ত্তৃক একসাথে সমস্ত রাস্তায় বাস সার্ভিসের পরিচালন ভার গ্রহণ করা সম্ভব নহে বিধায়।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে বর্তমানে জি, বি, হাসপাতাল থেকে আগরতলা সহরে অথবা আশেপাশের রোগীদের সহজে চলাচল করার কি ব্যবস্থা চালু আছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখন টাউন বাস চালু আছে, এবং তার দ্বারা এখন কাজ চলছে। যদি প্রশ্নের উদ্দেশ্য এই হয়ে থাকে যে এটা ঠিকমত সার্ভিস দিচ্ছেনা, তাহলে কি করে বাস সার্ভিস বাড়ানো যায় সেটা বিবেচনা করে দেখা হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী:—এই সম্পর্কে এই বিধান সভায় আরও আলোচনা হয়েছিল এবং প্রতিশ্রুতিও পেয়েছিলাম, কিন্তু কোন ব্যবস্থা করা হয়নি, এটা প্রাইভেট কোম্পানীর হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার বক্তব্য'এ বলেছি যে যদি বাস সার্ভিস ঠিকমত চালু না হয়ে থাকে আর সার্ভিস না দিয়ে থাকে সেটাকে কি করে চালু করা যায়, নাম্বার বড়ানো যায় কিনা, সেই সম্পর্কে আমরা বিবেচনা করে দেখব।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, দুপুরের সময় যে সময়টাতে সাধারণতঃ সারা সহরে টাউন বাস সার্ভিস চলা বন্ধ থাকে, সেই সময়ে একজন রোগীকে বটতলা থেকে জি, বি, যেতে ট্যাক্সি রিজার্ভ করে যেতে হয় কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে অলরেডি আমরা বিবেচনা করতে আরম্ভ করেছি যাতে বাস সার্ভিস চালু করা যায়।

শ্রীসমর চৌধুরী :—কবে পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা হবে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—যত তাড়াতাড়ি করা যায়, তার চেষ্টা হচ্ছে।

Mr. Speaker :—Any Member interested in the question of Shri Bidya Chandra Deb Barma.

Shri Anil Sarker :—I am interested in question No 1394.

Shri Sailesh Ch Shome :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 1394.

STARRED QUESTION NO. 1394

By Shri Bidya Chandra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Raj Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় পঞ্চায়েত সেক্রেটারীদের বেতনের হার আদৌ নির্দিষ্ট হইয়াছিল কি না?

২) যদি হইয়া থাকে তাহা হইলে সকলের ক্ষেত্রে কার্যকরী হইয়াছে কিনা এবং এ পর্য্যন্ত কতজনের ক্ষেত্রে কোন কোন ব্লকে কার্য্যকরী হইয়াছে?

উত্তর

১) হ্যাঁ মহাশয়। পঞ্চায়েত সেক্রেটারীদের বেতনের হার ত্রিপুরা সরকারের অর্থ বিভাগের নং এফ ৫ (১০) ফিন্ (জি)/৬২(৪), তাং ৬/১২/৭২ইং নোটিফিকেশন মূলে ১/৪/১৯৭১ইং হইতে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

২) সংশোধিত বেতনের হার সকল পঞ্চায়েত সেক্রেটারীদের ক্ষেত্রে এখনো কার্য্যকরী হয় নাই। সর্বমোট ৪২০ জন পঞ্চায়েত সেক্রেটারীর মধ্যে ৩৮৫ জনের ক্ষেত্রে কার্য্যকরী করা হইয়াছে। বাকী ৩৫ জনের ক্ষেত্রে এখনো কার্য্যকরী হয় নাই। যাহাদের ক্ষেত্রে সংশোধিত বেতনের হার কার্য্যকরী হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা ব্লক ভিত্তিক নিম্নে দেওয়া হইল :

ক্রমিক সংখ্যা	ব্লকের নাম	সংখ্যা
১	২	৩
১)	বিশালগড	২৭
	জিরাণীয়া	৩১
৩)	মোহনপুর	৩০
৪	তেলিয়ামুড়	৩৮
৫)	খোয়াই	২২
৬।	কমলপুর	২০
৭)	কুমারঘাট	১৬
৮)	ধর্মনগর	১৬
৯)	রাজনগর	১৭
১০)	সাতচান্দ	১৬
১১)	অমরপুর	১৩
১২)	মেলাঘর	৩৬
১৩)	উদয়পুর	৩০
১৪)	ডুম্বুরনগর	১৫
১৫)	পানিসাগর	২৭
১৬)	ছামনু	১৫
	মোট :—	৩৮৫

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি পঞ্চায়েত সেক্রেটারীর বেতনের হার কি এবং কবে নাগাদ সেটা করা হয়েছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— ১২৫-২০০ এবং সেটা ১/৪/৭১ইং তারিখ থেকে হয়েছে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, অমরপুর ব্লকে কতজন সেক্রেটারী আছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার মনে হয় এই প্রসংগে এটা আসেনা।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যেখানে তিনি বলেছেন যে ১৬ জন সেখানে নূতন হারে বেতন 'এর স্কেল পাচ্ছেন, সেইজন্য আমি প্রশ্ন করছি যে সেখানে কি ১৬ জনই ছিল না ১৮ জনের মধ্যে দুইজন পায় না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা সেপারেট কোয়েশ্চান করলে কতজন পায়না আমি বলতে পারব।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— যারা পান নাই তারা কি কারণের জন্য, এই ৪৫ জন এখন পর্যান্ত সংশোধিত হারে বেতন পাওয়ার কি অসুবিধা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা ডিপুটি এ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল অফিস থেকে আমাদের ফিনান্স মন্ত্রকের সংগে আলোচনা চলছে এবং কতকগুলি টেকনিক্যাল ডিফিকালটীজ নিয়ে, সেটা ঠিক হলে তারা সকলেই পাবেন।

শ্রীনরেশ রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই ৪৫ জন কতদিন-এর মধ্যে এই বেতনের হার পেতে পারে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা ডিসাইডেড ফ্যাক্ট যে তাদের সবাইকে বেতনের হার দেওয়া হবে। সুতরাং তাদের এই যে টেকনিক্যাল ডিফিক্যালটীজ আছে, সেটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দূর করার জন্য ডি, এ, জি'র সংগে আমাদের ফিনান্স মন্ত্রকের মধ্যে আলোচনা চলছে, এটা ঠিক হলেই তাদের দেওয়া হবে। তবে নির্দিষ্ট তারিখ দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় উপমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যাদের কেস এখন ডি, এ, জি এবং অন্যান্যদের সংগে ক্লীয়ার করার জন্য বন্ধ আছে, যখন তারা পাবে, তখন তাদের কেসগুলি রেট্রস্পেকটিভ এফেক্ট দেওয়া হবে কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— সবার ক্ষেত্রেই রেট্রস্পেকটিভ এফেক্ট দেওয়া হবে।

শ্রীনরেশ রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই ৭৮৫ জনের যে সময়ে অফার এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছিল, ঐ সময়ে এই ৪৫ জন এ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছিল কি না, না তারা পড়ে পেয়েছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— ত্রিপুরাতে ব্লক বিভিন্ন সময়ে ষ্টারট হয়েছে এবং পঞ্চায়েতও বিভিন্ন ব্লকে বিভিন্ন সময়ে এফেক্ট দেওয়া হয়েছে। সুতরাং পঞ্চায়েত সেক্রেটারী সবার এ্যাপয়েন্টমেন্ট একসংগে দেওয়া হয়নি, বিভিন্ন সময়ে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে।

Mr. Speaker :— Now I am going to the next item of business of the House.

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার একটা কলিং এ্যাটেনশান নোটিশ ছিল।

মিঃ স্পীকার :— আমি সেটা ডিসএ্যালাউ করেছি।

I have received nomination papers from the following members for nomination to the Committee on Estimates and Public Acounts Committee. On scrutiny all the nomination papers found valid.

Committee on Estimates.

Shri Jitendra Lal Das.
,, Kalipada Banerjee.
,, Samar Choudhury.
,, Jatindra Kr. Majumder.
,, Bajuban Riyan.
,, Sunil Ch Dutta.
,, Abdul Wazid.
,, Benoy Bhushan Banerjee.
,, Hangshadhwas Dewan.

Public Accounts Committee.

Shri Tarit Mohan Das Gupta.
,, Ajit Ranjan Ghosh.
,, Benode Behari Das
,, Jaduprasanna Bhattacharjee.
,, Krishnadas Bhattacharjee.
,, Radhika Ranjan Gupta.
,, Anil Sarker.
,, Nripendra Chakraborty.
,, Abhiram Deb Barma.

Hon'ble members have received the objection from 4 members of the Communist Party as the time scheduled for submitting nomination for election to the Committee on Public Undertakings was very short. They had not been in a position to submit the nomination paper. They have requested for postponement of the said election. At first I have decided to defer the election of the said Committee.

Question of Breach of Privilege.

Mr. Speaker :— I have received a notice of question of Breach of Privilege from Shri Abdul Wazid, M. L. A. aginst Shri Khagendra Chakraborty, Editor, The Daily Rudrabina, for his Editorial under Caption—"এই কি" in his issue the 15/4/73. Hon'ble Members under rule 191 of the Rules of Procedure and the Conduct of Business, I refer the question of Breach of Privilege to the Committee on Privileges for examination or report.

Shri Sushil Ranjan Saha :— On point of information Sir, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই স্যার, যে কালকে হাউসে অপজিশান মেম্বাররা উপস্থিত ছিলেন না, আমরা বুঝতে পারলাম না হাউসে প্রেজেন্ট নাই, কি করে তাঁদের নাম প্রপোজ করা হল ?

মিঃ স্পীকার :—আপনি অনুগ্রহ করে আমার চেম্বারে যাবেন, আমি আপনাকে বলব।

Presentation of the Second Report of the Committee on Government Assurances.

Mr. Speaker :—Next business before the House is presentation of the Second Report of the Committec on Government Assurances.

I would call on Shri Kalipada Banerjee, Chairman of the Committee to present before the House, the Second Reoort of the Committee on Government Assurances.

Shri Kalipada Banerjee :—Mr. Speaker, Sir, I beg to present before the House the Second Report of the Committee on Govt. Assurances

Mr. Speaker :—The members are requested to collect their copies of the Report from Notice Office

CONSIDERATION AND PASSING OF THE TRIPURA APPROPRIATION BILL, 1973 (TRIPURA BILL NO 7 OF 1973).

Mr. Speaker :—Next item of Business, 'The Tripura Appropriation Bill, 1973 (Tripura Bill No 7 of 1973) is to be taken into consideration I would call on Shri D K. Choudhury. Minister in-charge of the Finance Department to move his Motion for consideration of the Bill.

Shri Samar Choudhury :—Mr Speaker Sir, Appropriation Bill এসে যাচ্ছে।

Mr. Speaker :—আপনি এমন সময়ে ইনটেরাপ্ট করলেন যে আমি একটা সেন্টেন্সও শেষ করতে পারিনি।

Shri Anil Sarker :—আমার একটা কলিং এ্যাটেনশান 'এর কথা বলেছিলাম ..

* * * Expunged as ordered by the chair

Mr. Speaker :—This is irregular

Shri Benoy Bhushan Banerjee :—Point of order Sir, আপনি যেটা হাউসে এ্যালাউ করেননি, আজ মাননীয় সদস্য এইভাবে তার উপর যদি বক্তৃতা করতে থাকেন...

Mr. Speaker :—Innumerable times আমি বলেছি যে কলিং এ্যাটেনশান নোটিশ আমি ডিসএ্যালাউ করেছি, তার উপর তিনি কোন বক্তব্য রাখতে পারবেন না।

শ্রীবিনয় ভুষণ ব্যানার্জী :—আমি বলছি যে এই বক্তৃতাগুলি যে রেকর্ড হচ্ছে ..

মিঃ স্পীকার :—আপনি কি করে জানলেন রেকর্ড হচ্ছে ?

I am just going to expunge this statement from the proceedings of the House.

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী ঃ—পয়েন্ট অব অর্ডার, মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি যেখানে কলিং অ্যাটেনশানগুলি ডিসঅ্যালাও করেছেন সেখানে উনারা আলোচনা করতে পারেন না। * * *

Mr. Speaker :—Next item in the list of the business is the considera-ation and passing of the Tripura Appropriation Bill, 1973, (Tripura Bill No. 7 of 1973). Now, I would request Hon'ble Finance Minister to move his motion.

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, I beg to move that the Tripura Appropriation Bill, 1973 (Tripura Bill No. 7, 1973) be taken into consideration at once.

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is that…

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার কিছু বক্তব্য ছিল।

মিঃ স্পীকার ঃ -আপনি বলবেন, বলুন।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বাজেট পাশ হয়ে গেছে, এখন যে টাকার জন্য এই এপ্রোপ্রিয়েশান বিলটা আনা হয়েছে ..

মিঃ স্পীকার :—অনারেব্যাল মেম্বার, এই সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করবার পূর্ব্বে আমি আমাদের রুলসের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ—স্যার, রুল ১৬৫ (৪)এ আলোচনা করার স্কোপ দেওয়া আছে।

মিঃ স্পীকার :—হ্যা, আপনারা সেই স্কোপ পেতে পারেন। কিন্তু যে নোট আছে, তার নীচের দিকটা দেখুন এবং সেটা অনুগ্রহ করে পড়ুন, তারপরে আপনি আপনার বক্তব্য রাখুন।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ—স্যার, যে জিনিষগুলি আগে এড হয় নি, সেগুলি আমি এখানে বলার চেষ্টা করব।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, রুলসে কি আছে ?

Mr. Speaker :—Discussion on the Appropriation Bill may be raised under Rule 165 (4). The debate on the Appropriation Bill shall be restricted to the matters of public importance or administrative's policy implied in the grants Governed by the Bill which have not already been raised while the relevant demands for grants were under consideration.

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা প্রথমে যে জিনিষটা দেখব, সেটা হচ্ছে প্রপারলী সমস্ত টাকাটা খরচ হচ্ছে কিনা ? এই জিনিষটা আমাদের লক্ষ্য করার ব্যাপার। এবং আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যেমন এক্সপেণ্ডিচারটা রেভিনিউ কালেকশানের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে, রেভিনিউ কালেকশান ত্রিপুরাতে কম হচ্ছে এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও বলেছেন। যেমন তিনি একটা ডেপুটেশানে উল্লেখ করে বলেছেন, ফ্রি এডুকেশান সংক্রান্ত,

*** Expunged as ordered by the Chair.

যে আমাদের কালেকশান কমে যাবে। কিন্তু একটা কথা স্যার, বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেখানে কমানো হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে, সেই দিকটার প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। আমি এখানে ষ্টেট এ্যাক্সাইজ এর কথা উল্লেখ করে বলছি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমি এখানে একটা বিশেষ ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চাইছি। স্যার, আমরা তো জানি যে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন মাদক দ্রব্যের জন্য রেইড করা হয়, চোরাই মদ ট্রাইবেল এরিয়াতে তৈরী হওয়ার জন্য রেইড করা হয় এবং এটাও জানি যে খোয়াইর আমপুরা বাজারে পুলিশ বসে থাকে, এবং সেখানে যারা চোরাই মদ বিক্রী করে, তাদের কাছ থেকে কিছু কিছু ঘুষ খেয়ে তাদের ছেড়েও দেয়, এইসব খবর আমাদের জানা আছে। কিন্তু স্যার, এর সঙ্গে আর একটা জিনিষ দেখার ব্যাপার যে পাবলিক প্লেসে মদের দোকান দেওয়া হয়েছে, যেমন চম্পকনগর বাজারে মদের দোকান আছে, যার ফলে শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা আছে। গান্ধিজীর দেশে মদ খাওয়াটা বে-আইনী হওয়া প্রয়োজন ছিল, এটা বন্ধ হওযার প্রয়োজন ছিল। অথচ আমরা দেখছি যে মদ বিক্রি বেশী পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষে তথা এই ত্রিপুরাতে। স্যার, ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে "ইয়ং বেঙ্গল" এর কথা আমরা জানি, মদ খাওয়ার পরিমাণ সেই সময়ে অসম্ভবভাবে বেড়ে গিয়েছিল, তখন আমরা এই জিনিষটা লক্ষ্য করেছিলাম। আজকেও দেখছি যে এই ধরণের একটা প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেট এক্সাইজের দিক দিয়ে যে রেভিনিউ কালেকশান হওয়ার কথা, সেটা বিভিন্ন ওযেতে কমানো হচ্ছে। আমি এখানে একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে কালেক্টার অব এক্সাইজ ৭ই মার্চ্চে একটা নোটিশ দিলেন, সেই নোটিশ অনুযায়ী ১৬ | ১৭ এবং ১৯শে মার্চ্চ, ১৯৭৩ ইং তে কুমারঘাটে ১৪টি কান্ট্রি লিকার সপের অকশান হবে। কালেক্টার অব এক্সাইজ নিজে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অকশান বিড শেষ হওয়ার পর হায়েষ্ট বিডারদের ঐ অকশানের টার্মস এণ্ড কণ্ডিশান অনুযায়ী দুং মাসের লাইসেন্স ফি জমা দিতে হয় ইন এডভান্স এবং তারা তা দিলেন এই আণ্ডারষ্টেণ্ডিংএ কানট্রি লিকার সপ তাদেরকে দেওয়া হবে। তারপরে ২/৪/৭৩ ইং অর্থাৎ ২রা এপ্রিলে দেখা গেল যে কালেক্টার অব একসাইজ আর একটা অকশান নোটিশ জারী করলেন, যাতে ৭ই মার্চ্চের নোটিশকে বাতিল করে দেওয়া হল। কারণ দেখানো হল যে ১৯শে মার্চ পাবলিক হলিডে হিসাবে ডিকলার হওযায় ঐদিনকার অকশান বে-আইনী হয়েছে। এবার দেখুন, হায়েষ্ট বিডার্স যারা তারা ইতিমধ্যে লাইসেন্স ফি জমা দিয়ে ফেলেছেন, তারা একসাইজ কমিশনারকে ত্রিপুরাতে যিনি চাফ সেক্রেটারী তিনি একসাইজ কমিশনারও বটে. তাকে এবং কালেক্টার অব একসাইজকে অনেকগুলি টেলিগ্রাম পাঠালেন যে ১৯শে মার্চের সিদ্ধান্ত যেন অপরিবর্তিত রাখেন। এমন একটা আবেদন যদিও তারা চীফ সেক্রেটারীর কাছে পাঠালেন, চীফ সেক্রেটারী সেই আবেদন গ্রহণ করেন নি, তার বর্তমানে ডেপুটি সেক্রেটারী, এইচ, ঘোষ সেই আবেদন পত্র গ্রহণ করলেন। কিন্তু চীপ সেক্রেটারী অথবা কালেক্টার অব একসাইজ একটা টেলিগ্রাম বা আবেদন সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন বোধ করলেন না। যার ফলে আমরা দেখলাম যে ১৯শে মার্চ্চের যারা হায়েষ্ট বিলডার্স,

তাদের লিখিত এবং মৌখিক প্রতিবাদ সত্ত্বেও কালেক্টার অব একসাইজের উপস্থিতিতে ১০ই এপ্রিল তারিখে কুমারঘাটে রি-অকশান হল। কালেক্টার বললেন যে একসাইজ কমিশনারের নির্দেশ অনুসারে, তিনি এটা করেছেন। কাজেই এর পিছনে কি কারণ থাকতে পারে? এখানে কতগুলি পয়েন্টস এই সম্পর্কে আমি না বলে পারছি না। প্রথমতঃ কৈলাসহরের প্রভাবশালী ব্যক্তি স্বর্গত অখিল ঘোষের প্রতাপশালী ছেলেদের হাত থেকে ১৯শে মার্চের অকশানের দরুণ বিদ্যানগর এবং ফটিকরায়ের কনট্রি লীকার সপগুলি চলে গিয়েছিল এবং তার ফলস্বরূপ এই গোলমালটা হয়েছে এর সঙ্গে কয়েকজন কংগ্রেস সদস্য জড়িত আছেন কি না, তা আমি জানি না, হয়তো বা তাদের সহায়তা কিছু থাকতে পারে এবং যারা আগের অকশানকে ক্যানসেল করিয়ে রি-অকশানের বন্দোবস্ত করিয়েছেন। তাছাড়া কয়েকজন উচ্চ পদস্থ আমলাও এর সঙ্গে জড়িত আছেন, না হয়, এভাবে রি অকশান হতে পারে না। স্যার, যদিও বেঙ্গল একসাইজ এক্ট অনুযায়ী ত্রিপুরার একসাইজ রুলসে রি-অকশানের কোন প্রভিশান আমরা দেখতে পাচ্ছি না এবং ১০ই এপ্রিলের রি-অকশানের পূর্বে এজন্য কোন গেজেট নটিফিকেশান করা হয় নি। যদিও বেঙ্গল একসাইজ এ্যাক্ট অনুযায়ী এই নটিফিকেশান ইজ মাচ্, কিন্তু সেটা করা হয় নি এবং ১৯শে মার্চের যে অকশান ক্যানসেল করা হয়েছিল, সেটা ক্যানসেল করার জন্য কৈলসহরের কয়েকজনের নামে টেলিগ্রাম ইত্যাদি পাঠানো হয়েছে এবং অখিল ঘোষের পুত্রেরা এই ব্যাপারে জড়িত। আগরতলাতে যাদের নামে পিটিশান পাঠানো হয়েছিল. তারা কিন্তু ঐ ১০ই এপ্রিলের রি-অকশানে অংশ নেন নি। ব্যক্তিগতভাবে সরকার রেভিনিউ বাড়াবার জন্য যদি ইন্টারেষ্টেড হতেন তাহলে ১০ই এপ্রিলের রি-অকশানে নিশ্চয় তারাও অংশ গ্রহণ করতেন। স্যার, ৭ই মার্চের নোটিশে এমন কোন প্রভিশান ছিল যাতে বলা যাবে যে অকশানের কোন তারিখ যদি ছুটির দিন হয়, তাহলে পরবর্তী কাজের দিনে সেই অকশান হবে। কিন্তু রি-অকসানের জন্য যে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল, তাতে এই প্রভিশান ছিল। আমরা আরও দেখছি কি? আমরা দেখছি যে ১০ই এপ্রিল তারিখে রি-অকশনের দিনে যে ১৪ হায়েষ্ট বিডার্স তাদের মধ্যে ১১ জনই অংশ গ্রহণ করেন নি এবং কালেক্টারের কাছে তারা এই রি-অকশান বে-আইনি বলে প্রতিবাদ করেছেন। ১০ই এপ্রিল তারিখে আমরা দেখলাম স্যার, অখিল ঘোষের দ্বিতীয় ছেলে পান্নালাল ঘোষ ওরফে মানিক ঘোষ, তিনি বিদ্যানগর কানট্রি লীকার সপটা পেলেন, আর পান্নালাল বাবুর আর একজন এজেন্ট পেলেন ফটিকরায়ের কানট্রি লীকার সপটি। এবারে আর একটা আশ্চার্য্যের ব্যাপার স্যার, বিদ্যানগরের সপটি ১৯শে মার্চের তারিখে ১১ হাজার টাকার উপর অকশান হয়েছিল আর ১০ই এপ্রিলে সেটা ৫ হাজার টাকার কমে হায়েষ্ট বিড হল। তাহলে দেখুন যে সরকারের ৬ হাজার টাকার উপরে একসাইজ রেভিনিউ ক্ষতি হল এর ক্ষতির জন্য দায়ী কে? ১০ই এপ্রিলে যে রি-অকশান হল, তাতে সরকারের ক্ষতি হয়েছে ৬ হাজার টাকার উপর, আর এক দিকে ১৯শে মার্চের হায়েষ্ট বিডার্স যারা তারা দুই মাসের লাইসেন্স ফি এডভান্স জমা দিয়েছিলেন প্রত্যিটি সত্ত্বের জন্য এবং অকশান নোটিশের সর্ত অনুযায়ী কিন্তু তাদেরকে সেই লাইসেন্স ফি ফেরৎ দেওয়া হয়নি, রি-অকশানের আগে। তাছাড়া স্যার, ১৯শে মার্চের যে ছুটি সেই সম্পর্কে কালেক্টার অব একসাইজ অকশানের

আগে তাদেরকে অফিসিয়েলী কোন কিছু কমিউনিকেট করেন নি। আর ১৯শে মার্চের লাইসেন্স ফি যেটা জমা হয়েছে সেটা জমা হয়েছে ষ্টেট একসাইজ ডিউট—এই হেডে। কিন্তু ১০ই এপ্রিলের হায়েষ্ট বিডার্সদের কাছ থেকে যেটা জমা হল, সেটা হল রেভিনিউ ডিপজিট হেডে। হেড দুটো। তাহলে এটা বুঝা যায় যে কালেক্টার অর্থাৎ ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং এটা নিশ্চিত নন যে তিনি ঠিক কাজ করছেন কিনা। তাই বলছি স্যার,, রেভিনিউ বাড়াবার ফলে এভাবে বহু রেভিনিউ কমে যায়। সরকারের ক্ষতি হয়। মদের দোকানের লাইসেন্স দিচ্ছেন, রেভিনিউ কালেশান হবে এই আশায়। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও সেই রেভিনিউ কালেকশানের ক্ষেত্রেও যে দুর্নীতি আছে তারজন্য কোন রকম তদন্ত হয় নি। স্যার, আমি আরও অন্যান্য ডিমাণ্ডের ক্ষেত্রেও কতগুলি পয়েন্টস তুলতে চাইছি। আমরা দেখেছি যে যখন কোন পার্চেজ হয় স্যার, তখন টেণ্ডার ইত্যাদি কল করা হয়। অথচ টেণ্ডার কল না করেও যদি পার্চেজ করা হয় তাহলে সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন যে টেণ্ডার ছাড়া পার্চেজ করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে আমাদের এম, বি, বি, কলেজের লাইব্রেরীর টাকার একটা ব্যাপার তুলতে চাই। আমরা দেখেছি যে ৩১-৩-৭৩ ইং তারিখে ৪৫,০০০ টাকা স্যাংশান হয়েছিল লাইব্রেরীর বই, জার্ণাল ইত্যাদি কেনার জন্য। সেই বই, জার্ণাল কেনার জন্য এইরূপ টেণ্ডার কল করা হয় নি। আরও দেখছি যদি টেণ্ডার কল না করে যদি এটা এখানে হয়ে থাকে, ডাইরেক্ট পার্চেজ তা হলে যে অনুমোদনের প্রয়োজন, সরকারের অনুমোদনের প্রয়োজন, সেই অনুমোদনটা কি নেওয়া হয়েছিল না কি কোন মন্ত্রীমহাশয় এই সংগে যুক্ত ছিলেন? (নয়েজ) এই রকম অবস্থা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঘটছে এবং এইগুলি চেক আপ করার প্রয়োজন আছে। আমি মন্ত্রীমহোদয়ের কাছে এই অনুরোধ করব যে বেকার সমস্যার সমাধান করুন। স্যার, বেকার সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে অনেক সদস্যই বলেছেন। এই বার সমস্যার সমাধান কয়েকটা ক্ষেত্রে কিভাবে তারা করছেন সেই প্রসঙ্গে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যেমন দেখুন স্যার নালকাটা, ছামনু টি, ডি, ব্লকে সেটা একটা উউভিং সেন্টার। তার একটা কন্টিনজেন্ট এমপ্লয়ীকে ছাঁটাই করা হল। ৬।৭ মাস আগে ফুল টাইম ওয়ার্কার একজন ছায়ারাণী ভট্টাচার্য্যকে ছাঁটাই করা হয়েছে। আর বর্তমানে ৫ বছর থেকে চাকরীতে আছে এমন একজন কন্টিজেন্ট এমপ্লয়ী, ইনষ্ট্রাক্টার শ্রীগৌরপদ দাস, তাকে বলা হয়েছে যে তুমি চার্জ দাও। ছাঁটাই। নাইট গার্ডকে ছাঁটাই করা হয়েছে। স্যার, যেখানে বেকার সমস্যা সমাধান করতে পারছেন না সেখানে এইভাবে কর্মচারী ছাঁটাই হচ্ছে। এই অবস্থা বিভিন্নভাবে আমরা লক্ষ্য করছি। কিন্তু এই নালকাটা থেকেই নাকি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে লুসাই পাছড়া, বিছানার চাদর, ময়ূর মুরগী লাঞ্ছিত বেড শীট উপহার দেওয়া হয়েছিল। স্যার, যেসব কর্মচারীদের ছাঁটাই করা হয়েছে তারা কিন্তু ঐ সময়ে ওখানে কাজ করতেন এবং ঐকান্তিকভাবে কাজ করে আসছেন অথচ তারা ছাঁটাই হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে ছাঁটাইএর কথা বলতে গিয়ে হোম-গার্ডদের কথা উল্লেখ করছি স্যার। হোমগার্ডদের কথা আলোচিত হয়েছে। কিন্তু দুই একটা ব্যাপার যেটা আলোচনা হয় নি সেটা আমি এখানে বলছি। আমরা দেখছি যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আজকে বেশ কয়েকজন হোমগার্ড ছাঁটাই হতে চলেছে প্রায় দুই হাজার হোমগার্ড ছাঁটাই হতে চলেছে এবং ধর্মনগরে ১২জন এর ছাঁটাই এর মধ্যে পড়েছে। এই অবস্থাটা কেন? নুতন হোমগার্ড নেওয়া হবে সেটা আমরা শুনেছি।

সেই অবস্থায় যারা চাকুরীতে আছে তাদের কেন ছাঁটাই করা হবে? নিয়মিত কর্মচারী এরা নয়, সরকার নিয়মিত কর্মচারীদের বেসিসে এদের ট্রিট করছেন না। নো ওয়ার্ক নো পে বেসিসে এখনও ঐ হোমগার্ডরা আছে, উপরওয়ালার মর্জিমাফিক তারা আছে এ ক্ষেত্রে এদের কাজ থেকে কেন ছাঁটাই করা হচ্ছে এটা কি বেকার সমস্যা সমাধান করবেন তারা? প্রয়োজন মাফিক নতুন রিক্রুট করবেন ঠিকই কিন্তু যারা আছে তাদেরকে রেখে। ঐ দিকে বি. এস. এফ, সি, আর, পি. এইসব আনা হচ্ছে। বি, এস, এফ, এখানে রেখে প্রয়োজন ছিল এখানকার বেকার ছেলেদের দিয়ে ফোর্স গঠন করা। এখানকার বেকার যুবকরা কাজ পাবে অথচ বাইরে থেকে ফোর্স আমরা আনছি। পি, ডব্লিউ, ডি, এরও একটা ব্যাপার আমি তুলে ধরছি। যেমন পি, ডব্লিউ, ডি, এর বিভিন্ন কাজে যে সব টেণ্ডার কল করা হয় তাদের একটা শর্ত থাকবে যে কনট্রাক্টাররা ২ থেকে ৫ লক্ষ পর্যন্ত টাকার কাজের ক্ষেত্রে একজন এল, সি, ই এবং ৫ লক্ষাধিক ক্ষেত্রে একজন গ্রেজুয়েট ইঞ্জিনীয়ার নিয়োগ করবেন। স্যার, এই শর্ত পালিত হয় কি? কোন্ সার্কেলে কোন্ কোন্ ওয়ার্কের ক্ষেত্রে কয়জন কনট্রাক্টর এই শর্তগুলি পালন করছেন? কয়জন এল, সি, ই, বা কয়জন গ্রেজুয়েটকে নিয়োগ করা হয়েছে? আর শর্ত অনুযায়ী যদি কনট্রাক্টাররা এইসব না করেন তাহলে তাদের কাছ থেকে টাকা কেটে দেওয়ার বিধি আছে। কয়জনের কাছ থেকে কেটে নেওয়া হয়েছে? এই ধরণের অবস্থাটা যেখানে চলেছে সেখানে বেকার সমস্যার সমাধান আর সংগে সংগে বেকারদের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ আমাদের মন্ত্রী মহোদয়েরা যে করেন কেন বুঝতে পারি না। স্যার, আজকে অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা যা দেখছি, বিশেষ করে এগ্রিকালচারের দিকে যদি আমরা যাই তাহলে যদিও এটা আলোচিত হয়েছে তবুও আমার বলতে হচ্ছে যে কোন কোন অঞ্চলে কৃষি ঋণ এত কম লোকে পাচ্ছে, কোন কোন গাঁও সভায় ৬/৭ জন পেয়েছে এবং এক পরিবারেরই ৩/৪ জন পেয়েছে। কিন্তু যাদের প্রয়োজন, সেই প্রয়োজন অনুযায়ী কৃষি ঋণ আজ পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে না এবং ধর্মনগরের দেওয়ান পাশা একটা গ্রাম আছে সেখানে এস, ডি, ও, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তারা যদি বুরো চাষ করে তাহলে কৃষি ঋণের অভাব হবে না। গরীব চাষীরা এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে বুরো চাষ করতে লাগলো। কিন্তু সময়মত দেখা গেল কৃষি ঋণ তারা পায় নি। আর এখন যে বুরোটা তারা চাষ করেছিল সেটাও শেষ হয়ে গেছে। এ অবস্থাটা আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে আমরা লক্ষ্য করতে পারি। আমরা তো জানি স্যার, কোন কোন ক্ষেত্রে জমি নাই যার তাদেরও কৃষিঋণ দেওয়া হয়েছে। এমন কেসও আছে। যেমন ধরুন শহরে ব্যবসা করে একজন বেণু বিশ্বাস, তাকে কৃষি ঋণ দেওয়া হয়েছে। এ অবস্থা চলছে। বিভিন্ন অঞ্চলে এ অবস্থা চলছে। পশ্চিম চন্দ্রপুরে আমরা দেখেছি এক বাড়ীতে কৃষি ঋণ দেওয়া হয়েছে। অথচ যাদের প্রয়োজন তারা পাচ্ছে না। আমরা আরও দেখছি কিভাবে দাদনের টাকায় স্বজন প্রীতি হয়। এই স্বজনপ্রীতির নমুনা হাউসে আগেও তুলে ধরা হয়েছিল: আমি আবার এই ধরণের একটা নমুনা তুলে ধরতে চাই যে বিগত ২৯-৩-৭৩ ইং তারিখে মুহুরীপুর কেন্দ্রে নির্বাচিত যে এম, এল, এ, তিনি গ্রামের দুঃস্থ লোকদের বঞ্চিত করে তাঁর পরিবারের মধ্যে দাদন এবং খয়রাতির টাকা কিভাবে পাইয়ে দিয়েছেন।

নিক্রু মগ ভাই ৫০ টাকা তার স্ত্রী ১৫ টাকা খয়রাতি, অক্রু মগ ভাই ৫০ টাকা তার স্ত্রী ১৫ টাকা খয়রাতি, লাক্রু মগ ভাই ৫০ টাকা তার স্ত্রী ১৫ টাকা খয়রাতি পেয়েছে। এটা কোন্ ধরণের ব্যবস্থা এটা কোন্ ধরণের নীতি। এবং এই নিয়মের মধ্যে আমাদের শাসন চলছে। এটা কোন্ শাসন, সমাজতান্ত্রিক শাসন ? স্যার, আজকে নানা ধরণের—বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে সেইসব সমস্যা তারা সমাধান করতে পারছেন না অথচ নানা ধরণের স্বজন পোষণ চলছে। আজকে ছোট ছোট ব্যবসায়ী তারা তাদের সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি দিয়েছে কিন্তু সেই সব সমস্যা সমাধানের কোন চেষ্টা দেখছি না মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে। তারা ধর্মনগরের কৈলাশহরের বেকার এসোসিয়েশান থেকে বলেছে যে তাদের জন্য ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ঋণ সেটি ব্যাপকভাবে সুলভ করতে হবে এবং সংগে সংগে দৈনিক বাজার হিসাবে দোকান কর্মচারীরা তাদের একদিন সাপ্তাহিক বন্ধ ইত্যাদি ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি চিঠি দিয়েছিলেন কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কিছু জানানও নাই কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কিনা সেটিও তিনি বলেন নি। এই ধরণের একটা অবস্থা আমাদের এখানে চলছে। আমরা দেখছি রাঘনা ইত্যাদি স্থানে ধর্ম-নগরের—যেখানে যুদ্ধের সময় ক্ষতি হল—বাংলাদেশের যুদ্ধের সময়। গত সেসানে প্রশ্ন করা হয়েছিল মন্ত্রীদের কাছ থেকে উত্তর দেওয়া হয়েছিল কোনরকম ক্ষতি হয়নি। অথচ সৈন্যদের থাকবার জন্য বাংকার করা হয়েছিল, মানুষের জায়গায় বড় বড় গাছ কাটা হয়েছিল। কোথাও কোথাও শেলিং পড়েছে তাতেও ক্ষতি হয়েছে। অথচ তারা বলছেন কোন ক্ষতি হয়নি। এই ধরণের অসত্য তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে। আজকে আমরা দেখছি স্যার, টাকা নানা ভাবে খরচ হয়েছে। যেমন অমরপুরের এস, ডি, ও সাহেবের রসগোল্লা খাওয়ার খরচ। একটা তহশীলদার কনফারেন্স ডাকা হয়েছিল ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে। সেই কনফারেন্সে ৯০৩ টাকার একটা বিল, বিল নম্বর ১১৮৭। কিন্তু তহশীলদারা কেউ মিষ্টি খাননি স্যার, ওরা নিজেরাই বলেছেন। ডিসেম্বর ১৯৭২ ইং সালের ৫৪০ টাকা, অক্টোবরের ২৪১ টাকা, সেপ্টেম্বরের ৩৪২ টাকা। এটা এস, ডি, ও-র রসগোল্লা খাওয়ার বিল। এস, ডি, ও, রসগোল্লা খান বা না খান টাকা খরচ হয়েছে ..

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়েছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—আমাকে আর একটু সময় দিন স্যার, অন্ততঃ ৫ মিনিট।

মিঃ স্পীকার :— আচ্ছা……

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ষ্টুডেন্ট আনরেষ্ট সম্পর্কে কিছু না বলে পারছি না। আমরা দেখছি তেলিয়ামুড়া, বড়পাথারী, খব্যমুখ এইসব জায়গায় ষ্ট্রাইক চলছে। কেন ষ্ট্রাইক চলছে, না তাদের দাবী দাওয়া আছে। তাদের দাবী দাওয়াগুলি জেনে নিয়ে কি ভাবে সেগুলি মিটানো যায় সেই সম্পর্কে সরকার সচেষ্ট হচ্ছেন না। তেলিয়ামুড়াতে আমরা কি দেখছি। অগ্রগতি পত্রিকায় তেলিয়ামুড়ার ব্যাপারে একটা মস্ত বড় খবর বেরিয়েছে। তেলিয়ামুড়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দুর্নীতির প্রতিবাদে ছাত্র ধর্ম্মঘট। এটা এখনও চলছে আজও ফয়সলা হয় নি। এখনও ষ্ট্রাইক চলছে। নানা ধরণের দুর্নীতির কবলে উনি জড়িত। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কেন স্টেপ নেওয়া হচ্ছে না ? এবং ঋণ তিনি কিভাবে পাচ্ছেন এই পত্রিকাতে তাও প্রকাশিত হয়েছে। একাদশীর অন্নপ্রাসনে তিনি ঋণ পান। তিনি প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে দুই হাজার টাকা ঋণ প্রার্থনা করেছিলেন। ডি, ই, অফিস থেকে জানানো

জন্য তিনি ঋণ পাবেন না এফ, আর, ১৫/১১ সি অনুযায়ী। কন্যার অন্নপ্রাশনের জন্য তিনি ঋণ চাইলেন ঋণ মঞ্জুর করা হল। তখন সেই কন্যার বয়স ১১ বৎসর এবং যথারীতি ৫ম শ্রেণীতে পড়ছে। এইভাবে একাদশীর অন্নপ্রাশন তিনি ক'দিন চালাবেন? এটা এবার একটু বন্ধ করুন। আমরা দেখছি স্যার, ত্রিপুরার আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে। সেই আইন শৃঙ্খলার উন্নতির জন্য এমন কোন প্রয়াস বা প্রচেষ্টা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। এক বছরে ৪৩টি খুন হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে। এটা একটা মারাত্মক খবর। সেই সংগে নারী নিগ্রহ নির্যাতনের চরম চিত্র আমরা দেখছি পত্রিকায় উঠেছে। এটাত সুস্থ ব্যবস্থা নয় সমাজের পক্ষে। কিন্তু নিয়ে যাচ্ছে এইভাবে সমাজকে ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে। আমরা দেখেছি এক তরুণীকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে হোটেলের মধ্যে পাশবিক অত্যাচার করা হয়েছে।—দৈনিক সংবাদ ১৫ই এপ্রিল। তারা বলেছেন কিভাবে শান্তি হোটেলে ধরে নিয়ে পাশবিক অত্যাচার করা হয়েছে। অবশ্য গতকালের পত্রিকাতে বলা হয়েছে শান্তি নয় হোটেল জনতা। এই জিনিষটা তারা খবর পেয়েছেন। এই ধরণের যদি অবস্থা হয় তাহলে আইন শৃঙ্খলা ত্রিপুরাতে কোথায় আছে? এটা একবার ভেবে দেখার দরকার। এর সংগে সংগে আমরা কি দেখছি আইন শৃঙ্খলার অবনতির সংগে সংগে চোরা চালানের সীমাও বেরেছে সন্ধান পত্রিকার রিপোর্ট স্যার, টি. আর. এ. ১২১০—ওনার শ্রীশচীন্দ্র দেওয়ানজী তার গাড়ী কিভাবে চোরাই চালানের সঙ্গে জড়িত ছিল সেটিও সন্ধান পত্রিকায় বেড়িয়েছে। মন্ত্রী মহোদয়েরা তো নৈশ ভোজনে যান রাজনৈতিক আলোচনা করেন না ষ্টেটমেণ্ট দিয়েছেন অরাজনৈতিক আলোচনা। তা অরাজনৈতিক আলোচনা হয় আর এই ভদ্রলোকের গাড়ী চোরাই চালানে লিপ্ত সেই সম্পকে তারা খবর রাখেন না। ফেবরুয়ারীতো সময়টা বড়ই কাছকাছি। সেজনাই তারা খবর রাখতে পারেন নাই। এই সন্ধান পত্রিকায় সংবাদ দিয়েছে যে রাজনৈতিক ঘুঘু কিভাবে চোরাই চালানের সংগে লিপ্ত। এই হেড লাইনটা সন্ধান পত্রিকায় বেড়িয়েছে। এটা মারাত্মক ব্যাপার। এই এই ব্যাপারের কোন প্রতিকার নাই। মাননীয় মন্ত্রীরা জানেন না স্যার, আমরা দেখেছি কি স্যার, আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন সরকারী গাড়ীর তেল সম্পর্কে একটু উল্লেখ করতে হবে। আমরা দেখেছি যে ১৪-১০-১৯৬৯ ইং থেকে ৩১-৩-১৯৭০ ইং পর্য্যন্ত এনটি ম্যালিরিয়ার টি. আর. এল. ৩৭০—এই ট্রাকটি অচল অবস্থায় ছিল। ঠিক সেই সময় সাহা ব্রাদার্স ১৪,৯৫০ লিটার তেল এই গাড়ীর নামে বিক্রী করলেন তার দাম ১৫,৩৩৮'৯৫ টাকা। কিভাবে হল স্যার, এটা? কোন চেক আপ আছে? কোন চেক আপ নাই। কোন সিষ্টেম চালু আছে? সেখানে কেইপ গোট খাড়া করা হয়েছে ড্রাইভারকে—কিন্তু ড্রাইভার গাড়ীর মালিক নয়। কেন এই ধরণের অবস্থা ঘটে থাকে। এই ধরণের ঘটনা উপরওয়ালাদের একস্পেট করা কোন রকম উচিত নয়। নানা ধরনের এই ভাবে আমরা দেখছি ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই ধরণের দুর্নীতি চলছে। যেগুলির কোন সুষ্ঠু তদন্ত বা এই সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। আমরা সারা ত্রিপুরায় এই ধরণের অবস্থা লক্ষ্য করছি। স্যার, পি. ডাবলিও. ডি. ক্ষেত্রে আর একটি জিনিষ না তুলে পারছি না। যেমন কাঞ্চনপুর—মংপুই রোড যেটি কয়েক বছর আগে হয়েছিল এবং কন্ট্রাক্টার ছিলেন জ্ঞানরঞ্জন

দেখা যাকে ওভার পেমেন্ট করা হয়েছিল ৮ লক্ষ টাকা। কিন্তু অভিযোগ থাকায় একজন এস. ই. এবং ২ জন এক্জিকিউটিভ ইনজীনিয়ার নিয়ে একটি কমিশান গঠন করা হয় এবং ৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা এক্সেস পেমেন্ট করা হয়েছে বলে তারা তাকে বিল রিসাবমিশানের নির্দেশ দেন সেই বিল হয়েছে মাইনাস বিল এবং সেই বিল পাওয়ার পর কনট্রাক্টারের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হয়নি। এর পরবর্তী কালে এস এস ডাবলিও. মিঃ গোয়েল এবং এস. ই. সার্কেল ওয়ানকে নিয়ে একটি কমিশান গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু সেই কমিটির রিপোর্ট আজ পর্যান্ত বের হয়নি। টাকাও তার কাছ থেকে আদায় করা হয় নাই। এই ধরণের অবস্থা চলছে। যেমন হালাহালি—কটিকরায বোড যে কাজটা এখনও চলছে। একটা জিনিষ স্যার বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখেছি কি যে ক্লাসিফিকেশান অব আর্থ তার ক্ষেত্রে গোলমাল ঘটছে। যেমন অর্ডিনারী সয়েল ·৭৫ পয়সা পার কিউবিক মিটার। হার্ড সয়েল ১·১০ পয়সা পার কিউবিক মিটার অর্ডিনারী রক ৪·৯০ পয়সা পার কিউবিক মিটার এই অবস্থায় সেখানে হয় কি স্যার, হার্ড সয়েল অর্ডিনারী রক হয়ে যায়। তাহলে দেখুন ১·১০ পয়সার জায়গায় ৪·৯০ পয়সা—৩·৮০ পয়সা সে পেয়ে যাবে। কত মাটি কাটা হল এবং কত টাকা এই ভাবে ওভার পেমেন্ট হচ্ছে। এখনও এই অবস্থা চলছে। নর্থ ত্রিপুরা ডিষ্ট্রিক্টে যতগুলি কাজ হয়েছে সেই কাজগুলির মধ্যে এই অবস্থা চলছে। এক্সপার্ট দিয়ে তদন্ত করা হলে বোধ হয় এটা ধরা পরবে যে অর্ডিনারী রক নাই, হার্ড সয়েলকে অর্ডিনারী রক ট্রিট করে টাকা বাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে। কনট্রাক্টার মেনিপুলেশান করছেন, উপরওয়ালার এতে মদত নেই এমন নয়। কারণ তাঁদের মদত যদি না থাকে তাহলে কনট্রাক্টার এইভাবে করতে পারেন না। সংশ্লিষ্ট অফিসার যারা আছেন তারা এইগুলি দেখেন না, সেইজন্যই বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সমস্ত দুর্নীতি চলছে। সেগুলি সুষ্ঠু প্রতিকারের প্রয়োজন। আজকে এ্যাপ্রপ্রিয়েশান বিল এসেছে অথচ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা দেখছি এ্যাপ্রপ্রিয়েটলী খরচগুলি হয় না। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবাজুবন রিয়ান।

শ্রীবাজুবন রিয়ান :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে অর্থমন্ত্রী যে এ্যাপ্রপ্রিয়েশান বিল মুভ করেছেন এবং এই সম্পর্কে, যে বিলে টাকা চেয়েছেন, সেই সম্পর্কে আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করেছি। আমি বিস্তারিতের মধ্যে যাচ্ছি না। আমি যে কথাগুলি ঐ আলোচনার আওতায় আসেনি, সেইগুলি নিয়ে এখানে আলোচনা করব। ত্রিপুরা কৃষি ভিত্তিক রাজ্য এবং ত্রিপুরার অর্থনীতি পুরোপুরি নির্ভর করছে কৃষির উপর। কিন্তু ত্রিপুরাতে ভূমি সংস্কার আইন পাশ হল, কিন্তু ভূমি সংস্কার আইনে ত্রিপুরা সরকার যাদের হাতে জমি দেওয়ার কথা বলেছেন তাদের হাতে যায়নি এবং ত্রিপুরার কৃষি উন্নয়নের জন্য, কৃষি অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য ত্রিপুরাতে সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প চালু করা হল।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—পয়েন্ট অব অর্ডার—কৃষির উপর জেনারেল ডিস্কাশানের সময় আলোচনা হয়েছে, পার্টিকুলার ডিম্যাণ্ড এর উপর আলোচনা হয়েছে, তারপর সেই বিষয়ে এখানে আলোচনা হতে পারে কি না?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, কৃষি ডিমাণ্ডের উপরে যে আলোচনা হয়েছিল, ঠিক আমার স্মরণ নেই, আপনি এই বিষয়ে তখন আলোচনা

মেম্বার, তারাই এই জমির বন্দোবস্ত পেয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এই সরকার কত ভূমিহীনকে কত জমি দিয়েছে ? যদি প্রশ্ন করি যদি জমি দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে শতকরা কত অংশ ভূমিহীনদের হাতে আছে, এই উত্তর সরকার দিতে পারবেন না। কারণ আমরা জানি এই সরকার বাজেট করেন, বাজেটের অর্থ পাশ করেন, তারপর আর তাদের এর উপর তাদের আর কোন দায় দায়িত্ব নেই... . ... (রেড লাইট)

মাত্র পাঁচ মিনিট সময় দিলেন স্যার? আজকে আর কোন বিজনেস নেই স্যার। এমনও হতে পারে যে সরকার পক্ষের সদস্যারা যে প্রস্তাব এনেছেন সেগুলি মুভ করা হবে না, কারণ আমরা অনেক সময় তাই দেখেছি। আজকেও তাই হবে বলে মনে হয়।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যে সরকার পক্ষের সদস্যদের উপর যে ব্লেম এনেছেন, উনারা প্রস্তাব এনে মুভ করেন না, হাউস থেকে চলে যায়। মাননীয় সদস্যরা যে কলিং এ্যাটেনশান এনে এ্যাবসেন্ট থাকেন, প্রশ্ন এনে হাউসে উপস্থিত থাকেন না সেকথা উনারা বলছেন না।

মিঃ স্পীকার : – মাননীয় সদস্য আপনি দুঃখ প্রকাশ করুন।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি দুঃখ প্রকাশ করবনা এই জন্যে যে আমি দেখেছি মাননীয় সদস্য তাড়তবাবু ট্রাইবেল ইস্যুর উপর একটা প্রস্তাব এনেছিলেন কিন্তু তিনি তা মুভ করেন নি। শুধু এটাই নয় আরও অনেকগুলি প্রস্তাব সরকার পক্ষ এনেছিলেন, কিন্তু মুভ করেন নি।

মিঃ স্পীকার :— সরকার পক্ষের সদস্যরা বলছেন যে আপনারা প্রশ্ন এনে, কলিং এ্যাটেনশন এনে হাউসে উপস্থিত থাকেন না।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি নিজেও জানেন বিরোধী পক্ষের সদস্যরা কত কাট মোশান এনেছিলেন, কিন্তু সেইসব কাট মোশান মুভ করার সময়, এ্যাবসেন্ট থাকায়, কত কাট মোশান ফলস থ্রু হয়েছে, সেটা আমাদের রেকর্ড আছে। সুতরাং ব্যক্তিগতভাবে যিনি চলে যান, উনাকে বলতে পারেন, কিন্তু দলগত ভাবে বলতে পারেন না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি দলগতভাবে বলতে পারেন না।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, একটা কাটমোশান ফলস থ্রু হওয়া আর একটা রিজল্যুশান ফলস্ থ্রু হওয়া বেশকম আছে স্যার। আজকে দুইটি রিজল্যুশান আছে, দেখা যাবে কয়টি কাটমোশান মুভ করেন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার বক্তব্যে চলে যাচ্ছি। আমি বলতে চেয়েছিলাম যে এই ত্রিপুরা সরকার সমস্ত প্রকল্পের নামে এই বাজেট উপস্থিত করেছেন এবং সেখানে টাকা মঞ্জুরী চেয়েছেন, কিন্তু কিভাবে সেই টাকাগুলি খরচ হবে? আমরা জানি ১৯৫২ সন থেকে ১৯৬২ সনের মধ্যে কত যে ব্লক চালু হল এবং পাঁচটি টি. ডি. ব্লক এখানে করা হল, এবং প্রথম যখন এই প্রকল্প সুরু করল তখন বলল ষ্টেজ—১, তারপর ষ্টেজ—২, এইভাবে কতকগুলি ষ্টেজ করা হল এবং প্রত্যেকটি ষ্টেজে ব্লকগুলির মধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি, সেখানে টাকা পয়সা খরচ করে সেই ব্লকগুলির কি উন্নতি হল না সেই ব্লকগুলি করে

জুমিয়াদের অবনতি হল ? সেইটা আমরা লক্ষ্য করেছি সেই ব্লক বিভাগে জনসাধারণ উপকৃত হয় নাই বরং অবহেলিত হয়েছে। আমি জোর গলায় বলতে পারি প্রতিটা ব্লক এলাকায় ব্লকের যে ষ্টেজ ওয়ান সেই ষ্টেজ ওয়ানের সময় ঐ এলাকার জনগণকে এই সরকার অনেক ক্ষতি করেছে এবং এই ক্ষতির ফলে বিভিন্ন জায়গাতে নতুন রাস্তা তারা খুলেছে, নতুন কোয়ার্টার করেছে এবং অনেক টাকা ইনভেষ্ট করেছে। সেই ইনভেষ্টের ফলে ত্রিপুরায় যারা বড় বড় কনট্রাক্টর, যারা শুধু পয়সাকে চেনে তাদের পকেটে বেআইনিভাবে পয়সা ঢুকে গেল। সেইটা হওয়ার ফলে এই যে প্রকল্প চালু হলো এই প্রকল্পটা চালু হওয়ার সংগে সংগে, এই প্রকল্প হওয়ার আগে যে সব লোকের কাছে পয়সা কম ছিল বা শর্ট ছিল তাদের মধ্যে কোন গলদ ছিল না তারা হয়তো রাতারাতি পয়সা পাওয়ার ফলে অনেকের চরিত্র নষ্ট হলো। কেন নষ্ট হলো ? ঐ টাকা ইনভেষ্ট করার সঙ্গে সঙ্গে, এই টাকা কিভাবে খরচ হবে, এত টাকা কিভাবে খরচ করলে পরে প্রপারলি ইউটিলাইজ হবে এই সরকার সেই দায়িত্ব রাখার কোন প্রয়োজন মনে করেন নি। এইবারকার যে প্রকল্প যদি সতর্ক হতে হয় আমি বলতে চাই প্রতিটি ব্লকে যে দুর্নীতি আছে, ব্লকে যে কর্মচারী আছেন তাদের হাতে যে সামান্য ক্ষমতা আছে তাকে কাজে লাগাতে হবে। প্রথমে ধরুন প্রতিটি ব্লকে একজন করে এ্যাক্সটেনশন অফিসার আছে, কৃষি প্রকল্প যখন করা হয় তখন এই এ্যাক্সটেনশন অফিসারের মতামত নেওয়ার কোন বালাই নেই। এবং এই প্রকল্পের যে ভি. এল. ডবলিউ আছে তাদের কতকগুলি সাজেশন বা বক্তব্য আছে কিন্তু এই সরকার তাদের বক্তব্যের কোন মূল্য দেন না। তাহলে কি করা হয়, এই যে কৃষি ডিরেক্টর বা কৃষি মন্ত্রী আছেন তারা কোন এম. এল. এর বাড়ীতে গিয়ে বলে আসেন এই কাজ করুন এই কাজ করলে এই হবে। তখন এই ভি. এল. ডাবলিউ বা এ্যাক্সটেনশন অফিসারকে এম. এল. এর কথামত তাদেরকে চলতে হয় এই হলো অবস্থা। কাজেই এই ব্যাপারে আমি এই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে যারা ভি. এল. ডাবলিউ আছেন বা এ্যাক্সটেনশন অফিসার আছেন, ত্রিপুরায় ব্লক অ্যারিয়ার মধ্যে যে সমস্ত সমস্যা আছে সেইগুলি সমাধান করতে হলে তাদের বক্তব্য দয়া করে শুনুন। মনে হয় তাতে কিছু কাজ হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শুধু তাই নয় ত্রিপুরায় যে সমস্ত কলোনী আছে যেগুলিকে আদর্শ কলোনী বলা হয় সেইগুলিতে আমরা দেখছি যে প্রতি মাসে মান্থলি রিপোর্ট দাখিল করে যান এবং এই সরকার—

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—আমাকে একটু সময় দিন স্যার।

মিঃ স্পীকার :—আপনি ৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, উপজাতীদের মধ্যে যারা ভূমি হীন এবং যাদের জমি নেই এবং এতদিন যারা জুমের উপর নির্ভরশীল ছিল তাদেরকে জমি দেবে এবং তাদেরকে আধুনিক প্রথায় শিক্ষা দেবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদেরকে এই কলোনীতে

নিযেছে এবং এ৯ভাবে ত দের জীবন নিয়ে সবকাব 'ছিনিমিনি খেলছে। সেই জন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি এবং এ সবকারকে বলতে চাই যে ত্রিপুবাতে ট্রাইবেলদেব এই অবস্থা হয়েছে। এবং সারা ভারতে এই ট্রাইবেলদেরকে নিয়ে একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই হিসাবে যাতে ত্রিপুরাব ট্রাইবেলরা সিডিউলকাষ্টরা যারা আছেন তাদেব স্বার্থকে রক্ষার জন্য এবং তাদের উন্নয়ন কাজে যে সমস্ত কর্মচারী নিযুক্ত আছেন অন্ততঃ তাদেব সুপারিশ এবং তাদেব দিকে যদি একটু নজর রাখে তাহলে তাদের কিছুটা উপকাব হবে বলে আমার বিশ্বাস। মাননীয় স্পীকাব স্যর, এ অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিলে যে টাকা চাওয়া হয়েছে এই টাকা অতিরিক্ত চাওয়া হয়েছে তার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো বড বড লোকেব হাতে পযসা দেওয়া এবং মন্ত্রীদেব পকেটে কিছু পয়সা যাবে যারা কংগ্রেস নেতা তাদেব পকেটে কিছু পযসা যাবে এইজন্য সেটাকে আমি সমর্থন করছি না। এই বলে আমি আমাব বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকাব স্যর, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল এখানে উপস্থিত করেছেন সেই সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমি এই কথা বলতে চাই যে বাজেট এইবারই প্রথম হচ্ছে না আবও অনেক দেখেছি। যত দিন ধরে এই অ্যাসেম্বলির জন্ম হয়ে তারপর থেকে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটিতে যারা ছিলেন যারা গতি নির্দিষ্ট করেন সেই কমিটি বার বার একটা জিনিস সম্পর্কে এই সবকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, রেকমেণ্ডেশন করেছে কিন্তু সবকার বার বার তার রিপোর্ট মধ্যে এগুলি ডুবিয়ে দিয়েছে। সবকার এই সম্পর্কে কোন কাপাত করেন না। অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল সম্পর্কে সবকারেব বিভিন্ন মন্তব্য আছে, পাবলিক অ্যাকাউন্টস্ কমিটির নানা মন্তব্য আছে, বাজেট তৈরী করতে, বাজেটে বরাদ্দ বিভিন্ন খাতে কত টাকা কত দরকার ইত্যাদি। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি, এইবারও দেখেছি সাপ্লিমেন্টারি বাজেট তৈরী করে তারপর সাপ্লিমেন্ট করে তাডাতাডি করে কাজ করতে হয়। তারা বরাদ্দ করে কাজে হাত দেন কিন্তু তারা সেইটা খরচ করতে পারেন না খরচ না করতে পারায় তা একটা বাড়তি থেকে যায়। বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্টের কতকগুলি বাজেট আমরা লক্ষ্য করেছি যে বাড়তি বরাদ্দ বাড়তি খরচ সবকার চালিয়ে যাচ্ছেন সেটা থেকে খুব পরিষ্কারভাবে বাস্তব ঘটনাগুলির সংগে মিলে আসছে, সেখানে যে খরচ হয় সেই খরচের হিসাবটা দলীয় স্বার্থে ব দলীয় স্বজন পোষণ এবং অন্যান্য রকমের দুর্নীতি সেইগুলিকে পোষণ করে, সেইগুলি চালু রাখে তার জন্যই এইটা এখানে চাওয়া হয় মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি গত ৮ম রিপোর্ট এইটা পি. এ. সির ১৯৭২—৭৩ এর জন্য যে রিপোর্ট সেই রিপোর্ট থেকে আমি সেইটা এখানে উল্লেখ করতে চাই যে—The Committee noted that in-spite of previous observations and recommendations no mark progress in figuring realistic budget has been laid by many of the Deptt. The Committee noted that it concerns that this has become a chronic suggest of the

concerning Deptt. to make promise and for more fund without having been curtails of the requirement. মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরণের মন্তব্য আছে, আমি সমস্ত তুলতে চাই না, সমস্ত এখানে আনতে চাই না, আমি শুধু এইটুকু উল্লেখ করতে চাই যে এখানে যে বক্তৃতা ছড়ানো হয়, এখানে যে গল্প শুনানো হয়, মাননীয় স্পীকার স্যার, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য আছে, আমি সেগুলির সমস্ত এখানে উল্লেখ করতে চাই না। আমি শুধু এগুলিই উল্লেখ করতে চাই যেগুলিতে নির্দিষ্ট তথ্য দেওয়া আছে এবং এখানে যেগুলি সম্পর্কে নানা ধরনের গল্প শুনানো হচ্ছে জনসাধারণের সামনে আর এই বিধান সভাতে মন্ত্রীরা যা করে থাকেন যে আমরা সমাজতন্ত্র গড়ে তুলেছি, আগামী দিনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে, গরিবী হটাব ইত্যাদি। তারা এই সমস্ত বাক চাতুর্য্য দিয়ে যে বাজেট তৈরী করেন, তা অত্যন্ত আন-রিয়েলেষ্টিক। পি, এ সির বিভিন্ন ধরনের অবজারভেশান এবং রেকমেন্ডেশান, এ, জির অডিট অবজেকশান, আউটষ্ট্যাণ্ডিং অডিট অবজেকশান এই ধরনের নানা রকমের বিরূপ মন্তব্য থাকা সত্ত্বেও একটা আন-রিয়েলিষ্টিক পদ্ধতিতে তারা বাজেট করবার চেষ্টা করেন। কারণ রিয়েলিষ্টিক বাজেট করলে পরে তাদের নিজেদের যে দুর্নীতি, নিজেদের দলীয় নীতি এবং নিজেদের শোষণের নীতি সম্পূর্ণ ভাবে ব্যাহত হতে পারে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই এপ্রোপ্রিয়েশান বিল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমি জেল সম্পর্কে একটু উল্লেখ করতে চাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, তাদের মুখের গল্প হচ্ছে জেলটা হচ্ছে একটা শোধনাগার। কিন্তু এই জেলের মধ্যে শুধুমাত্র কনভিক্টেরাই থাকেন না, হাজাতিরাও থাকেন এবং তাদের বিচারের দায়িত্ব রয়েছে মেজিষ্ট্রেটের উপর। মাননীয় স্পীকার স্যার পুলিশ যদি একটা কেস ফাইল করে কোন একজনকে এরেষ্ট করে আনে এবং তাকে আটক করে রাখার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের হাজাত বাসের নির্দেশ দেওয়া থাকে, কিন্তু সেই আণ্ডার ট্রায়েল প্রিজনারের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে সাধারণ কায়েদীদের মত তার উপর ভীষণভাবে অত্যাচার করা হয়। সেখানকার জেলের ভারপ্রাপ্ত যে সুপারিন্টেডেন্ট থাকেন, তিনি সেই জেলের মধ্যে কয়েদী ও অন্যান্য ইউ, টি, প্রিজনারদের উপর একটা জমিদারী অথবা রাজত্ব চালিয়ে যান। প্রথমে সেখানকার কনভিক্টদের কিছু অংশকে নিয়ে একটা গ্যাঙ্গ তৈরী করা হয় এবং সেই গ্যাঙ্গ দিয়ে অন্যান্য কয়েদীদের পিঠিয়ে আর একটা শাস্তি দেওয়া হয়। আমি জানি না যে কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে এই রকম একটা পানিসমেন্টের ব্যবস্থা করা হয় কি না? মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি নিজেও এই জেলের মধ্যে বহুবার হাজাত খেটেছি এবং বহুবার বিনা বিচারে আটক থেকেছি এবং নিজে চোখে দেখেছি যে কিভাবে সেই জেলখানার কর্ত্তৃপক্ষ ঐ গ্যাঙ্গ দিয়ে অন্যান্য কয়েদিদের এবং ইউ, টি, প্রিজনারদের পিঠিয়ে তাদের হুকুম মতো কাজ করিয়েছি। তাতে এটাই মনে হয়েছে যে মেজিষ্ট্রেটের নির্দেশকে ভায়লেট করে ঐ জেলখানার কর্ত্তৃপক্ষ সেখানে আলাদা একটা শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হাজতী এবং কয়েদীদের সম্পর্কে আমি এখানে আরও কিছু উল্লেখ করতে চাই এবং সেই সঙ্গে মন্ত্রীদের কাছ থেকে জানতে চাই যে তাদের যে ডায়েট

দেওয়া হয়, সেটা কোন আমলের তৈরী। কিন্তু আমরা যতদূর জানি সেটা হচ্ছে বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদ যখন এই ভারতবর্ষে তাদের শাসন চালিয়েছিল, তখনকার, আমলে যে জেল কোড বা জেল আইন ছিল' সেই আইন মাফিক আজকে ঐ একই হারে জেলখানায় কয়েদীদের এবং হাজত-বাসীদের ডাইট দেওয়া হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি নিজেই দেখেছি যে সেখানে সপ্তাহে এক টুকরো মাংস তাদের ভাগ্যে জুটে না, সপ্তাহে এক টুকরো মাছ তাদের ভাগ্যে জুটে না। সেখানকার হাজতবাসীদের জন্য যে টুকু বরাদ্দ আপাততঃ আছে, যেমন লবণ, তেল ও অন্যান্য মশলা, সেটুকু পর্য্যন্ত ঐ জেল কর্ত্তৃপক্ষ কনট্রাক্টারদের সংগে যোগাযোগ করে নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে যান। আমি জানিনা যে মন্ত্রী মহোদয়েরা এ সম্পর্কে কোন কিছু অবগত আছেন কিনা? মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ধরণের ঘটনাগুলি যে সেখানে ঘটছে, তা এই প্রথম কিছু নয়, এর আগেও আমরা এই বিধান সভার অধিবেশনে জেল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলাম। কিন্তু কোথায়, আমরা তো সেগুলির প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা দেখতে পাচ্ছি না। তাই আমাদের বুঝতে হবে যে হয়তো বা মন্ত্রী মহোদয়, যিনি জেল বিভাগের ভার প্রাপ্ত মন্ত্রী রয়েছেন, তাঁর ঐ চোরাকারবারীদের সঙ্গে একটা সেপার আছে।

(**মিঃ স্পীকার :**—মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে) স্যার, আমাকে আর একটু সময় দিতে হবে। কারণ আমি সাধারণভাবে আলোচনা করে যাচ্ছি, আমি আমাদের তরফ থেকে শেষ বক্তৃতা

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, উনি ডিকাশান করেত গিয়ে পার্সোন্যাল চার্জ করছেন। কিন্তু কোন এম, এল, এ, বা মন্ত্রীর বিরুদ্ধে পার্সোনাল চার্জ করবেন, এই রকম নিয়ম নাই...

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়কে চার্জ করতে চাইছেন, এটা ঠিক নয়। অনুমানের উপর কিছু বলা যায় না।

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্পীকার স্যার, উনি কি বলতে চাইছেন, আমি বুঝতে পারছি না, তবুও আমি আপনার রুলিং মেনে নিচ্ছি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—স্যার, উনি নিজে যেখানে বলছেন যে কিছু জানেন না, সেখানে উনার এই সব কথা এ্যাকসপাঞ্জ করা দরকার।

মিঃ স্পীকার :—ইয়েস, এ্যাকসপাঞ্জ তো হবেই।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—আচ্ছা স্যার, ঐ টুকু এ্যাকসপাঞ্জ করুন। কিন্তু আমি তার সংগে সংগে বলতে চাই যে জেলের মধ্যে খাদ্য নিয়ে যে চোরাকারবারী চলছে, সরকার অথবা মাননীয় মন্ত্রীরা যখন সেটা প্রতিরোধ করার' ব্যবস্থা করেন না, তখন মানুষ নিশ্চয় ভাবতে শুরু করে যে মন্ত্রীরা কি করেন? বোধ হয় মন্ত্রীরাও এই সব দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, ঠিক সন্দেহ করে এই ধরণের অভিযোগ পেশ করাটা উচিত নয়।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা বলার অধিকার নিশ্চয় আমার আছে। কাজেই আমি এতক্ষণ নির্দিষ্টভাবে একজন মন্ত্রীর কথা বলছিলাম, কিন্তু এখন আমি সাধারণভাবে বলছি...

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আমি আপনার অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করছি না। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি প্রিন্সিপাল অব দি বিল সম্পর্কে আলোচনা করুন।

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, আমি তো বিলের পলিসি সম্পর্কে আলোচনা করছি। এটা আমাদের রুলসের মধ্যে আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, তারপরে আছে লক-আপ, সেটা আমরা কি দেখছি? সেখানে একটা হাজতিকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কত ঘণ্টার জন্য বাইরে আসতে দেওয়া হয়? সারা দিন তাকে লক-আপ করে রাখা হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, যারা হাজতে থাকেন, যাদেরকে ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে বিচারাধীন করে আটকে রাখা হয়, তাদের জন্য স্নানের কি ব্যবস্থা? সাধারণ পশুপাখী যে ভাবে স্নান করে, তাদের সেই অধিকার-টুক পর্য্যন্ত ঐ জেলখানাতে দেওয়া হয় না। স্যার. আমার আর একটু সময় লাগবে।

মিঃ স্পীকার :—আপনি আর ৫ মিনিট বলতে পারেন। Now' the House stands adjourned till 3 P M. of to-day.

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :—শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি জেল সম্পর্কে বলছিলাম। আমি বলতে চাই সরকার তার নীতি চালাচ্ছেন। তার কাজের পদ্ধতির মধ্যেই কি সাংঘাতিক বিশৃঙ্খলা, কতখানি উশৃঙ্খলতা আমরা লক্ষ্য করেছি। গত ১৩ই জুলাই ৭২ইং তারিখে বিধান সভায় প্রশ্নোত্তরের সময় আমরা দেখেছি জনস্বার্থের খাতিরে পি, ডব্লিউ, ডি, এর বিধি অনু-সারে ব্ল্যাক লিষ্টেড যে কনট্রাক্টার তাদের নাম তারা বলেছেন যে প্রকাশ করা যায় না। কেন? জনস্বার্থের খাতিরে?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার। তিনি বলেছেন এটা কোয়েশ্চানে আলোচনা হয়েছে এটা তিনি এখানে রিপিটেড করতে পারেন কিনা?

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আইন পড়ে নিশ্চয়ই বলবেন। আপনার কাছ থেকে আমি রুলিং চাই। যে বিষয়ে আমি বলেছি সেটা এই বিধানসভার সম্পত্তি। কাজেই সেটা আলোচনা হতে পারে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—যেটা আলোচনা হয়েছে সেটা আবার আলোচনা হতে পারে না।

শ্রীসমর চৌধুরী :—ঠিক একইভাবে সি, বি, আই, তদন্ত কিংবা ভিজিলেন্সের তদন্ত যে সমস্ত কেসে হয়েছে সেই সমস্ত ব্যাক্তির নামও আমরা জানতে চেয়েছিলাম, ট্রেজারী বেঞ্চে সদস্যরাও জানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমরা দেখেছি তারা জনস্বার্থের নাম করে তাদের নাম-গুলি প্রকাশ করেননি। এই হচ্ছে তাদের চরিত্র। মাননীয় স্পীকার, স্যার, দুর্নীতিকে কিভাবে চাপা দেওয়া যাবে এই হচ্ছে এই সরকারের চেষ্টা আমরা দেখেছি যে আমাদের যে বাজেট করা হয় সেটা রাখা হয় বলা হয়ে থাকে যে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি অগ্রগতি এবং সমাজবাদের জন্য। কিন্তু এইসমস্ত দুর্নীতিবাজদের আশ্রয় দিলে এই বাজেটে এই উন্নতি অগ্রগতি কখনও সম্ভব নয়। জনগণ কারা? লক্ষ লক্ষ, হাজার হাজার ত্রিপুরার লোক তাদের কাছে জনগণ নয়। জনগণ হচ্ছে যারা তাদের দলীয় লোক, দুর্নীতিগ্রস্থ লোক, তারাই তাদের জনগণ। মাননীয় স্পীকার, স্যার, পি, এস, সি, এর রিপোর্ট দেখলেই প্রমাণ হবে কত লক্ষ টাকা লোন নিয়েছে তাদের দলের লোক, এখনও ফেরত দেয় নি। কেউ কেউ এই বিধান সভার সদ-

নেটেড সদস্যও ছিলেন। তাদের কাছ থেকে আজ পর্যন্ত লোন রিকভারি হয়নি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, চোরাকারবারীদের স্বার্থ রক্ষা করার কথা বলার সংগে সংগে আমি খুব সাধারন একটা ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। সরকার মোট পাঁচ বছরের খাজনা মকুবের কথা ঘোষণা করেছিলেন। তার ভিতর জানানো হয়েছিল যে যারা নাকি খাজনা দিয়ে ফেলেছেন ইতি-মধ্যে তাদের খাজানাগুলি অ্যাডজাষ্ট করা হবে এবং পরবর্তী বছরগুলিতে সেটা উসুল দেওয়া হবে। কিন্তু মাননীয় স্পীকার স্যার, এখন বলা হচ্ছে যে সেটা আর উসুল দেওয়া হবে না, পরবর্তী বছরে সেটা আর উসুল হিসাবে ধরা হবে না। জনসাধারণ যখন বার বার দাবী জানাচ্ছে এবং আমরাও দাবী জানাচ্ছি যে এই খরা পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ খাজনা মকুব করা হোক, কিন্তু এখন পর্যান্ত সেই সম্পর্কে কোন নির্দেশ সেই অ্যাডজাষ্টমেন্টের জন্য কাছারীগুলিতে যায় নি। আমি অমরপুর গিয়েছিলাম, সেখানে আলোচনা করেছি এস, ডি, ও এর সঙ্গে। সেখানে কোন নির্দেশ যায় নি। তারা শুধু পত্রিকায় দেখেছেন, কিন্তু কোন নির্দেশ পান নি। এই হচ্ছে সরকারের নীতি। জনগণের জন্য তাদের চোখের জলের অন্ত নাই আমি শুধু এইটুকু আলোচনা করতে চাই যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে নিজেদের বাড়ীর আসবাবপত্র তৈরী করতে তাদের লজ্জা হয় না। এই হচ্ছে তাদের নীতি। মাননীয় স্পীকার, স্যার বাজেটে প্রচুর বরাদ্দ দেখিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে অগ্রগতি উন্নতি হবে, এটা হতে পারে না। এটা আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। শুধু টাকা বাজেটে থাকলেই সেটা একটা সমাজবাদী বাজেট হতে পারে না। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যাদের ব্যবসা আছে, যাদের জমি আছে, তাদের জমি সীমার অনুর্ধে থাকবে এবং যাদের জমি নাই তাদের তারা রক্ষা করবেন কিনা। আমি দেখেছি কিভাবে ফাঁক দিয়ে ১৯৬০ সনে ভূমি আইনের স্বার্থকে কি কায়দায় কি কৌশলে ৫১৬ জন বড় জোতদারদের ক্ষেত্রে কি করে কারচুপি করার সুযোগ পেল তারা এখনও দেখছি কি কৌশলে প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে বিভিন্ন এলাকাতে বড় বড় জোতদার তারা কি কৌশলে নিজেদের পরিবারে ভাগ করে নিজেদের আত্মীয় স্বজনের নামে রেকর্ড করে কি কৌশলে সমস্ত জমি কারচুপি করছে এবং জমিদারে পরিণত হচ্ছে এবং সরকারও তাদের মদৎ দিয়ে যাচ্ছে। গ্রামে গ্রামে লক্ষ্য করেছি তারা কারা যারা কংগ্রেসের একটিভ মেম্বার তারাই কংগ্রেসের সদস্য এই মন্ত্রীরা কি করবেন। এই মন্ত্রীরা মানুষকে শুনাচ্ছেন সীমানা ঠিক করবেন সিলিং স্থির করবেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, তাই আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই শুধু জমির সামানা নয় আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই হস্ত শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প, বাড়ী, ব্যবসা, সঞ্চয় আয় প্রতিটি ব্যাপারে উর্দ্ধসীমা আইনের দ্বারা সরকার রক্ষা করবেন। এই কথা তারা ঘোষণা করতে পারবেন না। এই অবস্থার জন্য আইন তৈরী করে তারা বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারবেন না। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে আমাদের শুনান হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্য নানাভাবে উন্নতির স্বর্গ রচনা করা হচ্ছে। আমি বিশেষ আলোচনায় যাচ্ছি না অনেক আলোচনা হয়েছে। আমি মাত্র কয়েকটি উদাহরণ রাখতে চাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, যে কংগ্রেস সরকার সারা ভারতে রাজত্ব চালাচ্ছে একচেটিয়া ভাবে গত ২৫ বছর তারই একটি অংশ হচ্ছে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য তারই নীতি এখানে রূপায়িত হচ্ছে এই রাজ্য সরকার রূপায়ণ করছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি সেই কংগ্রেসের গরিবী হটাও নীতি সেই কংগ্রেসের সমাজতান্ত্রিক পরি-

কল্পনা বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্যে কি হচ্ছে তার মধ্যে আমি যেতে চাইছি না ত্রিপুরার শিল্পোন্নতি করবেন এই কংগ্রেস সরকার এই মন্ত্রীসভা করবেন শিল্পায়নের উন্নয়ন। সারা ভারতবর্ষে যে অর্থনীতি যেটি সম্পূর্ণ অবাস্তব তারা এখানে ধোকাবাজী করে মানুষকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। মানুষকে পংগু করে রাখতে চেষ্টা করছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একটা উদাহরণ আনতে চাই। উরা আমাদের শুনান আমাদের বক্তৃতা শুনান শ্রমিক ধর্মঘটের জন্য মার্কসবাদী দায়ী। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির বিরোধী দলগুলি আন্দোলন করে সমস্ত শিল্পের সংকট সৃষ্টি করছে উৎপাদনে বাধার সৃষ্টি করছে—এই সমস্ত কার কথা। মাননীয় স্পীকার, স্যার, পশ্চিমবংগের শিল্প ও বানিজ্য মন্ত্রী শ্রীতরুণ কান্তি ঘোষ তিনি যা বলেছেন আমি তা উল্লেখ করতে চাই। ২৯শে মে, ১৯৭২—সংবাদে সমস্ত বক্তব্য পরিবেশন করা হয়েছে। এটা মার্কসবাদী পত্রিকা নয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, উনি যা বলেছেন আমি তার কোটেশান উল্লেখ করতে চাই। "আমি না বলে পারছি না যে এই রাজ্যের শিল্পগুলির জন্য কাঁচামালের বরাদ্দের ব্যাপারে এই রাজ্যের উৎপাদন মূল্যের দর নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যাপারে পশ্চিমবংগের উপর ভীষণ অন্যায় আচরণ করা হয়েছে। তিনি বলেছেন শ্রমিক অসন্তোষও নয় পরিচালনাও নয় এই রাজ্যের উপর অন্যায় ও বৈষম্যমূলক আচরণই পশ্চিমবংগ এবং পশ্চিমবংগের শিল্পগুলির সর্ব্বনাশের জন্য দায়ী। তিনি আরও বলেছেন অন্যান্য রাজ্যে উৎপন্ন কাঁচা মাল পশ্চিমবংগের শিল্প মালিকদের···

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় পশ্চিমবংগের কথা এখানে বলে কোন লাভ হবে কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি শেষ করে নিচ্ছি। কিন্তু অন্যান্য রাজ্যের শিল্পপতিদের তা দিতে হয় না। অথচ পশ্চিমবংগের যে কাঁচা মাল উৎপাদন হয় তা বাধা দরে বিক্রী হয় ভারতবর্ষের সর্বত্র। তিনি বলেন ৫১ শতাংশের বেশী ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প পশ্চিমবংগে কেন্দ্রীয়ভূক্ত। কিন্তু ইস্পাত বরাদ্দের ব্যাপারে এই রাজ্যে বিশেষ সুবিধা পায় না। ফলে পশ্চিমবংগ বরাদ্দের অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় ইস্পাত পায় স্থানীয় বাজারে কালো বাজারে ইস্পাত কিনতে হয়। এই সকল কারণে এই রাজ্যে শিল্প গড়ে উঠছে না। আমাদের ত্রিপুরাতেও শিল্প গড়ে উঠবে না। মাননীয় স্পীকার এই পরিস্থিতিতে সারা ভারতবর্ষের যে অর্থনীতি যে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি তাদের ধনতান্ত্রিক পথে গরিবী হটাও ধাপ্পা দিয়ে সারা ভারতের জনগণকে ধাপ্পা দেওয়া হচ্ছে। আজকে সারা ভারতবর্ষে জনগণের মনে বিক্ষোভ গড়ে উঠছে। সেই ভয়ে তারা নানাভাবে বাজেটের অংক দিয়ে নানাভাবে প্রলোভন দিয়ে নানা ভাঁওতা দিয়ে মানুষকে ভুলাতে চেষ্টা করছে। এবং মানুষের কাছে নিজেদের সরকারের স্থায়ীত্ব রাখার জন্য সচেষ্ট হচ্ছেন। তাই আজকে বার বার তারা বাজেটের অংকের হিসাব দিয়ে ভুলাতে চাইছেন। মাননীয় স্পীকার তাই আমি এই এপ্রোপ্রিয়েশান বিলের উপর এই বক্তব্য রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই হাউস ৫৮ কোটি টাকার উপর আমরা বাজেট বরাদ্দের অনুমোদন দিয়েছি। এই অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে

এই হাউস সরকারকে গীয়ার আপ করার জন্য মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এবং জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার জন্য আমাদের রুলিং পার্টির সদস্যরা বিভিন্ন কনস্ট্রাকটিভ ক্রীটিসিজম্ করেছেন গঠনমূলক সমালোচনা করেছেন। আমি আশা রাখি সরকার এই বিধানসভার সেন্টিমেন্টের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং আমাদের নির্বাচনের পূর্বে যে প্রতিশ্রুতি জনসাধারণের কাছে আমরা রেখেছি সেই প্রতিশ্রুতির কথা সুষ্ঠু বন্টনের মাধ্যমে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে এবং মানবিকতার খাতিরে এবং জনসাধারণের বৃহত্তর স্বার্থ যেখানে আইনের কাঠামো শীথিল করা দরকার সেখানে শিথিল করে আমাদের বাজেটের অর্থ ব্যয়িত হবে। এবং তার জন্য আমরা আজকে বাজেট পাশ করেছি এবং খরচও অনুমোদন করে সরকারের হাতে তুলে দিয়েছি। এই ক্ষেত্রে দেখা যায় আমরা বাজেটের বিভিন্ন ডিমাণ্ডের উপর যে সমস্ত আলোচনা করেছি সেই আলোচনায় আসার দরকার নাই। কারণ আমরা আগেই উল্লেখ করেছি আমরা এই বাজেট বরাদ্দের মধ্যে বিভিন্ন সমালোচনা করেছি। অপোজিশনের সদস্যগণ যে সমস্ত সমালোচনা করেছিল তার মধ্যে আমি বলছি না সমস্ত কিছু বাদ দেওয়ার মত। তাদের কাছ থেকেও আমাদের এবং সরকারের যেগুলি মূল্যবান জনস্বার্থের প্রয়োজনে সেগুলির দিকে দৃষ্টি রেখে আমাদের সরকার এই বাজেটে টাকা খরচ করবেন তার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এ্যাপ্রপ্রিয়েশান বিলের ব্যাপার নিয়ে ডিসকাশান করতে গিয়ে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা প্রায় বাজেট ডিস্কাশানই করে ফেলেছেন। বাজেটের সময় ডিম্যাণ্ড'এর উপর ডিসকাশান যথেষ্ট হয়েছে এবং সাধারণতঃ এ্যাপ্রপ্রিয়েশান বিলে রিপীটেশানটা হওয়া উচিত নয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে বক্তৃতা করতে হবে, কিছু বলতে হবে সেইজন্য আবার নূতন করে পুরানো কাসুন্দী ঘাটার দরকার বোধ হয় ওদের হয়েছে। এখানে উত্তর দেওয়া প্রয়োজন আছে কিনা প্রতিটি পয়েন্টের— কারণ আমরা রুলসের অনুযায়ী চলতে চাই কিন্তু যেহেতু মাননীয় সদস্যরা পুরানো কথা ঘেটেছেন, সেইজন্য দুই একটি কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, বোধ হয় আমাকে এ্যালাও করবেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, বিরোধী পক্ষের একটা সুবিধা যে ওরা অনেক কথা বলতে পারেন এবং বিরোধী পক্ষ বলে ওদের হয়তো ধারণা যে সরকার যা কিছুই করুকনা কেন, সবকিছুতেই বাধার সৃষ্টি করা বা অপজিশান দেওয়া, সেটা বোধ হয় কর্তব্য। আমি জানিনা গণতান্ত্রিক দেশে বিরোধী পক্ষের প্রয়োজনীয়তা এই কি না। গণতান্ত্রিক দেশে বিরোধী পক্ষের প্রয়োজনীয়তা সরকারের কাজে বাধার সৃষ্টি করার জন্য নয়, সরকারের সমস্ত কাজের মধ্যে অপজিশান দেওয়া নয়, সরকারকে সমস্ত কাজে সাহায্য করা এবং সরকারের কাজে যদি দোষ ত্রুটি থাকে, সেগুলিকে দেখিয়ে দেওয়া এবং সরকারী কাজে যদি কোন দোষ ত্রুটি না থাকে, তাহলে সেগুলিকে সঙ্গে সঙ্গে এক্সেপ্ট করা চলে। আর যদি হেলদি অপজিশান হয়, সরকার পক্ষের যদি কোন কাজ ভাল হয়ে থাকে সেটাও স্বীকৃতির মধ্যে এসে যায়, এটা সাধারণতঃ বিরোধী পক্ষের ভূমিকা, ডেমক্রেসীতে এটা আসে। আমি জানিনা মাননীয় স্পীকার, স্যার, বিরোধী পক্ষ যে মনোভাব নিয়ে যে ডিসকাশান করতে চান, যা করেন,

তার মধ্যে সরকার কোথাও ভাল কাজ করেছেন, এই কোন আভাস পাওয়া যায় কি না। বহু ভুল ত্রুটি থাকে, সেই জন্য ডিসকাশনের ক্ষেত্রও আছে, আলাপ আলোচনা হতে পারে, হয়েও থাকে। কিন্তু সবসময় যদি এটা ধরে নেওয়া যায় যে সরকার খারাপ কাজ করছেন, ভাল কিছুই নেই, তাহলে আমাদের দেশের মানুষকে বলতে হবে, ওরা বোধ হয় তাদের মূর্খ ভেবে থাকেন, তা নাহলে যত কথা এই বিধান সভায় উঠেছে, আগের বিধান সভায়ও উঠেছে, সব কথারই বোধ হয় পুনরাবৃত্তি চলছে। সমালোচনার ধারা, সমালোচনার যেসব ক্ষেত্র সেখানে নূতন কিছু ঘটনা ঘটতে পারে, যার উপর এটা উঠতে পারে, তার কোন আভাস এতে নেই আগের প্রসীডিংস এর ধারা যদি দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে একই কথার রীপীটেশান হচ্ছে। ওরা যেন জায়গা থেকে নড়তে পারছেন না। কিন্তু আমরা নড়তে চাই আমরা জোর করে বলতে পারি কংগ্রেস পক্ষ থেকে যে আমরা স্টেটিক পার্টি নই, আমরা এক জায়গায় বসে থাকি না, আমরা নড়াচড়া করি। মানুষের সঙ্গে সঙ্গে, সাইকলজির সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যাই, এবং তার ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে। (গণ্ডগোল) (ওরা সহ্য করতে পারবে না জানি) আমরা জানি কোন কোন ক্ষেত্রে এই অপজিশান বেঞ্চ থেকে যখন ট্রেজারী বেঞ্চে আসেন, তখন তাঁরা তাঁদের থাকার জন্য ভাল ব্যবস্থা করে নেন—তারও প্রমাণ আছে। যতদিন পর্যন্ত অপজিশান বেঞ্চে থাকেন তখন এক কথা, আবার ট্রেজারী বেঞ্চে গেলে অন্য কথা। যেই মাত্র ট্রেজারী বেঞ্চে এসে গেলেন, তখনই এদের সুর পাল্টে যায়। (ভয়েস—আপনিও তার মধ্যে একজন)। হতে পারি। ওদের কথার উপর নির্ভর করে আলোচনাটা কোথায় করব? বিধান সভায় দাঁড়িয়ে আলোচনা করা যেটা, সেটা হচ্ছে পয়েন্ট বাই পয়েন্ট ডিসকাশান করা, কিন্তু একই কথার যেখানে পুনরাবৃত্তি সেখানে যারা উত্তর দেন, তাঁদের পক্ষে অসুবিধা হয়ে যায়। এখানে টেপ রেকর্ড বাজিয়েই কাজ চাল ন যেতে পারে, এই জায়গাটা খালি রাখলেও অসুবিধা ছিল না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনি দেখেছেন যে একজন সদস্য মদের ব্যাপারে বলেছেন, আমি যদিও উপস্থিত ছিলাম না, আমি শুনলাম যে মদের ব্যাপারে একটা প্রশ্ন উঠেছে, কোথায় কি হয়েছে, মদ চালু হয়ে গেছে ইত্যাদি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ভদ্রলোক (মাননীয় সদস্য ভদ্রলোক)—উনি হয়তো ত্রিপুরাতে নূতন এসেছেন, ত্রিপুরা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা খুব কম, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের চাইতে কম জানারই কথা। এখানে মদ চালু আছে এর কারণ ট্রাইবেল এরীয়াতে মদ চালু থাকে, এটা ডাইড কখনও হয় না। এটা স্বীকার করে নিয়ে আলোচনা করলে ভদ্রলোকের পক্ষে সুবিধা হত, আমাদের পক্ষেও উত্তর দিতে সুবিধা হত। মাননীয় স্পীকার, স্যার, বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা সবাই কি গ্যারান্টি দিতে পারেন একথা, যে মাননীয় সদস্য অপজিশন বেঞ্চ থেকে এই প্রশ্ন তুলেছেন, উনি কি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারবেন ওদের দলের মধ্যে বা অপজিশান বেঞ্চে ওরা সবাই একেবারে নির্লিপ্ত এই ব্যাপারে? মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমার মনে হয়, আমি ভদ্রলোককে দোষ দিচ্ছি না, আমি কোন রিফ্লেকশন দিতে চাই না আমি মাননীয় স্পীকার স্যার, অভিজ্ঞতার অভাবের কথা বলছি, ভদ্রলোক নূতন এসেছেন সেই জন্য এই কথা উঠতে পারে। যাহাই হোক, এখানে কথাটা চালু হচ্ছে বা হয়েছে. হ্যাঁ, এইটা সত্য কথা গান্ধীজীর নাম উনাদের মুখে এখন আসে, সেইজন্য ও শ

এখানে গান্ধীজীর কথা বলছেন। কিন্তু গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা ওদের কতটুকু আছে সেইটা ওদের বক্তব্য যখন প্রকাশ করেন তার মধ্যে সেইটা বেড়িয়ে পড়ে। ওরা গান্ধীজীর নামটাকে ব্যবহার করেন আমাদের উপরেও অভিযোগ আছে যে আমরা গান্ধীজীর নাম ব্যবহার করি। আর ওরা যেন গান্ধীজীর ভক্ত হয়ে গেলেন চট করে। এত বৎসর পরে গান্ধীজীর ভক্ত ওরা হয়ে গেলেন, এরা নির্লিপ্ত সব ব্যাপারে, ওরা রাজনীতির হিংসা ইত্যাদি কিছুই ভালবাসেন না। মদ ওরা ছোঁবেন না, কিছু না কিন্তু এই ট্রেজারী বেঞ্চ, কথাটা হলো এখানে যে মদ চালু হয়েছে। এইটা দুঃখের ব্যাপার। এই সম্বন্ধে আমরা জোর গলায় বলতে পারি মদ যেভাবে চলছে এইটা বন্ধ করার দরকার কিন্তু সেইটা বন্ধ করার উপায় কি? এই সম্পর্কে কেউ কোন মন্তব্য করেন নি। আজকে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের কাছ থেকে আমরা এ্যাকসেপক্ট করেছিলাম যে এই প্রসংগ যখন তোলা হয়েছে তখন কি করে এইটাকে বন্ধ করা যায় বা কমানো যায় এই সম্পর্কে তারা আলোচনা করবেন। ওরা বলেছেন যে মদ চালু হয়েছে। ওরা নিজেরা জানেন, আমি সেই কথা বলতে চাই না হয়তো সেইটা রিফ্লেকশন হয়ে যেতে পারে। মাননীয় স্পীকার স্যার, রেভেনিউ সম্পর্কে যে প্রশ্নটা তোলা হয়েছে। একটা এ্যাক্স-জাম্পল উনি দিয়েছেন মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানি না কোথা থেকে এইটা তিনি সংগ্রহ করেছেন এই সম্পর্কে আমার জানা নেই। তবে রেশপনসিবল একজন মেম্বার উনি নিশ্চয়ই সাতপাঁচ জেনে শুনেই বলেছেন এবং যেটা আরোপ করেছেন যে ইচ্ছা করে রেভিনিউ কমানো হচ্ছে। এই প্রশ্নটা সম্পর্কে আরও তাকে ভাল করে খোঁজ করে দেখতে বলি যে কোন সার-কামষ্টেন্সে এইটা ডাকা হয়েছিল এবং আমরা জানি, অন্তত: বিশ্বাস করতে হয় আমাকে, কারণ মাননীয় সদস্য সেই এলাকারই লোক এবং যাতায়াত করতে নিশ্চয়ই মদের ভাট্টাটাও দেখেন এবং কারা ইন্টারেষ্টেড সবটাই জানেন এবং কিভাবে এইটা হয়েছে কি না হয়েছে, কেন বন্ধ ছিল সব কথাই উনি বলতে পারবেন কিন্তু চেপে গেছেন। চেপে গেছেন এই কারণে যে যেটুকু বলা দরকার আঘাত করার জন্য, বাস্তবটাকে সত্যটাকে ঢেকে রেখে, চেপে রেখে তারপরে উনি তার বক্তব্যটা রাখেন। আমরা এইটা এ্যাক্সপেক্ট করি নি, আমরা বিরোধী পক্ষেরসদস্য কাছ থেকে আমরা এইটা এ্যাক্সপেক্ট করি নি। আমরা এ্যাক্সপেক্ট করেছিলাম যে সত্য যেটা আছে, বাস্তব যেটা আছে সেইটা তারা প্রকাশ করবেন। হ্যাঁ বাস্তবটা যদি জানতে রাজী থাকেন মাননীয় সদস্যরা, রাজী আছেন কি না, আমি জানি যে জানেন এবং কারা ওর কাছে গেছে তাও আমি জানি। হয়তো এইটা বলা ঠিক হবে না এখানে। কিন্তু আমার জানা আছে। কিন্তু মাননীয় সদস্য বোধ হয় একটা দিকের খবর পেয়েছেন আর একটা দিকের খবর পান নি। কত তারিখে ডাকা হয়েছে, কত তারিখে বন্ধ হয়েছে, মাননীয় সদস্য যদি বলেন যে সেইসব জানেন না তাহলে এই প্রশ্নটা এই বিধান সভায় উঠানো উচিত হয় নি। কারণ উনি জেনেশুনেই প্রশ্নটা তুলেছেন। এবং কিভাবে এইটা বন্ধ হয়েছিল, কেন বন্ধ হয়েছিল, কেন এইটা নূতন করে ডাকা হয়েছে এবং এইটা ফাইনেলাইজ হয় নি এই সম্পর্কে ওর জানা থাকতে পারে। আমি ব্যাক্তিগতভাবে কারও প্রতি দোষারূপ করছিনা বা কোন রিফ্লেকশান দিতে চাই না। আমি কেবল আমার বক্তব্যের মধ্যে এইটা বলতে চাই যে

মাননীয় বিরোধী পক্ষ্যের সদস্যদের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু পাই এইটা সত্য কথা আমি অস্বীকার করতে পারি না যে আজকে হাউসের মধ্যে যখন আলোচনা হয়, মাননীয় সদস্যরা যে কথা বলেন তার মধ্যে কিছু কিছু, এইটা চোখে দেখতে হয় পদার্থটা কোথায় লুকিয়ে আছে এত সব ডালপালা, এতসব গড়িয়ে টরিয়ে অর্থাৎ কথাটাকে লাইনে এনে ফেলার জন্য তাদেরকে এত প্রস্তুত হতে হয় তার মধ্যে থেকে যে কোন কথাটা আসল, কথাটা বেড় করে আনাটা মুসকিল হয়ে যায়। মাননীয় স্পীকার স্যার, এক ঘণ্টা পাঁচ চল্লিশ মিনিট বক্তৃতার পরেও ওদের শান্তি নেই, এদের ধারণা যে এদের অনেক কথা বাদ পড়ে গেল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আমরা যখন উত্তর দিতে উঠি তখন আমরা দেখি যে এর মধ্যে কোন পয়েণ্টা বেছে অর্থাৎ ওরা কোন পয়েন্টা জানতে চান। সেইটা বেড় করে আনাটা অসুবিধা হয়ে যায়। সেই জন্য মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার মাধ্যমে ওদেরকে রিকোয়েষ্ট করবো পিন পয়েন্ট করে দেওয়ার জন্য যে এই এই পয়েন্টে আমরা ডিসকাসান কিংবা এই এই লাইনে আলোচনাটা থাকবে যাতে করে আমাদের পক্ষ থেকে কোন অসুবিধা না হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, পি, ডবলিউ সম্পর্কে এই অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিলে পি, ডবলিউ সম্পর্কে কথা উঠেছে। আমি আগেও বলেছি যে এইগুলি বোধ হয় কোন ডিপার্টমেন্ট নিয়ে যখন আলোচনা হয়েছে হাউসে তখন সব কথাই আলোচনা করা হয়েছে। এবং তার জবাব তারা নিশ্চয়ই পেয়েছেন এবং পাওয়ার পর তারা সেটিসফাই হবেন না' কারণ এই জবাব বোধ হয় ওদের পছন্দ মত নয়। কাজেই এর জবাব দিতে গেলে সেই সব পুরাণো কথার উল্লেখ এখানে করতে হয়। আজকে আমি শুধু এই কথাই বলতে চাই যে টাকা লুটে নেবার কথা যদি উঠে কোন ডিপার্ট-মেণ্ট বা কোন দিক থেকে তাহলে একবার মাত্র আমি মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যদেরকে ভেবে দেখতে বলবো এইটা যে নিজেদের বুকেও একটু হাত দিয়ে দেখা দরকার যে কত টাকা ওদের আসছে এবং কিভাবে আসছে কি করে পার্টি চলছে, সেই সমস্ত জিনিষ একটু একটু বিবেক দিয়ে দেখা দরকার। কিন্তু ওরা বিবেক মানেন না যখন তখন ওদের কাছে আপীল করে লাভ নেই। ওদিকে থাকলে ওরা বুঝতে পারতেন এই যে সমস্ত অভিযোগ এই ট্রেজারী বেঞ্চ সম্পর্কে করেছেন তার প্রত্যেকটা অভিযোগ ফিরিয়ে দেওয়া যায়। প্রত্যেকটা লোক সম্পর্কে বলা যায়। ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে আমরা কোন দিন এই কথা বলতে চাই না। কারণ আমরা এই জিনিষটা জানতে চাই না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের অন্ততঃ এইটুকু জ্ঞান আছে যে আমরা ট্রেজারী বেঞ্চের যারা তারা অন্ততঃ রুলস রেগুলেশন এবং একটা বিধান সভায় কিভাবে চলতে হয় সেইটা ভাল করতে চেষ্টা করি আমরা এখানে পার্টি করতে আসি নি, আমরা এখানে এসেছি মানুষের ভোট নিয়ে, মানুষের কথা আমাদের সামনে থাকবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, লুটপাট করার কথা যদি বলা হয় তাহলে কনট্রাকটার বিলি করার ব্যাপারে, কনট্রাক্টারী করার ব্যাপারে নিশ্চয়ই মাননীয় বিরোধী সদস্যরা জানেন কাকে কাকে কনট্রাক্ট দেওয়া হয়েছে এবং চুরি তারা কার চাইতে কম করেন। সেইটা বলতে পারেন কিনা। কাজেই এই ধরণের তথ্যের অবতারণা করে একটা ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করা যায় আর বিশেষ কিছু হয় না। মাননীয় স্পীকার স্যার, পাওয়ার ওদের

[illegible] [illegible]। কারণ ওরা যখন আমাদের সমালোচনা করেন। তখন ২৫ বছরের [illegible] সমালোচনা করেন, কংগ্রেস পার্টি হিসাবে সমালোচনা করেন। আমরাও যদি [illegible] ওদের মত সমালোচনা করতে যাই, এই ২৫ বছরের মধ্যে যদি ৫টি সমালোচনা হয়, আমরা যদি ঠিক একই কায়দায় সমালোচনা করতে থাকি বিরোধী পক্ষের সদস্যদের তাহলে ওদের চরিত্র বর্ণনা দিতে গেলে, আমি জানি না, আমাদের সকলেই সাধু, আমাদের বেঞ্চের আমরা বলতে পারি যে ঐ ইতিহাস যদি প্রকাশ করা যায়, তাহলে সে দিক দিয়ে অন্ততঃ ট্রেজারী বেঞ্চের কিছু পরিমাণ কাণ্ডজ্ঞান আছে বলে আমার ধারণা। মাননীয় স্পীকার স্যার সে বেশী দিনের কথা নয়, মাননীয় সদস্য ঐ দিকে যারা বেশী কথা বলেছেন, বাঁধা দিতে চেষ্টা করেছেন, পশ্চিমবঙ্গে তারা কি করেছেন, না করেছেন, সবই তাদের জানা আছে। তারা জানেন না এমন নয়। কারণ ওরাও খবরের কাগজ পড়েন, আবার তাদের পার্টির কাগজও পড়েন কাজেই তাদের সে দিক থেকে আমরা সমালোচনা করতে চাই না। কারণ তারাও একবার ক্ষমতায় এসেছিলেন এবং সেই ক্ষমতায় থাকার সময়ে তারা কি করেছিলেন এটা তাদের জানা আছে এবং যে কারণে তারা যদি আবার ক্ষমতায় আসতে পারে তাহলেও তারা কি করবেন, সেই সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের কাণ্ডজ্ঞান রয়েছে যার জন্য এই ত্রিপুরা রাজ্যে বহু চীৎকার হয়েছে, বহু খুনাখুনি করে দেখিয়েছেন ওরা, কিন্তু সেই ক্ষমতটা ওদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয় নি। যতই তারা আজকে করুক না কেন, যতই দরদের কথা বলুন না কেন, সাধারণ মানুষ এটা বুঝে ফেলেছে, আর যাদের হয়তো কিছু মোহ ছিল, তাদেরও ধারণা হয়েছে ঐ পশ্চিম বঙ্গ দেখার পর যে ওরা তো শুকিয়ে থাকে ছারপোকার মতো, ওরা যদি আবার ক্ষমতায় আসে, তাহলে পশ্চিমবঙ্গে যেটা হয়েছে তার শতগুণ বেশী শুকিয়ে নেবে। কাজেই সাধারণ মানুষ আর ওদের কাছ দিয়ে যেতে চায় না। মাননীয় স্পীকার স্যার, একটা পয়েন্ট যেটা হয়তো তাদের বক্তব্য এর মধ্যে কিছুটা আছে সেটা হচ্ছে খাজনা মুকুব সম্পর্কে। আজকে এই সব প্রশ্নগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই না তার কারণ পুরানো কথা এখানে এনে বেশী লাভ কিছু হবে না আর ঐ সব প্রশ্ন আসা উচিত হয়েছে কি হয় নি, সেটা মাননীয় স্পীকার মহোদয় ঠিক করবেন। কিন্তু এই খাজনা মুকুব সম্পর্কে কোথাও কোথাও ডিফিকাল্টিজ রয়েছে। আজকে এটা সত্য কথা যে এই মিনিষ্ট্রী কৃষকদের খাজনা মুকুব করে দিয়েছে এবং এইভাবে এ্যাডজাষ্টমেন্ট কোন আমলের কোন সরকার করেন নি। অন্ততঃ এই কৃতিত্বটুকু সম্পর্কে ত্রিপুরা সরকার গৌরব বোধ করতে পারে হয়তো এটা হতে পারে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে এ্যাডজাষ্টমেন্ট হতে দেরী হচ্ছে, কিন্তু এ্যাডজাষ্টমেন্ট হয়ে যাবে, এটুকু ওরা জানেন, তবুও এই কথাটা বলে একটু বাহাদুরী করবার চেষ্টা করছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই সম্বন্ধে আর বেশী আলোচনা করতে চাই না। কারণ আজকে আলোচনার স্কোপটা কম। তাছাড়া এরপরে হয়তো অন্য আলোচনা আসবে। যা হউক মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি কেবল বিরোধীপক্ষের সদস্যদের কাছ থেকে এইটুকু আশা করি এবং সাধারণ মানুষও নিশ্চয় আশা করেন। শুধু বক্তৃতা করে কতগুলি ভাল ভাল কথা মানুষকে আজকাল আর ভুলানো যায় না। এটা ওরা

বুঝেন কিনা, আমি জানি না। কিন্তু আমাদের কাণ্ডজ্ঞান আছে বলে আমরা কোথাও অযথা একটা গল্পের কথা নিয়ে মানুষের কাছে উপস্থিত হই না। আমরা যখন যেটা বলি, [illegible] কাজে রূপায়িত করবার চেষ্টা করি। আমরা সেজন্য কোন প্রশ্নটা এমনভাবে তুলে [illegible] জনসাধারণের কাছে, কারণ জনসাধারণ জানে যে ওরা যে কথা বলবে সেটা কাজে রূপ দিতে চেষ্টা করবে। আর ওদের যেহেতু আজকে কিছু করতে হচ্ছে না, যেহেতু ওদের আলোচনা করতে হবে, যেহেতু ওদের কথা বলতে হবে, বক্তৃতা করতে হবে, তাই ওদের চোখে জল এসে যায় মাঝে মাঝে। কিন্তু আমি যদি সেটুকু বলি, বলা উচিত কিনা, আমি জানি না, ওরা যেভাবে বক্তৃতা করেন, যে দরদ দেখান, সেটাকে কুম্ভিরাশ্রু বলাটা ঠিক হবে ন, এটাকে যদি জেনুয়িন ধরে নেওয়া হয়, তাহলে তাদের সেই জেনুযিনেসের উপর আমার কিছু সন্দেহ ঘটতে পারে। যা হউক আমি আজকের এই এপ্রোপ্রিয়েশান বিল উপলক্ষে দুই একটা কথার জবাব দেওয়ার জন্য আমার কিছু বলতে হবে, তা বলছি। কারণ আমি জানি যে এপ্রোপ্রিয়েশান বিলের প্রিন্সিপ্যালের উপর শুধু ডিস্কাশান করা চলে, যে জিনিষটা আগে বলা হয়েছে, সেটা রিপিটেড হতে পারে না। তার কারণ হচ্ছে, বাজেট ডিস্কাশানের সময় যথেষ্ট স্কোপ থাকে, যার যা বলার থাকে, সে তা বলতে পারে। তবে এখানে ডিস্কাশানটা হতে পারে শুধুমাত্র কতগুলি প্রিন্সিপালের উপর। এছাড়া পার্টিকুলার কেস, যেগুলি বাজেট ডিস্কাশানে এসে গেছে, সেটা এখন আসতে পারে না। কাজেই আমি উত্তর দিতে গিয়েও সেই সব পার্টিকুলার পয়েন্টে যাচ্ছি না, এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বিরোধী পক্ষের সদস্যদের কাছ থেকে আমি আশা করছিলাম না যে তারা জেল সম্পর্কে এই রকম একটা আলোচনা করবেন। সুতরাং বাধ্য হয়ে আমাদের তাঁর কথার জবাব দিতে হচ্ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি বলেছেন আণ্ডার ট্রায়েল প্রিজনাস যারা বা কনভিকটেড প্রিজনার্স যারা আছে, তাদের উপর অত্যাচার করা হয়ে থাকে। কিন্তু উনার উপর কোন অত্যাচার করা হয়েছে। তিনি বলেছেন যে তিনিও জেলে ছিলেন, কিন্তু উনার উপর কোন অত্যাচার করা হয়েছে কিনা, সেটা তিনি বলেন নাই। মনে হল তিনি একটা হাওয়ার উপর কথাগুলি বলে গেছেন, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, একটা এলিগেশান যদি আনতে হয়, তাহলে তার নাম ধাম, তারিখ ইত্যাদি দেওয়া উচিত, কিন্তু সেটা তারা কিছু দেন নি। কাজেই তারা যে অসত্য কথা বলেন, এটা একটা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষের কাছে পেশ করতে চাইছি। কারণ একটু আগে তারা বলেছেন যে মাননীয় সদস্য, হংসধ্বজ বাবু এই হাউসে নাই, স্যার, আপনি এ্যাসেম্বলী রেজিষ্টার আনুন তাহলে দেখতে পাবেন যে তিনি স্বশরীরে এখানে উপস্থিত। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তারা যে আরও কতটুকু অসত্য কাজ করেন, তার প্রমাণ আমি এখানে দেখাতে চাই, সেটা হচ্ছে আজকের এ্যাসেম্বলী রেজিষ্টার আনুন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে তাদের কয়েকজন আজকেই আগামীকালের দস্তখত করে গিয়েছেন, তারা হচ্ছেন বুলু কুকী আর প্রাথী ত্রিপুরা। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যারা আজকে ১৮ তারিখে ১৯ তারিখের দস্তখত করে গেলেন এ্যাসেম্বলীর মেম্বার হয়ে, তাদের লজ্জা করে না। তাদের লজ্জা হওয়া

উচিত। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই কথা আমি এই হাউসের কাছে বলতে চাই যে তারা কত অসত্য কথা বলেন। তারা কিভাবে আগামী কালের দস্তখত করেছেন? এটা কি তাদের দুর্নীতি নয়? এটা কি তাদের সুনীতি? তারা এখানে বলছেন ট্রেজারী বেঞ্চের সবাই দুর্নীতি করে, কিন্তু তারা এখানে আজকেই আগামী কালের দস্তখত দিয়ে কোন সুনীতি করল, এটা তার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ এ্যাসেম্বলীর রেজিষ্টার আনলেই তা দেখা যাবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তারা যে সমস্ত কাজ কারবার করেন, সমাজ বিরোধী কাজ করেন বলেই তাদের হাজতে যেতে হয় এবং সেই হাজতের কথা তারা বেশী করে জানেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তারা আরও বলেছেন ডাইট সম্পর্কে। ডাইটের কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয় এবং তার জন্য টেণ্ডার কল করা হয় এবং তাছাড়া সেখানে লো পার্চেজ কমিটি এবং হাই পার্চেজ কমিটি রয়েছে, সেই সব কমিটি যে রিকমেণ্ডেশান দেন, তার বেসিসে কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়। এর মধ্যে কোন কারচুপি নাই, এর মধ্যে কোন মন্ত্রী বা এম, এল, এ, অথবা কোন অফিসারের কারচুপি থাকতে পারে না। তবে একটা কথা বলতে পারি যে হয়তো এই কারচুপি সম্পর্কে তাদের কোন অভিজ্ঞতা থাকতে পারে। তারা বলেছেন যে এই ডাইট অনিয়মিত দেওয়া হয়। কিন্তু জেল কোডে যে রুল আছে, তার ১০৯৫ থেকে ১০৯৯ পর্যান্ত যে প্রেসক্রিপশান দেওয়া আছে সাধারণ কয়েদীদের এবং হাই ক্লাশ প্রিজনার্সদের জন্য, সেটা আমি এখানে উল্লেখ করছি।

	সাধারণ কয়েদী	হাই ক্লাশ প্রিজনার্স
চাউল	২৯৫ গ্রাম	৪৬৫ গ্রাম
ডাল	১১৫ ,,	১৭০ ,,
লবণ	২০ ,,	২৫ ,,
তেল	২০ ,,	৩০ ,,
হরিদ্রা	২৫ ,,	৩০ ,,
গুড়	১৫ ,,	১১৪ ,,
অন্যান্য মশলা	৩ ,,	৭ ,,
মাংস	৭৫ ,,	১১৭ ,,
মাছ	...	...

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই যে কোটার উল্লেখ করলাম, এই কোটা অনুসারে তাঁদেরকে ডাইট দেওয়া হয়ে থাকে। এবং আমি এও জানি যে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা যখন হাজতে বা জেলে ছিলেন, তখন তাদের শরীরের ওজন বেড়ে গিয়েছিল। সুতরাং তারা যে এই সমস্ত কথা বলছেন, এগুলি আদৌ ঠিক নয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকের জেল, এটা বৃটিশ আমলের জেল নয়, এটা হচ্ছে শোধনাগার। আজকে মানুষ যেকোন অপরাধ করতে পারে এবং সেই অপরাধের জন্য সে যদি জেলে আসে তাহলে যাতে ভবিষ্যতে সমাজ জীবনযাপন করতে পারে, সেজন্য এখানে নানাবিধ শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে।

যার ফলে তারা সমাজের মধ্যে গিয়ে উন্নততর জীবন যাপন করতে পারে। বিশেষ করে বৃটিশ আমলে যেটা ছিল, এখন সেটা তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং তারা এখানে যে সমস্ত উক্তি করছে, সেগুলি করার কোন কারণ নাই। তারপরে মাননায় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তারা আরও বলেছেন যে জেলের মধ্যে দুর্নীতি চলছে এবং জেলখানার অবস্থা মোটেই ভাল নয়। এই প্রসঙ্গে আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলছি না। এখানে কিছুদিন আগে লোকসভার মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহোদয় এসেছিলেন এষ্টিমেট কমিটি নিয়ে এবং তিনি আমাদের জেলখানা পরিদর্শন করে যে বক্তব্য রেখে গিয়েছেন, আমি এই হাউসে সেটা রাখছি। তিনি বলেছেন—We are highly impressed with the nice and efficient manner in which the Jail has been maintained, We particularly appreciated the various welfare and implemetation schemes that have been introduced here for diffeient categories of convicts.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর একটা সার্টিফিকেট সম্বন্ধে আমি বলতে চাই, কিছুদিন আগে পাঞ্জাবের একটা টীম এসেছিল, এম, এল, এ, দের টীম। তাঁরা কি লিখেছেন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি তাই পেশ করতে চাই।

"I along with 12 M. L. A.s from Punjab Bidhan Sabha visited Jail to-day and we all were most pleased with the good administration, nice works of prisoners and beautiful garden laid. We are very thankful to Shri A. K, Roy. I. G., Prisoners of Tripura State",

Deputy Speaker,
Punjab Bidhan Sabha.

এ সার্টিফিকেট পাঞ্জাবের যে ১২ জন এম, এল, এ, এসেছিলেন তারা সেই সার্টিফিকেট দিয়েছেন এবং একটু আগে আমি সাবমিট করেছি যে লোকসভার যে ডেপুটি স্পীকার এসেছিলেন তিনি সার্টিফিকেট দিয়ে গেছেন। তাদের পক্ষে এই জেল ভাল না হতে পারে। কিন্তু তারা যখন জেলে ছিলেন তখন তাদের ওজন বেড়েছে। সুতরাং আমরা জানি এই জেলের এডমিনিষ্ট্রেশন ভাল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা রাজ্যের যে জেল তাকে শোধনাগার বলেই জানি, এবং তার এডমিনিষ্ট্রেশন ঠিকই আছে। এই বলে আমি শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Now, I put the motion to vote.

The Motion moved by Shri D. K. Choudhury, Minister-in-charge of the Finance Department 'That the Tripura Appropriation Bill, 1973 (Tripura Bill No. 7 of 1973) be taken into consideration at once' was then put and carried.

The bill is considered.

Then the question that Cl. 2 do stand part of the bill was put and carried.

The question that Cl. 3 do stand part of the Bill was then put and carried.

The question that the Schedule do stand part of the bill was put and carried.

Then the question that Cl. 1 do stand part of the bill was put and caried.

That the Title do stand part of the bill was then put and carried.

Mr. Speaker :— Next business is the passing of the Tripura Appropriation Bill, 1973 (Tripura Bill No. 7 of 1973), I would request the Minister-in-charge of the Finance Department to move his Motion for passing of the bill.

Shri D, K. Choudhury :— Mr Speaker, Sir, I beg to move. That the Tripura Appropriation Bill, 1973 (Tripura Bill No. 7 of 1973) as settled in the Assembly be passed.

The Question that the Motion moved by the Minister-in-charge of the Finance Department 'That the Tripura Appropriation Bill, 1973 (Tripura Bill No. 7 of 1973). as settled in the Assembly be passed, was then put and carried.

The Bill is passed.

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION.

Mr. Speaker :— Next item in the List of Business is Private Members Resolution. I would call on Shri Anil Sarkar to move his Resolution that—
ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছেন যে ত্রিপুরা থেকে অবিলম্বে সেনট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ইউনিট সমূহ প্রত্যাহার করুন এবং ত্রিপুরায় সেনট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ও বি, এস, এফ, এর কার্য্যকলাপ সম্পর্কে তদন্ত করুন।

Mr. Speaker :— Before Mr. Sarker starts his discussion I may announce in the House that I have received a notice from Shri Tapas Dey regarding to-day's discussion on the following— 'স্থানীয় সিনেমা হলগুলিতে অব্যবস্থা।'

I have admitted the notice. Discussion will be raised on the 19.4.73. Now, please start your discussion.

Shri Anil Sarker :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার রিজলিউশনটা ত্রিপুরা থেকে সেনট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ইউনিটগুলি প্রত্যাহার সম্পর্কে এবং তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য। আমরা ২৫ বছরে দেশের দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, অনাহার, অশিক্ষা এবং প্রতিটি সমস্যার সংগে আর কিছু পাই,বা না পাই আমরা রকমারি পুলিশ পেয়েছি। কত পুলিশ— বি, এস, এফ, জেনারেল পুলিশ, রেল পুলিশ, বি, এম, পি, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল পুলিশ, এছাড়া বায়ু সেনা, নৌ সেনা, সেনট্রাল রিজার্ভ পুলিশ, পদাতিক বাহিনী তো আছে। এবং ১৯৭৩ সালে আমরা যদি গোটা ভারতবর্ষের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে এটাই পরিষ্কার যে আমাদের অন্যান্য প্রান্তে অগ্রগতি হোক বা না হোক একটা প্রান্তে নির্খুত অগ্রগতি হয়েছে, সেটা হল ভারতবর্ষের বুর্জোয়া জমিদারদের শোষণের স্বার্থে ফৌজী রাজত্বকে শক্তিশালী করার জন্য যে ব্যবস্থা, কি তার বাজেট, কি তার পুলিশ পাইক, কি তার মিলিটারী ব্যারাক, এইগুলি সমৃদ্ধ করা হয়েছে। একটা রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা তার নিজস্ব ব্যাপার। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের নিজস্ব পুলিশ আছে। এখানে যখন খুনাখুনি হয়, চুরি চামারী হয়, শান্তি বিঘ্নিত হয় তখন সেগুলি দেখার জন্য থানা আছে, পুলিশ ফাঁড়ি আছে। ধরে নিলাম সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বি, এস, এফ, দরকার কিন্তু সেনট্রাল রিজার্ভ পুলিশ? এটা কেন? আমারা যতদূর জানি সি, আর, পি, কোন একটা ষ্টেটে বিশেষ অবস্থায় কোন ইমারজেন্সীতে, বিশেষ অবস্থায় তার অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান, তার আইনকানুন বা তার শান্তিশৃঙ্খলা যদি এমন পর্য্যায়ে চলে যায় যে ষ্টেটের সিকিউরিটি রক্ষা করা শক্ত হয়ে উঠে তখন তাদের ডাকা হয়। আর যদি কোন একটা রাজ্য তার নিজস্ব শক্তির দ্বারা আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারে তাহলে সেটা দরকার নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই মাত্র সারা ভারত কৃষকসভার ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে একটা গণ ডেপুটেশান এই বিধানসভার সামনে এসেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব তাদের পক্ষ থেকে একটা ডেপুটেশানের মাধ্যমে তাদের স্মারকলিপি গ্রহণ করবেন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যে ডিসকাশান সুরু হয়েছে সেই ডিসকাশানের বোধ হয় জবাব আমাকেই দিতে হবে কাজেই এই সময় আমি হাউস থেকে যেতে পারছি না। যদি রিপ্রেজেন্টটিভ তাদের কয়েকজন আসে তাহলে পরে তাদের সংগে ডিসকাশান করতে পারব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, অনেক দূর থেকে বিভিন্ন এলাকা থেকে তারা এসেছে সেজন্যই আমি তাঁকে অনুরোধ করব অন্তত: আধ ঘন্টা অথবা ১৫ মিনিটের জন্য যেতে পারেন তাহলে আমরা মিট করে আলোচনা করতে পারি। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্য-মন্ত্রীকে অনুরোধ করব অন্তত: ১৫ মিনিট সময়ের জন্য ডেপুটেশানের বক্তব্য শুনার জন্য যান।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এই জন্য এখানে যে ডিসকাশান সুরু হয়েছে সি, আর, পি, এবং বি, এস, এফ, নিয়ে—সেই সম্পর্কে কি কি পয়েন্টগুলির উপর আলোচনা হচ্ছে সেগুলি শুনার জন্য আমার থাকার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কাজেই এই ডিসকাশান যদি তাড়াতাড়ি শেষ করেন তাহলে তার জবাব দিয়ে আম যেতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— ডিসকাশান এই মাত্র সুরু হয়েছে আলোচনা যদি তাড়াতাড়ি শেষ করেন তাহলে আমার মনে হয়...

শ্রীঅনিল সরকার :— ঠিক আছে আমি আলোচনা করছিলাম আমার আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তবুও আমি আমার আলোচনা ডিসকন্টিনিও করছি...

মিঃ স্পীকার :— আপনি আপনার আলোচনা শেষ করে ফেলুন...

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি সেটি ডিসকন্টিনিও করছি...

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি মধ্য পথে আলোচনা শেষ করতে পারেন না..

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাকে যদি এর জবাব এখনই না দিতে হয় অন্য বিজনেস আরম্ভ করে তারপর এর জবাব দেওয়া যায় তাহলে আমার কোন আপত্তি নাই আমি যেতে পারি।

মিঃ স্পীকার :— নেকস্ট বিজনেস ..

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, রিজোলিউশানের উপর আলোচনা উনি শেষ করেছেন তাহলে...

মিঃ স্পীকার :—আলোচনা শেষ হয়েছে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী উত্তর দিন তারপর আপনি বলবেন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দুই মিনিটের মধ্যে আমার বক্তব্য শেষ করব এর পর রিজোলিউশান ভোটে দিতে হয় আপনি ভোটে দেবেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, সি, আর, পি, এবং বি, এস, এফ, যে ডিসকাশান যে রিজোলিউশান এসেছে সেই রিজোলিউশানের উপর সম্পূর্ণ বক্তব্য উনি শেষ করতে পারেন নাই। যদিও এই সম্পর্কে আলোচনা এই হাউসে আগেও হয়েছে তবে এই সম্পর্কে একটা ভাল এটিচুড অন্তত: বলা যায় যে সি, আর, পি, এবং বি, এস, এফ, এর সম্পর্কে যে প্রশ্ন উঠেছে সেই সম্পর্কে এই কথা

[illegible] সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ষ্টেটে থাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। সি, আর, পি, প্রত্যেকটি ষ্টেটেই আছে এবং যারা সমালোচনা করেন সি, আর, পি, সম্পর্কে তাদের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে তারা পাওয়ারে যখন যান তখন তারা সি, আর, পি,র প্রয়োজনীয়তা কি সেটি তারা অনুভব করেন। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত তারা অপজিশানে থাকেন তখন সি, আর, পি,র এগেনেষ্টে তারা বক্তব্য রেখে যান। আবার যখন পাওয়ারে যান তখন সেই সব ষ্টেটে সি, আর, পি, ডেকে আনা হয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য। কাজেই এই সম্পর্কে কোন রিজোলিউশান আনার কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। যদি অভিযোগ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠে তাহলে এই কথা বলতে পারা যায় যে অভিযোগের প্রত্যেকটির তদন্ত হচ্ছে আমরা নিজেরাও করছি এবং তাদের কর্তৃপক্ষ থেকেও তদন্ত করা হয়। এবং কোন কেইস যদি প্রমাণ হয় তাহলে কর্তৃপক্ষ তাদের শাস্তির বাবস্থা করে থাকেন। কাজেই এই সম্পর্কে আমার মনে হয় কোন বাদানুবাদ করার প্রশ্ন উঠে না।

Mr. Speaker :— Discussion on Resolution is over. I am putting the Resolution to vote Now question before the House is that ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছেন যে ত্রিপুরা থেকে অবিলম্বে সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ইউনিট সমূহ প্রত্যাহার করুন এবং ত্রিপুরায় সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ও বি, এস. এফ, এর কার্য্যকলাপ সম্পর্কে তদন্ত করুন।

It was put to voice vote and lost.

Next Resolution is of Shri Subal Ch. Biswar. I would call on Shri Subal Ch. Biswas to move his Resolution that this Assembly is of the opinion that তপশীলি সম্প্রদায়ের উন্নয়ন প্রকল্পগুলি সুষ্ঠুভাবে কার্য্যকরী করার জন্য সেপারেট ডাইরেক্টরেট গঠন করিয়া তপশীলি সম্প্রদায়ের দুঃখ দুর্দশা দূর করা হউক (voice absent absent) The mover of the Resolution is absent so his Resolution is falls through.

Next Resolution is of Shri Hangshadhwaja Dewan. I would call on Shri Hangshadhwaja Dewan to move his Resolution that এই বিধানসভা ত্রিপুরা সরকারকে নির্দেশ দিতেছেন যে ধর্মনগর মহকুমার ভালোবাসা কাঞ্চনপুর (পি, ডাবলিও, ডি,) রাস্তার পূর্বাংশে অবস্থিত জুরি, খেদাছড়া লালজুরি, মংপুই সংচুয়াং. বাইচাষপাড়া, কমলা ফা পাড়া, দামছড়া, পিপলাছড়া, খেদাছড়া, দামছড়া রিজার্ভ ফরেষ্ট গাঁওসভা, উড়িয়াছড়া, শিমলুং, কালাগাং এবং তিলথৈ দামছড়া রাস্তার পূর্বাংশ ইন্দুরাইল পাহাড়ের অংশ হল লওগাং হইতে এ, এ, রোডএর চুড়াইবাড়ীর পূর্বাংশ উপজাতি গ্রাম বা পাড়া সমূহকে নিয়া লুংগাই টি, ডি, ব্লক নামে একটি নূতন টি, ডি, ব্লক গঠন করা হউক।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিধানসভায় আমি যে প্রস্তাব এনেছি টি, ডি, ব্লক করা সম্পর্কে এটা মুভ করব না।

মিঃ স্পীকার :— Hon'ble Member will not move his Resolution... ...

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— মাননীয় স্পীকার স্যার, উনি মুভ করবেন না তাহলে আমরা বক্তব্য রাখতে পারব না এই তো ?

মিঃ স্পীকার :— না কোন প্রয়োজন নাই। The House stands adjourned till 12-30 P.M. of Thursday the 19th April, 1973.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

Thursday, the 19th April, 1973.

The HOUSE met in the Assembly Chamber, Agartala at 12-30 P. M. on Thursday, the 19th April, 1973.

PRESENT

Mr. Speaker (Shri Manindra Lal Bhowmick) in the Chair, Chief Minister, 4 Ministers, 3 Dy. Ministers, Deputy Speaker and 43 members.

QUESTIONS & ANSWERS

Mr. Speaker :—To-day, in the list of business are the following questions to be answered by the minister concerned. Short Notice question by Shri Nripendra Chakraborty.

Shri Nripendra Chakraborty :—Short Notice Question No. 1459, Sir.

Shri Sukhamoy Sengupta :—Short Notice Question No. 1459, Sir.

প্রশ্ন

১) গত ২৫শে মার্চ সি, আর. পি, কর্তৃক শ্রীক্ষিতীশ সাহা, অমরপুর গণ্ডাছড়া সি, আর, পি ক্যাম্পে নীত হইয়াছিল কি ?

২) ইহা কি সত্য যে তাকে এবং গণ্ডাছড়া গাঁও সভার প্রধান শ্রীবৃন্দাবন দাসকে সি, আর, পি মারপিটের ভয় দেখাচ্ছে ?

৩) সি, আর, পির এই সব কার্য্যকলাপ সত্য হলে ঐ ইউনিটের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি ?

৪) ইহা কি সত্য যে গণ্ডাছড়া থানার ও, সি, ও সি, আর, পির এই সব কার্য্যকলাপে সাহায্য করছেন ?

উত্তর

১) না।

২) না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

৪) এমন কোন অভিযোগ নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে ঐ ক্ষিতিশ সাহা এই অভিযোগ ক্রমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে একখানা দরখাস্ত করেছিলেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—ক্ষিতীশ সাহা বলে কেউ দরখাস্ত করে নি। তবে মাননীয় সদস্য যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্নটা তুলেছেন, সেখানে নামের মধ্যে ভুল থাকতে পারে, সেটা সম্ভবতঃ ক্ষিতীশ দাস হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে এই ক্ষিতীশ দাস তিনি ঐখানকার যুব কংগ্রেসের একজন সম্পাদক এবং তিনি এই মর্মে ঐখানকার সি আর, পির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করেছেন কি না যে তাকে ক্যাম্পে নিয়ে মারপিট করা হবে। বেঁধে রাখা হবে এবং একেবারে মেরে ফেলা হবে বলে ভয় দেখানো হচ্ছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—দরখাস্ত সম্পর্কে আমি কিছু বলতে পারব না। সেটা হয়তো এসে থাকতে পারে, যখন আমাদের বিরোধী দলের নেতা বলছেন। তবে ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে ঐ ক্ষিতীশ দাসের একটি কুকুর সি, আর, পি, ক্যাম্পের মধ্যে ঢুকে, তখন বোধহয় দিনের বেলা ১১টা হবে, তখন তাদের খাওয়া দাওয়ার সময় হবে, এই সময়ের মধ্যে ঐ কুকুরটি তাদের সব খাওয়া নষ্ট করে দেয় এবং এই জন্য তারা কুকুরটিকে বেঁধে রেখেছিল। শ্রীদাস কুকুরটির সন্ধানে ঐ সি, আর, পির ক্যাম্পে যায়; তাকে ধরে নেওয়া হয়েছে বলে যেটা বলা হয়েছে, এটা সত্য নয়। এইটুকু আমাদের কাছে খবর আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি যে এই ঘটনার প্রতিবাদে সেখানকার গাঁও সভা প্রধান শ্রীবৃন্দাবন দাস গণ্ডাছড়া থানার ও, সির কাছে কোন অভিযোগ পেশ করছিল কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—ও, সি কাছে বৃন্দাবন দাসের কোন প্রকারের অভিযোগ নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ঐ থানার ভারপ্রাপ্ত ও, সির নামটা জানতে পারি কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—আমার জানা নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সেখানকার সি, আর, পির নানা ধরনের হামলা এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে যখনই কোন রকম কমপ্লেইন নিয়ে ঐ থানার ভারপ্রাপ্ত ও, সির কাছে যাওয়া হচ্ছে, তিনি সেগুলি নথিভুক্ত করেন না, এই কথাটা কি ঠিক ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই সম্বন্ধে আমাদের কাছে খবর নেই, তবে যে প্রসঙ্গ উঠেছে, সেই সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—সর্ট নোটিশ কোয়েশ্চান নাম্বার—১৪৬০।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—স্পীকার স্যার, সর্ট নোটিশ কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৬০

প্রশ্ন

১) গত ২০-৩-৭৩ ইং বিলোনিয়ার বগাফা আশ্রম ছাড়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীসত্য রঞ্জন দে, তাহার স্ত্রী এবং ঐ স্কুলের ২ জন কর্মিকে আর্কারদের প্রকাশ্য দিবালোকে বগাফা শান্তিরবাজার রাস্তায় কি কিছু সমাজ বিরোধী লোক

আমক্রমণ করে ?

২) যদি আক্রমণ করে থাকে ঐ সম্পর্কে সমাজ বিরোধীদের বিরুদ্ধে কি করা হয়েছে ?

উত্তর

১) হেড মাষ্টার মহাশয়ের অভিযোগ মূলে জানা যায় যে গাড়ীতে তিনি তাহার স্ত্রী ও দুইজন কণ্টিনজেণ্ট কর্মী স্কুল হইতে বিলোনিয়া অভিমুখে যাইতে উদ্যত হন, তখন কয়েকজন ছাত্র ঐ গাড়ীতে উঠে এবং পরে শান্তির বাজার পৌছার পূর্ব্বেই ঐ ছাত্রগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করে এবং ঐ গাড়ী বাগাফার দিকে ফিরাইয়া যাইতে বাধ্য করে।

২) অভিযোগকারী কাহারও নাম বলেন নাই বিধায় কাহাকেও গ্রেপ্তার করার সুবিধা হয় নাই। তবে পুলিশ তদন্ত কার্য্য চালাইয়া যাইতেছেন।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই ঘটনার কিছুদিন আগে ঐ হেড মাষ্টারের কোয়ার্টারে রাত্রি প্রায় ৮টার সময়ে বোমা ফাটানো হয়েছিল, এই সংবাদ আপনারা অবগত হইয়াছেন কিনা বলতে পারেন কি ?

শ্রী শৈলেশ চন্দ্র সোম :—এই ধরনের কোন তথ্য জানা নাই।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ঐ স্কুলের ছাত্রদের গার্জেন যারা আছেন, তাদের একটা কমিটি আছে এবং সেই কমিটির সিদ্ধান্ত মতে ঐ স্কুলের একজন ছাত্র বিষ্ণুপদ ভৌমিক, ১০ম শ্রেণীর ছাত্র, তাকে ঐ স্কুলে রাখা হবে না এবং তাকে টি, সি, নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে, এটা আপনার জানা আছে কিনা ?

শ্রীশৈলেস চন্দ্র সোম :—এমন কোন তথ্য আমাদের জানা নেই। তবে স্কুলের ইন্টারন্যাল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের ব্যাপারে, কোন ছাত্রকে ঐ স্কুলে রাখবেন কি রাখবেন না, সেটা স্থির করার দায়িত্ব সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের উপর রয়েছে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি যে এই ঘটনার কিছুদিন পরে ডিপুটি ডাইরেক্টার ডাঃ নায়ার ঐ স্কুল সম্পর্কে তদন্ত করতে গিয়েছিলেন এবং তার তদন্ত করার পর তিনি যে রিপোর্ট পেশ করেছেন, সেই অনুসারে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীশৈলেস চন্দ্র সোম :—ডিপুটি ডাইরেক্টার ডাঃ নায়ার ঐ স্কুলে গিয়েছিলেন স্কুলের সমস্ত বিষয়াদি সরজমিনে তদন্ত করবার জন্য এবং তিনি তদন্ত করে তাঁর রিপোর্ট আমাদের ডিপার্টমেণ্টের কাছে পেশ করেছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে চান ঘটনাটি স্কুলের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলাফল হিসাবে ঘটেছে কি ঘটেনি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে প্রশ্নটা মাননীয় সদস্য বাজুবান রিয়াং উত্থাপন করেছিলেন সেটা ছিল কোন ছাত্রকে বের করে দেওয়া সম্পর্কে, সেটা বলেছিলাম যে স্কুলের ইন্টারন্যাল ব্যাপার। এটাও স্কুলের ইন্টারন্যাল ব্যাপার কিনা সেটা বলা মুশকিল।

[illegible] :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে পুলিশ হেডমাষ্টারকে [illegible] করে, কে কে তার উপর আক্রমণ চালিয়েছে সেইরকম কোন ষ্টেটমেণ্ট নিয়েছে কিনা ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি বিলোনীয়া থানায় যখন এই ব্যাপারে এজাহার করেন তখন থানা থেকে পুলিশ তদন্ত করবার জন্য উনার কোয়র্টারে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে চান যে হেডমাষ্টার পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন না বলেই নাম বলছেন না, না ভয়ে বলছেন না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— পুলিশের সঙ্গে হেডমাস্টারের সহযোগিতা আছে কিনা আছে এই খবর আমার জানা নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— একটা ক্রাইম হয়েছে ওখানে। সেই ক্রাইমের ইনভেষ্টিগেশনে সাহায্য করছেন না হেডমাষ্টার নাম বলে, এটা কি ভয়ে বলছেন না, নাকি পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন না ? তিনি কি মনে করছেন যে পুলিশকে নাম বলে কোন লাভ হবে না, হয়ত নিজেই অ্যারেষ্ট হয়ে যাবেন, কারণ বিলোনীয়াতে এই রকম ঘটনা ঘটছে যে কোন জায়গায় কোন গুণ্ডা আজ পর্য্যন্ত এ্যারেষ্ট হয় নি।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্নটা সাপোজিশান ধরণের। উনি কি ভাবছেন সেটা আমার জানা নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি মনে করছেন যে হেডমাস্টার পুলিশের ইনভেষ্টিগেশনে সাহায্য করছেন না। এটা কি তিনি মনে করছেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— হেড মাষ্টার পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন। সুতরাং তিনি রিড্রেস চেয়েছেন সেটা বুঝা যায়। কিন্তু উনি কারো বিরুদ্ধে, স্পেসিফিক কারা তাকে আক্রমণ করেছে, এই কথা না বললে পরে, পুলিশ কাকে ধরবে ?

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কোন্ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি ডিরেক্টার অব এডুকেশন সেখানে গিয়েছিলেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— ডিরেক্টার অব এডুকেশন সেখানে গিয়েছিলেন সরেজমিনে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাতে পারেন এই ঘটনা কিসের জন্য এবং এই ঘটনার জন্য দায়ী কে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— সেখানে ছাত্রদের মধ্যে একটা বিরোধ ছিল, কথা কাটাকাটি হয়েছিল। এই বিরোধ থেকে এই ধরণের পরিণতি ক্রমে ক্রমে লাভ করে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, এটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে স্কুলের মধ্যে একটা গণ্ডগোল আছে। কি ব্যাপারে ডিরেক্টার যাচ্ছেন, ডেপুটি ডিরেক্টার যাচ্ছেন, কি ব্যাপার নিয়ে গণ্ডগোল হল ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ছাত্রদের মধ্যে কথা কাটাকাটি নিয়ে এটার সূত্রপাত হয় এবং সেটা স্কুলের বাইরে এবং ভিতরে ছড়িয়ে পড়ে। এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট তার জন্য স্বভাবতঃই উদ্বিগ্ন। তার জন্য তারা যেমন হেড মাষ্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন ঠিক তেমনি পুলিশ বিভাগের সংগেও যোগাযোগ করছেন এবং বিলোনীয়া সাবডিভিশনের এস, ডি, ও,এর সংগেও যোগাযোগ করছে যাতে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে এবং স্কুল ঠিক ঠিকভাবে চলতে পারে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে বর্তমানে হেডমাষ্টার মহাশয় কোথায় আছে এবং স্কুল চলছে কিনা?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হেডমাষ্টার মহাশয় পরবর্তী সময়ে আগরতলাতে এবং তিনি এখন আগরতলাতেই আছেন।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন বর্তমানে কোন ক্লাস হয় কিনা, অর্থাৎ সেভেনথ ক্লাস পর্য্যন্ত হয় কিনা ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় স্কুলে সেভেন্থ ক্লাস পর্য্যন্ত হয় কিনা আমার জানা নেই তবে স্কুলটা যাতে ভালভাবে চলতে পারে এবং স্কুলের অবস্থাটা শান্ত করবার জন্য একটা মিটমাটের চেষ্টা চলছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় উপমন্ত্রী তাঁর প্রশ্নের জবাবে বলেছেন যে সেখানে ডাক্তার নামার ডেপুটি ডিরেক্টর একটা প্রতিবেদন সাবমিট করেছেন। সেই প্রতিবেদনের সারমর্ম কি এবং সেই সম্পর্কে কি কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— সেই প্রতিবেদন আমার কাছে নাই। কাজেই সেটা আমি দিতে পারব না।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি স্বীকার করবেন যে রীতিমত ক্লাস না চলার জন্য এবং স্কুলে এই উত্তপ্ত আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য সরকারই দায়ী এবং কর্তৃপক্ষ গাফিলতি করছেন এই কথা কি সত্য নয়?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— এই কথা সত্য নয়।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৪২।

শ্রীমনছুর আলী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৪২।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) ইহা কি সত্য যে সাব্রুম মহকুমায় যে সব 15 H. P. Pumping Set দেওয়া হইয়াছে সেগুলি ডিজেল সরবরাহ না করায় প্রায় তিন সপ্তাহ যাবত বন্ধ আছে ;	ক) ডিজেলের সরবরাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়ায় পাম্পসেটগুলি ১৯৭০ সনের মার্চ্চ মাসে ৭ হইতে ৯ দিন বন্ধ ছিল।
খ) যদি সত্য হয় তবে বোরো ধানের ক্ষতি হইতেছে কিনা ?	খ) ইহাতে বোরো ধানের ক্ষতি হয় নাই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— তাহলে পাম্পসেটগুলি দেওয়া হয়েছে গভর্ণমেন্ট থেকে যে ডিজেল দেওয়ার কথা সেগুলি দেওয়া হয় নি কেন? প্রতিবন্ধকতা হল কেন?

শ্রীমনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিজেল সাক্রমে ছিল না, ডিজেল পাওয়া যায় নাই, শান্তিরবাজার এবং উদয়পুর থেকে নিতে হয়। এই সমস্ত জায়গায়ও ডিজেলের অভাব ছিল। তার দরুণ কিছু দেরী হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন ক্ষতি হয় নি। আমার নিজের জানা আছে, আমার নিজের কনষ্টিটিউয়েন্সীর ব্যাপার। আমি জানি এটা তিন সপ্তাহ বন্ধ ছিল। যাই হোক তিনি বলেছেন ৭ দিন থেকে ৯ দিন পর্য্যন্ত বন্ধ ছিল। সেখানে এক ফোঁটা বৃষ্টি হয নি। তাতে কি ধানের কোন ক্ষতি হয় নি

শ্রীমনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ধানের ক্ষতিটা যখন জল দেয, তখন সব সময়ে জল দেওয়ার প্রয়োজন নাই। হয়ত কয়েকদিন পরে বৃষ্টিও হতে পারে। কাজেই ১৫।২০ দিন পরে বৃষ্টি হলেও চলে। এই হিসাবে জল দেওয়া ছিল। তার জন্য ক্ষতি হয় নাই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি যে ধান ক্ষেতের উপকারের জন্যই ৭ দিন থেকে ৯ দিন ঐখানে ডিজেল সাপ্লাই দেওয়া হয় নি?

শ্রীমনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোথাও এই রকম উপকারের জন্য জল দেওয়া বন্ধ রাখা হয়। জলটা সব সময়ে দরকার হয় না। ৭ দিন পরে আর একটা জমিতে দেওয়া হয়, অন্য আর একটা জমিতে আটকে রেখে, এইভাবে দেওয়া হয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— উনি বলেছেন ক্ষতি হয় নি। তাহলে আমাকে বুঝতে হবে যে ওরা ডিজেল সাপ্লাই করেন নি ধান ক্ষেতের উপকারের জন্য, এই কথাই কি বুঝতে হবে?

শ্রীমনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সব সময় জল দিতে হয় না একবার জল দিলে ৫/৭/১০ দিন পরে জল দিতে হয় এটাই নিয়ম।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— না স্যার, আমার প্রশ্ন এটা ছিল না। আমার প্রশ্ন ছিল ৩ সপ্তাহ যাবত বন্ধ ছিল। তিন সপ্তাহ বন্ধ থাকার কারণ যদি ডিজেল সাপ্লাই না থাকাই হয়— আমি বলছি না যে তারা নিজেরাই এটা তৈরী করতে পারেন এটা আমি বলছি না। এই মেশিনগুলি বন্ধ থাকার ফলে ধানের ক্ষতি হয়েছে এটা দুঃখের কথা। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি এটা তদন্ত করে দেখবেন কি না?

শ্রীমনছুর আলী :— আমি বলছি যে জল সব সময় দিতে হয় না (গণ্ডগোল)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আমি এই জবাব চাই না আমি চাইছি (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যের প্রশ্নটা ছিল যে ৭ দিন বা ৯ দিন ধানের জমিতে জল না দেওয়াতে বা জল না পাওয়াতে ধানের ক্ষতি হয়েছিল কি না এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তদন্ত করে দেখবেন কি না (গণ্ডগোল)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি (গণ্ডগোল)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আমার উত্তরটা আগে হউক। আমি চাই ঘটনাটা উনি তদন্ত করবেন কি না—উত্তরটা কি এই হয় (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— তদন্ত করবেন বলে মনে হয়।

শ্রীমনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা তদন্ত করার বিষয় নয়। আগেও ক্ষতি হয়ে থাকতে পারে। আমি তদন্ত করলে যে রিপোর্ট আসবে সেটি সত্য হবে সেটা আমি মনে করি না। কারণ এমন একটা খরা আগেও ক্ষতি হতে পারে এবং পরেও ক্ষতি হতে পারে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আমার কথা হচ্ছে আমি গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছি। গভর্ণমেন্ট পাম্প সেট এনেছেন এবং যথেষ্ট টাকা খরচ করেছেন। কোন কোন জায়গায় বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে সেজন্য আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার কথা হল তিন সপ্তাহ যাবত বন্ধ ছিল তাতে ধানের ক্ষতি হয়েছে। সেটি উনি তদন্ত করে দেখবেন কি না। আমি বলছি তিন সপ্তাহ আর মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলছেন ৭ দিন— এ কি কথা?

শ্রীমনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তদন্ত করেই রিপোর্ট আনিয়ে দেওয়া হয়েছে (গণ্ডগোল)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী:— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি আমাকে চেলেঞ্জ করেছেন? আমি বলছি তিন সপ্তাহ আর তিনি বলছেন ৭ দিন—তিনি তদন্তের রিপোর্ট পড়ে শুনাচ্ছেন। এই ব্যাপারে আমি একমত হতে পারি নি (গণ্ডগোল) আমি চেলেঞ্জ করছি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় নিজে গিয়ে তদন্ত করবেন কি না?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যের অনুরোধ আপনি নিজে গিয়ে তদন্ত করুন।

শ্রীমনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখন আমি তদন্ত করে কি করব এর মধ্যে ধান অনেক জায়গাতে কাটাও হয়ে গিয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী:— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা সত্যি কি না যে কাঞ্চনপুর এলাকার জুমিয়ারা ৫০০ টাকা নিয়ে এক মাস অপেক্ষা করছিলেন এবং সেখানে তেলের অভাবে মেশিন চালু করতে পারেন নাই। এটা সত্যি কি না প্রত্যেকটি জাযগাতে মন্ত্রীদের গাফিলতির জন্য এই মেশিনগুলি পরে আছে। মন্ত্রী সাহেব এখানে হাসতে হাসতে বলছেন—পাণ্ডিত্য দেখাচ্ছেন তিনি কৃষি বেশী জানেন (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার আপনি…… .. ..

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, হাউসকে একটু সিরিয়াস্লী নিতে বলুন। মন্ত্রী সাহেবকে বলুন হাউসকে একটু সিরিয়াস্লী নিতে। হাসতে হাসতে গল্প করার জন্য এখানে আমরা আসিনি। ঠাট্টা ইয়ার্কীর জন্য এখানে কেউ আসিনি। একটা সিরিয়াস প্রশ্নের জবাব উনি দিচ্ছেন এখানে। হাসতে হাসতে যে জল না হলেও বেশী চাষ হয় বেশী ফসল হয় এই কথা শুনতে হবে আমাদের মন্ত্রীর কাছ থেকে?

শ্রীমনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বুঝতে পারলাম না উনি যে প্রশ্ন করেছেন তা সাক্রম সম্পর্কে আর উনি বলছেন কাঞ্চনপুর সম্পর্কে কোথায় সাক্রম আর কোথায় কাঞ্চনপুর (গণ্ডগোল) আমার কথাটা হল আমি যেটুকু জানি সেটিই আমি বলেছি (গণ্ডগোল)

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে ব্যাপারটি ঘটেছে সাবরুমে ৭ দিন অথবা তিন সপ্তাহের জন্য সেটি হয়ে গিয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সরকারকে সতর্ক করার জন্য একটা তদন্ত করার দরকার আছে। যাতে এই মেশিনগুলি বন্ধ না থাকে সেজন্য তদন্ত করার দরকার আছে। যেটি হয়ে গিয়েছে সেটির জন্য বলে কোন লাভ নাই। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে—কোথাও মেশিন বন্ধ হয়ে না থাকে তার জন্য চেষ্টা করবেন কি না?

শ্রীমনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সেটি নিশ্চয়ই দেখা হবে।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— মাননীয় মন্ত্র মহাশয় বলেছেন যে বোরো ধানের জমিতে সব সময় জল না থাকলেও চলে ক্ষতি হয় না। আমার প্রশ্ন হল বোরো ধানের জমিতে সব সময় জলে ভিজা রাখতে হয় কি না এবং সেটি যদি শুকিয়ে যায় তাহলে ধানের ক্ষতি হয় কি না। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীমনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় জল দেওয়ার একটা নিয়ম আছে। সেজনাই আমি বলছি যখন বন্ধ ছিল তখন জমিতে জল ছিল কোন ক্ষতি হয় নাই।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা — কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৬১।

মিঃ স্পীকার :— ১৩৬১

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— প্রশ্ন নং ১৩৬১

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে বর্ত্তমান নির্ম্মাযমান কুর্ত্তি বন্যা নিয়ন্ত্রণের বাধের এলাইনমেন্ট নিয়ে গ্রামবাসীদের সাথে পূর্ত্ত দপ্তরের বিরোধ চলছে?

২) যদি বিরোধ চলে থাকে তার কারণ কি?

উত্তর

১) বাধের এলাইনমেন্ট নিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

২) এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা কি সত্য যে প্রথমে যে এলাইনমেন্ট হয়েছিল সেটি পরিবর্ত্তন করে পরবর্ত্তীকালে যে এলাইনমেন্ট করা হল তাতে মানিকনগর কলোনী সহ ১২৯ একর জমি বাইরে পরবে বলে গ্রামবাসীরা মুখ্যমন্ত্রীর নিকট একটি চিঠি পাঠিয়েছেন গত ২২.৯.৭২ইং তারিখে। এবং ১৯৭২ই. ডিসেম্বর মাসে কুর্ত্তী গাঁওসভা থেকে এই এলাইনমেন্ট পরিবর্ত্তন না করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়ে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, পি. ডবলিও. ডি., ডি. এল ডব্লিও., বি. ডি. ও., ধর্ম্মনগরের নিকট জানিয়েছেন। এবং এর পরেও পূর্ত্ত দপ্তর এটি পর্যালোচনা করেছেন?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রসংগে এইটুকু বলতে পারি যে পুরানো এলাইনমেন্ট যেটি ছিল সেই সম্পর্কে অভিযোগ এসেছে আগেই বলা হয়েছে। ফার্ষ্ট এলাইনমেন্ট যেটি হয় সেই এলাইনমেন্টটি পার্টিকুলারলি আসাম সীমান্ত বরাবর হচ্ছিল এবং এই ব্যাপারে আসাম গভর্ণমেন্ট প্রটেষ্ট জানিয়েছে। প্রটেষ্ট মানে তাদের সংগে বসে আলোচনা করে ঠিক করতে হবে। সেটি করতে অনেক দেরী লাগবে। আমরা চাই ফসল ঠিকমত হউক এই জন্যই এখন যে এলাইনমেন্ট হচ্ছে সেটি পুরানো কুর্ত্তী নালা বলতে পারেন—সেই নদীকে ন্যাচেল কোরসে চ্যানালাইজ করা যায় কি না সেটিই এখন করা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আসাম গভর্ণমেন্টের সংগে এই এলাইনমেন্ট নিয়ে যে সব চিঠিপত্র লিখা হয়েছে সেগুলি হাউসের সামনে রাখবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে যে সব কথা বার্ত্তা চলছে তার জন্য একটি জয়েন্ট কমিশান গঠন করা হবে তারপর সেই সম্পর্কে কথাবার্ত্তা চলবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই কথা কি ঠিক প্রথম এলাইনমেন্টটি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জবাবে যা বলেছেন সেটিও রয়েছে এবং দ্বিতীয় এলাইনমেন্ট হচ্ছে মানিকনগর কলোনী সহ যাতে বাধের ভিতর রাখা হয় সেটি হচ্ছে দ্বিতীয় এলাইনমেন্ট সেই এলাইনমেন্ট চীফ ইঞ্জিনীয়ার নিজে সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ারকে পাঠিয়ে সেই এলাইনমেন্টটি করার এবং তার পরে সেই এলাইনমেন্টটি চেঞ্জ করা হয় একটি মাত্র লোকের বাড়ীকে বাঁচাবার জন্য। সেই বাড়ীটি হচ্ছে নীরেন্দ্র ধর। তার বাড়ীকে বাঁচাবার জন্য একটি গ্রামকে সেই এলাইনমেন্ট থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সমগ্র গ্রাম না সেই ভদ্রলোকের বাড়ী—সেই ভদ্রলোক সেখানকার একজন কংগ্রেস নেতা—এটা ঠিক কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার মনে হচ্ছে যে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য সরেজমিনে গিয়ে দেখে আসেন নি, যদি সেখানে গিয়ে দেখেন, তাহলে একথা তিনি বলতেন না। কাউকে বাঁচাবার প্রশ্ন এখানে উঠে না। এটা টেকনিক্যাল ওপিনিয়ানের প্রশ্ন, আরেকটি হচ্ছে আরেকটি গভর্ণমেন্টের প্রশ্ন। এই দুইটি দিকই এটাতে রয়েছে। এখানে আরেকটা কথা হচ্ছে যে কুর্তি নদীর যে ওল্ড কোরস এটাকে আমরা শুধু এসকাভেট করে দিচ্ছি, এখানে বাঁধের কোন পরিকল্পনা এখন আমাদের নেওয়া হচ্ছে না। কারণ এটা কিছুদিন না গেলে এটা কি দাঁড়াবে, এটা কি আসামের ক্ষতি হবে না কার কি ক্ষতি হবে, সেটা আমরা বুঝতে পারছিনা। আমরা কিছুদিন ওয়েট করে দেখব ওল্ড কোরসে সেটাকে মুভ করা যায় কি না ? দিস ইজ দি প্ল্যান।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি, যে দুইটি ষ্টেটের মধ্যে বর্ডার নিয়ে যদি এই নালাটি যায়, যে ডিসপিউট আছে, সেটার মীমাংসা করার জন্য, এই দুইটি ষ্টেটের মাঝের সীমানা ডিমারকেশান হিসাবেও এটার একটা গুরুত্ব আছে, এটা মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করবেন কি না ? এবং এটা ঠিক কিনা যেহেতু আমি সরেজমিনে গিয়ে দেখে এসেছি এবং দেখে আসার পর চীফ ইঞ্জিনীয়ার'এর সংগে আমি আলাপ করেছি, চীফ ইঞ্জিনীয়ার বলেছেন যে ঐ বর্ডার দিয়েই সেটা যাবে কারণ এছাড়া আর তার

কোন অন্য এলাইনমেন্ট হতে পারেনা। তারপর দুইজন কংগ্রেস এম, এল, এ, শুধু এই লোকটার বাড়ী সেফ করার জন্য—এই লোকটা আমাকেও বলেছে যে আমার বাড়ীটা বাঁচান, আমি এমনও বলেছি যে তার যে পুকুরটা আছে, সেটা ছেড়ে দেওয়া যাবে (গণ্ডগোল) ঐ একটা ভদ্রলোকের বাড়ীটাকে সেফ করার জন্য একটা গ্রামকে জলে ডুবানো হচ্ছে...(গণ্ডগোল)...

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার, ডু নট ইনটেরাপ্ট হিম।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— পয়েন্ট অব অর্ডার। এটা কি কোয়েশ্চানের সাপ্লিমেন্টারী না বক্তৃতা চলছে কি ?

Mr. Speaker :— I would request the Hon'ble Member not to debate on this.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— আমার সাপ্লিমেন্টারী কোয়েশ্চান হচ্ছে যে চীফ ইঞ্জিনীয়ার দেখেশোনে আসার পর এবং পরবর্তী এলাইনমেন্টের পরিবর্ত্তনের পর কি কারণ ঘটল যে সেটা দুইটি ষ্টেটের সীমানা দিয়ে না নিয়ে একটা রিফিউজী কলোনীকে জলমগ্ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হল, একটি মাত্র বাড়ীকে—নীরেন্দ্র ধরের বাড়ীকে রক্ষা করার জন্য ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, যে এলাইনমেন্ট করা হয়েছে, চীফ ইঞ্জিনীয়ারের সংগে আলাপ করে করা হয়েছে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য...যে কথাটা বলেছেন, সেটা আমি স্বীকার করে নিচ্ছি যে তিনি চীফ ইঞ্জিনীয়ারের সংগে আলাপ করেছেন। কিন্তু যেটা ওল্ড কোরস সেটা এসকাভেট করা হচ্ছে, সেটাও তিনি নিয়ে গিয়ে দেখে তারপর পরিকল্পনা চেঞ্জ করেছেন এবং সেখানে কাগজপত্র রয়েছে। এই বাঁধটা যদি বর্ডারে এখন দেওয়া যায়, যেটার উপর অবজেকশান রয়েছে জয়েন্ট কমিটি না করে সেটা করা হয়, তাহলে এটা নিয়ে পরে অসুবিধা হতে পারে, কাজেই শুধু মাত্র একটা চ্যানেল আমরা করে দিচ্ছি যাতে ঐ এরীয়াটা ফ্লাডেড না হয়। যেটা বলা হচ্ছে যে কলোনীকে ভাসিয়ে দেওয়া হবে, এটা মন গড়া কথা। নীরেন ধরের সংগে যোগাযোগ কার আছে না আছে, সেই সম্পর্কে কারও উপর আমি রিফ্লেকশান দিতে চাইনা আমাদের প্রশ্নটা হল, আমরা যেটা বলেছি সেটা টেকনিক্যালী কারেক্ট, আমরা এখন সেখানে বাঁধ দিচ্ছি না, আমরা শুধু এসকাভেট করছি।

Mr. Speaker :— Shri Nripendra Chakraborty.

Shri Nripendra Chakraborty :— Question No. 1366.

Shri Sukhamoy Sen Gupta :— Question No. 1366 Sir.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে গোমতী জল বিদ্যুৎ প্রকল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট ডাইক নির্মাণের আনুমানিক ব্যয় ১ হইতে ৮নং অংশের কাজের আদেশ পত্র দেওয়ার সময় কমানো হইয়াছিল ?

২) ইহা কি সত্য যে ১,২,৩ অংশের এলাইনমেন্ট দরপত্র আহ্বান না করিয়া পরিবর্তন করা হইয়াছিল ?

৩) যদি (১) ও (২) সত্য হয়, তবে তাহার কারণ ?

উত্তর

১) হ্যাঁ,

২) হ্যাঁ,

৩) (ক) দরপত্র আহ্বান করার সময় ডাইকের উচ্চতা আর, এল, ৯৭·৫০ মিটার স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু দরপত্র সমূহ যখন পরীক্ষাধীন অবস্থায় ছিল তখন কেন্দ্রীয় জল বিদ্যুৎ কমিশন উহার উচ্চতা আর, এল, ৯৭·৫০ হইতে কমাইয়া আর, এল, ৯৬·০০ করার সিদ্ধান্ত জানান সেইহেতু বিভিন্ন আইটেমের কাজের পরিমাণ কমাতে হয় যাতে প্রকৃত কাজের সময় পরিমাণের বিরাট তারতম্য না হয়।

(খ) ডাইকের ১নং, ২নং এবং ৩নং অংশের এলাইনমেন্ট আরও উপরের দিকে সরাইয়া নেওয়া হয় যাহাতে মোট কাজের পরিমাণ ও তজ্জনিত খরচ কমানো যায়। বস্তুতঃ এই এলাইনমেন্ট কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুৎ কমিশনই বিকল্প হিসাবে প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু জরীপ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য না থাকায় তখন উহা গ্রহণ করা হয় নাই। যখন দরপত্র দেওয়া হয় তখন উক্ত জায়গার জঙ্গল পরিষ্কার করা হয়ে গিয়েছিল এবং তাতে দেখা যায় যে কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুৎ কমিশনের প্রস্তাবিত বিকল্প এলাইনমেন্টই স্বল্পতর খরচ সাপেক্ষ ও দ্রুততর রূপায়ণ সম্ভব। এ সব কারণেই এলাইনমেন্ট পরিবর্তন করা হয়।

Mr. Speaker :—Shri Bhadramani Deb Barma. Shri Niranjan Deb. Any Member interested to the question of Shri Bhadramani Deb Barma ?

Shri Nripendra Chakraborty :—I am interested to Starred Question No. 1373.

Shri S. M. Sen Gupta :—Question No. 1373 Sir.

প্রশ্ন

১) সদর বিভাগের মনতলা কলোনীর নিকটে কালাছড়া নদীতে ব্রীজ দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ; এবং

২) থাকিলে কোন সময় হইতে এই ব্রীজের কাজ শুরু হইবে।

উত্তর

১) হ্যাঁ,

২) খুব শীঘ্রই কাজ শুরু হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

Mr. Speaker :—Any Member interested to question of Shri Niranjan Deb ?

Shri Anil Sarker :—I am interested to question No. 1378.

Shri S. M. Sen Gupta :—Question No. 1378 Sir.

প্রশ্ন

১) রাস্তার অভাবে লালসিংমুড়া ও অন্যান্য স্থান হইতে শিক্ষক ছাত্রদের সুতারমুড়া হাই-স্কুলে যাতায়ত অসুবিধা সম্পর্কে সরকারের জানা আছে কি ?

২) যদি জানা থাকে তবে রাস্তা সহ রাঙ্গাপানীয়া নদী ও ছড়াতে কালভার্ট দেওয়ার পরিকল্পনা বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে (১৯৭২-৭৩) গ্রহণ করিবেন কি ?

উত্তর

১) হাঁ।

২) রাঙ্গাপানিয়া ছড়ায় অর্ধস্থায়ী কাঠের পুল ও বিশালগড় হইতে লালসিংমুড়া সুতারমুড়া রাস্তার উন্নয়নের বিষয়টি সরকারের বিবেচনধীন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৭ তারিখে যে স্টার্ড কোয়েশ্চান ছিল, কোয়েশ্চান নং ১৪৩৭ সেইটা সম্বন্ধে বলা হয়েছিল যে পরবর্তী সময়েতে তার জবাব দেওয়া হবে। ১৭ তারিখের যে কোয়েশ্চানগুলি আমি পেয়েছি তাতে ১৭ তারিখের যে টোটেল নাম্বার অব কোয়েশ্চান তার মধ্যে ১৪৩৭ নং কোয়েশ্চানটা ছিল রিগার্ডিং ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন। এইটার কি হলো ?

মিঃ স্পীকার :—এই প্রশ্নটা সম্পর্কে ডিপার্টমেন্টে চেঞ্জ হয়েছে এই কথা কি বলা হয়েছিল ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই ইমপ্রেশন নিয়ে গিয়েছিলাম যে এই হাউসে এই কোয়েশ্চানটা পরবর্তী সময়েতে দেওয়া হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—হয়তো ডিপার্টমেন্ট চেঞ্জ হয়েছে বলেই উনি বলেছিলেন ডিপার্ট-মেন্ট চেঞ্জ হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—আপনার প্রশ্নটা যে ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে করা হয়েছিল সেই ডিপার্টমেন্ট চেঞ্জ করেছে। কাজেই এইটা আজকে এই লিষ্ট অব বিজনেসে থাকবে না।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের নেতা এই হাউসে বলেছেন যে কুতি বাঁধ সম্পর্কে দুইজন এম,এল,এ, জড়িত আছে এই কথা তিনি এই হাউসে বলেছেন। তাতে হাউসে ভুলবুঝাবুঝি হয়েছে বলে আমি মনে করি তার জন্য আমি আমার বক্তব্য রাখতে চাই এবং উনার কথা যে অসত্য সেইটাও আমি বুঝাতে চাই। আমি উপস্থিত থাকতে তিনি এই কথা বলেছেন, তাই আমি এই হাউসকে জানাবার জন্য আপনার মাধ্যমে আমি সুযোগ চাচ্ছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসের মধ্যে যে প্রশ্ন এসেছে কুতি বাঁধ সম্পর্কে—

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—আমার মতে এই পারমিশন দেওয়া হবে স্যার, এইটা যদি হয় তাহলে আমাদের একটা নীতি বা নিয়ম লাগবে যে কোন আইন এবং কোন বিধানমুলে এই পারমিশন দিচ্ছেন এই বিষয়ে স্যার—

মিঃ স্পীকার :—অনারেব্যল মেম্বার, উনি পারছন্যাল ইমপ্রেশন দিচ্ছেন—

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—উনি কারও নাম বলেন নাই স্যার।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় বিরোধী দলের নেতা নাম না বললেও উনাকে লক্ষ্য করে বলেছেন।

মিঃ স্পীকার :—উনি উনার পারছনেল ইমপ্রেশন দিচ্ছেন।

শ্রীসুনীল দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের নেতা যে বলেছেন আমি পরিষ্কার শুনেছি দুইজন এম, এল, এর সম্পর্কে বলেছেন।

মিঃ স্পীকার :-অর্ডার, অর্ডার, প্লিজ, আপনি ৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—আমরা দেখেছি এই বিরোধী দলের নেতা ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ যারা বহুদিন এই ফ্লাডের নির্যাতন ভোগ করেছেন এই হাউসের মধ্যে তার দলের একটা লোকও এই কথা বলে নাই। বছরের পর বছর প্লাবনে তাদের শস্য চলে যায় তাদের একজনও বলে নাই। আমরা যখন এই জনতার জন্য এই সরকারকে কনভিন্সড করলাম এই জনতাকে রক্ষা করবার জন্য বাঁধ দিয়ে, টেকনিক্যাল পয়েন্টের দিকে লক্ষ্য রেখে, কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থে নয় এইটা একটা জাতির প্রয়োজনে, সেই জায়গার কৃষকদের প্রয়োজনে সরকারকে বলেছি যে তোমরা বাঁধ দাও. এইভাবে যখন আমরা গ্রান্ট করাই তারপরে যখন কাজের কিছুটা অগ্রগতি হলো, মুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধন করলেন বাঁধ তখন তাদের সেখানে নজর পড়লো, সেখানে কি হলো দেখে আসি। এর পরে তিনি সেখানে গিয়ে শলাপরামর্শ দিয়ে এসেছেন। যে লোকের কথা তিনি এখানে বলেছেন সেই লোক গত ইলেকশনে আমার বিরুদ্ধে ছিল, আমার চরম শত্রুতা করেছে এবং সেই লোকের বাড়ীতে আমি গিয়েছি। যে কথা তিনি বলেছেন সেইটা তিনি চরম অসত্য কথা বলেছেন। আমি আশা করতে পারি না যে একজন বিরোধী দলের নেতা, যার কাছ থেকে আমরা শিক্ষা পাবো, যার কাছ থেকে গড়ে

উচিৎ মানসিকতা, তিনি এই রকম একটা অসত্য কথা বললেন, সাধারণ মানুষ বলতে পারে কিন্তু আমরা উনার কাছ থেকে এইটা আশা করতে পারি নি। কাজেই আমি আপনার মাধ্যমে এই হাউসকে জানাচ্ছি যে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে, জাতীয় প্রয়োজনে সাধারণ কৃষকের প্রয়োজনে এই কাজ করার প্রয়োজন ছিল। কোন ব্যক্তি বিশেষের দিকে লক্ষ্য না রেখে সরকার এই কাজ করছেন। সেই কাজকে নস্যাৎ করার জন্য এক ষড়যন্ত্র ছিল এবং কুতি নদীর মূল পথ বন্ধ হয়ে গেছে বহুদিন আগে থেকেই সেইটাকে পুনর্বার করে দেওয়া দরকার। এবং যে নতুন নালা দিয়ে কুতি নদীর জল প্রবাহিত হচ্ছিল, আসামের সীমান্ত কুতিনদী ত্রিপুরার অনেক ভিতর দিয়ে চলে যাচ্ছিল। আর তিনি বলেছেন যে আসামের বর্ডার কুতি নদী, কুতি নদী হচ্ছে আসাম ত্রিপুরার বর্ডার। এই কুতি নদীর অরিজিনেল পথ ঘুরে এসে ত্রিপুরায় অনেক ভিতর দিয়ে চলছে এবং তার জন্য বহু জায়গা নষ্ট হয়। অনেক জায়গায় যে বুরো চাষ হয়েছে সেই বুরো চাষ নষ্ট হয়েছে এই নদীর ফ্লাডে। তার জন্য এই নদী বন্ধ করে, এই কুতি নদীর যে জলের ফ্লো তা ঘুরিয়ে দেওয়া হয় এবং বিচক্ষণতার সহিত পি ডবলিউ তার বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা নিয়ে সেই সমস্ত কাজ করেছেন জাতির কল্যাণের জন্য। কাজেই সেইটা কোন ব্যক্তিবিশেষের চিন্তা করে করা হয়নি। কাজেই যেটা বলেছেন নৃপেন বাবু সেইটা উদ্দেশ্যমূলক রাজনৈতিক চক্রান্ত ছাড়া আর কিছু নয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, গাঁওসভা কেন ওটাকে সাপোর্ট করে না, ওকে জিজ্ঞাসা করুন, কুতি গাঁওসভার একটা লোক ওর পক্ষে নেই।

Mr. Speaker *:—Now I have received the following calling attention notices from the following members—Shri Nripendra Chakraborty and Shri* **Abhiram Deb Barma** on the subject (১) নিম্নলিখিত ব্লক এলাকাগুলিতে গত এক সপ্তাহ ধরে টেষ্ট রিলিফের কাজ চালু নাই—খোয়াই, তেলিয়ামুড়া, অমরপুর, পানিসাগর, কাঞ্চনপুর, মেলাঘর, জিরানিয়া, মোহনপুর, বগাফা, রাজনগর, চড়িলাম (বিশালগড় ব্লক) ইত্যাদি ব্লক (২) গত ১৭ই এপ্রিল রাত্রিতে একদল সমাজ বিরোধী কর্তৃক কৈলাশহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের কলেজ হোস্টেল আক্রান্ত এবং কলেজের ছাত্র সংসদের সহকারী সম্পাদকের আহত হওয়া সম্পর্কে।

Mr. Speaker :—I have given consent to the motion of Shri Chakraborty and Shri Abhiram Deb Barma. Now Hon'ble Chief Minister, may make a statement today if possible, for him.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আজকে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

Mr. Speaker :—Hon'ble Chief Minister is not in a position to make a statement on these calling attention notices to-day.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার একটা কলিং অ্যাটেনশন নোটিশ ছিল সেইটার কি হলো ?

CALLING ATTENTION

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বুঝতে পারলাম না দুইটা কলিং এ্যাটেনশনের একটাতেও উনি রাজী হচ্ছেন না, না কি শ্রীঅভিরাম দেববর্মার এইটাতে রাজী হচ্ছেন না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য অভিরাম দেববর্মার যেটা আছে সেইটা সম্পর্কে আমি বলেছি যে আজ উত্তর নেওয়া সম্ভব নয়। আর যেটা নৃপেন্দ্র বাবু বলেছেন সেই সম্পর্কে আমার যতটুকু মনে হয় সেই সম্পর্কে আগে একটা প্রশ্ন উঠেছিল বিধান সভায়, সারা ত্রিপুরা রাজ্য বলে, সেখানে আমি বলেছিলাম যে সারা ত্রিপুরায় টেষ্ট রিলিফের কাজ বন্ধ নয়, যদি কোন পার্টিকুলার জায়গা থাকে, সেইটা বলেন তাহলে আমি দেখতে পারি। এই কথাই আমি সেইদিন ষ্টেটমেন্টে বলেছিলাম। কিন্তু আজকে একটা কোয়েশ্চান আসবে এবং কতকগুলি ব্লক, একটা পার্টিকুলার ব্লকের কথা বলবেন সেইটার জবাব আমি আজকে দিতে পারছি না এবং কথা যতটুকু হয়েছিল, যতটুকু স্মরণ করতে পারছি তাতে মাননীয় বিরোধী পক্ষের নেতা বলেছিলেন যে আপনাকে পার্টিকুলার কতকগুলি জায়গার কথা বলবো, আমাকে পারছনেলি বলেছিলেন। কিন্তু এইটা কোয়েশ্চান আকারে আসবে, সেইজন্য আমি প্রিপ্যায়ার্ড হয়ে আসিনি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, এখানে কথা হচ্ছে একটা ব্লকে ২৫টা গাঁওসভা থাকে। ধরুণ আমি খোয়াই ব্লকের গাঁও সভার কথা বলছি। যদি এন্টায়ার ব্লকের কাজ বন্ধ হয়, তাহলে আমাকে কি ২৫টা ব্লকের কথা লিখতে হবে, না লিখতে হবে যে খোয়াই ব্লকে কাজ নেই। আমি সেই হিসাবে যে এলাকার, আমার কাছে রিপোর্ট এসেছে যে ১৬ তারিখ থেকে কাজ বন্ধ আছে। সেজন্য আমি বলছিলাম যে সপ্তাহ খানেক ধরে কাজ বন্ধ আছে এবং অসংখ্য চিঠিপত্র সেই সম্পর্কে এসেছে, মাননীয় স্পীকার যদি অনুমতি দেন, তাহলে আমি সেগুলিকে একটি একটি করে পড়তে পারি। যে বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা বলেছেন টেষ্ট রিলিফের কাজ বন্ধ আছে। আমি সবগুলি পড়ছি না, যে চিঠিটা আমি আজকে পেলাম অনাহার অর্ধাহার সম্পর্কে, আমি সেই চিঠিটার অল্প একটু পড়ে যাচ্ছি যে এক দিনে ২৬ জনের ত্রিপুরা ত্যাগ, আজকে নালকাটি ও বাগাইছড়া গ্রাম হতে ১৬ এপ্রিল তারিখে ৬টি পরিবারের মোট ২৬ জন নরনারী তাদের গ্রাম থেকে চলে যাচ্ছে। আজকে সেখানে টেষ্ট রিলিফ ও ক্রাস প্রোগ্রামের কাজ বন্ধ তারপরে তারা আরও বলেছেন যে রেশনের দোকানে চাউল নেই। আমি স্যার, এখানে একটা দৃষ্টান্ত দিলাম এবং এই হচ্ছে বিভিন্ন জায়গার থেকে যে সব চিঠিপত্র আসছে তার বিষয়বস্তু। আজকে একদিকে বলা হচ্ছে টেস্ট রিলিফের কাজ নেই, অন্য দিকে বলা হচ্ছে যে রেশন দোকানে চাউল নেই। সেখানে লোক দুইটি জিনিষই পাচ্ছে না। সে জন্য আমি এই কলিং এটেনশান নোটিশ দিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে পরিষ্কার জানতে চাই যে সেখানে কাজ চালু হবে কিনা এবং এই সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি আছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ও জানেন, এই শহরের যখন নাকি লোক এসেছিল, এই সর্তে তাদেরকে আমরা পাঠিয়েছি কারণ মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে গ্রামে গেলে তোমরা চাউল পাবে, এখানে খয়রাতি চাইলে খয়রাতি দেব না, কাজ দেব না তোমরা তোমাদের এলাকায় গেলে টেষ্ট রিলিফের কাজ পাবে। এই সর্তে রিলেকটেন্ট লোক

দুই তিনদিন না খাওয়া লোক, আমরা তাদেরকে ট্রাকে করে গ্রামে পাঠিয়েছি যে তোমরা গ্রামে গেলে কাজ পাবে। তার পরেও আমি যদি দেখি যে মোহনপুরে লোক কাজ পাচ্ছে না, তারপরে আমি যদি দেখি যে ব্লকের মধ্যে কাজ বন্ধ হয়ে আছে, বিভিন্ন গাঁও প্রধানেরা সেই গাঁয়ের লোকদের ভয়ে বাড়ী থেকে পালিয়ে গেছে। কাজেই আমরা জানতে চাইব না? এবং সেখানে তিনি পরশু দিন বলেছিলেন যে স্পেসিফাই করুন এবং মাননীয় স্পীকার যখন আমাকে নির্দেশ দিলেন যে আপনি নূতন করে একটা কলিং এ্টেনশান নোটিশ দেন, আমি সেই মত সমস্ত ফরমালিটিজ অবজার্ভ করেছি, কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় না জানার কোন কারণ নাই, এটা তো তাদের দপ্তরের মধ্যে আছে কোথায় কোথায় টেষ্ট রিলিফের কাজ বন্ধ হয়ে আছে, তিনি তো রেডিওগ্রাম করেও খবর জানতে পারতেন আমিও তো পরশুদিন এই লিষ্ট দিয়েছি, আজকে তো নয়। ব্লকের মধ্যে কোথায় কোথায় কাজ বন্ধ হয়ে আছে, এই খবর নেওয়া তো কঠিন ব্যাপার কিছু নয়, আজকের বিজ্ঞানের যোগে রেডিওগ্রাম করলেও আমার মনে হয় ২৪ ঘণ্টায় সমস্ত খবরাখবর নেওয়া যায়।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নে আমি বলতে পারি যে উনি পরশুদিন এটা দিয়েছেন কিনা, আমার জানা নাই। তবে আমি যতটুকু খবর পেয়েছি, এটা কালকে এসেছে তাও বোধ হয় বিকালের দিকে। কাজেই এটার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না, অন্ততঃ আমাদের কাছে যে কাগজ এসেছে, সেটা কোন ডেটে রিসিভ করা হয়েছে আমি জানি না। আমি কালকেই এটা পেয়েছি এবং কালকেই দেখেছি। কিন্তু আমার প্রশ্নটা তা নয়, আমার প্রশ্নটা হচ্ছে সেদিন কলিং এ্টেনশানের উপর যে ষ্টেটমেন্ট পড়েছিলাম, সেই ষ্টেটমেন্টের মধ্যে আমি এই কথা বলেছিলাম যে স্পেসিফিক জায়গাগুলির কথা বল্লে বলতে পারব যে টেস্ট রিলিফের কাজ হচ্ছে কিনা। কিন্তু এই সব প্রশ্নে আমি শুধু এই কথাটাই বলতে চাই যে শুধু টেস্ট রিলিফের কাজ দিয়েই আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের কাজ করছি না। এই টেষ্ট রিলিফ ছাড়াও ডিপার্টমেন্টের আরও বহু কাজ রয়েছে, যেগুলি মানুষকে দেওয়া যায়। আমাদের ফরেষ্টের মধ্যেও কাজ চলছে, আমাদের পি, ডব্লিউ, ডির মধ্যে কাজ চলছে...

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—কিন্তু আমি যে সমস্ত জায়গার লিষ্ট দিয়েছি, সেখানে কোথায় ফরেষ্ট আছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, উনি এখানে যে ১১টা ১২টার ব্লকের দিয়েছেন, সেই ১১টা বা ১২টার মধ্যে আমাকে কি বলতে হবে যে সেখানে পি, ডবলিউ, ডি'র কোন কাজ হচ্ছে না? সেখানে কোন ফরেষ্টের কাজ হচ্ছে না? কাজ যে হচ্ছে না তা নয়, আর টেষ্ট রিলিফের কাজ যদি হয়, তাহলে টেষ্ট রিলিফের কাজ আমরা সেই সমস্ত জায়গাতে দেই, সেজন্য বলেছিলাম যে স্পেসিফিক বলতে হবে যে এই এই জায়গাতে টেষ্ট রিলিফের কাজ হচ্ছে না। কারণ আমাদের দেখতে হবে যে টেষ্ট রিলিফের বাকেয়া অন্য কাজগুলি চালিয়ে যাচ্ছে কিনা, ঐ একই জায়গায়, ঐ একই এরিয়াতে, সেখানে বিভিন্ন দপ্তরের কাজ চালু থাকতে

পারে। আর সেখানে যদি টেষ্ট রিলিফের কাজের দরকার হয় তাহলে আমরা সেখানে রিলিফের কাজ দেব। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই কথা বলতে পারি যে টেষ্ট কাজ হয়তো কোথাও কোথাও‥ ‥

(মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, মুখ্যমন্ত্রী যে একটা বিবৃতি দিচ্ছেন) অন্তত: মাননীয় সদস্য এর কাছ থেকে এইটুকু আশা করতে পারি, কোথাও কোথাও টেষ্ট রিলিফের কাজ বন্ধ হয়ে থাকতে পারে, এটা আমি অস্বীকার করছি না। সেই দিনও অস্বীকার করিনি। কিন্তু সেজন্য আমাদের দিক দিয়ে কোন চেষ্টার অভাব নেই। আমরা টাকা দিয়েছি, টাকা প্লেস করেছি, এখন সেই টাকা যথাযথ জায়গায় গিয়ে কাজ শুরু হবে। কাজেই দেখতে হবে টেষ্ট রিলিফের কাজ শুরু করবার আগে যে কোন্ কোন্ জায়গাতে কি কি কাজ হচ্ছে এবং সেটার একটা হিসাব করেই আমরা টেষ্ট রিলিফের কাজটাকে হাতে নেই, আর তার জন্যই হয়তো কিছু দিন বন্ধ থাকতে পারে, এটা আমি অস্বীকার করছি না, সেদিনও অস্বীকার করিনি, আজকেও করছি না। কিন্তু আমাকে যদি টেষ্ট রিলিফের কাজ দিয়ে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে. অন্য কোন কাজ দিয়ে করতে পারব না, তাহলে আমি তাঁর সংগে একমত হতে পারছি না। আজকে ফরেষ্টের কাজ হচ্ছে‥ ‥

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের ষ্টেটমেন্টকে গুরুত্ব দেই এই জন্য যে ত্রিপুরাতে আমরা একটা সিরিয়াস অবস্থার মধ্যে এসে পড়েছি। কাজেই এটা মনে করবার কোন কারণ নাই যে মুখ্য মন্ত্রী যখন একটা ষ্টেটমেন্ট দিচ্ছেন তখন আমরা সেটাকে গুরুত্ব দিচ্ছি না। কিন্তু এই কথাটা চিন্তা করবার দরকার, বিশেষ করে খোয়াই এবং সদরের কথা যেটা আমি বলেছি এবং অন্যান্য জায়গাতে কতগুলি এরিয়া আছে, যেখানে ফরেষ্টের কাজ খুব সামান্যই হয়, অথচ জুম করছে জুমিয়ারা। আমরা সাজেশান রেখেছিলাম যে তারা জুম টেষ্ট রিলিফে কাজ করতে পারে জুম বাছাই করা এবং লাগানো ইত্যাদি কাজ, যে হেতু তাদের খোরাক নেই, সেখানে টেষ্ট রিলিফের কাজ করতে পারে। এখানে আমরা আরও কিছু সাজেশান রাখছি যে মেয়েদের সুতা দিলে তারা কাজ করতে পারে তারা কিছুটা এমপ্লয়েড থাকতে পারে। তাদেরকে বাড়ীতে যদি আটক রাখা যায় সুতা দিয়ে বা অন্য কোন কাজ দিয়ে, তাহলে অনেকটা ভাল হয় তাছাড়া আমরা দেখেছি যারা খয়রাতির জন্য শহরে আসে, আমরা আশা করেছিলাম যেখানে বিকল্প কোন কাজ নেই, সেখানে অন্ততঃ টেষ্ট রিলিফের কাজ দিয়ে তাদেরকে এক জায়গাতে আটক রাখা হউক যাতে তারা ভ্রাম্যমান হয়ে বিভিন্ন জায়গায়, আমাদের অফিস আদালতে ঘুরা ঘুরি করতে বাধ্য না হয়। সেই দিক থেকে আমি ক্লারিফিকেশান চাইছি যে মাননীয় মন্ত্রী মশাই কি এ্যাসুরেন্স দিতে পারেন যে যারা বিকল্প কাজ পাচ্ছে না তারা টেষ্ট রিলিফের কাজ পাবে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি খুসী হয়েছি যে বিরোধী দলের নেতা শুধু টেষ্ট রিলিফের উপর জোর না দিয়ে অন্য দিকের কথা বলেছেন। আমাদের এখানে বিকল্প কোন ব্যবস্থা নেই। এটা এ্যাসুরেন্সের প্রশ্ন নয়, এটা হচ্ছে সরকারের পরিকল্পনার প্রশ্ন, সরকারের চিন্তাধারার প্রশ্ন। অর্থাৎ সরকার যখন অন্যভাবে কাজ দিতে পারছে না, তখন তাদেরকে গ্রেচুয়াস রিলিফ, দাদন প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করছে, আবার কোথাও

কোথাও কোথাও টেষ্ট রিলিফের কাজ দেওয়া হচ্ছে। তবে মাঝে মধ্যে হয়তো কোথাও কোথাও টেষ্ট রিলিফের কাজ বন্ধ থাকতে পারে, এটা আমি অস্বীকার করছি না। আমি বলেছি যে যদি সত্যি কোথাও টেষ্ট রিলিফের কাজের দরকার হয় এবং সেখানে যদি অন্য কোন কাজ করানো না যায়, তাহলে এটা গভর্ণমেন্টের পলিসি যে টেষ্ট রিলিফের কাজ দিয়ে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করা হয়।

শ্রীঅনিল সরকার :—টেষ্ট রিলিফের কাজের বিকল্প হিসাবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে বিভিন্ন ধরণের কাজ আছে প্রসঙ্গতঃ তিনি বলেছেন ফরেষ্টের কথা। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাই যে এই সময়ে টেষ্ট রিলিফের কাজ ছাড়া বিশেষ করে সদরের কোন্ কোন্ জায়গাতে কোন্ কোন্ ডিপার্টমেন্ট থেকে এই ধরণের বিকল্প কাজ চলছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা স্পেসিফিকেলী আমি জেনারেল ওয়েতে বলেছি যে পরিকল্পনা আছে। এখন আমি জানি যে দাদনের টাকাগুলি হচ্ছে কৃষি রিলিফের জন্য। টেষ্ট রিলিফের কাজ কোথায় বন্ধ হয়েছিল সেটা এখন চালু আছে। কোথায়ও হয়ত ১০ | ১৫ দিন স্পেশাল সাবকামস্টেন্সের জন্য বন্ধ থাকতে পারে কিন্তু সেখানে আমরা অন্যভাবে টাকা পাওয়ার বন্দোবস্ত করে থাকি। এটা গভর্ণমেন্ট পলিসি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, আমি স্পেসিফিক বলছি জিরানিয়া এবং মোহনপুর ওয়াস্ট সাফারার।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি জিরানিয়া সম্পর্কে বলতে পারি যে সেখানে পুকুরের কাজ করানো হচ্ছে টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—এখন নাই।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এখন না থাকতে পারে। কিছুদিন আগের আমার ইনফরমেশান আছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, স্পেসিফিকেলী খোয়াইয়ের কথা বলতে পারি। তবে সর্ব্বত্র কিছু কিছু কাজ হচ্ছে। তবে এইভাবে যদি থাকে তাহলে সেখানে গভর্ণমেন্টের কনসিডারেশনে আসবেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—হ্যাঁ, সেটা এখন নাই। খোয়াইয়ে এটা হচ্ছে।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান। সঠিক তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিতে পারছেন না। তেলিয়ামুড়া ব্লকের আগরে রাজেন্দ্র তুষিরাম পাড়া থেকে আরম্ভ করে উত্তর কল্যাণপুর পর্য্যন্ত কোথায়ও টেষ্ট রিলিফের কাজ নাই, রাজনগর পর্য্যন্ত নাই। এছাড়া বলেছিল যে সেখানে আটা দেওয়া হয়, গম দেওয়া হয়, কিন্তু এখানে আমরা আগেই বলেছি মোহনপুর দুই নম্বর রেশন শপে রেশন দেওয়া হচ্ছে না। মানুষ খাদ্য পাচ্ছে না, কাজ পাচ্ছে না। কাজেই মন্ত্রী মহাশয় এই অ্যাসুরেন্স দিলে আমরা খুশী হব।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হয়ত জানি না ইদানীং কালে যে জায়গাগুলি উনি মনে করেছেন তিনি সেখানে গিয়েছেন কিনা। আঠারমুড়া ব্লকে আমি জানি কিছু কিছু কাজ হয়েছে। তেলিয়ামুড়া ব্লকেও যা বলেছেন সেটা ঠিক নয়। কালকেও যারা ডেপুটেশান দিতে এসেছিলেন তাঁরাও বলেছেন কিছু কিছু কাজ তেলিয়ামুড়া ব্লকে হয়েছে।

খোয়াইয়ের কথা তারা বলেন নি। আমি সেদিনও বলেছিলাম যে স্পেসিফিকেলী যদি আমাকে বলা হয় তাহলে আমি খোঁজ করে দেখতে পারি। অলরেডি কাজ দেওয়া হয়েছে, কৃষি রিলিফ দেওয়া হয়েছে, টেষ্ট রিলিফ দেওয়া হয়েছে। তার পরেও যদি কোথাযও কোথায়ও প্রয়োজন পড়ে তবে দেওয়া হবে এটা গভর্ণমেন্ট পলিসি। অ্যাস্যুরেন্সের কোন পলিসি নাই।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—স্যার, এই যে ডিসকাশনটা হচ্ছে এটা কিসের উপর ডিসকাশন হচ্ছে ?

মিঃ স্পীকার:—এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কলিং অ্যাটেনশানের উপর রিপ্লাই দিয়েছেন, তার উপর ক্ল্যারিফিকেশান।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—১৭ তারিখে মাননীয় বিরোধী পক্ষের নেতা কলিং অ্যাটেনশান এনেছিলেন, তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে স্পেসিফিকেলী—

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার, একটা কলিং অ্যাটেনশান অ্যাডমিটেড হয়েছে, মিনিষ্টার ইন-চার্জ রিপ্লাই দিয়েছেন, তার উপর ক্ল্যারিফিকেশান।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—আমি বলছি স্পেসিফিক জায়গার নাম বললে পরে তিনি উত্তর দেবেন। আজকেও তিনি জায়গার নাম বলেন নি, শুধু ব্লকের নাম বলেছেন। কাজেই যে উদ্দেশ্যে এটা আনা হয়েছিল সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে কিনা সেটা আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাই। তিনি বলেছেন কিছু কিছু কাজ চলছে ব্লক এরিয়াতে। কাজেই স্পেসিফিক জায়গার নাম না দেওয়ার জন্য ঠিক হবে না উত্তরটা।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—স্যার, আমি একটা ক্ল্যারিফিকেশান জানতে চাই আপনার কাছ থেকে। যেটা আগের দিনের সংগে সংযুক্ত রয়েছে বলে মনে হচ্ছে এবং বলা হয়েছে যে আমি এটার উত্তর দিতে পারব না, তার পরেও এই কলিং অ্যাটেনশানটা হাউসে আসে কি করে স্যার। আগের দিন তিনি ষ্টেটমেন্ট করেছেন। আজকে যেটা শুনলাম ইট ইজ এ নিউ কলিং অ্যাটেনশান টুডে। আপনি বলেন যে আজকে উত্তর দিতে পারবেন কিনা। মুখ্য মন্ত্রী বলেছেন পারবেন না। তারপর এর উপর ডিসকাশন হয় কিনা যেহেতু টুডে ইজ দি লাষ্ট ডে এবং যেহেতু তিনি সময় পাচ্ছেন না, তারপর এর উপর ডিশকাশন হয় কি করে আগে জানি না বলে ?

মিঃ স্পীকার :—আজকে দুটো কলিং অ্যাটেনশান ছিল। একটা মাননীয় সদস্য নৃপেন চক্রবর্তীর। সেটা ১৭ তারিখে সম্ভবতঃ যে নোটিশ ছিল তার উত্তরে বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী যে স্পেসিফিকেলী জায়গা মেনশান থাকলে তিনি তার উত্তর দিবেন। আমি বলেছিলাম যে আপনি সেপারেট কলিং অ্যাটেনশান নোটিশ দিন। সেই অনুসারে তিনি সেপারেট কলিং অ্যাটেনশান নোটিশ দিয়েছিলেন এবং আমি অ্যাডমিট করেছি। আজকে যখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি তখন তিনি বলেছেন যে আমার কাছে ম্যাটেরিয়ালস্ নাই, তিনি উত্তর দিতে পারবেন না। তখন বিরোধী দলের নেতা বলেছিলেন যে উনারটা কি দেওয়া হবে না ? তখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উত্তর দিচ্ছিলেন। দিস্ ইজ দি পজিশান।...

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার মনে হচ্ছে যে আমি যে কথাটি বলতে চাইছিলাম সেটি বোধ হয় একটু...

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য কালীপদ ব্যানার্জী একটি পয়েন্ট অব অর্ডার রেইজ করেছেন (গণ্ডগোল)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—লাষ্ট ডেটে কেন কলিং এটেনশান নোটিশ গ্রহণ করা হয় কিনা ?··

মিঃ স্পীকার :—ইয়েস, আইনে বাধা নাই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ইচ্ছা করলে তৎক্ষণাৎ তিনি ষ্টেটমেন্ট দিতে পারেন অথবা হাউস এডজোর্ণ হলে সেটি ফলস্ থ্রু হয়ে যাবে...

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—একই কথা হল সাধারণতঃ আমরা দেখেছি (গণ্ডগোল) আইনে আছে এটা সত্যি—উনি বলবেন আমার কাছে মেটেরিয়েলস্ নাই এবং তার জন্য তিনি একটা ডেটও দিতে পারছেন না—এটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে...

মিঃ স্পীকার :—সেটি অবশ্য (গণ্ডগোল)

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার বোধ হয় আমার যতটুকু মনে হচ্ছে আজকেই আমি বলেছিলাম এই কথা—আগের দিন কলিং এটেনশান নোটিশ এসেছিল তখন এই কথাই বলা হয়েছিল যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের ব্যাপার নিয়ে উনি বলছেন। সেই ষ্টেটমেন্টে বলা হয়েছিল সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বন্ধ আছে এই কথাটা সত্য নয়। যদি কোথাও টেষ্ট রিলিফের কাজ বন্ধ হয়ে থাকে এবং তিনি যদি স্পেসিফিক জায়গার নাম দিয়ে বলতে পারেন—আমারা যতটুকু স্মরণ করতে পারছি তখন কথা ছিল উনি আমাকে স্পেসিফিক কতগুলি জায়গার নাম বলবেন এবং আমি বলেছিলাম তিনি পার্সনেলা নামগুলি দিয়ে দেবেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি বলছেন সেপারেট কলিং এটেনশান নোটিশ দেওয়ার জন্য। এখন সেপারেট কলিং এটেনশনে নোটিশ হিসাবে যদি আজকে এসে থাকে তাহলে আমার জবাব তো ছিলই আমার কাছে মেটেরিয়েলস্ নাই। কিন্তু যেহেতু এই প্রশ্ন উঠেছে এই প্রসংগ উঠেছে আমি জবাব দেব এই রকম আণ্ডারষ্টেণ্ডিং জাগার জন্য আজকে এই কথাগুলি বলা হয়েছে। কাজেই কলিং এটেনশানের উপর আমার বলার কিছুই ছিল না।

শ্রীসুধন্য দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার খুব একটা জরুরী কলিং এটেন-শান নোটিশ ছিল (গণ্ডগোল)

শ্রীঅনিল সরকার :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন দাদন খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। ফেমিন—বর্তমান ক্রাইসিস ক্লাইমেক্সে এসে গিয়েছে। কাজেই আমি মনে করি নাইন্টি পার্সেণ্ট ফেমিলিকে দাদন, খয়রাতি সাহায্য দেওয়া দরকার। সেই নাইন্টি পার্সেণ্ট ফেমিলির মধ্যে কত পার্সেণ্ট ফেমিলির মধ্যে আজ পর্য্যন্ত কত পার্সেণ্ট ফেমিলিকে দাদন খয়রাতি দিয়ে কাভার করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—সেটি হয় না মাননীয় সদস্য সেটি হয় না ..

শ্রীসমর চৌধুরী :—পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন তিনি স্পেসিফিক চাইছেন কোথায় কোথায় বন্ধ আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি স্পেসিফিক দিচ্ছি...

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য উত্তর দিয়েছেন তো উনি…

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, আমি কয়টি স্পেসিফিক দিচ্ছি উনি স্পেসিফিক চেয়েছেন…

মিঃ স্পীকার :—আজকে আর আলোচনা হবে না। এখন আর আলোচনা হতে পারে না—না…

শ্রীসুধন্ব দেববর্ম্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার একটা জরুরী কলিং এটেনশান নোটিশ ছিল…

মিঃ স্পীকার :—কবে দিয়েছিলেন…

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা :—আজকে দিয়েছি…

মিঃ স্পীকার :—আজকে দিয়েছেন সেটি রিজেক্টেড হয়ে গিয়েছে…

শ্রীসুধন্বা দেববর্মা :—এত জরুরী, এমন একটা জরুরী…

মিঃ স্পীকার :—আজকে আমি দুটো এডমিট করেছি (গণ্ডগোল) একর্ডিং টু রুল এটা ডিসএলাউড হয়েছে (গণ্ডগোল)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জি :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, আগনে যাছে দুটো কলিং এটেনশান নোটিশ হতে পারে। কিন্তু অলরেডি দুটো হয়ে গিয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—আর একটা কথা উনি বলেছেন (গণ্ডগোল)

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—উনি যেটি চাইছেন সেটি উনি করতে পারেন না স্যার (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—না কি কান্ট রিড। আপনার কলিং এটেনশান নোটিশ আমি ডিস-এলাউড করেছি, সেই কলিং এটেনশান নোটিশ-এর উপর আপনি কোন আলোচনা করতে পারেন না

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার; আমি একটা এডজোর্ণমেন্ট মোশান নোটিশ দিয়েছিলাম গতকাল…

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার আপনার বিষয়টির উত্তর দেওয়া হয়েছে (গণ্ডগোল)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, বিষয়টি আমি বলতে চাইছি এই জন্য যে গতকাল…

Mr Speaker :—Hon'ble Member, I cannot allow you to speak on the Adjourned Motion which has been rejected by me…

Shri Nripendra Chakraborty :—Sir, বিষয়টি বলতে দিতে হবে…

Mr. Speaker :—No… …

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য (গণ্ডগোল)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— * * *

Mr. Speaker :—Hon'ble Member you cannot speak on the Adjourned Motion which has been disallowed by me (interruption)

Shri Nripendra Chakraborty :— * * *

* * * Expunged as ordered by the Chair.

Mr. Speaker :—Hon'ble Member you cannot speak any thing on the Adjournment Motion which has been disallowed by me (interruption)

Shri Nripendra Chakraborty— * * *

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি এডজোর্ণ মোশান সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন না। আপনি অনুগ্রহ করে বসুন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তি :— * * *

Mr. Speaker :– The statement made by the Hon'ble Member is expunged from the proceedings of the House (interruption)

Shri Nripendra Chakraborty ;— * * *

Mr. Speaker :—You may please take your seat interruption)

* * * Expunged as order by the Chair.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তি : - * * *

মিঃ স্পীকার :—আপনি অনুগ্রহ করে আসন গ্রহণ করুন (গণ্ডগোল)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তি :— * * *

* * * Expunged as order by the Chair.

মিঃ স্পীকার :—আপনারা অনুগ্রহ করে আসন গ্রহণ করুণ মাননীয় সদস্য।

(গণ্ডগোল)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তি :— * * *

* * * *

* * * (Expunged as order by the Chair)

* * * *

শ্রীবঙ্কুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার ... ... (গণ্ডগোল)

* * * *

* * * *

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য পয়েন্ট অব অর্ডার রেইজ করেছেন।

... (গণ্ডগোল) ...

* * * *

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—১০ মিনিটের জন্য হাউস এডজোর্ণ করুন স্যার।

* * * *

* * * *

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনারা নিশ্চয়ই ক্লান্ত হয়েছেন, আপনারা অনুগ্রহ করে বসুন।

***Expunged as ordered by the Chair.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় বিরোধী দলের নেতার কাছে আমার অনুরোধ, আপনি অনুগ্রহ করে বসুন।

* * * (Expunged as ordered by the Chair)

Shri Nripendra Chakraborty :—আপনারা যদি বিরোধী দল না চান বলুন আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি......... (গণ্ডগোল)......

(Opposition bench staged walk out at this stage except C. P. I. Members)

Mr. Speaker :—The House stands adjourned for 10 minutes.

(adjourned at 1·55 P. M.)

Mr. Speaker :— In excercise of the powers conferred by rule 11 (1) of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly, I do nominate the following members to form the panel of Chairman for the year 1973-74.

1. Sri Tarit Mohan Dasgupta.
2. ,, Krishnadas Bhattacharjee.
3. ,, Prafulla Kumar Das.
4. , Nripendra Chakraborty.

Mr. Speaker :— I have received a Notice of question of Breach of Privilege from Sri Abdul Wazid against the Editor of the Daily Rudrabina for his editorial in its issue dated the 7th April, 1973 under caption--'সংবাদপত্রের উপর আবার গুণ্ডামী সুরু হয়েছে।'

Mr. Speaker :- - Hon'ble Members, under rule 191 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I refer the question of Breach of Privilege to the Committee on Privileges for examination and report.

Mr. Speaker :— Next item in the list of Business is discussion on matters of urgent Public Importance for Short duration on— 'স্থানীয় সিনেমা হলগুলিতে অব্যবস্থা'

The notice has been given by Sri Tapas Dey. Now, I would call on Sri Tapas Dey to start discussion.

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমার ডিসকাশন হলো স্থানীয় সিনেমা হলগুলিতে অব্যবস্থা সম্পর্কে। আজকে আগরতলা রাজধানীতে আমোদ প্রমোদের কোন বিশেষ ব্যবস্থা না থাকায় একমাত্র সিনেমা হলগুলিই যখন একমাত্র পন্থা বা বাহক এইগুলিতে যে অব্যবস্থা চলছে তার উপর আলোকপাত করতে চাই। আপনার মাধ্যমে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একদিকে আমাদের রিক্রিয়েশনের অভাব অন্যদিকে সিনেমা হলগুলির অব্যবস্থা এবং আর এক দিকে টেক্স

বৃদ্ধি। আবার মালিকের জুলুম সব কিছু মিলিয়ে আজকে যে তুমুল কাণ্ড চলছে এইটাও আমার বক্তব্যের প্রথম অংশে পড়ছে। আমি সিনেমা হলগুলিতে যে কি ব্যবস্থা চলছে এর উপর বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে সিনেমা হলগুলি সম্বন্ধে বলতে গেলে এইটা বলতে হয় যেটা প্রথম হচ্ছে আসন বা বসার অব্যবস্থা। ইন সিকিউর যেমন দর্শক তেমনি কর্মচারী, তেমনি মালিকরা তাদের মুনাফা লুটছে। আজকে সিনেমা হলগুলিতে একটা ফায়ার ব্রিগেড নেই, ফায়ার সার্ভিস নেই যদি একটা ঘটনা ঘটে তাহলে সিনেমা হলের যারা দর্শক তাদের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা নেই। আজকে এই গরমের দিনে যখন ম্যাটিনী শো চলে বা অন্যান্য সিনেমা শো যখন চলে তখন যে পানীয় জলের একটা ব্যবস্থা থাকা দরকার সেইটা পর্যন্তও নেই। এখানে মিউনিসিপ্যালিটি আছে, সেনিটারী রয়েছে, ইউনিবেল রয়েছে অথচ সিনেমা হলের মধ্যে গেলে দেখা যায় যে একটা নরককুণ্ড। প্রস্রাবাগারে ঢোকা যায় না, হলে ঢোকা যায় না, এক দিকে মশা আর একদিকে ছারপোকা, একদিকে দুর্গন্ধ আর একদিকে এই অব্যবস্থা। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, রাজধানীতে ৪টা সিনেমা হল রয়েছে। একটা নতুন হয়েছে। একটা পুরান হলনি বললে এখনও নোংড়া হয় নি। আর যে তিনটা রয়েছে নাম বলছি সুরঘর, রূপছায়া, এবং চিত্রকথা। এদের নিম্ন মান থেকে যদি লিষ্ট করতে হয় তাহলে বলতে হবে চিত্রকথা, রূপছায়া, এবং সুরঘর। চিত্রকথার মালিককে আজকে বহুদিন যাবৎ পত্রপত্রিকায় বা ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করেও উন্নয়ন করা যায় নি। যেমন জানি এইটার পরিচালনার কথা, যেমন জানি এইটার সেনিটারিবিষেশনের কথা, যেমন জানি এইটার ডেকুরেশনের কথা কোনটাতেই উনি কর্ণপাত করেন না। তিনি শুধু মুনাফা লুটছেন। এইদিকে টেক্স বাড়ছে টেক্সের মুনাফার অংশ সরকার পাচ্ছেন। আমি একটা ঘটনার কথা বলছি কিছুদিন আগে চিত্রকথা সিনেমা হলে আনসার্টেফিট কক হলেকট্রফিকেশনের জন্য কারেন্ট লিক করছিল এবং লিক করার পর যে ঘটনার উদ্ভব হয়েছিল যদি সিনেমা শো আরম্ভ হতো তখন অনেকেই হয়তো সেখান থেকে ফিরে যেতে পারতেন না। ভাগ্যিস সিনেমা আরম্ভ হয় নি। রেলকনির যে টিকেট ছিল বাধ্য হয়ে সেইগুলি ফেরত দেওয়া হয়েছে। আজকে এই হলে এই রকম ঘটনা ঘটছে। তাছাড়া আসনের যে সিষ্টেম তাতে বসা যায় না। আর এক দিকে মশা আর এক দিকে ছারপোকা। সিনেমা হলগুলতে যে ল এণ্ড অর্ডার মানা উচিত আজকে দেখা যায় বিশেষ করে সেকেণ্ড শোতে মদতি এবং মস্তানের হৈ চৈ-এ কোন সিনেমা দেখা যায় না কোন ভদ্রলোক পরিবেশে। এবং বাহিরে একটা সাইকেল গেরেজ পর্য্যন্ত নেই। যেখান থেকে দেখা যায় রাজধানীর সাইকেল চুরির শতকরা ৭৫ ভাগই ঘটে সিনেমা হলের সামনে। বার বার বলেও আজ পর্য্যন্ত একটা গেরেজ হয় নি। আর সবচেয়ে দুর্ভাগ্য এবং দুঃখজনক হলো সেইটা হচ্ছে সিনেমা চলার শেষে যখন জাতীয় সংগীত বাজানো হয় তখন দেখা যায় জাতীয় সংগীত বাজানোর আগেই মালিকরা তাদের দরজা খুলে দেন যার ফলে মানুষ বেড়িয়ে যায়। জাতীয় পতাকার প্রতি অবমাননা করা হয়। সিনেমা হলের মধ্যে লেখা থাকে নো স্মোকিং

অথচ সেখানে ধুম পানের ধুয়ার জন্য সেখানে বসা যায় না। অথচ দেখা যাচ্ছে এখানে যে সিনেমা হলগুলি আছে এরা বছরের পর বছর কিভাবে সরকারকের ফাঁকি দিচ্ছে। অথচ যে কোন ভাবে এরা তাদের পারমিশনটা ঠিক বুঝে রাখছে। সবচেয়ে দুঃখের কথা এখানে, তিনটা সিনেমা হল রয়েছে এরা আজ পর্যান্ত লাইসেন্স পায় নি। অথচ এরা এখানে সিনেমা চালিয়ে যাচ্ছে। আমি জানি না কেন সরকার এই ব্যাপারে উদাসীন রয়েছেন। অথবা এইটা শুধু ফাইলের মাধ্যমে দেখছেন না কি আমি জানি না। সিনেমা সম্পর্কে যে সমস্ত নিয়মকানুন মানা দরকার, আমি যেগুলি এখানে বলেছি সেইটা অত্যাবশ্যকীয়। অথচ এইগুলির মধ্যে একটাও মানা হয় নি। অথচ দেখা যায় সিনেমা হলের মালিকরা দিব্যি আরামে রাজধানীর বুকে সিনেমা হল চালিয়ে যাচ্ছে। তবে দেখা যায় মধ্যে মধ্যে যদি কোন অফিসার বা মন্ত্রী মশায়রা সিনেমা দেখতে যান তখন দেখা যায় যে অগুরের গন্ধ, তখন দেখা যায় জামায় নেপথালিনের গন্ধ পাওয়া যায়। আর আমরা সাধারণ মানুষেরা যখন সিনেমা দেখতে যাই তখন আমরা এগুলি পাই না, তার পরিবর্তে পাই দুর্গন্ধ, মশা, ছারপোকা আর মস্তানের অত্যাচার এবং মালিকের শোষণ। এছাড়া মালিকেরা নতুন নতুন ট্যাকনিকে কর্মচারীদের দিয়ে ব্ল্যাক করিয়ে কিছু মুনাফা করিয়ে নেন। আজকে যদি ঐসব কর্মচারীদের কথা বলতে হয়, তাহলে দেখা যায় যে কর্মচারীরা সারাদিন খেটে যে মাইনা পাওয়ার কথা, তা তারা পাচ্ছে না, অথচ আমাদের লেবার ডিপার্টমেন্ট যেটা আছে, সে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে। এখানে যে লেবার ডিপার্টমেন্ট রয়েছে, সেই লেবার ডিপার্টমেন্ট লেবারদের স্বার্থ দেখছে কি না, সেটা আমার কিছু জানা নেই। তবে যদি তারা সেটা দেখতেন তাহলে কর্ম-চারীদের আজকে এই দুরাবস্থা ঘটত না। আজকে দেখা যায় যে সিনেমা হলের টিকিট ব্ল্যাকের একটা ঘটনা ১৯৬৪ সালে ঘটেছিল অথচ তারপরেও এই সিনেমা টিকিট ব্ল্যাক করা বন্ধ হয় না। সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে কিছু সাদা পুলিশ এনে ডেপুটেশান করা হয়, যারা নাকি ব্ল্যাকারদের এজেন্ট হিসাবে কাজ করে, তারা ল এণ্ড অর্ডার মানার ব্যবস্থা করাতো দূরের কথা, তারা নিজেরাই ল এণ্ড অর্ডার ব্রেক করার জন্য এনকারেজ করে। কাজেই এইসব অব্যবস্থার জন্য একটা পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবী আমি এখানে রাখছি। আমরা আরও দেখছি যে সিনেমা হলগুলিতে যে সীট থাকার কথা সিনেমা এ্যাক্ট অনুযায়ী, সেই রকম কিছু থাকে না। এখানে দেখছি রূপছায়া হলে আসনের সংখ্যা হচ্ছে—১০২, সূর্য্যঘরে আসনের সংখ্যা হচ্ছে—৬৬০ আর চিত্রকথাতে হচ্ছে ৬৫৭। এই আসনগুলি যদি ঠিক মত করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে প্রত্যেকটা সিনেমা হলে ১০০ থেকে ১২০টা আসন কমে

যাবে। কারণ সীটের যে মেজারমেন্ট আছে, সেই মেজারমেন্ট অনুযায়ী একটা আসন থেকে অন্য একটা আসনের যে ফাক থাকার কথা এক একটা রো-তে তা এখানে কোন দিনই মেন্টেইন করা হয় না।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যদিও আমার অনেক কিছু বলার ছিল কারণ এই সিনেমাটা হচ্ছে আমাদের সাধারণ মানুষের আমোদ প্রমোদের একমাত্র বাহক এই রাজধানী আগরতলার বুকে, তথাপি যতদূর সম্ভব আমার বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য অনুরোধ আসছে। কাজেই আমি এর একটা পুর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবী করি এবং অবিলম্বে এই সমস্ত অব্যবস্থার দূরীকরণের দাবী জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সিনেমা হলের অব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য যে সব কথা বলেছেন, সেই সম্পর্কে আমি এটা বলতে পারি যে যেটা সিনেমা এ্যাক্টে আছে, সেই এ্যাক্ট অনুযায়ী যা যা করার দরকার, সেগুলি করাটা বাড়িং মনে করেই তাদেরকে বোধ করি পার্মিশান দেওয়া হয়ে থাকে এবং এটা সাধারণতঃ ইনকোয়ারী করা হয় এবং দেখা হয়, তার জন্য অফিসারেরা রয়েছেন এবং তারা আমাদের রেসপনসিবল অফিসার, তারা গিয়ে এই সব দেখে আসেন এবং সময়ে সময়ে অফিসারদের রিপোর্ট আমাদের কাছে এসেও থাকে যে সিনেমা মালিকদের সিনামা হল চালাতে হলে যে সমস্ত বাস্তুতা থাকার দরকার, সেটা ঠিকভাবে থাকছে না এবং তারজন্য যে সতর্কতা বা ওয়ার্নিং দেওয়ার দরকার, সেটাও করা হয়ে থাকে। মাননীয় সদস্য আলোচনা করতে গিয়ে সিনেমা হলগুলি সম্পর্কে যে সব কথা বলেছেন, সেই কথার সংগে যদিও আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে সিনেমায় যাই না, তবু ফাইলের মধ্যে যে নোট থাকে সেই নোট থেকে বুঝতে পারি যে মাননীয় সদস্য যে সব কথা বলেছেন, সেগুলির অধিকাংশই সত্য। এখানে তিনি চিত্রকথা হল সম্পর্কে যেটা বলেছেন, চিত্রকথা হল যাতে নূতনভাবে তৈরী হয়, সেজন্য মালিক পক্ষ থেকে প্ল্যান সাবমিট করা হয়েছে এবং আশা করা যায় যে তারা নূতন ভাবে ব্যবস্থা নেবেন, যদি এটা স্যাংশান হয়ে যায়। তারপরে চিত্রকথা এবং রূপছায়া সম্পর্কে যে সব অব্যবস্থা রয়েছে এবং এখনও আছে, আমরা সরকার তরফ থেকে সেইসব রিপোর্ট পেয়েছি যার ফলে তাদেরকে ওয়ার্নিং দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে উইদিন টেন ডেইজের মধ্যে তারা যদি এগুলি শেষ না করতে পারেন, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ড্রাষ্টিক একশান নেওয়া হবে বলে বলা হয়েছে। কাজেই মাননীয় সদস্য যে সব অভিযোগ করেছেন সেটা ফাইলের মধ্যেও থাকে এবং আমরা সেই ফাইলের মধ্যে সত্য খবরটা পেয়ে থাকি। তবু মাননীয় সদস্য এই ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বলে তাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য সিনেমা হলের যে সমস্ত অব্যবস্থার কথা বলেছেন, তার কিছু কিছু রিপোর্ট আমাদের কাছেও আছে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তাদেরকে ইতিমধ্যে ওয়ার্নিং দেওয়া হয়েছে। কাজেই আশা করা যায় এবার থেকে মাননীয় সদস্যদের যারা যাবেন, শুধু মন্ত্রীদের বেলায় নয়, তারাও আতরের গন্ধ পাবেন।

Mr. Speaker :— The House stands adjourned till 3 P M. of to-day.

Mr. Speaker :— Since there has been no withdrawal of the nomination for election to the Committee on Public Accounts and Estimates and as the number of candidates is equal to the number of vacancies, I declare the following members elected :—

1. COMMITTEE ON ESTIMATES.

1.	Shri	Sunil Chandra Dutta,	Chairman.
2.	,,	Jitendra Lal Das,	Member.
3.	,,	Kalipada Banerjee,	-do-
4.	,,	Samar Choudhury,	-do-
5.	,,	Bajuban Riyan,	-do-
6	,,	Jatindra Kumar Majumder,	-do-
7.	,,	Abdul Wazid,	-do-
8.	,,	Benoy Bhusan Banerjee,	-do-
9.	,,	Hangshadhwaj Dewan,	-do-

2. COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS.

1.	Shri	Tarit Mohan Das Gupta,	Chairman
2.	,,	Ajit Ranjan Ghosh,	Member
3.	,,	Benode Behari Das,	-do-
4.	,,	Jaduprasanna Bhattacharjee,	-do-
5.	,,	Krishnadas Bhattacharjee,	-do-
6	,,	Radhika Ranjan Gupta,	-do-
7.	,,	Anil Sarkar,	-do-
8.	,,	Nripendra Chakraborty,	-do-
9.	,,	Abhiram Deb Barma,	-do-

Mr Speaker :- I announce the nomination to the following Committees :—

A. BUSINESS ADVISORY COMMITTEE.

1.	Sri	M. L. Bhowmik, Speaker,	Chairman, Ex-Officio
2.	Shri	U. R. Sen,	Member, Ex-Officio
3.	,,	Prafulla Kumar Das,	Member
4.	,,	Gopinath Tripura,	-do-
5.	,,	Benode Behari Das,	-do-
6.	,,	Raimoni Riyan Choudhury,	-do-
7.	,,	Anil Sarkar,	-do-
8.	,,	Radharaman Deb Nath,	-do-
9.	,,	Niranjan Deb,	-do-

B. COMMITTEE ON PETITIONS.	1. Shri Samir Ranjan Burman. Chairman. 2. „ Bichitra Mohan Saha, Member. 3. „ Tapas Dey, -do- 4. „ Raimani Riyan Choudhury, -do- 5. „ Achaichi Mog, -do- 6. „ Subal Chandra Biswas, -do- 7. „ Purnamohan Tripura, -do- 8. „ Niranjan Deb, -do- 9. „ Gunapada Jamatia, -do-
C. COMMITTEE ON PRIVILEGES.	1. Shri Ashoke Kr. Bhattacharjee, Chairman 2. „ Chandra Sekhar Dutta, Member. 3. „ Radharaman Nath, -do- 4. „ Mongchabai Mog, -do- 5. „ Bichitra Mohan Saha, -do- 6. „ Gopinath Tripura, -do- 7. „ Ajoy Biswas, -do- 8. „ Amarendra Sarma, -do- 9. „ Sudhanwa Deb Barma, -do-
D. RULES COMMITTEE.	1. Shri M. L. Bhowmik, Speaker, Chairman, Ex-Officio. 2. „ U. R. Sen, Dy. Speaker, Member, Ex-Officio. 3. „ Radharaman Nath, Member. 4. „ Mongchabai Mog, -do- 5. „ Samir Ranjan Barman, -do- 6. „ Sunil Ch. Dutta, -do- 7. „ Bajuban Riyan, -do- 8. „ Pakhi Tripura, -do- 9. „ Manindra Ch. Deb Barma, -do-
E. COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBER FROM THE SITTING OF THE HOUSE.	1. Shri Krishnadas Bhattacharjee, Chairman. 2. „ Naresh Ch. Roy, Member. 3. „ Subal Ch. Biswas, -do- 4. „ Mongchabai Mog, -do- 5. „ Anantahari Jamatia, -do- 6. „ Chandra Sekhar Dutta, -do- 7. „ Gunapada Jamatia, -do- 8. „ Bhadramani Deb Barma, -do- 9. „ Kalidas Deb Barma, -do-

Committee	No.	Name	Designation
F. COMMITTEE ON DELEGATED LEGISLATION.	1.	Shri Ashoke Kr. Bhattacharjee,	Chairman.
	2.	,, Nishikanta Sarkar,	Member.
	3.	,, Susil Ranjan Saha,	-do-
	4.	,, Achaichi Mog,	-do-
	5.	,, Madhusudan Das,	-do-
	6.	,, Abhiram Deb Barma,	-do-
	7.	,, Sudhanwa Deb Barma,	-do-
	8.	Smt. Lakshmi Nag,	-do-
	9.	Shri Bidya Ch. Deb Barma,	-do-
G. LIBRARY COMMITTEE	1.	Shri Naresh Ch. Roy,	Chairman.
	2.	,, Nishikanta Sarkar,	Member.
	3	,, Tapas Dey,	-do-
	4.	,, Raimani Riyan Choudhury,	-do-
	5.	Smt. Lakshmi Nag,	-do-
	6.	Shri Moulana Abdul Latif,	-do-
	7.	,, Amarendra Sarma,	-do-
	8.	,, Purnamohan Tripura,	-do-
	9.	,, Bhadramani Deb Barma,	-do-
H. COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES.	1.	Shri Prafulla Kr. Das,	Chairman,
	2.	,, Achaichi Mog,	Member.
	3.	,, Anantahari Jamatia,	-do-
	4.	,, Susil Ranjan Saha,	-do-
	5.	,, Madhusudan Das,	-do-
	6.	,, Naresh Ch. Roy,	-do-
	7.	,, Bulu Kuki,	-do-
	8.	,, Pakhi Tripura,	-do-
	9.	,, Bidya Ch. Deb Barma,	-do-
I. HOUSE COMMITTEE.	1.	Shri Kalipada Banerjee,	Chairman.
	2.	,, Madhusudan Das.	Member.
	3.	,, Susil Ranjan Saha,	-do-
	4.	,, Tapas Dey,	-do-
	5.	,, Nishikanta Sarkar,	-do-
	6.	,, Moulana Abdul Latif,	-do-
	7.	,, Ajoy Biswas,	-do-
	8.	,, Bulu Kuli,	do
	9.	,, Kalidas Deb Barma,	-do-

Mr Speaker .— Next item in the List of Business is the Private Members' Resolutions First I would call on Shri Nishi Kanta Sarkar to move that this Assembly is of opinion that--"গ্রাম ত্রিপুরার বিকলাঙ্গ ও অন্ধদের অর্থ নৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা আনার জন্য এবং উহাদের সবল করে তোলার জন্য উত্তর দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলান্তরে বিকলাঙ্গ ও অন্ধদের জন্য নতুন দুইটি কেন্দ্র খোলা হউক।"

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আজকে হাউসের সামনে প্রস্তাব এনেছি "গ্রাম ত্রিপুরার বিকলাংগ ও অন্ধদের অর্থ নৈতিক স্বয়ম্ভরতা আনার জন্য এবং উহাদের সবল করে গড়ে তোলার জন্য উত্তর ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলান্তরে বিকলাংগ ও অন্ধদের জন্য নতুন দুইটি কেন্দ্র খোলা হউক। প্রস্তাবটি হাউসে আমি এই জন্য এনেছি আজকে সারা ভারতের দিকে দেখলে দেখা যাবে প্রত্যেকটি জায়গায় অনাথ অন্ধ, বিকলাংগ যারা সমাজ থেকে তাদের আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে তাদের সম্পর্কে আমি বলতে চাচ্ছি। বলতে চাই এই জন্য আমাদের পূর্ণ রাজ্য হয়েছে—যারা অনাথ, অন্ধ, বিকলাংগ, কুষ্ঠ রোগী তারাও ভারতবর্ষের নাগরিক। যারা ত্রিপুরায় আছে তারা ত্রিপুরার নাগরিক। অথচ এই অনাথদের জন্য আজ পর্যন্ত এই ত্রিপুরা সরকার কোন ব্যবস্থা করেন নাই। এখানে কিছু করা হয় নাই বললে হয়ত তারা বলবেন তাদের জন্য আগরতলায় অথবা বিভিন্ন রাজ্যে যে কোটা আছে সেই সব জায়গায় তারা যেতে পারে। আমি তাই বলব আমার সাবডিভিশানে এই রকম গ্রামে সহরে বহু শিশু জন্মান্ধ, বিকলাংগ যারা এবং কুষ্ঠ রোগীর কাছে তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত এই ত্রিপুরা সরকার করেন নাই। আমি এই কারণেই বলছি যে আজকে বিভিন্ন রাজ্যের দিকে তাকালে দেখা যাবে প্রত্যেকটি রাজ্যে তাদের ব্যবস্থা আছে। যেমন আসাম, পশ্চিমবংগে দেখলে দেখা যাবে তাদের জন্য বিভিন্ন ক্যাম্পের আছে বিভিন্ন আশ্রম আছে হাসপাতাল আছে। কিন্তু ত্রিপুরাতে তা নাই সেজন্য আমি প্রস্তাব এনেছি তাদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হউক। সদরে একটি বোধ হয় একটি ব্যবস্থা আছে কিন্তু তাও খুব দুর্বল অবস্থায় আছে। এই কারণেই আমি বলছি যে ত্রিপুরায় এদের জন্য এই অনাথদের জন্য অন্ধদের জন্য দক্ষিণ ত্রিপুরায় এবং উত্তর ত্রিপুরায় দুইটি ইউনিট খোলা হউক এবং সদরে যেটি আছে সেটিকে আরও বৃদ্ধি করা হউক। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে আমরা দেখছি বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন মফস্বল সহরে গেলে দেখা যায়—তারাও ভারতের নাগরিক অথচ তারা রাস্তায় ঘাটে গাছের তলায় মানুষের দরজায় দরজায় ঘুরাঘুরি করছে এক মুঠো অন্নের জন্য; তাই আমি এই কথা এই জন্য রাখছি আমরা যখন গ্রামে যাই তখন তারা হাহাকার করে উঠে তারা বলে উঠে আমার এই জন্মান্ধ শিশুটি আমার এই বিকলাংগ শিশুটি তাকে নিয়ে আমরা কি করব তাদের জন্য কিছু একটা ব্যবস্থা করুন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ত্রিপুরার বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন স্কীম নেওয়া হয়েছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এই সব অনাথদের জন্য ত্রিপুরা সরকার বাজেটে বলুন আর স্কীমেই বলুন আজ পর্য্যন্ত কিছু করা হয় নাই। অবশ্য হাসপাতাল হয়েছে পানীয় জলের ব্যবস্থা হয়েছে ইত্যাদি অনেক কিছু হয়েছে কিন্তু তাদের জন্য কিছু হচ্ছে না। তাছাড়া ওরা সমাজের মধ্যে আসে গ্রামের

মধ্যে আসে পেটের দায়ে তাদের শরীরে যে সব ছোঁয়াচে রোগ আছে ফলে তাদের সেই সব সংক্রামক রোগ সমাজের সুস্থ লোককেও আক্রমণ করছে। বিশেষ করে পাহাড় অঞ্চলে গেলে দেখা যায় কুষ্ঠ রোগ বছরের পর বছর বেড়েই যাচ্ছে। আমরা দেখছি অনেকে বনে জংগলে ঘুরে দেখছি অথচ তাদের কোন ব্যবস্থা নাই। তারা সহরে আসতে পারে না তাদের জন্য ডাক্তার নাই তাদের জন্য সরকারের কোন ব্যবস্থা নাই। তাদের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াতে হয় পেটের দায়ে তাই রোগ বিস্তার হয়ে যাচ্ছে গ্রামে গ্রামে অঞ্চলে অঞ্চলে। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই বাজেটে দেখলাম আশা করে-ছিলাম পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্য জন্ম লাভ করেছে। কোটি কোটি টাকা বৃদ্ধি হয়েছে অথচ সমাজের এই সব অবহেলিত মানুষের জন্য কিছু ব্যবস্থা করা হয় নাই। তাই আমার বিশেষ কিছু বলার নাই। এই হাউসের মাননীয় সদস্য যারা আছেন মন্ত্রীরা আছেন তাঁরা নিশ্চয়ই রাস্তাঘাটে এই সব অবহেলিত মানুষদের দেখতে পান। সেজন্য আমি এইটুকু অনুরোধ করব যদিও বড় করে কিছু করার আমার সরকারের ক্ষমতা না-ও হয় তাহলে প্রত্যেক ডিষ্ট্রিক্টে একটি করে—আমাদের তিনটি ডিষ্ট্রিক্ট আছে সেই তিনটি ডিষ্ট্রিক্টে একটি করে ইউনিট করে তাদের খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা যেন করা হয়। আমি দুইটি রোগীর সম্পর্কে আমি জানি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারে এসেছিলাম তখন বলা হয়েছে কোথায় কোন দেশে একটি হাসপাতাল আছে তার কি নাম আমার মনে নাই। সেখানে সিট পাব কি না পিটিশান করলে এই যে একটা ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থাটা কি, তাকে ৫০ মাইল দূর থেকে নিয়ে আসা হল তাকে বলা হল যে ঐ লিখব লিখব দেখব দেখব। বোধ হয় মাঝে মাঝে তাদের জন্য মিনিষ্টারদের ফাণ্ড থেকেই হোক বা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার থেকেই হউক ১০০ টাকা ৫০ টাকা করে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। যারা খবর পায় যাদের দরবারের জোর আছে তারা হয়ত কিছু কিছু পেতে পারে। ৫০ টাকা ৬০ টাকা তাদের দেওয়া হয় এতে তাদের কোন ব্যবস্থা হয় না। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে বলছি প্রস্তাব রাখছি যেন অনতিবিলম্বে এই প্রস্তাব নেওয়া হয় এই বিধান সভার মধ্যে যেন প্রত্যেকটি ডিষ্ট্রিক্টে একটা করে আশ্রম হউক বা হাসপাতাল হউক করে এই অবহেলিত মানুষের জন্য ব্যবস্থা করা হয়। এখানে বলা হচ্ছে গণতন্ত্র আবার বলা হচ্ছে সমাজবাদ—অথচ এই সব অবহেলিত মানুষের জন্য কোন ব্যবস্থা নাই। কোন অংশে তারা আমাদের চেয়ে নীচ স্তরের নয়। এই সমাজবাদে যেটি বলেছে সমভাবে চলতে হবে, ধনী দরিদ্র রাখব না, আমা সমভাবে সমাজের কল্যাণ কামনা করব এই ছিল সরকারের নীতি। এই নীতির মধ্যে আজকে তারা সমাজ থেকে পতিত হয়ে আছে তাই আমি অনুরোধ করব এই ব্যবস্থা উঠিয়ে দেওয়ার জন্য। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সমাজের অবহেলিত মানুষ যারা, পতিত যারা তাদের সমাজের মধ্যে তোলা হবে। কিন্তু আমরা আজকে দেখছি ত্রিপুরায় একটি অন্ধেরও কোনরকম চিকিৎসা হয়েছে বলে আমি জানিনা. তাই আজকে হাউসে আবেদন রাখছি যাতে আমার এই প্রস্তাবটা গ্রহণ করা হয় এবং অবহেলিত মানুষ, তারাও ভারতের নাগরিক, তাদের অবহেলিত না রেখে, সমাজে মানুষের মত যাতে বাস করতে পারে, মানুষ বলে তারা পরিচিত হতে পারে, সেই ব্যবস্থা করা হউক। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস:— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এর উপর বিশেষ কিছু বক্তব্য রাখার প্রয়োজন মনে করিনা। আমাদের সমাজে যেসব বিকলাঙ্গ বা অন্ধ আছে, তাদের দায়িত্ব বহন করতে সরকার বাধ্য। কাজেই সেই দিক দিয়ে এবং অন্ততঃ মানবতার দিক থেকে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিৎ। এমন অনেক পরিবার আছে, যাদের পরিবারের সমস্ত লোক একজন লোকের উপার্জনের উপর নির্ভর করে, সেই সব পরিবারে যদি একজন অন্ধ বা বিকলাঙ্গ শিশু থাকে, তাহলে তাদের এইসব লোক নিয়ে গলদঘর্ম হতে হয়। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় সমস্ত বিকলাঙ্গ বা অন্ধের ভার একসঙ্গে বহন করার মত সঙ্গতি এই সরকারের নাই, তবু প্রাথমিক ভাবে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত এবং এই দিক থেকে প্রস্তাব অভিনন্দনযোগ্য, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনরেশ রায় —মাননীয় স্পীকার, স্যার, নিশিবাবু যে প্রস্তাব এখানে রেখেছেন, সামাজিক ভাবে দিক দিয়া এবং মানবতার দিক দিয়া এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব। আজ সমাজের বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন স্থানে দেখা যাচ্ছে যে বিকলাঙ্গ এবং অন্ধের সংখ্যা এ বদায় নগণ্য নয় অথচ তারা অসহায়। অসহায় এই দিক দিয়া, যার দুই চোখ থাকেনা, সে যত রকম সম্পদশালী হউক আর যত গরীব হউক সে এই পৃথিবীতে অসহায়। তার কেউ নাই, পৃথিবী কি জিনিস সে বুঝতে পারে না, মানুষ কি জিনিষ সে দেখতে পারে না, তার ভাই বোনকে সে দেখতে পারেনা। বিকলাঙ্গ যে তার ঠিক সেই অবস্থা। বিকলাঙ্গ শিশু নড়াচড়া করতে পারে না, এই যে অসহায় অবস্থা, এই জ্বালা দুঃসহনীয় জ্বালা অথচ তার মধ্যে বেশী সংখ্যকই হচ্ছে দরিদ্র পরিবারের মধ্যে। যারা একটু সক্ষম, স্বচ্ছল সম্পন্ন পরিবার আছে, তারা হয়তো বিকলাঙ্গ বা অন্ধের কিছু যত্ন করতে পারে, কিন্তু হিসাব করলে আমরা দেখতে পাই যে দরিদ্র সমাজের মধ্যেই বেশী সংখ্যক, তারা এমন অসহায় হয়ে পড়ে যেন তারা জীব জগতে জীব বলে গণ্য নয়। তাদের অনেক সময় খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা থাকে না শুশ্রূষার ব্যবস্থা থাকে না। কাজেই এই যে লোকগুলি মানুষ হয়েও মানুষের মত চলার অবস্থা নাই, তাদেরকে আমাদের সরকারের দায়িত্ব থাকবে তাদের গ্রহণ করা এবং যাতে তারা আরও ১০টা মানুষের সংগে অন্ততঃ খেয়ে পড়ে একটু শুশ্রূষা পেয়ে বেঁচে যেতে পারে জীবনটা একটু উপলব্ধি করে যেতে পারে। সেই দিক দিয়ে তাদের দায়িত্ব সরকারের গ্রহণ করা উচিত। এই দিক দিয়ে এই রিজলিউশন গ্রহণ করা উচিত। এই রিজলুশানে লিখা আছে দক্ষিণ ও উত্তর ত্রিপুরায় জেলা স্তরে বিকলাংগ ও অন্ধের জন্য নূতন দুইটি কেন্দ্র খোলা হউক। আমরা যতটুকু জানি, পশ্চিম ত্রিপুরায় যে একটা কেন্দ্র আছে, সেখানে বিকলাংগ বা অন্ধদের থাকার একটা ব্যবস্থা সরকার করে দিয়েছেন, হয়তো সেখানে সব বিকলাংগদের বা অন্ধদের জায়গার সংকুলান হচ্ছে না, এখনও প্রয়োজন আছে সেখানে আরও সেন্টার খোলার, কিন্তু ত্রিপুরার যেখানে একেবারে কোন ব্যবস্থা নাই, সেখানে সেন্টার খোলা অবশ্য প্রয়োজন। যে বাকী দুইটি ডিষ্ট্রিক্ট আছে, সেখানে দুইটা সেন্টার

কারণ বিকলাঙ্গ যারা আছে, অন্ধ যারা আছে, আমি আগেই বলেছি, তাদের বেশীর ভাগই হচ্ছে সমাজের দরিদ্রতর অংশে। পশ্চিম ত্রিপুরায় যে সেণ্টার আছে, সেখানে উত্তর ত্রিপুরা বা দক্ষিণ ত্রিপুরার বিকলাঙ্গ মানুষ থাকা বা থাকার ব্যবস্থা করা তাদের পরিবারের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার। যত বিকলাঙ্গই হউক, তাদের মা বাবা বা আত্মীয় স্বজনের কাছে তারা পর নয়, যেখানেই তারা থাকুক বিকলাঙ্গদের দেখার জন্য তাদের দরদ থাকবে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে একজন দরিদ্র সমাজের বিকলাঙ্গ বা অন্ধ যদি পশ্চিম ত্রিপুরায় এসে তাদের মা বাবার ক্ষমতা থাকে না তাদের দেখবার। ত্রিপুরায় তিনটী জেলা হয়েছে। এই তিনটী জেলায় যদি তিনটী সেণ্টার থাকে তাহলে হয়তো এই আত্মীয় স্বজনের দেখাশোনা করার সুযোগ থাকবে, তাছাড়া সরকার পক্ষ থেকেও তদারকী করার অধিক সুযোগ সুবিধা থাকবে বলে আমার বিশ্বাস। আর বে-সরকারী ভাবে আমি যে হিসাব পেয়েছি, তাতে আমি দেখছি যে পশ্চিম ত্রিপুরার চেয়ে উত্তর ত্রিপুরা বা দক্ষিণ ত্রিপুরায় বিকালাঙ বা অন্ধের সংখ্যা কম নয়, বিশেষ করে ট্রাইবেল এরীয়াতে বিকালাঙ'এর সংখ্যা অনেক বেশী। কাজেই এই দিক থেকেও এই রিজল্যুশানের গুরুত্ব রয়েছে কাজেই সেখানে সেণ্টার খোলা উচিত। এই রাজ্যের ট্রাইবেল যে সব আদিবাসী আছে, তারা পশ্চিম ত্রিপুরায় এসে থাকার মত সুযোগ সব সময় পায় না বলেই তাদের দেখা শোনা করবার যে স্পৃহা তাদের মা বাপের থাকে, তা তারা করতে পারেনা. এই দিক দিয়ে দক্ষিণ এবং উত্তর ত্রিপুরায় সেনট্রার খোলার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা আছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই বিকালাঙ এবং অন্ধ সন্তান সম্পর্কে আমরা অনেক সময় মনে করি বিধাতার অভিশাপ নিয়ে তারা জন্মগ্রহণ করেছেন, পাপের প্রায়শ্চিত্তও করতে এসেছেন, শাস্ত্রগতভাবে আমরা একথা বলে থাকি। আমরা যারা নাকি বিকলাঙ মানুষ নই, অন্ধ নই, জন্মগতভাবে অন্ধত্ব বা বিকলাঙত্ত লাভ করি নাই, তাদের সংখ্যা খুব কম নয়। তারাও দুষ্কৃতি কর্ম করে পাপের ভাগী হয়। পরের জন্মে এর বিচার প্রত্যেকেরই হয়। কাজেই যারা বিকলাঙ, অন্ধ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন তাদের যাতে মানব সমাজে রক্ষা করা যায় সেই জন্য আমাদের শাস্ত্রে দান দুঃস্থকে দান করা একটা ধর্ম বলে গণ্য করা হয়। যদি সরকার সেই ধর্মের দিক দিয়ে বিবেচনা করেন তাহলেও বিকলাঙ, অন্ধের মত এত দীন সমাজের মধ্যে কেউ নয়। সুতরাং সেই দিক থেকেও এই রিজল্যুশানের গুরুত্ব রয়ে গেছে। ধর্ম, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, সামাজিক ব্যবস্থা, ইত্যাদি দিক বিবেচনা করে এই অন্ধ এবং বিকালঙ লোকেরা যাতে ভাল ভাবে বাঁচতে পারে তার ব্যবস্থা করা উচিত এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ ত্রিপুরায় এবং উত্তর ত্রিপুরায় দুইটি সেণ্টার খোলার দাবী রেখে, এই রিজল্যুশানের পক্ষে আমার বক্তব্য রাখব।

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য নিশিকান্ত বাবু যে প্রস্তাব এনেছেন, তার মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে সরকার যথেষ্ট সচেতন। ত্রিপুরা সরকার ইতিমধ্যেই ১৯৭০-৭১ সালে এখানে যে একটি প্রতিষ্ঠান করা হয়েছে এবং ১৯৭২-৭৩ সালে এখানে অন্ধদের জন্য একটা প্রতিষ্ঠান করা হয়েছে। সেই অন্ধ প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে করা হয়েছে। ত্রিপুরা সরকার এই বছরে শুধু এই দুইটি প্রতিষ্ঠানই

করেন নি, চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রথম বৎসর থেকে যারা মুক, বধির, যারা অন্ধ বিকলাংগ তাদের জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে যারা আসার সুযোগসুবিধা না পায় তারা বাহিরে থেকেও যাতে শিক্ষার সুযোগ পায় এবং সেই দিক থেকে যাতে সরকারী সাহায্যের যাতে কোন ত্রুটি না হয় তার জন্য এই সরকার যথেষ্ট ব্যবস্থা করেছে। এখানে বধিরদের জন্য যে ব্যবস্থা করা হয়েছে সেইটা একটি নতুন ধরণের। ভারতের আর কোথাও এই ধরণের প্রতিষ্ঠান নেই। এইটার জন্য জার্মানের এক জন বিশেষজ্ঞ তার সহানুভূতি এবং তার প্রচেষ্টাতেই আমরা ত্রিপুরাতে এমন একটা প্রতিষ্ঠান করতে পেরেছি। কিন্তু এই শিক্ষার্টির জন্য যে সমস্ত যন্ত্রপাতি, যে সমস্ত ইনষ্ট্রুমেণ্ট-এর দরকার সেইগুলি অনেক দামী এবং অনেকগুলি বিদেশ থেকে আনতে হয় এবং এইটা একটা নতুন পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রত্যেক বৎসরের শিশুকে সেখানে নিয়ে, সেখানে চতুর্থ পরিকল্পনার মধ্যে ৪০টি শিশুকে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে এবং অন্ধদের জন্য ১৯৭১-৭২ সালে একটা ইনষ্টিটিউশন খোলা হয়েছে। এই ইনষ্টিটিউশনের মাধ্যমে সেখানেও আমাদের কোটা হচ্ছে চতুর্থ পরিকল্পনার মধ্যে ৫০ জনকে সেখানে ভর্তি করতে। আর ১২ জন ট্রাইবেলের মধ্য থেকে নেওয়ার কথা কিন্তু দুঃখের বিষয় যে পরপর কোর বিভিন্নভাবে বিজ্ঞাপন দিয়েও ট্রাইবেলদের থেকে আমরা সেই কোটাটা পূর্ণ করতে পারছি না। কোন কোন ট্রাইবেল সদস্য এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেবহাল। যদিও আমরা ট্রাইবেলদের কোটা পূর্ণ করতে পারছি না। আমি আশা রাখবো আজকে আমরা এ বক্তব্য রাখছি তাতে যারা এখানকার সদস্য আছেন তারা এই সম্পর্কে বা এই কোটা ভর্তি সম্পর্কে সাহায্য করবেন। আর মুক, বধির শিশুদের জন্য আমরা পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় যে প্রতিষ্ঠানগুলি আছে সেইগুলি আরও সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা আছে এবং এইগুলি করতে যে পরিমাণ অর্থ এবং যে সমস্ত বিজ্ঞানসম্মত জিনিষপত্র এবং যে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকার প্রয়োজন হয় সেইগুলি অনেকটা টেকনিকেল বিষয় এবং সেই বিষয়গুলি সবদিক বিবেচনা করলে সেই প্রতিষ্ঠান স্থানে স্থানে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। একটা স্কুল করা যত সহজ একটা কলেজ করা যত সহজ একটা এই রকম ইনষ্টিটিউশান গড়ে তোলা তত সহজ নয়। তাই আমরা এক বৎসরের মধ্যেই সমস্ত ত্রিপুরায় বা আগামী দুই এক বৎসরের মধ্যে সমস্ত ডিষ্ট্রিক্টে দিতে পারবোনা তবে আমরা যে প্রতিষ্ঠানগুলি আছে সেইগুলিকে আমরা আগামী পঞ্চ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে এইগুলির সংখ্যা বাড়াবো এবং যাতে না কি ত্রিপুরার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সেই সুযোগ সুবিধা পায় কিছু দিন আগেও আমাদের শিশুদের যারা অন্ধ যাদেরকে বহু দূরে পাঠাতে হতো ত্রিপুরা থেকে কাউকে কলিকাতায়, কাউকে আরও দূরে এখন তা আর লাগবে না। কাজেই যদি ত্রিপুরাতে এই প্রতিষ্ঠানটি বড় হয় তাহলে ত্রিপুরার সাউথ এবং নর্থ এই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে না। এখানে অনাথ আশ্রম আছে, ছেলেমেয়েদের জন্য মাননীয় সদস্য বলেছেন ছোট ছোট শিশুদের জন্য অনাথ আশ্রম আছে। এবং যারা না কি স্বামী পরিত্যক্তা, কেউ নেই আত্মীয় স্বজন বা বিপন্ন এই রকম মহিলাদের জন্য, ৫০ জন মহিলাকে নিয়ে এইরকম একটা আশ্রম হয়। সেইটা আমরা সম্প্রসারণের জন্য চিন্তা করছি যাতে আগামীতে আমরা এই গুলিতে আরও বেশী

সুযোগসুবিধা দিতে পারে তাছাড়া এখানে যারা না কি শারিরীক অসমর্থ ব্যক্তি আছেন তাদের জন্য একটা কারিগরি বিদ্যালয় করার জন্য আমাদের পরিকল্পনা আছে। সেইটা হল যারা শারীরিক দিক দিয়ে অসমর্থ তারা এই ট্রেডে শিক্ষার সুযোগ সুবিধা পাবে। কাজেই জেলা ভিত্তিক বিকলাংগদের জন্য যে প্রতিষ্ঠান করার কথা সেইটা কার্যকারণে এখনও করা সম্ভব হচ্ছে না তবে সরকারের পরিকল্পনা আছে সেইগুলির জন্য। এছাড়া অন্ধ শিশুদের জন্য যে আশ্রমটা করা হয়েছে সেখানে ৫০ জন শিশুকে নেওয়ার পরিকল্পনা আছে। সেইটাও এখনও কার্যকরী হচ্ছে না। কারণ যে সমস্ত যন্ত্রপাতির দরকার সেইগুলি আমরা এখনও নিয়ে আসতে পারি নাই। সেইগুলি এসে গেলে সেখানে অ যথা ৫০ জন শিশুকে সেই সুযোগসুবিধা দিতে পারবো। কাজেই আমি মনে করি মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন তিনি সরকারের প্রচেষ্টা থেকে এবং সরকার যে মোটেই সেই বিষয়ে সচেতন নয় সেইটা তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন এবং আমি আশা করছি যে তিনি সেইটা উইথড্র করে নেবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীনিশি সরকার।

শ্রীনিশি সরকার :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে প্রস্তাব আমি এখানে এনেছি যেটা হাউসে সর্বসম্মতিতে গ্রহণ করেছে এইটা ত্রিপুরার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন সেইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেছেন এবং যে ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ত্রিপুরায় ছিল তাকে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে এই কথাও আমি হাউসের সামনে পেয়েছি। আমার যেটা ছিল যে প্রত্যেক জিলাভিত্তিক একটাও উনার থেকে আমি আশ্বাস পেয়েছি যে সময় সাপেক্ষ। তাই আমি আমার প্রস্তাবকে উইথড্র করে নিলাম এবং আশা করবো যে আগামী দিনে ত্রিপুরায় এই ধরনের মানুষের উন্নতি হবে আশা করেই আমার প্রস্তাবকে উইথড্র করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার Now the question befor the House is the leave of the House to withdraw the resolution moved by Shri Nishi Kanta Sarker, be granted

Then the resolution was put to voice vote and granted.

Mr Deputy Speaker : Next resolution of Shri Tarit Mohan Dasgupta. I would call on Sri Tarit Mahan Dasgupta, to move his resolution.

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার প্রস্তাবটি পড়ছি, এই বিধান সভা অভিমত পোষণ করে যে, ত্রিপুরার দেব দেবাচন বিশেষভাবে শ্রীশ্রীমাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর সম্পত্তি ও পূজা অর্চনা পরিচালনা করার জন্য অবিলম্বে আইন প্রনয়ন করা হউক। আমার এই প্রস্তাবের মধ্যে ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গার যে সমস্ত দেবা অর্চনা সরকারী বা আধা সরকারী সাহায্য যে গুলিতে আছে, সেই সমস্তগুলির পরিচালনার কথা বলা হয়েছে বিশেষভাবে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী বাড়ীর কথা উল্লেখ করছি, বিশেষ কারণে। এছাড়া অন্য যেগুলি আছে, যদি মুসলমানেরও হয়, এই ধরনের ওয়াকফ সম্পত্তি থাকে, তাহলে সাধারণ আইনের মধ্যেই এই মূল আইনটা হবে, তার সঙ্গে সেগুলি যুক্ত করা যায়। কারণ আইনের যে ধারা, সেগুলি এই রকমের থাকে, তবে তার সরকারী

প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ হবে। কাজেই মূল আইনের মধ্যে অন্যান্য ক্ষেত্রে যারা আছে, সেটা পড়ছে। এবং তার পরিচালনা, বিশেষভাবে করবার জন্য আমি মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর সম্পত্তির কথা উল্লেখ করছি। কারণ ত্রিপুরাতে যতগুলি এই ধরনের মন্দির আছে, তার মধ্যে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর সম্পত্তি আছে এবং তাঁর অবস্থাও আছে। কিন্তু তার পরিচালন ব্যবস্থা নাই, সরকারই এটার পরিচালনা করেছেন। কিন্তু এটা যদি সুপরিচালিত হত, তাহলে সে নিজের আয় থেকে চলতে পারত এবং বিশেষ ভাবে ত্রিপুরার এই যে মন্দিরটা এটার একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে, এটা আমরা সবাই জানি যে ভারতবর্ষের মধ্যে সতীর যে ৫২টি পিঠ আছে, তার মধ্যে একটা পিঠ হচ্ছে এই ত্রিপুরা রাজ্যে এবং ঐতিহ্যের দিক দিয়েও ধর্মপ্রাণ ভারতবর্ষের দিক দিয়ে দেখতে গেলে এটা ত্রিপুরার একটা বিশেষ গৌরব। এই অঞ্চলে যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখব যে আসামে কামাক্ষা দেবীর মন্দির আছে, আর ত্রিপুরাতে আছে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দির। কাজেই এই সব দিক বিচার বিবেচনা করে এর একটা সুন্দর রক্ষণাবেক্ষনের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে এবং এটা অনস্বীকার্য। আর ঐতিহাসিক দিক দিয়ে দেখলেও এটা অতি পুরাতন মন্দির এবং আমরা যারা রবীন্দ্রনাথের রাজর্ষির সংগে পরিচিত, তারা জানে যে কি ভাবে তিনি এই মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দির এবং সেই সংগে ত্রিপুরার মহারাজের যে হৃদয়বার্ত্তা এবং তিনি কি ভাবে এই মন্দির এর পূজা সংস্কার সাধন করেছিলেন এবং সেই সংস্কার সাধন করতে গিয়ে তিনি রাজ্যের থেকে বহিস্কৃত হয়েছিলেন ষড়যন্ত্রে। তাহলেও তার যে চিন্তাধারা এবং তাঁর ধর্ম সংস্কারের মতো একটা দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, তার পরিচয় আমরা এই রবীন্দ্র নাথের সেই লেখার মধ্যে পাই এবং তাঁর যে মানবিক দিক, এটা এই সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে অমর হয়ে আছে। কাজেই এই দিক দিয়ে বিবেচনা করলে, এর গুরুত্ব সমধিক এবং এই গুরুত্ব আছে বলেই ত্রিপুরাতে যে সব মহারাজা, যারা এই পূজা পরিচালনা করতেন জনসাধারণের পক্ষ থেকে তারা মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর পূজার জন্য মহারাজের দানের উপর অপেক্ষা রাখেন নি। তারা মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর পূজার জন্য সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা করেছিলেন এবং মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর পূজা পরিচালনার জন্য তখনকার দিনে বা তখনকার সামাজিক অবস্থায় যারা পূজা করবে তাদের মধ্যে জমির বিলি ব্যবস্থা ছিল, সরাসরি ভোগের জন্য জমির বিলি ব্যবস্থা ছিল। এবং যারা সেখানে খাটবে তাদের কিছুটা নাম মাত্র মজুরী এবং তার সঙ্গে কিছু জমি দিয়ে সেটাকে একটা সেলফ সাপোর্টিং প্রতিষ্ঠান করে তখনকার যে মহারাজা, এটাকে পরিচালনা করেছিলেন এবং সেটা আমাদের সমাজের মধ্যে বেশ কিছু দিন ভাল ভাবে চলার পর দেখা যায় তার মধ্যে একটা শৈথিল্য এসে যায় বা কোন কোন পরিচালকের দুর্নীতি বা অবহেলা ইত্যাদি কারণের জন্য সেটা খুব ভাল ভাবে চলছে না। এই রকম অবস্থার যখন সৃষ্টি হয় তখন দেখা গেল যে মায়ের প্রচুর সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও আয় হচ্ছে না এবং যারা পরিচালনা করছেন, তারা ভাল ভাবে পরিচালনা করছেন না। ঠিক এই রকম সময়ে তখনকার মহারাজা প্রায় ৪০ বছর আগে যখন দেখলেন যে তাঁর সম্পত্তির থেকে যে আয় হওয়া উচিত, সেটা হচ্ছে না, তখন মহারাজা নিজেই সেটার পরিচালন ভার গ্রহণ

করলেন। এই অবস্থার মধ্যে আমরা যখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পেলাম, তখন মহারাজার অন্যান্য দায়িত্বের মতই এটাও সরকারের দায়িত্বের উপর এসে পড়েছে। কাজেই এই দিক থেকে বিবেচনা করতে গেলে বহু আগেই সরকারের তরফ থেকে এটাকে একটা পাবলিক ট্রাষ্ট করে হউক অথবা সরকার এবং জনসাধারণের সহযোগীতায় একটা কিছু করে এটার পরিচালনা করার প্রয়োজন ছিল। এবং এই কারণে প্রয়োজন ছিল যে আজকের দিনে যেহেতু আমরা সিকিউলার ষ্টেট, ষ্টেটের যে কোন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা উচিত এবং হিন্দু হিসাবেও যদি এটাকে বিচার করা হয়, তাহলেও তাদের এটা করার দায়িত্ব ছিল যে আজকের যে প্রতি-ষ্ঠান সেটাকে নিয়ে সরাসরি এর পরিচালনা করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখানকার যারা জনসাধারণ, সেই হিসাবে অবশ্য বহু উদ্বাস্তু এখানে এসেছে এই দিক দিয়ে অগ্রসর হয়ে এটাকে যে নিজেরা পরিচালনা করবেন, সেই রকম দায়িত্ব নিয়ে কেউ ত্রিপুরা রাজ্যে অগ্রসর হয় নি। আর সেজন্যই হয়তো সরকারকে এটা পরিচালনা করতে হচ্ছে। কিন্তু বেশীদিন এটাকে এভাবে সরকারী পরিচালনায় রাখা উচিত নয়, সরকারের এটা অনুভব করা উচিত যে সরকার এর জন্য যে অর্থ ব্যয় করছেন এবং ব্যয় করলেও তার মধ্যে সুপরিচালিত হচ্ছে না। এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা যে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর যে জমি আছে, সেটা বিলি বণ্টন হয়ে যাচ্ছে, আজকে যদি একটা লোকেরও কিছু সম্পত্তি থাকতো, তাহলে সে নিজেই এটার রক্ষনাবেক্ষণ করতেন, আজকে আমরা যাকে বলি নাবালক, তার যদি কোন সম্পত্তি থাকে, তাহলে সেই সম্পত্তি রক্ষনাবেক্ষণের জন্য একটা অছি বা ট্রাষ্ট নিযুক্ত হয়, সেই হিসাবে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী তার নিজের পরিচালনা নিজে করতে পারেন না, তার পক্ষে অভিভাবক নিযুক্ত হয়ে যারা তার পরিচালনা করবেন, সেই পরিচালক হচ্ছে বর্ত্তমানে সরকার। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে এই সমস্ত সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও নানা কারণে, যেমন ত্রিপুরাতে বহু উদ্বাস্তু এসেছে, যার জন্য ত্রিপুরা সরকার সেই সময়ে ব্যস্ত ছিলেন বলে তারা যেসম্পত্তি সেটা ঠিকভাবে আহরিত হয় নি। আজকে দীর্ঘ ২৫ বছর চলে গেছে, আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, কিন্তু তার মধ্যেও এই জিনিষগুলি হয় নি। কিন্তু এগুলি করার একটা বিশেষ প্রয়োজন রয়ে গেছে এবং সেই প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও সরকারী তরফ থেকে আজকে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে, যেটা আগে মহারাজার আমলে রাজকোষ থেকে খরচ হতো. এখন সরকার সেটা করছেন। কিন্তু মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর যে জমি আছে, সেগুলি উদ্ধার করে একটা ট্রাষ্ট করে সেই ট্রাষ্টের কাছে যদি দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে অন্য কোন জিনিষের প্রয়োজন লাগে না। তাছাড়া মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর বাড়ীতে অনেকগুলি দোকান আছে এবং সেই দোকানদারেরা সেখানে বহু বছর থেকে তাদের ব্যবসা চালিয়ে আসছে, অথচ মায়ের তহবিলে এক পয়সাও জমা হচ্ছে না। আজকে আমাদের এই আগরতলা শহরের উপর কেউ কোথাও যদি এক টুকরো জমি নিয়ে তার উপর ঘর তুলে ব্যবসা করে তাহলে তাকে প্রতি মাসে বা বছরে সরকারকে কিছু ট্যাক্স দিতে হয়। কিন্তু মায়ের বাড়ীতে দিনের পর দিন দোকান খুলে ব্যবসা চালিয়েও দোকানদারেরা তার পরিবর্ত্তে মায়ের তহবিলে কিছু দিচ্ছে না। আর সরকারী পরিচালক যারা তারাও এটা দেখছেন না। কাজেই মায়ের সম্পত্তি যেগুলি বে-দখল আছে,

সেগুলিকে উদ্ধার করে জন্য এর কাছে যদি দখল দেওয়া হয় তাহলে যে নজরানাটা আসবে সেটা মায়ের তহবিলে যুক্ত হতে পারে। গত বিশ বছর যাবত যদি এই ধরনের আয়টা যুক্ত হত, তাহলে হয়তো মায়ের তহবিলে অনেক টাকা হত, কিন্তু এটা কেউ দেখেও দেখছেন না। আর দেখছেন না বলেই আজকে তার জমিগুলি হস্তান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। আর এটা যদি হয় যে তার সিলিং এর উপর জমি আছে, তাহলে সিলিং এর উপর জমি বাদ দিয়ে যে জমিটা থাকবে, সেটাকে মায়ের সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। আজকে এটা যদি কোন নাগরিকের হতো, তাহলে এটা সরকারের কর্তব্য এবং দায়িত্বের মধ্যে আসত। যেমন আদি-বাসীদের ক্ষেত্রে যেটা আছে, যদিও সেটা তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে না, তবু তার জন্য সরকার থেকে উকিল নিযুক্ত করে সেটা করছেন। কিছুদিন আগেও ত্রিপুরাতে এত বড় একটা সার্ভে হয়ে গেল, সেই সার্ভেতেও মায়ের সম্পত্তি কোনটা, না সেটা বে-আইনি ভাবে হস্তান্তরিত হয়ে গেল, তার কিছুই জানা গেল না। এতে মনে হচ্ছে যে এর জন্য কারো কোন মাথা ব্যথা নাই। আর কারো মাথা ব্যথা নেই বলেই আমার এই প্রস্তাব যে এর জন্য যদি একটা ট্রাষ্ট বডি হয়, এর জন্য যদি একটা লেজিসলেশান হয় তাহলে পরে মায়ের যে সম্পত্তি সেগুলি আদায় করে নেওয়া সহজ হবে। অথবা সরকারও এই জিনিষটা অবিলম্বে করতে পারেন। এছাড়া আমরা দেখছি যে মহারাজার সময়ে সেখানে যারা কাজকর্ম করেন, তারা মহারাজার কাছ থেকে বেতন ও সামান্য কিছু জমি পেতেন। কিন্তু এখন যেহেতু জিনিষ পত্রের দাম বেড়েছে, আমি জানি সেজন্য সরকার সেটা বিবেচনা করে যারা কম টাকা বেতন পেতেন তাদের বেতনের অর্থ কিছুটা বাড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এছাড়া মায়ের কাছে যে প্রণামী আসছে, সেই প্রণামিটা আজকে পূজারী যারা আছে, তারা ভাগ করে নিচ্ছেন। আজকে পূজার ভোগের জন্য ভক্তেরা যে প্রণামিটা দিচ্ছেন সেটা কার? ভক্তেরা এই জন্য প্রণামি দিচ্ছে, যে তাদের পয়সা দিয়ে মায়ের পূজা হবে, মায়ের ভোগে লাগানো হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এটাও সেখানকার যারা পুরহিত তারা নিজেদের ভাগ বাটোয়ারা করে নিচ্ছে। এটা কোন তহবিলেই যাচ্ছে না। অবশ্য সেখানে যে একটা বাক্স রাখা হয়, তার মধ্যে যে পয়সা পড়ছে, সেটা সরকারী তহবিলে জমা হচ্ছে। এই যে টাকাটা জমা হচ্ছে, এটা খারাপ কিছু নয়, কিন্তু এটাও মায়ের পূজার জন্য ব্যয়িত হচ্ছে না। আজকে সরকার যে নীতিতে এর জন্য অর্থ ব্যয় করছেন, এটাও ঠিক নীতি নয়। মায়ের বাড়ীতে আমরা যারা যাই, যারা হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস করেন, তাদের পূজা করা উচিত। আর তাদেরকে গাইড করার জন্য সরকারকে এক্ষুনি এগিয়ে এসে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা উচিত যে তাদেরকেই মায়ের পূজা পরিচালনা করতে হবে। আজকে কেন সিকিউরিটির ষ্টেটের প্রয়োজন হচ্ছে, কোন আইনের বলে প্রয়োজন হচ্ছে, মহারাজার সঙ্গে এটা চুক্তি ছিল বলেই এটার প্রয়োজন হচ্ছে।' কোন আইনের বলে পরিচালনা করবে? সেটা মহারাজার সঙ্গে চুক্তি ছিল। তারপর মহারাজাই এক সময়ে নিয়েছিলেন যেহেতু এটার অব্যবস্থা ছিল। তিনিই ঠিক করে দিয়েছিলেন যে এটা কে দেখবে। সব দেশেই যেখানে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য লোকে চেষ্টা করে সেখানে সরকার এগিয়ে আসেন। আর আজকের দিনে তো জনকল্যাণমূলক সরকার এগিয়ে আসবেনই। কাজেই

এই যে জিনিষটা যে-প্রণামীর টাকা তারা নিয়ে নেন, কোন অধিকার তাদের নেই সেটা নেওয়ার। অথচ সরকার দেখছেন না। এই যে বাক্সটা রাখা হয়েছে কেন সেটাতে পয়সা পড়ছে না? সেই পয়সা তো বাক্সে পড়া উচিত এবং সেটা জমা হবে এবং সরকারের এই নীতি করা উচিত যে এই পয়সাগুলি জমিয়ে সেই পয়সা থেকে পূজার আয়োজন করা হোক এবং উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে জনকল্যাণমূলক কাজ করা হোক। সেখানে কোন ধর্মশালা নেই। ইচ্ছা করলে সরকার এই অর্থ থেকে ধর্মশালা তৈরী করতে পারবেন বা এই বিষয়ে যদি একটা প্রচেষ্টা হয় তাহলে জনসাধারণের মধ্যেও অনেক লোক আছে যারা এই ব্যাপারে সাহায্য করতে চান, কিন্তু কার কাছে তারা সাহায্য দেবে। যদি সরকারের এমন একটা ইচ্ছা থাকত তাহলে মানুষ তাদের কাছে এই সাহায্য দিতে পারেতন এবং তাতে সেখানে রেষ্ট হাউস বা ধর্মশালা তৈরী হতে পারত। আমি মাঝে মাঝে সেখানে যাই এবং আমি দেখেছি যারা আদিবাসী আছেন তাদের নানা ভাবে ঠকানো হয়। তাদের কাছ থেকে পূজার নামে পয়সা নেওয়া হয়। আজকের দিনে এই জিনিষটা হওয়া উচিত নয় এবং যারা ভালভাবে পরিচালনা করছেন সেখানে সুব্যবস্থা করা দরকার এবং তাতে শিক্ষার ব্যবস্থাও করতে পারেন। আমি হয়ত হাউসে স্যার একবার বলেছিলাম, তিরুপতি তিরুমালাই এটা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা আদর্শ স্থান যারা উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে কলেজ করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় করেছেন। এতটা বড় আশা হয়ত আমরা করতে পারি না। কিন্তু তাহলেও আমরা এর সুব্যবস্থা করতে পারি। মানুষ যে প্রণামী দিচ্ছে, আজকে পুরোহিত যেহেতু বেতন পাচ্ছে কোন অধিকার নাই সেই পয়সা-গুলো নেওয়ার এবং সেটাকে দেখার জন্য সরকারের তরফ থেকে একজন কর্মকর্তা আছে, তারা সেটা দেখছেন। আমি বে-সরকারীভাবে আলোচনা করে দেখেছি স্যার, এটা তো চলে আসছে। চলে আসছে, এটাতো মহারাজার সম্পত্তি ছিল। কিন্তু মহারাজার সম্পত্তি চলে আসা সত্বেও সেটা যখন বিলুপ্ত হয়েছে এবং সেই চলে আসাকে আমরা বন্ধ করেদিয়েছি। সমাজে যখন পরিবর্তন এসেছে আমরা চিন্তা করছি আগে যে সিলিং ছিল ব্যক্তিগত মালিকানার ক্ষেত্রে সেই সিলিঙ কমিয়ে আনা। জমিদারী প্রথা ছিল, সেই জমিদারী প্রথা বিলোপ হয়েছে। পূজারী পূজা করছে, তার জন্য সে পারিশ্রমিক পাচ্ছে। কিন্তু তার যদি না পোষায় তিনি সেই চাকুরী ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যাবেন। কিন্তু মা'র কাছে প্রণামীর জন্য দেওয়া যে পয়সা সেই পয়সা কেন জমা হবে না? কেউ তো সেদিকে লক্ষ্য করছেন না। সরকারের সেটা লক্ষ্য থাকা উচিত যে তার প্রতি পয়সা জনসাধারণ মায়ের পূজোর জন্য দিচ্ছেন। সেটা জমা হবে এবং পরবর্তী পর্যায়ে সেটা মায়ের মন্দিরের জন্যই হোক বা পূজোর জন্যই হোক বা সে পয়সা দিয়ে গরীবদের খাইয়েই হোক, সেগুলির ব্যবহার করা যাবে। কাজেই এইগুলির বিলি ব্যবস্থার অত্যন্ত আশু এবং জরুরী প্রয়োজন। আমি বিশেষ ভাবে বলছি এই জন্য যে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর যে সম্পত্তি আছে সেই সম্পত্তি আয় দিয়ে তাঁর পূজা পরিচালিত হতে পারে। এত দীর্ঘ ভাষণ হয়ত অনেকের ভাল লাগবে

না। না হ.ল/আমি আরও ফিরিস্তি দিতে পারতাম। কিন্তু আমি আশা করি যে বিষয়টা এইরকম যে নিশ্চয়ই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় চিন্তা করছেন। কাজেই আমি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখব এবং অত্যন্ত ত্বরান্বিত করার জন্য আমি অনুরোধ করব এবং এর সংগে অন্যান্য যে প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলি যাতে করা যায় সেটাও দেখতে হবে এবং তার মধ্যে আমি বলেছি যে উদয়পুরে বদর মোকাম আছে সেটা মুসলমানদের তীর্থস্থান। সেটাও হারিয়ে যাওয়ার মত। সরকার থেকে যদি কাজটা করে তাহলে এখানে যখন অবিভক্ত দেশ ছিল তখনকার যে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ সেখান থেকেও বহু লোক এখানে আসতেন। তাছাড়া উদয়পুরে যে মহাদেবের মন্দির আছে সেটারও সুব্যবস্থা করা যায়। তাছাড়া মফস্বলে কিছু কালী বাড়ী আছে। সেগুলিকেও এই আইনের আওতায় আনলে বা যদি কোন বড় বড় মসজিদ থাকে সেটারও সুব্যবস্থা করা সম্ভবপর। সেই জন্য আমি সাধারণ আইনের কথা বলেছি এবং বিশেষ ভাবে আমি মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর কথা এই জন্য বলেছি যে সেটাকে আদর্শভাবে করা যেতে পারে এবং সরকার থেকে সেটা করবেন এবং আমি একটা উদাহরণ দেব যেমন দীপান্বিতার সময়ে পূজা হয়। সেই পূজোতে সরকার বহু টাকা খরচ করেন। কিন্তু দীপান্বিতার দিনে কয়েক হাজার টাকা যেটা আয় হয় সেটা পুরোহিতেরা পায়। ভক্তেরা দিচ্ছেন ভগবানের কাছে। কিন্তু তার যে প্রাপ্যটা সেটা পুরোহিত পায়। কোন অধিকারে সে প্রণামী নিয়ে যায়। সে তো বেতন পায়। এটা যদি বছরের পর বছর জমে তাহলে কয়েক লক্ষ টাকা এই কয়েক বছরে হয়ে যেত। কাজেই এই জন্য স্পীকার মহোদয়, আমার এই প্রস্তাব আমি দাখিল করতে চাই না। আমি আশা করব সরকার এই সমস্ত আইন প্রণয়ন করবেন এবং এরপরে যগুলি আইন প্রণয়নের আগেও করা যায় তার জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার সেই ব্যবস্থাগুলি নিবেন এবং এই প্রণামীর টাকা যাতে ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে সেটাও দেখতে হবে। কারণ এর কোন আইনগত বিধান নাই। তার কোন হেরিডিটরি রাইট নাই, কারণ মহারাজা এই কথা বলতে পারবেন না যে আমার মন্দির। যদি কেউ তার পক্ষে আরগু করে যে আমার হেরিডিটরি, কারো হেরিডিটরি নয়, মহারাজার হেরিডিটরি পর্য্যন্ত চলে গেছে। কাজেই পূজার মহারাজার কাছ থেকে বেতন পেয়ে এবং জমি এবং বেতন পেয়ে সেখানে কাজ করছে। আগে ভক্তরা এত আসত না এত প্রণামীও পড়ত না। কিন্তু আজকে যেহেতু সেখানে প্রণামী বাড়ছে এবং তার প্রতিটি পয়সা মায়ের উদ্দেশ্যে দেওয়া হচ্ছে সেটা মায়ের যে তহবিল তাতেই জমা পড়বে। এটা যদি বাধ্য করা হয় যে বাক্সটা আছে তার মধ্যেই দিতে হবে তাহলে অবিলম্বে সমস্ত পয়সা বাক্সের মধ্যে পড়তে পারে। এবং এর মধ্যে দৃষ্টি দিলে এটা অতি তাড়াতাড়ি হতে পারে। মায়ের বাড়ীর পয়সা দিয়ে মায়ের কাজ চলতে পারে এবং যে বাড়ীগুলি আছে তার থেকে খাজনা আদায় করে এবং তার থেকে ভাড়া দিয়ে সেই ভাড়া মায়ের তহবিলে জমা দেবার বিধান সরকার যারা পরিচালনা করবেন তারা অবিলম্বে করতে পারেন এবং এই যে প্রণামী আছে অন্ততঃ এই তিনটা কাজে সরকার অবিলম্বে হাত দিয়ে করবেন এবং তার মধ্যে আইনটাকে প্রণয়ন করবেন। এইঅনুরোধ রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।...

শ্রীনিশিকান্ত সরকার:—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আজকে মাননীয় সদস্য তড়িত বাবু যে প্রস্তাব এনেছেন আমি এই প্রস্তাবকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি এবং আশা করি এই হাউসও এটা সমর্থন করবেন। কারণ আজকে আমরা উনার যে যুক্তি হাউসের সামনে রাখলেন এর পরে আমার কিছু যুক্তি দেওয়ার এখানে নাই। তবে এই টুকু বলব আজকে সমস্ত রাজ্যের যার যার ধর্ম পালন করে চলছে—আমরা যারা আছি ধর্মপ্রাণ এবং দেব দেবীকে মানি। ত্রিপুরা রাজ্যে আজকে ২৫ বছর থেকে যে বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ হচ্ছে। সড়কে রাস্তা ঘাট ইত্যাদি করে উন্নত করা হচ্ছে। পাহাড় কেটে তীর্থমুখ তৈরী করা হচ্ছে। তীর্থমুখ অর্থাৎ যেখানে জল বিদ্যুৎ হচ্ছে সেখানে সরকার ভক্তদের আকর্ষণ করার জন্য সরকার বছর বছর কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করছেন। ১৪শ দেবতার বাড়াতে খরচ হচ্ছে। কিন্তু ভারতবর্ষের ৫২টি পীঠস্থানের মধ্যে আমাদের ত্রিপুরার মাতা ত্রিপুরাসুন্দরীর বাড়ি একটি। আমি এই কথা বলছি এই কারণে যে ২৫ বছর যাবত ত্রিপুরার মন্ত্রীরা যারা আছেন এম, এল. এ, যারা আছেন সবাই মাতার বাড়ী যান। এবং বিভিন্ন দেশ থেকে বিদেশ থেকে যারা আসেন এবং মন্ত্রীরাও তাদের অনেকের গাড়ী করে তাদের সেখানে নিয়ে যান। যদি আর কোথাও কিছু দেখাবার না থাকে তাদের কিন্তু এই পীঠস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু মাননীয় সদস্য যে যুক্তি দেখিয়েছেন এই আমি যুক্তি না দেখাতে পারলেও আমার মনের কথা আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়েছিলাম। যে এই কি ব্যবস্থা। আমরা কি করছি লক্ষ লক্ষ উনি যা বলেছেন সেই ভাবে মায়ের নামে দেওয়া হচ্ছে ভক্তরা দিচ্ছে আর সেই টাকা যাচ্ছে ব্যক্তিগত পকেটে। আর কি দেখি—আজকে যারা আসছে বাইরে থেকে একজন মিলিটারী অফিসার আমাকে বলেছিলেন আপনারা করছেন কি আপনারা এম, এল, এ, এই রকম একটি পীঠস্থানে একটি বাতি পর্যান্ত দিতে পারলেন না। একটা গাড়ী রাখার পর্য্যন্ত জায়গা নাই। যাত্রীরা আসলে তারা কোথায় বসবে তারও জায়গা নাই। কিন্তু তার জায়গাতে লক্ষ লক্ষ টাকা হাজার হাজার টাকা নিয়ে যাচ্ছে। মাননীয় সদস্য বলেছেন সেটেলমেন্ট সময় আমরা বলেছি মহারাজা নাখেরাজ দিয়ে গিয়েছিলেন তাদের। যে দলি দেত তার জন্য ১০ দোণ যে বান্দা জ্বালাত তার জন্য ৫ দ্রোণ যে পূজারী তার জন্য দ্রোণ দ্রোণ জায়গা দিয়েছে—যারা ব্রাহ্মণ। সেই জায়গায় কি হচ্ছে। পূজারী কি করছে রায়ত বসিয়েছে। মাননীয় সদস্য যা বলেছেন সত্যি কথা আমি যা বলছি সত্যি কথা। সেটেলমেন্ট কি করেছে যার যার দখলে বে আইনী জায়গা আছে এটা রেকর্ড করে নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ব্রহ্মছড়া পুলের দুই ধারে যে জলাশয়গুলি আছে এইগুলি ছিল খাস। তার সামনে বাড়ী তৈরী হয়েছে। কিন্তু এইগুলি মায়ের সম্পত্তি ছিল। তখন আমি একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম। আজকে দেখুন হাজার হাজার যাত্রী আসছে—বাইরে থেকে আসছে বিদেশ থেকে আসছে। মেলা পার্বনে মানুষ ঢুকতে পারে না দাঁড়াতে পারে না যাত্রীরা থাকতে পারে না গাড়ী রাখতে পারে না। তখনও চন্দ্রপুরে গাড়ী রাখার জায়গা ছিল আর ওদিকে ফুলকুমারীর কাছে। আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম এই জায়গা ভরাট করে সুন্দর করে একটা যাত্রী নিবাস যদি হয়—বিশেষ করে ট্রাইবেলদের থাকার জায়গা মোটেই নাই এবং সেই প্রস্তাব আগেও করা হয়েছিল। রেকর্ড টানলে পাবেন। উদয়পুরের এস, ডি, ও,কে খবর দেওয়া হয়েছিল একটা সার্ভে করে

কতটা জায়গা খাস আছে কি করতে হবে বলে তার একটা এষ্টিমেট তৈরী করতে বলা হয়েছিল। আমার সেটি জানা ছিল আমি মাঝে মাঝে খবর নিতাম। সার্ভে হওয়ার পর আর কোন খবর নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় আজ পর্য্যন্ত কিছু হয় নাই। ডেভেলাপমেন্ট—অর্থাৎ উন্নয়ন অনেক কিছুই হচ্ছে কিন্তু ঐ দিকে কেউ নজর দিচ্ছেন না। যখন মন্ত্রীরা যান আপত্তি যখন করি তখন বলা হয় এটা হবে দেখব। তারপর আর কিছু করা হয় না। আজকে যাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে। আগে যেখানে একদিন ৫০ টাকা প্রণামী পেত আজকে সেখানে ২০০ টাকা ৪০০ টাকা ৫০০ টাকা পাচ্ছে। সংক্রান্তি, অমাবস্যা, পৌষ সংক্রান্তি, দেওয়ালী, ইত্যাদি সময়ে তো কথাই নাই। দোকানদার দোকানদারি করছে সেও এক জমিদারী ব্যাপার। ১২ টাকা পেড়া ৫ টাকা বাতাসা। ৫/৭ শত টাকা ডেইলী আমদানী হচ্ছে। খাজানা নাগাব কিছু নাই। তাই আমার প্রস্তাব ছিল এই ভাবে—এখন কি অবস্থায় আছে সেটি আমার জানা নাই। সেগুলি ভরাট করে সেখানে যদি যাত্রী নিবাস করা হয় মার্কেট যদি না হয় জানা হয় একটা গাড়ীর পার্ক করা হয়—আগে ছিল খাস ল্যাণ্ড এখন খাস আছে কিনা আমি জানি না। এই ভাবে সরকারী অর্থে একটা রাস্তা হয়ে যায়। আর অন্যদিকে যাত্রীদের অসুবিধার হাত মুক্ত হতে পারে এই প্রস্তাব আমারও ছিল। মাননীয় সদস্য যা বলেছেন যে ট্রাষ্টি করবার জন্য আমিও বলেছিলাম উনিও গিয়েছিলেন একটা মিটিং করা হয়েছিল টাউন হলে—এবং একটা প্রস্তাব এসেছিল এই ভাবে সরকারের কাছে এর পরের খবর আমার জানা নাই। এই প্রস্তাব আমি সমর্থন করছি এবং এই কথাও বলছি উনি ট্রাষ্টি কখন করবেন আইন কখন রচনা করবেন বলুন। কিন্তু এটা করতে হবে। ত্রিপুরার উন্নয়নের কাজগুলি উনার হাতে রয়েছে সেজন্যই বলা হচ্ছে। আমার কাছে যারা আসে তারা বলে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি কোথায় করলেন মহাশয় এই পাঠস্থানে আমরা আসি এখানে আজকে আমাদের দাঁড়াবার জায়গাও নাই অথচ আমরা প্রণামী দিচ্ছি সব কিছু দিচ্ছি সব কিছু করছি। এখন প্রণামীর টাকাটা মাননীয় সদস্য যা বলেছেন এখানে বিশেষ করে প্রণামীর টাকাও বাড়ল যাহাদের বেশী পয়সা দিল আবার মাশুলও বৃদ্ধি করা হল। ব্রাহ্মণ মহাশয় মাশুলও বাড়িয়েছে। মাশুল কি রকম বাড়ছে জানেন? পাঠা আগে ছিল পাচ আনা সোয়া পাঁচ আনা এখন হয়েছে ২.৫০ পয়সা আর আদিবাসী হলে তো কথাই নাই। মহিষ ছিল ০.৫০ আর এখন কোথাও ৫০ কোথাও ১০ কোথাও ২০ সে এক জমিদারী ব্যাপার। যাত্রীরা পাঠা ছেড়ে দিল মাতা ত্রিপুরেশ্বরীর নামে—যারা পাঠা বলি না দেয় তারা মায়ের নামে পাঠা ছেড়ে দেয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই ছেড়ে দেওয়া পাঠা নিয়ে টানাটানি থেকে আরম্ভ করে মারামারি পর্য্যন্ত হয়। এই নিয়ে থানা আদালতও হচ্ছে। আর কবুতর—কবুতর কম করেও ডেইলী ৫/১০ জোড়া ছাড়া হয়। সেই কবুতরের মালিক হচ্ছে ব্রাহ্মণ। আগে রাস্তায় কবুতর ছেড়ে দেওয়া হত আর এখন মায়ের মন্দিরের ভিতর ছাড়তে হয়। মাকে শাড়ী, সোনা দানার অলংকার পড়ান হয়, তার মালিক হচ্ছে ব্রাহ্মণ। তাই আমি সামান্য কিছু বল্লাম এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে। এই সম্পর্কে বহু প্রস্তাব লিখিত ভাবে দেওয়া হয়েছে বহু যাত্রীও অভিযোগ করেছে মন্ত্রীদের কাছে এইসব মন্ত্রীদের অজানা নয় যে

মালিক হচ্ছে ব্রাহ্মণ। তাই এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে বলব যদি মায়ের জমি বে-আইনী হস্তান্তর হয়ে থাকে তাহলে সরকারকে তাদের কম্পেনসেশান দিয়েই হউক বা যে কোন ভাবেই হউক সরকারের হাতে এনে দিঘীর পাড়টা সমান করে ভরাট করে সেখানে বাজার নিয়ে আসা হউক এবং একটা যাত্রী নিবাস করা হউক এবং একটা ট্রাভেলার্স রেষ্ট হাউস করা হউক। এবং সরকার নিজের হাতে মাতার বাড়ীর পরিচালন ভার নিয়ে ভক্তদের অসুবিধা দূর করার ব্যবস্থা করবেন এই বলে প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : — শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য তড়িত মোহন দাশগুপ্ত যে প্রস্তাবটা হাউসের সামনে রেখেছেন, আমি তা সমর্থন করি। সমর্থন করে আমি কয়েকটি কথা বলব। ত্রিপুরা সুন্দরীর যে মন্দির, এটা পীঠস্থান এটা সত্যি, দাশগুপ্ত মহাশয় একথা বলেছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের রচনায় তা প্রতিফলিত হয়েছে। ত্রিপুরার রাজমালার মতে ত্রিপুরার মহারাজারা এই মূর্তি চট্টগ্রাম থেকে এনে এখানে প্রতিষ্ঠা করেন। রাজমালার ইতিহাসে ৫২ পীঠের একটি হচ্ছে এই উদয়পুরের ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির। তার প্রসিদ্ধি, সেই রাজমালার যে ইতিহাস-এর পরবধি, তার চেয়ে অনেক প্রাচীন, এবং সেখানে যে মূর্তি আছে, সেগুলিও অনেক প্রাচীন। ঠিক এই ধরণের মূর্তি বাংলাদেশে, আমি পশ্চিম বাঙলার কথা বলছি, সুন্দরবনে ত্রিপুরা সুন্দরীর নামেই একটি মূর্তি সেখানে প্রতিষ্ঠিত আছে। ত্রিপুরার মহারাজা যেটা প্রতিষ্ঠা করেছেন, এটা কতটা কিংবদন্তী, এবং কতটা ইতিহাস সেটা নির্দ্ধারিত হয়নি, হয়তো ভবিষ্যতকালে যারা গবেষণা করছেন, তারা বলতে পারবেন কে এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন, কবে এবং কারা এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। তবে মন্দিরটি প্রসিদ্ধি যেভাবে বিস্তার লাভ করেছে, যেভাবে সরকার এই মন্দিরে অর্থ ব্যয় করছেন, একথা মাননীয় সদস্য তড়িতবাবু এখানে বলেছেন যে সেখানে কোন আইনের বলে সরকারী টাকা ব্যয় হয় না। কোন সেকিউলার ষ্টেটে ধর্মীয় মন্দিরের জন্য এইভাবে ব্যয় করা যায় না। ত্রিপুরায় যেহেতু ভারত সরকার ত্রিপুরা ভারতবর্ষের সংগে মার্জারের সময় মহারাজার সংগে যে চুক্তি হয়েছিল, সেই চুক্তির বলে তা করতে বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু দীর্ঘদিন যাবত এই বাধ্য বাধকতা পালন করা যাবেনা। এবং যেভাবে এই অর্থ ব্যয় হচ্ছে সেটা সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে না। যাত্রীরা সেখানে যান, কিন্তু সেখানে কোন যাত্রী নিবাস নাই। আজকে যাত্রী নিবাস না-থাকার দরুণ বাইরের লোকের কাছে সেটা এ্যাট্রাকটিভ হচ্ছে না। যদি সেই ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দির লোকের কাছে এ্যাট্রাকটিভ হতো, তাহলে যেমন অর্থাগম হত, সেই অর্থ ত্রিপুরা সুন্দরীর কাজে লাগানো যেত। মাননীয় সদস্য নিশি সরকার বলেছেন যে অর্থাগম হয়, সেটা পূজারীই নিয়ে নিচ্ছে যা ভারতবর্ষের আর অন্য কোন মন্দিরেই এই ব্যবস্থা চালু নাই। বিভিন্ন প্রদেশে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, ব্যক্তিগত মন্দির রাষ্ট্রের পরিচালনায় চলে এসেছে। আমাদের এখানে ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দির বা অন্যান্য যে সমস্ত মন্দির আছে, যেমন চৌদ্দ দেবতার বাড়ী আছে, কালী বাড়ী আছে, বদরমোকামে যে তীর্থস্থান আছে, সমস্তগুলি একই আইনের আওতায় এনে যদি

আইন প্রণয়ন করে এই সমস্তগুলি সুপরিচালনা করা যায়, যাত্রীরা যাতে লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত পায়, যে অর্থাগম হয়, সেটা ব্যক্তিগত স্বার্থে না লাগিয়ে যাতে দেশের ও দশের কাজে, জনকল্যাণের কাজে লাগতে পারে, তার জন্য আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করি এবং আশা করব সরকার এই প্রয়োজন বোধে আইন্ প্রণয়নের ব্যবস্থা করবেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য তড়িতবাবু যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তাকে সমর্থন করি। আমরা দেখছি এই মন্দিরটি একটি পীঠস্থান, আমরা জানি ত্রিপুরার বাইরে থেকে যারা আসেন, তারা সেখানে যান এবং দক্ষিণা ইত্যাদি দেন। কিন্তু সখানে যে সেবার কাজে কি লাগান হয় না হয়, তার কোন হিসাব পত্র নাই। কিন্তু আমরা দেখছি যেখানে এমন একটা মন্দির আছে, সেটা একটা টুরিষ্ট লজ হতে পারে। বাইরে থেকে মানুষ আসে, সেখানে যান, কিন্তু সেখানে থাকার কোন ব্যবস্থা নাই। আমরা বাইরে যখন গিয়েছি, সেখানে আমরা দেখেছি এই জাতীয় মন্দির যেখানে আছে, সেখানে টুরিষ্ট লজ, যাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা থাকে. কিন্তু আমরা দেখছি এখানে তা নাই। এই মন্দিরটি একবার সংস্কার হয়েছে, কিছু কিছু রঙ লাগিয়েছে। ইদানীং দেখলাম ইলেকট্রিকের পোস্ট সেখানে দেওয়া হয়েছে। আমি মন্দিরে সেদিন দেখে এলাম যে সেখানে মাত্র দুইটি বাতি জ্বলছে। এমন একটা মন্দির, যেখানে হাজার হাজার লোক আসছেন, প্রতিদিন, হাজার হাজার স্থানীয় লোক এবং বাইরে থেকেও প্রচুর লোক আসছেন, এবং কালী পুজোর সময় সেখানে যে লোক সমাগম হয়, সেকথা নিশবাবু বলেছেন। আমিও একবার কালী পুজোর সময় গিয়েছিলাম দেখেছি কি ভীড় হয়। চন্দ্রপুর থেকে আরম্ভ করে ফুলকুমারী এই অংশটুকু আসতে আমার প্রায় এক ঘণ্টা লেগেছে লোক ঠেলে ঠেলে গাড়ী আনতে। প্রচুর লোক সেখানে যায়। সেই মন্দিরে একটা সুব্যবস্থা থাকবেনা, এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়। এখানে যেসব অভিযোগ উঠেছে, মন্দির সম্পর্কে জমি, সোনার গহণা, এই সম্পর্কে এম, এল, এ-দের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা উচিত এইগুলি দেখার জন্য। আইন প্রায়ন করতে সময় লাগবে। সুতরাং এই জিনিষগুলি এসেস করার জন্য, কি কি ছিল, কি কি নেই, সেটা দেখার জন্য এম, এল, এ-দের নিয়ে একটা কমিটি যদি গঠন করা হয়, তাহলে কাজ হবে। আমি আশা করব মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই আশ্বাস আমাকে দেবেন যে তিনি একটি কমিটি গঠন করবেন এবং অবিলম্বে একটি আইন প্রণয়ন করবেন। ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দিরের জন্য শুধু নয়, বিভিন্ন স্থানে যেসব মন্দির, মসজিদ আছে, এবং ধর্মীয় স্থান যেখানে আছে, যেখানে ধর্মীয় প্রাণ মানুষ যান, তাদের জন্য সুব্যবস্থা করবেন এবং এখানে যে ট্রাষ্ট গঠন করার প্রশ্ন এসেছে, তা সরকার করবেন বলে আমি বিশ্বাস করি এবং অবিলম্বে একটা কমিটী গঠন করে, এখানে যে সমস্ত অভিযোগ এসেছে, সেগুলি দেখে তার প্রকৃত অবস্থা কি সেটা গভর্ণমেন্টের কাছে সেই কমিটী যাতে জানাতে পারে, আমি আশা করব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই প্রস্তাব গ্রহণ করবেন।

শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে প্রস্তাব তড়িত বাবু এখানে এনেছেন, আমি তা সম্পূর্ণ সমর্থন করি। এই যে মায়ের মন্দির সেটা একটা পীঠস্থান কিন্তু বহুদিন যাবত

এই মন্দিরটী বেসরকারী কমিটীর দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে প্রতি বছর সেখানে কালী পূজার সময় বহুলোক আসেন, তখন অনেক অসুবিধা সেখানে দেখা দেয়। এই জন্য একটী আইন তৈরী করলে আমার মনে হয় সেখানকার পূজা সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত হবে। আমি মনে করি সত্বর একটী আইন প্রণয়ন করা উচিত। আমাদের মাননীয় সদস্যরা এখানে এই সম্পর্কে অনেক যুক্তি দেখিয়েছেন। আমি আর যুক্তি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা মনে করিনা। আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীনরেশ রায় :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের সদস্য তড়িত বাবু যে প্রস্তাব এনেছেন, সেই প্রস্তাবের একটা বিশেষ গুরুত্ব ত্রিপুরার জন্য সেখানে রয়েছে ঠিকই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এখানে চিন্তা করতে হবে এই যে বিভিন্ন রকমের দেব-দেবীর অর্চনার জন্য মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, বুদ্ধ মন্দির এইগুলি আছে, আমরা সেইগুলি নিয়ন্ত্রন করে সরকারী পরিচালনায় সুন্দরভাবে এইগুলিকে পরিচালনা করবো কি না। আমরা জানি যে ভারত ধর্ম প্রধান দেশ, ত্রিপুরাও ধর্মপ্রধান দেশ, মানুষকে রক্ষা করতে গেলে তার সংগে সংগে ধর্মকেও রক্ষা করতে হবে। মানুষকে রক্ষা করার জন্য আমরা বিভিন্ন রকমের আইন প্রণয়ন করছি। কিন্তু মানুষকে যে সৃষ্টি করলো মানুষকে যে পরিত্রাণ করবে যে দেবতা সেই দেবদেবীর মন্দিরকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমরা আইন প্রণয়ন করছি না। আর একদিক দিয়ে ত্রিপুরা সরকারের একটা বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে যে দেবতাকে অর্চনা করা হয় যে দেবতাকে পূজা করে মানুষ শান্তি পায় সেই মানুষকে রক্ষা করার জন্য আমরা আইন প্রণয়ন করছি কাজেই সেই দেবতাকে রক্ষা করবার জন্য তার দেবতাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য আইন প্রনয়ন করতে হবে। সেইটা শুধু আমার কথা নয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অনেক তীর্থে গিয়েছি, আমি মাদ্রাজে শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শয়ান দেখেছি, আমি শান্তিপুরের লক্ষ্মীনারায়ণ দেখেছি, আমি পুরীতে জগন্নাথ মন্দির দেখেছি, আমি বড় শিখদের ধর্ম মন্দির দেখেছি, হাঁ আমি আগ্রায় লালকেল্লা দেখেছি প্রত্যেকটা জায়গায় ভারত সরকার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করেছেন। সেখানে পুরোহিত যারা আছেন সেই পুরোহিতদের বেতন নির্দ্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে যারা দর্শক যান তারা, এই কোথায় কে কত প্রণামী দেবে তারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে টিকেট সিস্টেম আছে, এই টিকিট সিস্টেম্ সরকার করে দিয়েছে। সেখানে সবাই দেবতাকে দর্শণ করতে পারেন, পূজা অর্চণা করতে পারেন। সেখানে প্রতারিত হবার কোন ভয় নেই। সেখানে ঠকাবার কোন জো নেই। মানুষ ধর্ম প্রাণ ধর্মকে দেবতাকে অর্চণা করবার জন্য সেখানে যায় সেখানে যদি প্রতারিত হয় বা কেউ প্রতারিত করে তাহলে ঠিক দেবতাকে অর্চণা করা হয় না। সেখানে মন কলুষিত হয়ে যায় তার ফলে পাপের সঞ্চার হয়। সুতরাং সে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকলে, এই প্রতারণার কোন সম্ভবনা থাকে না। প্রত্যেকটা মন্দিরের মধ্যে যতগুলি নাম বলেছি প্রত্যেকটার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সরকার থেকে করা হয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের ত্রিপুরায় উদয়পুরে যে মাতার বাড়ী. কসবাসাগরের কালীবাড়ী, আমাদের খয়েরপুরের চোদ্দদেবতার বাড়ী, আমাদের কৈলাশহরের উনকুটি দেবতার পাহাড়, এই যে

আগরতলাতে শিববাড়ী এই রকম মন্দির আছে। এই মন্দিরগুলিকে যদি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি যে মন্দিরগুলি চিরাচরিত কাল থেকে চলে আসছে সেইগুলির জন্য আইন প্রণয়ণ যদি না করতে পারি তবে সেখানে একটা বিশৃংখলা সবসময়েই থেকে যাবে। এবং আমি আশা করবো যে ত্রিপুরা সরকার যদি একটা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করতে পারে পূজা অর্চণার ব্যবস্থা করে তাহলে সেখানে ঠকবার বা প্রতারিত হওয়ার কোন সন্দেহ থাকে না। চৌদ্দদেবতার বাড়ীতে দেখেছি যে মানুষের উপর কি অত্যাচার। সেখানে কেউ তিন টাকা, কেউ পাঁচ টাকা কেউ ১০ টাকা আবার পাঁঠাকাটার সময় এক টাকা, আবার মাথার টুকরা কেটে দেবার সময় আট আনা। আবার দেখা গেছে যে পূজায় সময়তে পাঁঠার মাথা নিয়ে মারামারি। এই যে ব্যবস্থা সেইটাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যদি কোন আইন বা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকে প্রতি বৎসরই সেইটা এই রকম হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ ছাড়া আর একটা বিশেষ লক্ষ্যণীয় জিনিষ হলো এই মন্দিরগুলিকে লক্ষ্য করে বিশেষ এক শ্রেণীর লোক উঠে পড়ে লেগেছে। আমি শুনেছি কৈলাশহরের কোন এক পাহাড়ে মন্দিরের মধ্যে সেনক্রাশ আমরা যাদেরকে বলি সমাজ বিরোধী লোক তারা মন্দিরের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। এবং সেখানে সাধুর সংগে এবং পুরোহিতের সংগে যোগাযোগ করে তারা ত্রিপুরার সর্ব্বত্র সমাজ বিরোধীরা কাজ করে চলেছে। আমাদের যদি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকত তাহলে এই সমাজ বিরোধীরা মাথা তুলতে পারতো না। এছাড়া আগরতলার দক্ষিণে একটি মন্দির আছে সেটাকে কুড়ি পুষ্করিণীর মন্দির বলে। সেখানে সনাতন গোস্বামীর আশ্রম। সেইটা ছিল বাংলাদেশের মধ্যে সেই আশ্রমের পূজারী এখানে এসেছেন এবং সেখানে একটা মন্দির আরম্ভ করেছেন। বড়মুড়ায় কোন একজন পূজারী সেখানে একটা মন্দির আরম্ভ করেছেন। এই রকম বহু জায়গায় দেখা যায় বিভিন্ন পূজারী, শিষ্য সেবক তারা তাদের দেবতাকে পূজা অর্চণা করার জন্য মন্দির গড়বার চেষ্টা করছেন। কিন্তু সেই গুলি অনেক ক্ষেত্রে হচ্ছে না পরিচালনার অভাবে। কাজেই মানুষের ধর্মকে রক্ষা করবার জন্য মন্দিরের দরকার আছে। কাজেই আমার মনে আমাদের এমন একটা টাকার অংক রাখা দরকার যাতে মানুষের এই আকাংখাকে পূরণ করা যায়। এবং সরকার থেকে সেই মন্দিরগুলিকে কিছু সাহায্য সহায়তা করা। কারণ ধর্মকে রক্ষা করা মানে মানুষকে রক্ষা করা।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আর একটা জিনিষ এর মধ্যে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রয়েছে। আজকাল দেখা যায় যে বিভিন্ন রকমের মন্দির এর উদ্ভব হয় এবং সেখানে মানুষ প্রতারিত হয়। তা সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে বিশ্বাস আছে যে কোন একটা ধর্ম মন্দিরে গেলে বা কোন প্রকারের সাধু সংশ্রবে গেলে বোধ হয় আমি পরিত্রাণ পাব এবং এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে দেখা যায় দিনের পর দিন বা ১ মাস পরে সেখানকার সাধুকে কালী পেয়ে যায়, মহাদেবে পেয়ে যায় এবং আরও নানা রকমের দেবতায় পেয়ে যায় আর সেজন্য সেখানে একটা পূজার ব্যবস্থা পেয়ে যায় এবং লোকজন বিশ্বাস করে সেখানে যায়। সেখানে যাওয়ার পর সেই সিন্নির থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্য্যন্ত তারি খেতে শুরু করে ফলে সেখানে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। কাজেই এই সমস্ত জিনিষ খেয়ে অনেক মানুষ রোগগ্রস্ত হয়ে উঠে। আমি এখানে একটা বিশেষ দৃষ্টান্ত দিতে পারি যে পেট্রিক রোগ বা পেটের বেদনা রোগের

জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের কোন কোন মন্দির থেকে ঔষধ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল এবং বহুলোক সেই ঔষধ খেয়েছে এবং খাওয়ার পর দেখা গেল যে অনেক লোক সাময়িকভাবে সেই রোগ থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে আবার অনেক লোক মারাও গিয়েছে। কাজেই এই সমস্ত খাওয়ার পর অনেক মানুষ রোগগ্রস্ত হয়েছে এবং সেখানে একটা সংক্রামক রোগের সৃষ্টি হয়। কাজেই এগুলিকে যদি সরকার নিয়ন্ত্রণে আনার ব্যবস্থা করে, তাহলে আর মানুষকে বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত হতে হয় না। তারপরে আর অন্য যে কতকগুলি মন্দির আছে, যেমন উদয়পুরের মাতার বাড়ী, সেখানে ভক্তবৃন্দেরা প্রতি বছরই মেলার সময়ে যায় সেখানে পূজা অর্চনা রেগুলার করা হয় আর সেই পূজার জন্য মানুষ মায়ের নামে অনেক প্রনামি দেয় সেটা মাননীয় সদস্য বললেন যে সেটা ঠিক ভগবানের নামে ভগবানের হাতে যায় না সেখানে ভগবানরূপে মানুষ যারা আছে, যেমন শিষ্য সেবক বা পুরোহিতেরা বাই সেটা আত্মসাৎ করে থাকেন। কাজেই সেখানে যদি কোন সরকারী নিয়ন্ত্রন থাকে, তাহলে ভক্তেরা যে প্রনামি দিচ্ছে, সেটা তার পূজাতে বা তার ভোগে লাগতে পারে ফলে যারা এই প্রনামি দিল তাদেরও কল্যান হতে পারে। সেখানে যদি পূজারীদের একটা নির্দিষ্ট বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে এবং সেখানে যদি টিকিট সাইেম কোন্ খাতে কত দিতে হবে, যেমন পূজার কে কত দিতে হবে দক্ষিনা বা কত দিতে হবে ইত্যাদির যদি ব্যবস্থা থাকে, তাহলে ভক্তেরা মায়ের নামে যে অর্থ দিচ্ছেন, সেটা সরকারী ফাণ্ডে ঠিকভাবে জমা হতে পারে এবং সেই ফাণ্ডের দ্বারাই আমার যতটুকু মনে হয় যে উদয়পুরের মাতার বাড়ীর এবং পুরাতন আগরতলার ১৪ দেবতার বাড়ীর যে সমস্ত পুরোহিত বা অন্যান্য কর্মচারী আছেন তাদের নিয়ন্ত্রিত করা চলবে এবং ভক্তদের টাকায় তার পূজা অর্চনা করা সম্ভব হবে। সুতরাং এই সমস্ত ক্ষেত্রে সরকার থেকে আইন করে পূজা অর্চনা নিয়ন্ত্রন করা খুব বেশী কঠিন হবে না। এই দিক দিয়ে চিন্তা করে বিশেষ করে উদয়পুরের মাতার বাড়ী, পুরান আগরতলার ১৪ দেবতার বাড়ী, কমলা সাগরের কালী বাড়ী এবং কৈলাশহরের উনকোটি দেবতার বাড়ীর পূজা অর্চনার সংস্কার করা অত্যন্ত সহজ হবে, এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই হাউসের সামনে মাননীয় সদস্য তড়িত বাবু যে প্রস্তাবটি এনেছেন, আমি তার সমর্থনে আমার বক্তব্য রাখছি। তাঁর প্রস্তাবটা হল—ত্রিপুরায় দেব দেবালে বিশেষভাবে শ্রীশ্রী মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর সম্পত্তি ও পূজা অর্চনা পরিচালনা করার জন্য অবিলম্বে আইন প্রনয়ন করা হউক। স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা অনেক কিছু করেছি যেমন দেব দেবাচনার জন্য সেখানে যে পূজা পার্ব্বন হয়, কিম্বা সেখানে যে মন্দিরগুলি আছে, সেখানে সরকারের নজর দেওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা, কিম্বা নজর দেওয়ার সুযোগ হয়েছে কি না, সেটা আমি এখন পর্য্যন্ত বুঝে উঠতে পারছি না। আমরা যে কোন মন্দিরে যাই না কেন, সেখানে আমরা দেখতে পাই যে একটা অব্যবস্থা বা অরাজকতা চলছে, এটা শুধু এক দিক দিয়ে নয়। আমরা সেই মন্দিরগুলির পূজা অর্চনা করার জন্য পুরোহিত রেখেছি, তাদের আমরা বেতন দিয়ে রেখেছি এবং সেই

বেতনও দিনের পর দিন বাড়িয়ে দিচ্ছি। কন্তু তাদের কাছ থেকে আমরা কি পাচ্ছি? যে মন নিয়ে আমরা মায়ের কাছে পূজা দিতে যাই, তারা সেখানে আগে থেকেই হাত পেতে বসে থাকে, তাদেরকে যদি প্রনামি না দেওয়া হয়, তাহলে মায়ের কাছে আমরা পৌছতে পারব না। কিন্তু তারা আমাদের বেতনধারী, তাদেরকে আমরা সেখানে রাখছি, শুধু এদিকটা নয় আমরা যে মায়ের কাছে পূজা দিতে গেলাম মনের তাগিদে, সেখানে যদি এই ধরনের অত্যাচার, অবিচার কিম্বা আমার সেই মনের ভিতরে ঘা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, তাতে করে আমার মনটা কি বিষিয়ে উঠছে না, কিছুটা? কাজেই এই দিকে আমাদের বিশেষভাবে নজর দিতে হবে এবং সেজন্যই এই যে প্রস্তাবটি রাখা হয়েছে, তার পক্ষে অনেকগুলি জোড়ালো, যুক্তি রাখা হয়েছে, আমি সেগুলির উল্লেখ করছি না। আমি কেবলমাত্র একটা দিকের প্রতি নজর দিতে বলব সেটা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে সমস্ত দেবমন্দিরগুলি আছে, সেগুলির মধ্যে একটারও কোন সেনিটেশান ব্যবস্থা নাই। অথচ সেখানে প্রচুর যাত্রীর সমাগম হয়, প্রচুর ভক্তের সেখানে সমাগম হচ্ছে বিশেষ বিশেষ উৎসব উপলক্ষে কিম্বা বিশেষ বিশেষ দিনে, কিন্তু এই রকম অবস্থায় সেখানে সেনিটেশানের কোন ব্যবস্থা নেই। সেখানে নামকাওয়াস্তে, স্যার এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা কথা বলেছেন, সেজন্য আমার তার উত্তরে বলতে হচ্ছে বিশেষ করে ১৪ দেবতার বাড়ীতে যে খাঁরছি পূজা হয়, সেই সময়ে আমি সেখানে গিয়েছি। সেখানে অবশ্য একটা মেডিকেল ইউনিট রাখা হয়েছে, কিন্তু সেখানে ফার্ষ্ট এইড দেওয়ার মতো ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, কিনা, তাতে আমার সন্দেহ হয়। সেখানে একজন দাঁড়িয়ে থাকেন বটে এবং একটা ঘরকে সেখানে সাজানো হয়েছে বটে এবং সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হবে বলে বলা হয়, কিন্তু আসলে ঐ দিকে কেউ পথ মাড়ায় না। পথ না মাড়াবার কারণ আর কিছু নয়, কারণটা হচ্ছে ঐ ১৪ দেবতার বাড়ীতে পৌছার রাস্তার যে একটা অবস্থা, বিশেষ করে ঐ খাঁরছি পূজা বসার সময়ে হয়, কাজেই সেখানে পৌছার যে একটা অব্যবস্থা আর এই মেডিকেল ইউনিটটি সাজিয়ে রাখা হয়েছে তারও ঐ একই চুড়ান্ত অব্যবস্থা। সেজন্য কেউ ভুলেও ঐদিকে পথ মাড়ায় না। আমার বক্তব্য হল আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে শ্রীশ্রীমাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর বাড়ী যে একটা পীঠস্থান, সেখানে যেমন ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যায়, তেমনি ত্রিপুরার বাইর থেকেও প্রচুর ভক্তবৃন্দ সেখানে আসে, সেখানে এখন একটা প্রেষ্টিজের প্রশ্ন দাঁড়িয়ে গেছে, স্যার। বাইর থেকে যারা আসেন তারা মায়ের দর্শনাকাঙ্খী হয়ে আসেন, সেখানে যদি এইরকম একটা অব্যবস্থা চলতে থাকে তা দেখে তারা তিক্ত বিরক্ত হয়ে উঠেন। তাছাড়া যারা নাকি গাড়ী নিয়ে সেখানে যান, তাদের গাড়ী রাখার মতো কোন ব্যবস্থা সেখানে নেই। রেস্ট হাউসের তো কোন প্রশ্নই উঠে না। যারা আসেন, তারা একটু জল পান করবেন কিম্বা জিরো-বেন বা বিশ্রাম করবেন, তারও কোন ব্যবস্থা নাই। কাজেই মাননীয় সদস্য তড়িতবাবু যে বক্তব্য রেখেছেন, সেখানে একটা রেষ্ট হাউস বা ধর্মশালা করা উচিত, বিশেষ করে শ্রীশ্রীমাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর বাড়ীর পাশেই হউক আর অন্য যেখানেই হোক, তাঁর তো প্রচুর জায়গা জমি রয়েছে, সেখানে বহিরাগত যাত্রী যারা গাড়ী নিয়ে যাবে তাদের

গাড়ীগুলি রাখবার জন্য একটা ব্যবস্থা করা উচিত। আর সেনিটেশানের ব্যবস্থা যাতে সেখানে থাকে, তারও একটা ব্যবস্থা করা উচিত। এই সমস্ত কাজকর্মগুলি দেখার জন্য অবিলম্বে একটা আইন প্রণয়ন করা হউক যে আইনের মাধমে সব কিছু করা যাবে। এতদিন যখন সরকার এরজন্য কিছু করার প্রয়োজন মনে করেন নি বা সুযোগ হয় নি, তাই আমি সরকারকে অনুরোধ করব যে এরজন্য এক্ষুনি একটা কমিটি গঠন করে তার পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যে কতগুলি অব্যবস্থা আছে, সেগুলি দূর করার জন্য এবং মন্দিরের অন্যান্য কাজকর্ম তদারক করার জন্য এটা করা উচিত। সেই কমিটি এম. এল. এ.দের নিয়েই করুন অথবা ম্যান অব পজিশন নিয়েই করুন, তার মধ্যে ডাক্তার রাখুন আর বৈজ্ঞানিক রাখুন অথবা সবাইকে রাখুন যারা অন্তত: এই দিকে নজর দিতে পারেন, সেইসব চিন্তাশীল ব্যক্তি যারা তারা যেন এই মন্দিরের সংস্কার করতে পারেন, পূজা সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে পারেন, সেই ব্যবস্থা একান্তভাবে এক্ষুনি করা দরকার, যাতে সেখানে পূজা দিতে যান, তারা যাতে মনের শান্তিতে ফিরে আসতে পারেন সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। এই বলে এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, যে প্রস্তাব এই হাউসের সামনে এসেছে আলোচনার জন্য এবং আলোচনাও হয়েছে যথেষ্ট : এটা এমনই একটা ব্যাপার যে এই সম্পর্কে কিছু বলতে যাওয়া কিম্বা বলা একটু কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ ধর্ম সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান এইসব প্রশ্ন ছেড়েই দিলাম, ঐতিহাসিক দিক থেকেও এর সম্পর্কে বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়েছে। ইতিহাসের দিক থেকে এটা কি পজিশানে আছে, না আছে সেটাও এখানে রিসার্সের ব্যাপার হয়েছে। আমি এই কথা বলতে চাইছি না এটাকে অস্বীকার করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, কথাটা হচ্ছে এই—কথায় বলে মানলে শালগ্রাম না মানলে শিলা। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষের ভক্তি যেখানে উচ্চারিত হয়ে উঠছে, সে জায়গা সাধারণভাবে বলতে গেলে একটা তীর্থস্থানে পরিণত হয় এবং সেই দিক থেকে প্রতিটি জায়গাতে এই ধরণের কিছু না কিছু করণীয় আছে, সেখানে মন্দির গড়ে উঠবে মসজিদ গড়ে উঠবে এখন ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এসে পার্টিকুলার একটা মন্দির সম্পর্কে যদি প্রশ্ন করা হয়, যদিও প্রস্তাবের মধ্যে ত্রিপুরার, সমগ্র ত্রিপুরার ব্যাপারটাই আলোচনার বিষয়বস্তু হয়েছিল তার মধ্যে একটা পার্টিকুলার মন্দিরের কথা বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। এই সম্পর্কে বোধ হয় দ্বিমত হওয়ার কিছু নাই যে যেখানে মানুষ যাতায়াত করে সেখানকার ব্যবস্থা আরও সুষ্ঠু হোক, সুন্দর হোক, এটা সবাই চায়। যে দেবতার নাম করে যে মন্দির গড়ে কিম্বা তাঁর সেবাপূজা যেভাবে হয়, এখানে মাননীয় সদস্য তড়িত মোহন দাশগুপ্ত বলেছেন বিভিন্ন জায়গার কথা। কিন্তু যতই আইন প্রণয়ন করা হোক না কেন যদি মানুষের ভক্তির প্রশ্ন উঠে সেখানে ভক্তির মধ্যে যদি গলদ থেকে যায় তাহলে অনেক কলংক হতে পারে। যেসব জায়গাগুলির উল্লেখ করা হয়েছে যেমন পুরী এই সমস্ত জায়গা, সেই সমস্ত সম্পর্কে বহু অভিযোগ গভর্ণমেন্টের কাছে আছে। সেগুলির প্রতিকারের চেষ্টা গভর্ণমেন্ট করে থাকেন, কোন কোনটার সংশোধন হয়। এটা একটা প্রসেস। এটা এমনি একটা

ব্যাপার যে কোন কাজই আমরা করতে চাই না কেন তাতে মানুষের একটা সেন্টিমেন্ট আছে যেটাকে সহজভাবেই উস্কিয়ে দেওয়া যায় এবং সেটাকে মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে নানা দিক থেকে রাজনীতি সৃষ্টি করা যায়। মাননীয় স্পীকার, স্যার, যদিও প্রস্তাব এসেছে আইন প্রণয়ন করা সম্পর্কে, আমি ঠিক বুঝতে পারি নি যে আইনটা কি শুধু কি একটা মন্দির সম্পর্কে? হয়ত মাননীয় সদস্য, প্রস্তাবক ত্রিপুরার মন্দির সম্পর্কে বিশেষভাবে জানেন এবং বিশেষ খোঁজ নিয়েছেন। অন্যগুলি সম্পর্কে গভর্ণমেন্ট থেকে চালাতে হবে না ট্রাষ্টি করতে হবে নাকি কোন প্রাইভেট ম্যানেজমেন্টে পাবলিকে যাবে এবং তাহলে কি অবস্থা দাঁড়াবে সেই সমস্ত জিনিষগুলি এর মধ্যে আসে। কারণ আইন প্রণয়ন করবে কি ট্রাষ্টির জন্য নাকি সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য আইন প্রণয়ন করবে। আমরা কিছু কিছু দেখেছি যে পুরী জগন্নাথ মন্দিরের জন্য সুপ্রীম কোর্টে পর্য্যন্ত মামলা যাওয়ার মত প্রস্তাব হয়েছে। কাজেই এই ব্যাপারে আমাদের সকলেরই এটা ভাল করে ভেবে দেখা উচিত। কিন্তু তার মধ্যেও অনেকগুলি দিক আছে, সেগুলি বিচার বিবেচনা করে দেখা দরকার বিশেষভাবে, কারণ এটা লক্ষ লক্ষ মানুষের সেন্টিমেন্ট নিয়ে প্রশ্ন। অব্যবস্থার কথা যেগুলি বলা হয়েছে সেগুলি আইন প্রণয়ন করে দূর করার দরকার আছে কিনা গভর্ণমেন্ট থেকে টাকা দিয়ে করবে? যদি বলা হয় আমাদের এই ভারতবর্ষ সেকুলার ষ্টেট তাহলে আমরা গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে মন্দিরের নামে কোন টাকা খরচ করতে পারব কি পারব না, যে কারণে আজকে প্রশ্নটা উঠেছে। এখন এমন মন্দির আমাদের রাজ্যে আছে যা হয়ত ত্রিপুরা সুন্দরী বা চৌদ্দ দেবতার মন্দিরের মত হবে না, যেমন জগন্নাথ বাড়ী আছে, সেটাতে এত লোক হয় না। তাহলে আইন প্রণয়ন করার আগে কোনটা গভর্ণমেন্ট ম্যানেজমেণ্টের জন্য আইন প্রণনয়ন করবে এবং আইন প্রণয়ন করবে পাব্লিক ট্রাষ্টের জন্য। এই জিনিষটা একটু ভেবে দেখা উচিত। আমি বলছি না যে যেভাবে আছে সেভাবে এটা কন্টিনিউ করুক। আমি জিনিষটা বুঝাতে পারিনি এবং আমি বুঝতে চাইছি জিনিষটা এবং এই প্রশ্নগুলি আমার নিজের মনে উঠছে এই হেতু পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার জন্য যে কিভাবে জিনিষটা করা হবে। যাই হোক আমি আলোচনা করতে চাই না। মাননীয় সদস্যরা যে সব প্রশ্ন তুলেছেন এটা মেনে নিয়ে আমি বলতে পারি যে এই প্রশ্ন তোলার আগেও আমরা এ সম্পর্কে সচেতন এবং মাননীয় সদস্যদের বলতে পারি যে আমরা কনষ্ট্রাকশান ইস্যু করেছি যে আইন প্রণয়ন কিভাবে হতে পারে তার জন্য আমরা সাজেশান চেয়েছি। আজকে ত্রিপুরা সুন্দরীর প্রোপার্টি সম্পর্কে বলা হয়েছে বহু প্রোপার্টি তার রয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার এখন পর্য্যন্ত সুযোগ হয় নি যে ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দিরের জন্য মহারাজার আমলের কোন রেকর্ড আছে কি না দেখার। কাজেই সেখানে কিভাবে চলছে, এটা কি মৌখিক চলছে অথবা কাগজে রেকর্ড হয়ে আছে সেটা দেখবার সুযোগ পাইনি। আগেও একবার প্রশ্ন উঠেছে এবং এটা খোঁজ করে দেখা হচ্ছে। এটা কি প্রোপার্টি হিসাবে নেবে নাকি পাব্লিক ট্রাষ্টে ছেড়ে দেব যাতে এর ইনকামের একটা ব্যবস্থা করা যায় এবং যাতে তাকে আর গভর্ণমেন্টের উপর ডিপেণ্ড না করতে হয়। এটার অনেক ডিটেলসে যাওয়ার প্রশ্ন আছে এবং আমার মনে হয় একটা কমিটি করার দরকার এবং কমিটি করার আগেও বিশেষ ভাবে আলোচনা করা দরকার। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি এইটুকু বলতে পারি যে আমরা এ সম্পর্কে সচেতন এবং

যেহেতু আমাদের ভারতবর্ষ সেকুলার ষ্টেট আমরা যতটুকু সম্ভব গভর্ণমেন্ট টাকা দেব। তবে এই সম্পর্কে একটা কথা আছে গভর্ণমেন্ট টাকা দেবে কিন্তু বাক্সে যে টাকাটা পড়ে তার কিছু অংশ হয়ত সেই পার্পাসেই খরচ হয়ে যায়। কাজেই সবটাই গভর্ণমেন্ট দিচ্ছে এই কথাটাও ঠিক নয় যেহেতু এ থেকে একটা মোশান আসছে এখানে। মাননীয় স্পীকার স্যার, নীতিগতভাবে যে প্রস্তাব এসেছে সেই সম্পর্কে আমি আগেও চিন্তা করেছি—চিন্তা করেছি এবং কি ধরনের আইন হলে এই সমস্ত প্রোবলেমটার সলিউশান হতে পারে যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ জড় হয় একটা ভক্তি শ্রদ্ধা নিয়ে আসে এটাকে আরও সহজভাবে তাদের পূণ্য করার যে আকাঙ্খা সেটি যাতে মিটতে পারে সেজন্য কিভাবে কতটুকু গভর্ণমেন্টের আইন যেতে পারে সেই সম্পর্কে আমি ভেবে দেখেছি। কাজেই এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি আশা করব মাননীয় সদস্য এই প্রস্তাব উইথ ড্র করে পরে এই সম্পর্কে আরও বিশদ আলোচনা করে—একটি কমিটি করেই হউক আর অন্য ভাবেই হউক করতে পারেন এবং আমি নীতিগতভাবে এই প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানাই যে এটা হয়েছে। কিন্তু তার আগেই আমরা অলরেডী এ্যাকশান নিতে আরম্ভ করেছি এই বিষয়ে। কাজেই এই অবস্থায় এই প্রস্তাব-এর কোন দরকার আছে বলে আমার মনে হয় না। কাজেই মাননীয় সদস্য যিনি এই প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন তাঁকে আমি রিকোয়েষ্ট করব তিনি যেন এই প্রস্তাব উইদড্র করে নেন।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের অনুরোধ আমি শুনেছি। কিন্তু তার আগে একটা বিষয় পরিষ্কার উনার কাছ থেকে শুনতে চাই তিনি বলেছেন যে তিনি ব্যবস্থা করবেন। আমি জানতে চাই যে পয়সা যেটি প্রণামী হিসাবে যাচ্ছে সেটি পুরোহিতের প্রাপ্য নয় সেটি মায়ের তহবিলে যাবে এবং তার জন্য কোন ব্যবস্থা করা হবে কি না। এই জন্য সব সময় সরকার থেকে বাকস দেওয়া আছে সেই বাক্সে পয়সা পড়লে সেই পয়সা সরকারের তহবিলে জমা হচ্ছে আর ঠাকুর মহাশয় তার পাশে আলাদা করে থালা রাখছেন সেই থালায় পয়সা পড়লে সেই পয়সা ঠাকুর মহাশয় তুলে নিয়ে যান সেটি সরকারের তহবিলে জমা পড়ে না। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সরকারী নীতি হচ্ছে বাক্সে পয়সা পড়লে সেই পয়সা মায়ের তহবিলের জন্য আর সেটি সরকারী ট্রেজারীতে যাবে। এবং যেহেতু এর দায় দায়িত্ব পুরোপুরি সরকার নিয়েছেন যদি সরকার কোন দিন ট্রাষ্ট বডি করেন তারা ইচ্ছা করলে এই টাকাগুলি ট্রাষ্ট বডিকে দিয়ে দিতে পারে অথবা তার তিনগুণ টাকাও দিতে পারেন সেটি হচ্ছে পরবর্তী পর্যায়ের কথা। কাজেই আসল কথা হচ্ছে প্রস্তাবিত পয়সা নিয়ে। সেখানে বাক্স দেওয়া আছে সেখানে নোটিশও দেওয়া আছে যে আপনারা প্রণামি বাক্সে দেবেন। যেহেতু ঠাকুর মহাশয় থালা নিয়ে আসেন এবং যেহেতু কেউ যাত্রীদের বলেন না তুমি এই ভাবে থালায় পয়সা দেবে না সরকারী বাক্সে পয়সা দেবে এবং ঠাকুর মহাশয়কে বন্ধ করা হয় না যে তুমি এভাবে থালা নিয়ে আসতে পারবে না। এটা বন্ধ হওয়া উচিত ঠাকুর মহাশয়ের উচিত যাত্রীদের বলা যেহেতু বাক্স আছে আপনারা বাক্সেই পয়সা দিন। আমি এইটুকুই জানতে চাই এই যে রিফর্মস—অন্তত সরকারের যে নীতি সেই ভাবেই ব্যবস্থা করবেন। এবং সেটি তিনি ইমিডিয়েটলি তিনি ব্যবস্থা করবেন তারপর আমি প্রস্তাব উইদড্র করব।

শ্রীসুধাময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার এই পয়েন্ট সম্পর্কে আমি অনেকটা ইচ্ছা করেই বাদ দিয়েছিলাম। যেহেতু এটা কমপ্লিকেটেড। কমপ্লিকেটেড এই কারণে আমি যতটুকু কালীঘাটের মন্দিরের খবর জানি সেখানে মন্দিরের দৈনিক রোজগার সরিকদারদের মধ্যে এমন ভাবে ঠিক করা থাকে যে কোন সরিক ১ দিনের, কোন সরিক ২ দিনের পাবে এই ভাবে ঠিক করা থাকে। এবং সেটি একেবারে বংশানুক্রমিক। এখন প্রশ্ন হল কোথাও এই ধরণের পয়সা সরকারের তহবিলে নিয়ে যায় অথবা ট্রাষ্টির হাতে নিয়ে যাওয়া হয় সেটি কিভাবে আসবে সেটি ডেলিকেট বলেই প্রশ্নটাকে আমি উহ্য রাখতে চেয়েছিলাম। আমার বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে এটা পুরোহিতের প্রাপ্য কি অন্য কেউ পাবে সেটি প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হল পুরোহিত যদি সরকার থেকে ঠিক করে দেওয়া হয়ে থাকে আর পুরোহিত যদি বংশানুক্রমিক না হয়ে থাকে তাহলে সেটি অটোমেটিকেলী সরকারের আসা উচিত সেই সম্পর্কে আমার কোন প্রশ্ন নাই। কিন্তু প্রশ্ন হয় যদি এটা বংশানুক্রমিক হয়ে থাকে যদি এমন কোন বিধান থেকে থাকে যে পুরোহিতদের এটা বংশানুক্রমিক প্রাপ্য এর সংগে যদি এমন কোন ক্লজ থাকে যে এই প্রনামির অংশ এরা পেয়ে যাবে তাহলে সেখানে বাধা দেওয়ার কোন পথ আছে কি না সেটি আইনের বিষয়। তবে এই সম্পর্কে পাবলিক ওপিনিয়ন ক্রিয়েট করা যায় যে মায়ের নামে যেটি দিচ্ছেন সেটি বাক্সে ফেললেই সেটি মায়ের তহবীলে যাবে। এটা পাবলিক ওপিনিয়ন ক্রিয়েট করার প্রশ্ন। যাই হউক যদি কমিটি করেই করা যায় তাহলে এই প্রশ্নটি তখন বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে।

শ্রী তড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—স্যার, একটু আমি বলব এই জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় হয়ত যথেষ্ট চিন্তা করার সময় পাননি। উনি কালিঘাটের কালী মন্দিরের কথা যেটি বললেন সেটি ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল। তারকেশ্বরের যে মন্দির ছিল সেটিও তারকেশ্বরের যিনি মোহান্ত ছিলেন ব্যক্তিগত সম্পত্তি। যখন তারা অত্যাচার করতে আরম্ভ করল তখন বৃটিশ আমল ছিল। তখন প্রথম প্রথম অবশ্য জনমতে দিয়েই হয়েছিল—তখন তারকেশ্বরে অন্য কারণে ট্রাস্ট বডি করা হয়েছিল। ত্রিপুরার যে কথা বলা হচ্ছে সেটি কোন কালেই সেটি পুরোহিতদের নয়। আজকে যেখানে বলা হচ্ছে মায়ের সম্পত্তি, মায়ের সম্পত্তি আদায় করা যাবে না উপযুক্ত কাগজ পত্র নাই কিন্তু পুরোহিতদের কি কোন কাগজপত্র আছে যার বলে তারা নিচ্ছেন। আমি এখান থেকেই বলতে পারি এই রকম কাগজ থাকতে পারে না। তার কারণ হচ্ছে—তাদের নাই—সরকার যখন এটার পরিচালন ভার নিয়েছেন সরকার থেকে সেই মুহুর্ত্তেই সেখানে একটি বাক্স দিয়েছেন—আজকে এটা হাউসে পরিস্কার হওয়া উচিত। সরকার সেখানে বাক্স করে দিয়েছেন এবং দিয়ে জনসাধারণকে বলেছেন প্রনামির পয়সা বাক্সেই দেবেন। কাজেই প্রনামির পয়সা বাক্সেই দেওয়া হচ্ছে এবং সেই পয়সা মায়ের নামে সরকারী ট্রেজারীতে জমা হচ্ছে। যেহেতু অন্য ব্যবস্থা সরকার করেন নাই তাহলে কেন ঠাকুর মহাশয় যাত্রীদের সামনে থালা পেতে পয়সা নিচ্ছেন। কাজেই এই কথাগুলির মধ্যে কোন যুক্তি নাই। সেজন্যই সরকার এর পরিচালন ব্যবস্থা করছেন আগে মহারাজার পক্ষ থেকে অর্থ ব্যয় করে যেটির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কাজেই এর মধ্যে যদি এই জিনিষটা

টাকা হয় তাহলে সমস্ত জিনিষটা তালগোল পাকান হবে। এই জন্যই এটা পরিস্কার থাকা উচিত যে এর মধ্যে তাদের কোন রাইট নাই। যদি এটা আমার কনভিকশান না হতো তাহলে আমি বলতাম না। সেজন্যই এই কথাটার গুরুত্ব দিয়ে এই কথাটা পরিস্কার করা দরকার। এই সম্পর্কে সরকার দুটো কাজ করতে পারেন ইচ্ছা করলে—একজন অফিসার নিযুক্ত করে অথবা একটি কমিটি করে সেটি করতে পারেন। একটি কমিটি যদি করেন সেটি ভাল কথা। কিন্তু আমি কোনটারই কোন ক্লিয়ার এস্যুরেন্স পাচ্ছি না। যেহেতু মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলছেন সেজন্য আমি উইদড্র করে নিচ্ছি। কিন্তু এই বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট ধারণা আমি নিতে পারছি না যে এই বিষয়টি কোন অফিসার নিযুক্ত করা হবে অথবা কোন কমিটি করে করা হবে। যদি তিনি বলতেন যে আমি অফিসারের মাধ্যমে করব তাহলে আমি মনে করতে পারতাম এটা একজন অফিসারের মাধ্যমে করা হচ্ছে; এই ব্যাপারে আমি কোন স্পষ্ট ধারণা নিতে পারছি না যে কি ভাবে এই ব্যাপারটির মীমাংসা করা হবে। একটা কিছু করার ইচ্ছা আছে এইটুকু পরিস্কার হয়েছে কিন্তু কি ভাবে করা হবে সেটি পরিস্কার হয়নি। যেহেতু অনুরোধ করা হচ্ছে সেজন্যই আমি উইড্র করে নিচ্ছি।

Mr. Speaker :—Now for withdrawal of the Resolution—the leave of the House is necessary.

Now question before the House is the leave of the House to withdraw of Resolution moved by Shri Tarit Mohan Das Gupta be granted.

It was put to voice vote and the leave is granted The Resolution is withdrawn.

(Mr. Speaker)

My thanks are due to the Hon'ble Members with their kind co-operation. Our long Budget Session has come to an end. The House stands adjourned Sine Die